গ্রন্থাবলী-সিরিজ

দ্বিজেন্দ্র গ্রন্থাবলী (প্রথম ভাগ)

# দ্বিজেন্দ্র গ্রন্থাবলী

[ প্রথম ভাগ ]

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
[ বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ]
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২
বসুমতী কার্য্যা লি.
১৬৬ বিপি. বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলকাতা-

কবিবর

# দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গ্রন্থাবলী

[ প্রথম ভাগ ]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত

- সাজাহান
- সিংহল-বিজয়
- সোরাব রুস্তম
- পরপারে

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
[ বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড ]
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০১২

মূল্য—৮.০০ টাকা

শ্রীতিমিরকুমার মুখার্জ্জী কর্ত্তৃক
বসুমতী প্রেস হইতে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

# সাজাহান

( নাটক )

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

---

## উৎসর্গ

মহাপুরুষ

**ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর**

মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশ্যে

এই সামান্য নাটকখানি

উৎসর্গীকৃত হইল।

# কুশীলবগণ

## পুরুষ

| | | |
|---|---|---|
| সাজাহান | ... ... | ভারতবর্ষের সম্রাট্‌। |
| দারা, সুজা, ঔরংজীব, মোরাদ | ... ... | সাজাহানের পুত্রচতুষ্টয়। |
| সোলেমন, সিপার | ... ... | দারার পুত্র। |
| মহম্মদ সুলতান | ... ... | ঔরংজীবের পুত্র। |
| জয়সিংহ | ... ... | জয়পুরপতি। |
| যশোবন্ত সিংহ | ... ... | যোধপুরপতি। |
| দিলদার | ... ... | ছদ্মবেশী জ্ঞানী (দানেশমন্দ) |

---

## স্ত্রী

| | | |
|---|---|---|
| জাহানারা | ... ... | সাজাহানের কন্যা। |
| নাদিরা | ... ... | দারার স্ত্রী। |
| পিয়ারা | ... ... | সুজার স্ত্রী। |
| জহরৎ-উন্নিসা | ... ... | দারার কন্যা। |
| মহামায়া | ... ... | যশোবন্ত সিংহের স্ত্রী। |

---

# সাজাহান

## প্রথম অঙ্ক

—:*:—

### প্রথম দৃশ্য

স্থান—আগ্রার দুর্গপ্রাসাদ ; সাজাহানের কক্ষ।
কাল—অপরাহ্ণ। সাজাহান শয্যার উপর অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় কর্ণমূল করতলে ন্যস্ত করিয়া অধোমুখে ভাবিতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে একটি আলবোলা টানিতেছিলেন। সম্মুখে দারা দণ্ডায়মান।

সাজাহান। তাই ত!—এ বড়—দুঃসংবাদ দারা!

দারা। সুজা বঙ্গদেশে বিদ্রোহ করেছে বটে, কিন্তু সে এখনও সম্রাট্ নাম নেয় নি। কিন্তু মোরাদ, গুর্জ্জরে সম্রাট্ নাম নিয়ে বসেছে আর দাক্ষিণাত্য থেকে ঔরংজীব তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

সাজাহান। ঔরংজীব তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে—দেখি, ভেবে দেখি—এ রকম কখন ভাবি নি। অভ্যস্ত নই। তাই ঠিক ধারণা করতে পার্চ্ছি না—তাই ত। [ধূমপান]

দারা। আমি কিছু বুঝতে পার্চ্ছি না।

সাজাহান। আমিও পার্চ্ছি না। [ধূমপান]

দারা। আমি এলাহাবাদে আমার পুত্র সোলেমনকে সুজার বিরুদ্ধে যাত্রা কর্‌বার জন্য লিখ্‌ছি, আর তার সঙ্গে বিকানীরের মহারাজ জয়সিংহ আর সৈন্যাধ্যক্ষ দিলীর খাঁকে পাঠাচ্ছি।

( সাজাহান আনতচক্ষে ধূমপান করিতে লাগিলেন )

দারা। আর মোরাদের বিরুদ্ধে আমি মহারাজ যশোবন্ত সিংহকে পাঠাচ্ছি।

সাজাহান। পাঠাচ্ছ!—তাই ত'!—[পূর্ব্ববৎ ধূমপান]

দারা। পিতা, আপনি চিন্তিত হবেন না। এ বিদ্রোহ দমন কর্ত্তে আমি জানি।

সাজাহান। না, আমি তার জন্য ভাব্‌ছি না দারা ; তবে এই—ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ—তাই ভাব্‌ছি। [ধূমপান; পরে সহসা] না—দারা, কাজ নেই। আমি তাদের বুঝিয়ে বলবো। কাজ নেই। তাদের নির্ব্বিরোধে রাজধানীতে আস্‌তে দাও।

( বেগে জাহানারার প্রবেশ )

জাহানারা। কখন না। এ হ'তে পারে না পিতা। প্রজা রাজার উপর খড়্গ তুলেছে, সে খড়্গ তার নিজের স্কন্ধে পড়ুক।

সাজাহান। সে কি জাহানারা। তা'রা আমার পুত্র।

জাহানারা। হোক্ পুত্র। কি যায় আসে। পুত্র কি কেবল পিতার স্নেহেরই অধিকারী? পুত্রকে পিতার শাসনও কর্ত্তে হবে।

সাজাহান। আমার হৃদয় এক শাসন জানে। সে শুধু স্নেহের শাসন। বেচারী মাতৃহারা পুত্র-কন্যারা আমার! তাদের শাসন কর্‌বো কোন প্রাণে জাহানারা! ঐ চেয়ে দেখ্—ঐ স্ফটিকে গঠিত দীর্ঘনিঃশাস—ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ্—তারপর বলিস্ তাদের শাসন কর্ত্তে।

জাহানারা। পিতা! এই কি আপনার উপযুক্ত কথা! এই দৌর্ব্বল্য কি ভারতসম্রাট্ সাজাহানকে সাজে! সাম্রাজ্য কি অন্তঃপুর! একটা ছেলেখেলা!—একটা প্রকাণ্ড শাসনের ভার আপনার উপর। প্রজা বিদ্রোহী হ'লে সম্রাট্ কি তাকে পুত্র ব'লে ক্ষমা কর্‌বেন? স্নেহ কি কর্ত্তব্যকে ছাপিয়ে উঠ্‌বে?

সাজাহান। তর্ক করিস্ না জাহানারা! আমার কোন যুক্তি নাই! আমার কেবল এক যুক্তি আছে। সে—স্নেহ। আমি শুধু ভাব্‌ছি দারা, যে, এ যুদ্ধে যে পক্ষেই পরাজয় হয়,

আমার সমান ক্ষতি। এ যুদ্ধে তুমি পরাজিত হ'লে আমায় তোমার ম্লান-মুখখানি দেখ্‌তে হবে; আবার তা'রা পরাজিত হয়ে ফিরে গেলে তাদের ম্লান মুখ কল্পনা কর্ত্তে হবে। কাজ নেই দারা। তা'রা রাজধানীতে আসুক; আমি তাদের বুঝিয়ে বল্‌বো।

দারা। পিতা, তবে তাই হোক্।

জাহানারা। দারা, তুমি কি এই রকম ক'রে তোমার বৃদ্ধ পিতার প্রতিনিধির কাজ করবে। পিতা যদি স্বয়ং শাসনক্ষম হতেন, তা হ'লে তোমার হাতে তিনি রাজ্যের রশ্মি ছেড়ে দিতেন না। এই উদ্ধত সুজা, স্বকল্পিত সম্রাট্‌ মোরাদ আর তার সহকারী ঔরংজীব, বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে আগ্রায় প্রবেশ কর্‌বে, আর তুমি পিতার প্রতিনিধি হয়ে তাই সহাস্যমুখে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে?—এ উত্তম।

দারা। সত্য পিতা, এ কি হ'তে পারে? আমায় আজ্ঞা দিউন পিতা।

সাজাহান। ঈশ্বর! পিতাদের এই বুকভরা স্নেহ দিয়েছিলে কেন। কেন তাদের হৃদয়কে লোহ দিয়ে গড় নি!—ওঃ!

দারা। ভাববেন না পিতা, যে আমি এ সিংহাসনের প্রত্যাশী। তার জন্য এ যুদ্ধ নয়। আমি এ সাম্রাজ্য চাই না। আমি দর্শনে উপনিষদে এর চেয়ে বড় সাম্রাজ্য পেয়েছি। আমি যাচ্ছি আপনার সিংহাসন রক্ষা কর্ত্তে।

জাহানারা। তুমি যাচ্চ ন্যায়ের সিংহাসন রক্ষা কর্ত্তে, দুষ্কৃতকে শাসন কর্ত্তে, এই দেশের কোটি নিরীহ প্রজাদের অরাজক অত্যাচারের গ্রাস থেকে বাঁচাতে। যদি রাজ্যে এই দুষ্প্রবৃত্তি শৃঙ্খলিত না হয়, তবে এ মোগল-সাম্রাজ্যের পরমায়ু আর কয়দিন?

দারা। পিতা, আমি প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, ভাইদের কাউকে পীড়ন বা বধ কর্‌ব না, তাদের বেঁধে পিতার পদতলে এনে দেবো। পিতা তখন তাদের ইচ্ছা হয়, ক্ষমা কর্ব্বেন। তা'রা জানুক, সম্রাট্‌ সাজাহান, স্নেহশীল—কিন্তু দুর্ব্বল নয়।

সাজাহান। [উঠিয়া] তবে তাই হোক্। তারা জানুক যে, সাজাহান শুধু পিতা নয়—সাজাহান সম্রাট্‌। যাও দারা। নেও এই পাঞ্জা। আমি আমার সমস্ত ক্ষমতা তোমায় দিলাম। বিদ্রোহীর শাস্তিবিধান কর।

[পাঞ্জা প্রদান]

দারা। যে আজ্ঞা পিতা!

সাজাহান। কিন্তু এ শাস্তি তাদের একা নয়। এ শাস্তি আমারও। পিতা যখন পুত্রকে শাসন করে—পুত্র ভাবে যে, পিতা কি নিষ্ঠুর! সে জানে না যে, পিতার উদ্যত বেত্রের অর্দ্ধেকখানি পড়ে সেই পিতারই পৃষ্ঠে।

[প্রস্থান।

জাহানারা। তাদের এই হঠাৎ বিদ্রোহের কারণ কিছু অনুমান করছো দারা?

দারা। তা'রা বলে যে, পিতা রুগ্ন, এ কথা মিথ্যা; পিতা মৃত, আর আমি নিজের আজ্ঞাই তাঁর নামে চালাচ্ছি।

জাহানারা। তা'তে অপরাধ কি হয়েছে? তুমি সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র—ভাবী সম্রাট্‌।

দারা। তা'রা আমাকে সম্রাট্‌ ব'লে মান্‌তে চায় না।

(সিপারের সহিত নাদিরার প্রবেশ)

সিপার। তা'রা তোমার হুকুম মানতে চায় না বাবা।

জাহানারা। দেখ ত আস্পর্দ্ধা! [হাস্য]

দারা। কি নাদিরা, তুমি অধোমুখে যে!—তুমি যেন কিছু বল্‌বে।

নাদিরা। শুন্‌বে প্রভু?—আমার—একটা অনুরোধ রাখবে?

দারা। তোমার কোন্ অনুরোধ কবে না রেখেছি নাদিরা!

নাদিরা। তা জানি। তাই বল্‌তে সাহস কর্চ্ছি। আমি বলি—তুমি এ যুদ্ধ থেকে বিরত হও।

জাহানারা। সে কি নাদিরা!

নাদিরা। দিদি—

দারা। কি! বল্‌তে বলতে চুপ কর্লে যে!—কেন তুমি এ অনুরোধ কর্‌ছ নাদিরা!

নাদিরা। কাল রাত্রে আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখিছি।

দারা। কি দুঃস্বপ্ন?

নাদিরা। আমি এখন তা বলতে পার্ব্বো না। সে বড় ভয়ানক!—না নাথ! এ যুদ্ধে কাজ নেই—

দারা। সে কি নাদিরা!

জাহানারা। নাদিরা, তুমি পরভেজের কন্যা না? একটা যুদ্ধের ভয়ে এই অশ্রু, এই

শঙ্কাকুল দৃষ্টি, এই ভয়বিহ্বল উক্তি—তোমার শোভা পায় না।

নাদিরা। দিদি—যদি জান্তে যে সে কি দুঃস্বপ্ন।—সে বড় ভয়ানক, বড় ভয়ানক।

জাহানারা। দারা। এ কি। তুমি ভাবছো। এত তরল তুমি। এত স্ত্রৈণ। পিতার সম্মতি পেয়ে এখন স্ত্রীর সম্মতি নিতে হবে না কি। মনে রেখো দারা, কঠোর কর্ত্তব্য সম্মুখে। আর ভাব্‌বার সময় নাই।

দারা। সত্য নাদিরা! এ যুদ্ধ অনিবার্য্য, আমি যাই। যথাযথ আজ্ঞা দেই গে যাই।

[ প্রস্থান।

নাদিরা। এত নিষ্ঠুর তুমি দিদি—এসো সিপার।

[ সিপারের সহিত নাদিরার প্রস্থান।

জাহানারা। এত ভয়াকুল। কি কারণ বুঝি না।

( সাজাহানের পুনঃপ্রবেশ )

সাজাহান। দারা গিয়াছে জাহানারা?

জাহানারা। হাঁ বাবা।

সাজাহান। [ ক্ষণিক নিস্তব্ধ থাকিয়া ] জাহানারা—

জাহানারা। বাবা।

সাজাহান। তুমিও এর মধ্যে?

জাহানারা। কিসের মধ্যে?

সাজাহান। এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের?

জাহানারা। না বাবা—

সাজাহান। শোন্ জাহানারা। এ বড় নির্ম্মম কাজ। কি কর্‌ব—আজ তার প্রয়োজন হয়েছে। উপায় নাই। কিন্তু তুইও এর মধ্যে যাস্‌নে। তোর কাজ—স্নেহ, ভক্তি, অনুকম্পা। এ আবর্জ্জনায় তুইও নামিস্ নে—তুই অন্ততঃ পবিত্র থাক্।

——

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—নর্ম্মদাতীরে মোরাদের শিবির

কাল—রাত্রি। দিলদার একাকী

দিলদার। আমি মুখে মোরাদের বিদূষক। আমি হাস্য পরিহাস কর্ত্তে যাই, সে ব্যঙ্গের ধূম হয়ে ওঠে। মূর্খ তা বুঝ্‌তে পারে না। আমার উক্তি অসংলগ্ন মনে ক'রে হাসে।—মোরাদ একদিকে যুদ্ধোন্মাদ, আর একদিকে সম্ভোগে মজ্জিত। মনোরাজ্য ওর কাছে একটা অনাবিষ্কৃত দেশ—এই যে বর্ব্বর এখানে আস্‌ছে।

( মোরাদের প্রবেশ )

মোরাদ। দিলদার! আমাদের যুদ্ধে জয় হয়েছে। আনন্দ কর, স্ফূর্ত্তি কর। অচিরে পিতাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে আমি সেখানে বস্‌ছি।—কি ভাব্‌ছো দিলদার?—ঘাড় নাড়্‌ছো যে।

দিলদার। জাঁহাপনা, আমি আজ একটা তথ্য আবিষ্কার করেছি।

মোরাদ। কি।—শুনি।

দিলদার। আমি শুনেছি যে, হিংস্র জন্তুদের মধ্যে একটা দস্তুর আছে যে, পিতা সন্তান খায়।—আছে কি না?

মোরাদ। হাঁ আছে। তাই কি?

দিলদার। কিন্তু সন্তান পিতা খায়, এ প্রথাটা তাদের মধ্যে নেই বোধ হয়।

মোরাদ। না।

দিলদার। হুঁ। সে প্রথাটা ঈশ্বর কেবল মানুষের মধ্যেই দিয়েছেন। দু'রকমই চাই ত। খুব বুদ্ধি।

মোরাদ। খুব বুদ্ধি।—হাঃ হাঃ হাঃ। বড় মজার কথা বলেছো দিলদার।

দিলদার। কিন্তু মানুষের যে বুদ্ধি, তার কাছে ঈশ্বরের বুদ্ধি কিছুই নয়। মানুষ ঈশ্বরের উপর চাল চেলেছে।

মোরাদ। কি রকম—

দিলদার। এই দেখুন জাঁহাপনা, দয়াময় মানুষকে দাঁত দিয়েছিলেন কি জন্য?—চর্ব্বণ কর্‌বার জন্য নিশ্চয়, বাহির কর্‌বার জন্য নয়। কিন্তু মানুষ সে দাঁত দিয়ে চর্ব্বণ ত' করেই, তার উপরে সেই দাঁত দিয়েই হাসে। ঈশ্বরের উপর চাল চেলেছে বল্‌তে হবে।

মোরাদ। তা বল্‌তে হবে বৈ কি—

দিলদার। শুধু হাসে না, হাস্‌বার জন্য অনেকে যেন বিশেষ চিন্তিত বলে বোধ হয়, এমন কি—তার জন্য পয়সা খরচ করে।

মোরাদ। হাঃ হাঃ হাঃ।

দিলদার। ঈশ্বর মানুষের জিভ দিয়েছিলেন—বেশ দেখা যাচ্ছে চাখ্‌বার জন্য। কিন্তু মানুষ

তার দ্বারা ভাষার সৃষ্টি করে ফেল্লে।—ঈশ্বর নাক দিয়েছিলেন কেন? নিঃশ্বাস ফেল্‌বার জন্য ত'?

মোরাদ। হাঁ, আর শুঁক্‌বার জন্যও বোধ হয়।

দিলদার। কিন্তু মানুষ তার উপর—বাহাদুরী করেছে।—সে আবার সেই নাকের উপর চস্‌মা পরে। দয়াময়ের নিশ্চয়ই সে উদ্দেশ্য ছিল না।—আবার অনেকের নাক ঘুমের ঘোরে বেশ একটু ডাকেও।

মোরাদ। তা ডাকে। আমার নাক কিন্তু ডাকে না।

দিলদার। আজ্ঞে, জাঁহাপনার শুধু যে ডাকে তা নয়, সেটা দিনে-দুপুরে ডাকে।

মোরাদ। আচ্ছা, এবার যখন ডাক্‌বে তখন দেখিয়ে দিও।

দিলদার। ঐ একটা জিনিস জাঁহাপনা, যা নিরাকার ঈশ্বরের মত—ঠিক দেখানো যায় না। কারণ, দেখিয়ে দেবার অবস্থা যখন হয়, তখন সে আর ডাকে না।

মোরাদ। আচ্ছা, দিলদার, ঈশ্বর মানুষকে যে কান দিয়েছেন, তার উপর মানুষ কি বাহাদুরী কর্‌তে পেরেছে?

দিলদার। ও বাবা!—তাই দিয়ে একটা দার্শনিক তথ্যই আবিষ্কার করে' ফেল্লে যে, কান টান্‌লে মাথা আসে।—অবশ্য তার পেছনে যদি একটা মাথা থাকে; অনেকের তা নেই কি না।

মোরাদ। নেই না কি! হাঃ হাঃ—ঐ দাদা আসছেন। তুমি এখন যাও।

দিলদার। যে আজ্ঞা।

[ প্রস্থান।

( অপর দিক্ দিয়া ঔরংজীবের প্রবেশ )

মোরাদ। এসো দাদা, তোমায় আলিঙ্গন করি। তোমার বুদ্ধিবলেই আমাদের যুদ্ধজয় হয়েছে। [ আলিঙ্গন ]

ঔরংজীব। আমার বুদ্ধিবলে, না তোমার শৌর্য্যবলে? কি অদ্ভুত শৌর্য্য তোমার! মৃত্যুকে একেবারে ভয় কর না।

মোরাদ। আসফ খাঁ একটা কথা বলতেন মনে আছে যে, যারা মৃত্যুকে ভয় করে, তা'রা জীবন-ধারণ করবার যোগ্য নয়। সে যা হোক্, তুমি যশোবন্ত সিংহের ৪০,০০০ মোগল সৈন্য কি মন্ত্রবলে বশ কর্‌লে। তারা শেষে যশোবন্ত সিংহেরই রাজপুত সৈন্যের বিপক্ষে বন্দুক লক্ষ্য ক'রে ফিরে দাঁড়ালে। যেন একটা ভৌতিক ব্যাপার!

ঔরংজীব। যুদ্ধের পূর্ব্বদিন আমি জনকতক সৈন্যকে মোল্লা সাজিয়ে এপারে পাঠিয়েছিলাম। তা'রা মোগলদের বুঝিয়ে গেল—যে কাফেরের অধীন, কাফেরের সঙ্গে, কাফের দারার পক্ষে যুদ্ধ করা বড় হেয় কাজ, আর সেটা কোরানে নিষিদ্ধ। তা'রা ঠিক তাই বিশ্বাস করেছে।

মোরাদ। আশ্চর্য্য তোমার কৌশল!

ঔরংজীব। কার্য্যসিদ্ধির জন্য শুদ্ধ একটা উপায়ের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। যত রকম উপায় আছে, ভাব্‌তে হবে।

( মহম্মদের প্রবেশ )

ঔরংজীব। কি সংবাদ মহম্মদ?

মহম্মদ। পিতা! মহারাজ যশোবন্ত সিংহ তাঁর শকটে চড়ে, সসৈন্যে আমাদের সৈন্যশিবির প্রদক্ষিণ কর্‌ছেন।—আমরা আক্রমণ কর্‌ব?

ঔরংজীব। না।

মোরাদ। এর উদ্দেশ্য কি?

ঔরংজীব। রাজপুত-দর্প! এই দর্পই মহারাজের পরাজয়। আমি সসৈন্যে নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হওয়া মাত্রই যদি তিনি আমায় আক্রমণ কর্‌তেন, ত' আমার পরাজয় অনিবার্য্য ছিল। কারণ, তুমি তখন এসে উপস্থিত হও নি, আর আমার সৈন্যরাও পথশ্রান্ত ছিল। কিন্তু শুনলাম, এরূপ আক্রমণ করা বীরোচিত নয় বলে, মহারাজ তোমার আগমনের অপেক্ষা কর্‌ছিলেন। অতি দর্পে পতন হবেই।

মোরাদ। আমরা তবে তাঁকে আক্রমণ কর্‌ব না?

ঔরংজীব। না মহম্মদ! আমাদের সৈন্যশিবির প্রদক্ষিণ করে, যদি মহারাজের কিছু সান্ত্বনা হয়ত একবার কেন, তিনি দশবার প্রদক্ষিণ করুন না! যাও।

[ মহম্মদের প্রস্থান।

ঔরংজীব। পুত্র যুদ্ধ পেলে হয়।—সরল,

উদার, নির্ভীক পুত্র। আমি তবে এখনই যাই। তুমি বিশ্রাম কর।

মোরাদ। আচ্ছা; দৌবারিক! সিরাজি আর বাইজী!

[ প্রস্থান।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—কাশীতে সুজার সৈন্যশিবির

কাল—রাত্রি। সুজা ও পিয়ারা

সুজা। শুনেছো পিয়ারা। দারার পুত্র—বালক সোলেমন এই যুদ্ধে আমার বিপক্ষে এসেছে।

পিয়ারা। তোমার বড় ভাই দারার পুত্র দিল্লী থেকে এসেছেন? সত্য না কি! তা হ'লে সঙ্গে নিশ্চয়ই দিল্লীর লাড্ডু এনেছেন। তুমি শীঘ্র সেখানে লোক পাঠাও; হাঁ করে চেয়ে রয়েছো কি! লোক পাঠাও।

সুজা। লাড্ডু কি! যুদ্ধ—তার সঙ্গে—

পিয়ারা। তার সঙ্গে যদি বেলের মোরব্বা থাকে ত' আরও ভাল। তাতেও আমার অরুচি নাই। কিন্তু দিল্লীকা লাড্ডু—শুনতে পাই, যো খায়া উয়োবি পস্তায়া—আর যো নেই খায়া উয়োবি পস্তায়া। দুরকমেই যখন পস্তাতে হচ্ছে, তখন না খেয়ে পস্তানোর চেয়ে খেয়ে পস্তানোই ভাল—লোক পাঠাও।

সুজা। তুমি একনিঃশ্বাসে এতখানি বলে গেলে যে, আমি বাকিটুকু বল্‌বার ফুর্সৎ পেলাম না।

পিয়ারা। তুমি আবার বল্‌বে কি! তুমি ত' কেবল যুদ্ধ কর্‌বে।

সুজা। আর যা কিছু বল্‌তে হবে, তা বল্‌বে বুঝি তুমি?

পিয়ারা। তা বৈ কি! আমরা যেমন গুছিয়ে বল্‌তে পারি, তোমরা তা পারো? তোমরা কিছু বল্‌তে গেলেই এমন বিষয়গুলো জড়িয়ে ফেল, আর এমন ব্যাকরণ ভুল কর যে—

সুজা। সে কি?

পিয়ারা। আর অভিধানের অর্দ্ধেক শব্দই তোমরা জান না। কথা বলেছ, কি ভুল করে' বসে' আছো। বোবা শব্দ আর অন্ধ ব্যাকরণ মিশিয়ে, এমন এক খোঁড়া ভাষা প্রয়োগ কর, যে তার অত্যন্ত কুঁজো হয়ে চল্‌তে হবেই।

সুজা। তোমার নিজের প্রয়োগগুলি খুব সাধু বলে বোধ হচ্ছে—না!

পিয়ারা। ঐ ত! আমাদের ভাষা বুঝ্‌বার ক্ষমতাটুকুও তোমাদের নাই। হা ঈশ্বর! এমন একটা বুদ্ধিমান্ স্ত্রীজাতিকে এমন নির্ব্বোধ পুরুষজাতির হাতে সঁপে দিয়েছো, যে তার চেয়ে তাদের যদি গরম তেলের কড়ায় চড়িয়ে দিতে, তা' হলে বোধ হয় তার চেয়ে তা'রা সুখে থাক্‌তো।

সুজা। যাক্—তুমিই বলে' যাও।

পিয়ারা। সিংহের বল দাঁতে, হাতীর বল শুঁড়ে, মহিষের বল শিঙে, ঘোড়ার বল পিছনকার পায়ে, বাঙ্গালীর বল পিঠে আর নারীর বল জিভে।

সুজা। না, নারীর বল অপাঙ্গে।

পিয়ারা। উঁহুঃ—অপাঙ্গ প্রথম প্রথম কিছু কাজ ক'রে থাক্‌তে পারে বটে, কিন্তু পরে সমস্ত জীবনটা স্বামীকে শাসিয়ে রাখে—ঐ জিভে।

সুজা। না, তুমি আমাকে কথা কহিবার অবকাশ দেবে না দেখতে পাচ্ছি। শোন কি বল্‌তে যাচ্ছিলাম—

পিয়ারা। ঐ ত তোমাদের দোষ। এতখানি ভূমিকা কর, যে, সেই অবকাশে তোমাদের বক্তব্যটা ভুলে বসে থাকো।

সুজা। তুমি আর খানিক যদি ঐ রকম বকে' যাও, ত আমার বক্তব্যটা আমি সত্যই ভুলে যাবো।

পিয়ারা। তবে চট্ ক'রে বল। আর দেরী কোরো না।

সুজা। তবে শোন—

পিয়ারা। বল। কিন্তু সংক্ষেপে। মনে থাকে যেন।—একনিঃশ্বাসে।

সুজা। এখন আমার বিরুদ্ধে এসেছে দারার পুত্র সোলেমন। আর তার সঙ্গে বিকানীরের মহারাজ জয়সিংহ আর সৈন্যাধ্যক্ষ দিলীর খাঁ।

পিয়ারা। বেশ, একদিন নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে দাও।

সুজা। না। তুমি ছেলেমানুষীই করবে। এমন একটা গাঢ় ব্যাপার যুদ্ধ। তা তোমার কাছে—

পিয়ারা। তার জন্য ত তাকে একটু—এঁ্যা—তরল করে' নিচ্ছি। নৈলে হজম হবে কেন। বলে' যাও।

সুজা। এখনই মহারাজ জয়সিংহ আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি বল্লেন যে, সম্রাট্ সাজাহান মরেন নি। এমন কি, তিনি সম্রাটের দস্তখতি পত্র আমায় দিলেন। সে পত্রে কি আছে জানো?

পিয়ারা। শীঘ্র ব'লে ফেল, আর আমার ধৈর্য্য থাক্‌ছে না।

সুজা। সে পত্রে তিনি লিখেছেন যে, আমি যদি এখনও বঙ্গদেশে ফিরে যাই, তা হ'লে তিনি আমায় এই সুবা থেকে চ্যুত কর্‌বেন না। নৈলে—

পিয়ারা। নৈলে চ্যুত কর্‌বেন এই ত। —যাক্। তার পরে আর কিছু তো বল্‌বার নেই? আমি এখন গান গাই?

সুজা। আমি কি লিখে দিলাম জানো? আমি লিখে দিলাম—"বেশ, আমি বিনা যুদ্ধে বঙ্গদেশে ফিরে যাচ্ছি। পিতার প্রভুত্ব আমি মাথা পেতে নিতে সম্মত আছি। কিন্তু দারার প্রভুত্ব আমি কোনমতেই মান্‌বো না।"

পিয়ারা। তুমি আমায় গাইতে দেবে না। নিজেই বকে' যাচ্ছ, আমি গাইব না।

সুজা। না, গাও। আমি চুপ কর্‌লাম।

পিয়ারা। দেখ, প্রতিজ্ঞা মনে রেখো। কি গাইব?

সুজা। যা ইচ্ছা।—না। একটা প্রেমের গান গাও—এমন একটা গান গাও, যার ভাষায় প্রেম, ভাবে প্রেম, ভঙ্গিমায় প্রেম, মূর্চ্ছনায় প্রেম, সমে প্রেম।—গাও, আমি শুনি।

(পিয়ারা গীত আরম্ভ করিলেন)

সুজা। দূরে একটা শব্দ শুনছো না পিয়ারা।—যেন বারিদবর্ষণের শব্দ।—ঐ যে!

পিয়ারা। না, তুমি গাইতে দিবে না। আমি চল্লাম।

সুজা। না, ও কিছু নয়, গাও।

(পিয়ারার গীত)

এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালোবাসি।
ক্ষুদ্র এ হৃদয় হায়! ধরে না ধরে না তায়—
আকুল অসীম প্রেমরাশি॥
তোমার হৃদয়খানি আমার হৃদয়ে আনি,
রাখি না কেনই যত কাছে;—
যুগল হৃদয় মাঝে কি যেন বিরহ বাজে,
কি যেন অভাবই রহিয়াছে।
এ ক্ষুদ্র জীবন মোর, এ ক্ষুদ্র ভুবন মোর,
হেথা কি দিব এ ভালোবাসা।
যত ভালবাসি তাই, আরও বাসিতে চাই,—
দিয়ে প্রেম মিটেনাক আশা।
হউক অসীম স্থান, হউক আমার প্রাণ,
ঘুচে যাক্ সব অবরোধ,
তখন মিটাব আশা, দিব ঢালি' ভালোবাসা,
জন্ম ঋণ করি' পরিশোধ।

সুজা। এ জীবন একটা সুষুপ্তি। মাঝে মাঝে স্বপ্নের মত স্বর্গ থেকে একটা ভঙ্গিমা, একটা সঙ্কেত নেমে আসে, যাতে বুঝিয়ে দেয়, এ সুপ্তির জাগরণ কি মধুর—সঙ্গীত সেই স্বর্গের একটা ঝঙ্কার। নৈলে এত মধুর হয়!

(নেপথ্যে কামানের শব্দ)

সুজা। [চমকিয়া উঠিয়া] ও কি!

পিয়ারা। তাই ত! প্রিয়তম! এত রাত্রে কামানের শব্দ—এত কাছে!—শত্রু ত ওপারে!

সুজা। এ কি! ঐ আবার! আমি দেখে আসি।

[প্রস্থান।

পিয়ারা। তাই ত! বারবার ঐ কামানের ধ্বনি। ঐ সৈন্যদের সমর-নিনাদ, অস্ত্রের ঝনৎকার—রাত্রির এই গভীর শান্তি হঠাৎ যেন শেলবিদ্ধ হয়ে একটা মহা কোলাহলে আর্ত্তনাদ করে' উঠলো।—এ সব কি!

(বেগে সুজার প্রবেশ)

সুজা। পিয়ারা! সম্রাট্‌সৈন্য শিবির আক্রমণ করেছে।

পিয়ারা। আক্রমণ করেছে! সে কি!

সুজা। হাঁ! বিশ্বাসঘাতক এই মহারাজ! —আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। তুমি শিবিরে যাও। কোন ভয় নাই পিয়ারা—

[প্রস্থান।

পিয়ারা। কোলাহল ক্রমে বাড়তে চল্‌ল। —উঃ, এ কি—

[প্রস্থান।

( নেপথ্যে কোলাহল )

( সোলেমন ও দিলীর খাঁর বিপরীত দিক্ হইতে প্রবেশ )

সোলেমন। সুবাদার কৈ ?

দিলীর। তিনি নদীর দিকে পালিয়েছেন।

সোলেমন। পালিয়েছেন ? তাঁর পশ্চাদ্ধাবন কর দিলীর খাঁ।

( দিলীর খাঁর প্রস্থান ও জয়সিংহের প্রবেশ )

সোলেমন। মহারাজ। আমরা জয়লাভ করেছি।

জয়সিংহ। আপনি রাত্রে নদী পার হইয়ে শত্রুশিবির আক্রমণ করেছেন ?

সোলেমন। কর্ত্তব্য যে, তারা কি তা ভাবে নি—তবু এত শীঘ্র জয় লাভ কর্ব্ব কখন মনে করি নি।

জয়সিংহ। সুলতান সুজার সৈন্য একেবারে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। যখন অর্দ্ধেক সৈন্য নিহত হয়েছে, তখনও তাদের সম্পূর্ণ ঘুম ভাঙ্গে নি।

সোলেমন। তার কারণ ? কাকা প্রকৃত যোদ্ধা। তিনি নৈশ আক্রমণের সম্ভাবনা জান্তেন।

জয়সিংহ। আমি সম্রাটের পক্ষ হ'তে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেছিলাম। তিনি বিনাযুদ্ধে বঙ্গদেশে ফিরে যেতে সম্মত হয়েছিলেন; এমন কি, ফিরে যাবার জন্য নৌকা প্রস্তুত কর্ত্তে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

( দিলীর খাঁর পুনঃ প্রবেশ )

দিলীর। সাহাজাদা। সুলতান সুজা সপরিবারে নৌকাযোগে পালিয়েছেন।

জয়সিংহ। ঐ—তবে সেই সজ্জিত নৌকায়।

সোলেমন। পশ্চাদ্ধাবন কর—যাও, সৈন্যদের আজ্ঞা দাও।

[ দিলীর খাঁর প্রস্থান।

সোলেমন। আপনি কার আজ্ঞায় এ সন্ধি করেছিলেন মহারাজ ?

জয়সিংহ। সম্রাটের আজ্ঞায়।

সোলেমন। পিতা ত' আমাকে এ কথা কিছু লেখেন নি। তা আপনিও আমায় বলেন নি।—

জয়সিংহ। সম্রাটের নিষেধ ছিল।

সোলেমন। তার উপরে মিথ্যাকথা।—যান।

[ জয়সিংহের প্রস্থান।

সোলেমন। সম্রাটের এক আজ্ঞা; আর আমার পিতার অন্যরূপ আজ্ঞা। এ কি সম্ভব। —যদি তাই হয়। মহারাজকে হয়ত অন্যায় ভর্ৎসনা করেছি। যদি সম্রাটের এরূপই আজ্ঞা হয়।—এদিকে পিতা লিখেছেন যে, "সুজাকে সপরিবারে বন্দী ক'রে নিয়ে আসবে পুত্র।"—না, আমি পিতার আজ্ঞা পালন কর্ব্ব। তাঁর আজ্ঞা আমার কাছে ঈশ্বরের আজ্ঞা।

---

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—যোধপুরের দুর্গ। কাল—প্রভাত

মহামায়া ও চারণীগণ

মহামায়া। গাও আবার চারণীগণ।

( চারণীগণ গাহিল )

১

সেথা, গিয়াছেন তিনি সমরে, আনিতে
জয়গৌরব জিনি,
সেথা গিয়াছেন তিনি মহা আহ্বানে—
মায়ের চরণে প্রাণ বলিদানে;
মথিতে অমর মরণসিন্ধু, আজি
গিয়াছেন তিনি।
সধবা, অথবা বিধবা তোমার রহিবে
উচ্চশির;—
উঠ বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর।

২

সেথা গিয়াছেন তিনি করিতে রক্ষা
শত্রুর নিমন্ত্রণে।
সেথা, বর্ম্মে বর্ম্মে কোলাকুলি হয়;
খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়,
ভ্রূকুটীর সহ গর্জ্জন মিশে, রক্ত রক্ত সনে
সধবা অথবা—ইত্যাদি।

৩

সেথা নাহি অনুনয়, নাহি পলায়ন—
সে ভীম সমর-মাঝে;
সেথা রুধিররক্ত অসিত অঙ্গে,
মৃত্যু নৃত্য করিছে রঙ্গে,

গভীর আর্ত্তনাদের সঙ্গে বিজয় বাদ্য বাজে।
সধবা অথবা—ইত্যাদি।

৪

সেথা, গিয়াছেন তিনি সে মহা আহবে
জুড়াইতে সব জ্বালা ;
হেথা, হয়ত' ফিরিতে জিনিয়া সমর ;
হয় ত' মরিয়া হইতে অমর,
সে মহিমা ক্রোড়ে ধরিয়া হাসিয়া তুমিও
মরিবে বালা।
সধবা অথবা—ইত্যাদি।

( দুর্গপ্রহরীর প্রবেশ )

প্রহরী। মহারাণী।

মহামায়া। কি সংবাদ সৈনিক।

প্রহরী। মহারাজ ফিরে এসেছেন।

মহামায়া। এসেছেন? যুদ্ধে জয়লাভ করে' এসেছেন?

প্রহরী। না মহারাণী। তিনি এ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে' এসেছেন।

মহামায়া। পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছেন। কি বল্‌ছ তুমি সৈনিক। কে পরাজিত হ'য়ে ফিরে' এসেছে?

প্রহরী। মহারাজ।

মহামায়া। কি। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছেন? এ কি শুন্‌ছি ঠিক। যোধপুরের মহারাজ—আমার স্বামী—যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে' এসেছেন। ক্ষত্রিয় শৌর্য্যের কি এতদূর অধোগতি হয়েছে। অসম্ভব। ক্ষত্রবীর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফেরে না। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ ক্ষত্রচূড়ামণি। যুদ্ধে পরাজয় হয়েছে ; হ'তে পারে। তা হয়ে থাকে ত' আমার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে মরে' পড়ে আছেন। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে কখন ফিরে' আসেন নি। যে এসেছে—সে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ নয়। সে তাঁর আকারধারী কোন ছদ্মবেশী। তাকে প্রবেশ কর্ত্তে দিও না। দুর্গদ্বার রুদ্ধ কর।—গাও চারণীগণ, আবার গাও।

( চারণীগণের গীত )

সেথা, গিয়াছেন তিনি সে মহা আহবে—
জুড়াইতে সব জ্বালা—ইত্যাদি

——

## পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—পরিত্যক্ত প্রান্তর। কাল—রাত্রি

ঔরংজীব একাকী

ঔরংজীব। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঝড় উঠবে। একটা নদী পার হয়েছি ; এ আর এক নদী—ভীষণ, কল্লোলিত তরঙ্গসঙ্কুল। এত প্রশস্ত যে, তার ওপার দেখ্‌তে পাচ্ছি না। তবু পার হ'তে হবে—এই নৌকা নিয়েই।

( মোরাদের প্রবেশ )

ঔরংজীব। কি মোরাদ। কি সংবাদ?

মোরাদ। দারার সঙ্গে একলক্ষ ঘোড়সোয়ার আর এক শত কামান।

ঔরংজীব। তবে সংবাদ ঠিক।

মোরাদ। ঠিক্, প্রত্যেক চরের ঐ একই রূপ অনুমান।

ঔরংজীব। [ পাদচারণ করিতে করিতে ] এ যে—না—তাই ত।

মোরাদ। দারা ঐ পাহাড়ের পরপারে সেনানিবেশ করেছেন।

ঔরংজীব। ঐ পাহাড়?

মোরাদ। হাঁ দাদা।

ঔরংজীব। তাই ত।—একলক্ষ অশ্বারোহী—আর—

মোরাদ। আমরা কাল প্রভাতেই—

ঔরংজীব। চুপ্। কথা কয়ো না। আমাকে ভাবতে দাও।—এত সৈন্য দারা পেলেন কোথা থেকে।—আর এক শত।—আচ্ছা, তুমি এখন যাও মোরাদ। আমায় ভাব্‌তে দাও।

[ মোরাদের প্রস্থান।

ঔরংজীব। তাই ত'।—এখন পিছোলে সর্ব্বনাশ, আক্রমণ কল্লে ধ্বংস। ১০০ কামান। যদি—না—তাই বা হবে কেমন করে'।—হঃ [ দীর্ঘনিশ্বাস ]—ঔরংজীব। এবার তোমার উত্থান না পতন? পতন? অসম্ভব। উত্থান।—কিন্তু কি উপায়ে?—কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

( মোরাদের প্রবেশ )

ঔরংজীব। তুমি আবার কেন?

মোরাদ। দাদা, বিপক্ষ পক্ষ থেকে শায়েস্তা খাঁ তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছেন।

ঔরংজীব। এসেছেন? উত্তম। সম্মানে নিয়ে এসো। না—আমি স্বয়ং যাচ্ছি।

[ প্রস্থান।

মোরাদ। তাই ত'। শায়েস্তা খাঁ আমাদের শিবিরে কি জন্য!—দাদা ভিতরে ভিতরে কি মতলব আঁটছেন বুঝছি না। শায়েস্তা খাঁ কি দাদার প্রতি বিশ্বাসহন্তা হবে। দেখা যাক্। [ পরিক্রমণ ]

( ঔরংজীবের প্রবেশ )

ঔরংজীব। ভাই মোরাদ। এই মুহূর্ত্তে আগ্রায় যাবার জন্য সসৈন্যে রওনা হ'তে হবে। প্রস্তুত হও।

মোরাদ। সে কি!—এই রাত্রে?—

ঔরংজীব। হঁা, এই রাত্রে। শিবির যেমন আছে, তেমনি থাকুক্। দারার সৈন্য আমরা আক্রমণ কর্ব্ব না। ঐ পাহাড়ের অপর পার দিয়ে আগ্রায় যাবার একটি রাস্তা আছে। সেখান দিয়ে চলে' যাবো। দারা সন্দেহ কর্ব্বেন না। তাঁর আগে আমাদের আগ্রায় যেতে হবে। প্রস্তুত হও।

মোরাদ। এই রাত্রে?

ঔরংজীব। তর্কের সময় নাই। সিংহাসন চাও ত দ্বিরুক্তি করো না। নইলে সর্ব্বনাশ—নিশ্চিত জেনো।

[ উভয়ের নিষ্ক্রান্ত।

—

## ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—এলাহাবাদে সোলেমনের শিবির

কাল—প্রাহ্ণ

জয়সিংহ ও দিলীর খাঁ

দিলীর। ঔরংজীব শেষ যুদ্ধেও জয়ী হয়েছেন। শুনেছেন মহারাজ?

জয়সিংহ। আমি আগেই জান্তাম।

দিলীর। শায়েস্তা খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করে। আগ্রার কাছে তুমুল যুদ্ধ হয়। দারা তাতে পরাস্ত হয়ে' দোয়াবের দিকে পালিয়েছেন। সঙ্গে মোটে একশ সঙ্গী, আর ত্রিশলক্ষ মুদ্রা।

জয়সিংহ। ও পালাতেই হবে। আমি জান্তাম।

দিলীর। আপনি ত সবই জান্তেন।—দারা পালাবার সময় তাড়াতাড়িতে বেশী অর্থ নিয়ে যেতে পারেন নি। কিন্তু তার পরে শুনছি—বৃদ্ধ সম্রাট সাতান্নটা অশ্ব বোঝাই করে' স্বর্ণমুদ্রা দারার উদ্দেশ্যে পাঠান। পথে জাঠরা তাও ডাকাতি করে' নিয়েছে।

জয়সিংহ। আহা বেচারী।—কিন্তু আমি আগেই জান্তাম।

দিলীর। ঔরংজীব ও মোরাদ বিজয়গর্ব্বে আগ্রায় প্রবেশ করেছেন। এখন ফলতঃ ঔরংজীব সম্রাট্।

জয়সিংহ। এসব আগেই জান্তাম।

দিলীর। ঔরংজীব আমাকে পত্র লিখেছেন যে, আমি যদি সসৈন্যে সোলেমনকে পরিত্যাগ করে' যাই, তা হ'লে তিনি আমায় পুরস্কার দিবেন। আপনাকেও বোধ হয় তাই লিখেছেন মহারাজ?

জয়সিংহ। হঁা।

দিলীর। যুদ্ধের ভবিষ্যৎ ফল সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা মহারাজ?

জয়সিংহ। আমি কাল এক জ্যোতিষীকে দিয়ে এই যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয় করিয়েছিলাম। তিনি বলেন, ভাগ্যের আকাশে এখন ঔরংজীবের তারা উঠছে, আর দারার তারা নেমে যাচ্ছে।

দিলীর। তবে আমাদের এখন কর্ত্তব্য কি মহারাজ?

জয়সিংহ। আমি যা করি, তাই দেখে যাও।

দিলীর। বেশ—এ সব বিষয়ে আমার বুদ্ধিটা ঠিক খেলে না। কিন্তু একটা কথা—

জয়সিংহ। চুপ। সোলেমন আস্‌ছেন।

( সোলেমনের প্রবেশ )

জয়সিংহ ও দিলীর। বন্দেগি সাহাজাদা।

সোলেমন। মহারাজ। পিতা পরাজিত, পলায়িত।—এই সম্রাট্ সাজাহানের পত্র। [ পত্র দিলেন ]

জয়সিংহ। ( পত্রপাঠপূর্ব্বক ) তাই ত কুমার!

সোলেমন। সম্রাট্ আমাকে পিতার সাহায্যে সসৈন্যে অবিলম্বে যাত্রা কর্ত্তে লিখেছেন। আমি এক্ষণেই যাবো। তাঁবু ভাঙ্গুন আর সৈন্যদের আদেশ দিউন যে—

জয়সিংহ। আমার বিবেচনায় কুমার, আরও ঠিক খবরের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। কি বল খাঁ সাহেব?

দিলীর। আমারও সেই মত।

সোলেমন। এর চেয়ে ঠিক খবর আর কি হ'তে পারে! স্বয়ং সম্রাটের হস্তাক্ষর।

জয়সিংহ। আমার বোধ হয়, ও জাল। বিশেষ সম্রাট্ অথর্ব্ব! তাঁর আজ্ঞা আজ্ঞাই নয়। আপনার পিতার আজ্ঞা ব্যতীত এখান থেকে একপাও নড়তে পারি না। কি বল দিলীর খাঁ?

দিলীর। সে ঠিক কথা।

সোলেমন। কিন্তু পিতা ত পলায়িত। আজ্ঞা দিবেন কেমন করে'?

জয়সিংহ। তবে আমাদের এখন তাঁর পদস্থ ঔরংজীবের আজ্ঞার জন্য অপেক্ষা কর্ত্তে হবে [ অবশ্য যদি এই সংবাদ সত্য হয় ]।

সোলেমন। কি? ঔরংজীবের আজ্ঞার জন্য—আমার পিতার শত্রুর আজ্ঞার জন্য—আমি অপেক্ষা কর্ব্ব?

জয়সিংহ। আপনি না করেন, আমাদের তাই কর্ত্তে হবে বৈকি—কি বল দিলীর খাঁ?

দিলীর। তা—কথাটা ঐ রকম দাঁড়ায় বটে।

সোলেমন। জয়সিংহ! দিলীর খাঁ—আপনারা দু'জনে তা হ'লে ষড়যন্ত্র করেছেন?

জয়সিংহ। আমাদের দোষ কি—বিনা সমুচিত আজ্ঞায় কি করে' কোন কাজ করি। লাহোরে যুবরাজ দারার উদ্দেশ্যে যাওয়ার সমুচিত আজ্ঞা এখনও পাই নি।

সোলেমন। আমি আজ্ঞা দিচ্ছি।

জয়সিংহ। আপনার আজ্ঞায় আমরা আপনার পিতার আজ্ঞা অবহেলা কর্ত্তে পারি না। পারি খাঁ সাহেব?

দিলীর। তা কি পারি।

সোলেমন। বুঝেছি। আপনারা একটা চক্রান্ত করেছেন। আচ্ছা, আমি স্বয়ং সৈন্যদের আজ্ঞা দিচ্ছি।

[ সোলেমনের প্রস্থান।

দিলীর। কি বলেন মহারাজ?

জয়সিংহ। কোন ভয়ের কারণ নাই খাঁ সাহেব। আমি সৈন্যদের সব বশ করে' রেখেছি।

দিলীর। আপনার মত বিচক্ষণ কর্ম্মঠ ব্যক্তি আমি কখনও দেখি নাই। কিন্তু এ কাজটা কি উচিত হচ্ছে?

জয়সিংহ। চুপ। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে একটুখানি দাঁড়িয়ে দেখা। এখনও ঔরংজীবের পক্ষে একেবারে হেল্‌ছি না। একটু অপেক্ষা কর্ত্তে হবে। কি জানি—

( সোলেমনের পুনঃপ্রবেশ )

সোলেমন। সৈন্যেরাও এ চক্রান্তে যোগ দিয়াছে। আপনাদের বিনা আজ্ঞায় এক পাও নড়তে চায় না।

জয়সিংহ। তাই দস্তুর বটে।

সোলেমন। মহারাজ! সম্রাট্ আমার পিতার সাহায্যে আমায় যেতে লিখেছেন। পিতার কাছে যাবার জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে। আমি আপনাদের মিনতি কচ্ছি।—দিলীর খাঁ! দারার পুত্র আমি করযোড়ে আপনাদের কাছে এই ভিক্ষা চাচ্ছি—যে, আপনারা না যান—আমার সৈন্যদের আজ্ঞা দেন—আমার সঙ্গে পিতার কাছে লাহোরে যেতে। আমি দেখি এই রাজ্যাপহারী ঔরংজীবের কতখানি শৌর্য্য। আমার এই দিগ্বিজয়ী সৈন্য নিয়ে যদি এখনো কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়ে পড়তে পারি—মহারাজ! দিলীর খাঁ! আজ্ঞা দেন। এই কৃপার জন্য আপনাদের কাছে আমি আমরণ বিক্রীত হয়ে থাক্‌বো।

জয়সিংহ। সম্রাটের আজ্ঞা ভিন্ন আমরা এখান থেকে একপদও নড়তে পারি না।

সোলেমন। দিলীর খাঁ—আমি জানু পেতে—যুবরাজ দারার পুত্র আমি জানু পেতে—ভিক্ষা চাচ্ছি—[ জানু পাতিলেন ]।

দিলীর। উঠুন সাহাজাদা। মহারাজ আজ্ঞা না দেন, আমি দিচ্ছি। আমি দারার নিমক খেয়েছি। মুসলমান জাত, নেমকহারামের জাত নয়। আসুন সাহাজাদা, আমি আমার অধীনস্থ সমস্ত সৈন্য নিয়ে—আপনার সঙ্গে লাহোরে যাচ্ছি। আর শপথ কচ্ছি যে, যদি সাহাজাদা আমায় ত্যাগ না করেন, আমি সাহাজাদাকে ত্যাগ কর্ব্ব না। আমি যুবরাজ দারার পুত্রের জন্য প্রয়োজন হয়ত প্রাণ দেবো। আসুন সাহাজাদা। আমি এই মুহুর্ত্তেই আজ্ঞা দিচ্ছি।

[ সোলেমন ও দিলীরের প্রস্থান।

জয়সিংহ। তাই ত। এককোঁটা জলে গলে' গেলে খাঁ সাহেব। তোমার মঙ্গল তুমি বুঝলে না। আমি কি কর্ব্ব; আমার অধীনস্থ সৈন্য নিয়ে তবে আমি আগ্রা যাত্রা করি।

[ প্রস্থান।

—

## সপ্তম দৃশ্য

স্থান—আগ্রার প্রাসাদ। কাল—প্রাহ্ন

সাজাহান ও জাহানারা

সাজাহান। জাহানারা! আমি সাগ্রহে ঔরংজীবের অপেক্ষা কর্চ্ছি। সে আমার পুত্র, আমার উদ্ধত বিজয়ী পুত্র;—আমার লজ্জা—আমার গৌরব।

জাহানারা। গৌরব পিতা! এত শঠ, এত মিথ্যাবাদী সে! সেদিন যখন আমি তার শিবিরে গেলাম, সে আপনার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দেখালে; বল্লে যে, সে মহাপাপ করেছে আর সঙ্গে সঙ্গে দু-এককোঁটা চোখের জলও ফেল্লে; বল্লে যে, দারার পক্ষে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের নাম জান্তে পার্লে সে নিঃশঙ্ক চিত্তে পিতার আজ্ঞামত মোরাদকে ছেড়ে দারার পক্ষ নেবে। আমি সরলভাবে তার সেই কথায় বিশ্বাস ক'রে তাকে অভাগা দারার হিতৈষীদের নাম দিয়েছিলাম। সে তাদের অমনি বন্দী করেছে। আমি দারাকে পত্র লিখেছিলাম। পথে সে পত্র সে হস্তগত করেছে।—এত কপট! এত ধূর্ত্ত!

সাজাহান। না জাহানারা! তা সে কর্ত্তে পারে না। না না না। আমি এ কথা বিশ্বাস কর্ব্ব না।

জাহানারা। আসুক্ সে একবার এই দুর্গে। আমি কৌশলে তাকে বন্দী কর্ব্ব। ঐ কক্ষে একশত সশস্ত্র সৈনিক গুপ্তভাবে রেখেছি। তাকে আপনার চক্ষের সম্মুখে বন্দী কর্ব্ব।

সাজাহান। সে কি জাহানারা! সে আমার পুত্র, তোমার ভাই। না জাহানারা, কাজ নেই। আসুক সে। আমি তাকে স্নেহে বশ কর্ব্ব, তাতেও যদি সে বশ না হয়—তা হ'লে তার কাছে, পিতা আমি—তার সম্মুখে নতজানু হয়ে আমাদের প্রাণভিক্ষা মেগে নেবো। বল্‌বো, আমরা আর কিছুই চাই না, আমাদের বাঁচ্‌তে দাও, আমাদের পরস্পরকে ভালোবাস্‌বার অবকাশ দাও।

জাহানারা। সে অপমান থেকে আমি আপনাকে রক্ষা কর্ব্ব বাবা।

( মহম্মদের প্রবেশ )

সাজাহান। এই যে মহম্মদ! তোমার পিতা কৈ।

মহম্মদ। তা ত জানি না ঠাকুর্দ্দা।

সাজাহান। সে কি! সে এখানে আসবার জন্য অশ্বারূঢ় হয়েছে—শুন্‌লাম।

মহম্মদ। কে বল্লে! তিনি ত' ঘোড়ায় চড়ে' আকবরের কবরে নেওয়াজ পড়্‌তে গেলেন। আমি ত' যতদূর জানি, তাঁর এখানে আস্‌বার কোন অভিপ্রায় নাই।

জাহানারা। তবে তুমি এখানে কেন মহম্মদ!

মহম্মদ। এ প্রাসাদ দুর্গ অধিকার কর্ত্তে।

সাজাহান। সে কি!—না তুমি পরিহাস কর্চ্ছ মহম্মদ।

মহম্মদ। না ঠাকুর্দ্দা, এ সত্যকথা।

জাহানারা। বটে! তবে আমি তোমাকেই বন্দী কর্ব্ব।

[ বাঁশী বাজাইলেন। সশস্ত্র পঞ্চ প্রহরীর প্রবেশ ]

জাহানারা। অস্ত্র দাও মহম্মদ!

মহম্মদ। সে কি!

জাহানারা। তুমি আমার বন্দী। সৈনিকগণ! অস্ত্র কেড়ে নাও।

মহম্মদ। তবে আমারও রক্ষীদের ডাক্‌তে হ'লো।

[ বাঁশী বাজাইলেন ]

( দশজন দেহরক্ষীর প্রবেশ )

মহম্মদ। আমার সহস্র সৈনিকগণকে ডাকো।

জাহানারা। সহস্র সৈনিক! কে তাদের দুর্গমধ্যে প্রবেশ কর্ত্তে দিল?

সাজাহান। আমি দিয়েছি জাহানারা। সব দোষ আমার। আমি স্নেহবশে, ঔরংজীব পত্রে যা চেয়েছিল, সব দিয়েছিলাম। ওঃ, আমি এ স্বপ্নেও ভাবি নি মহম্মদ।

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা!

সাজাহান। আমি কি তবে এখন বুঝ্‌বো, যে, আমি তোমার হাতে বন্দী?

মহম্মদ। বন্দী ন'ন ঠাকুর্দ্দা। তবে আপনার বাহিরে যাবার অনুমতি নাই।

সাজাহান। আমি ঠিক বুঝতে পার্চ্ছিনে। এ কি একটা সত্য ঘটনা? না সব স্বপ্ন? আমি কে? আমি সম্রাট্ সাজাহান? তুমি আমার পৌত্র, আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তরবারি খুলে?—এ কি।—একদিনে কি সংসারের নিয়ম সব উল্টে গেল। একদিন যার রোষকষায়িত চক্ষু দেখে ঔরংজীব ভয়ে ভয়ে অর্দ্ধেক মাটীর মধ্যে সেঁধিয়ে যেত—তার—তার—পুত্রের হাতে—সে বন্দী। জাহানারা। কৈ। এই যে। এ কি কন্যা। তোর ঠোঁট নড়্‌ছে, কথা বাহির হচ্চে না; চক্ষু দিয়ে একটা নিষ্প্রভ স্থির শূন্য দৃষ্টি নির্গত হচ্চে; গণ্ডদুটি ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গিয়েছে।—কি হয়েছে মা?

জাহানারা। না বাবা।—কিন্তু জান্তে পার্লে কেমন করে'।—আমি শুদ্ধ তাই ভাব্‌ছি।

সাজাহান। মহম্মদ। ভেবেছো আমি এই শাঠ্য, এই অত্যাচার—এখানে এই রকম ব'সে নিঃসহায়ভাবে সহ্য কর্ব্ব। ভেবেছো এই কেশরী স্থবির বলে' তোমরা তাকে পদাঘাত ক'রে যাবে? আমি বৃদ্ধ সাজাহান বটে। কিন্তু আমি সাজাহান।—এই কে আছ। নিয়ে এসো আমার বর্ম্ম আর তরবারি।—কৈ, কেউ নেই।

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা, আপনার দেহরক্ষীদের দুর্গের বাহির করে' দেওয়া হয়েছে।

সাজাহান। কে দিয়েছে?

মহম্মদ। আমি।

সাজাহান। কার আজ্ঞায়?

মহম্মদ। পিতার আজ্ঞায়। এক্ষণে আমার এই সহস্র সৈনিকই জাঁহাপনার দেহরক্ষীর কাজ কর্ব্বে।

সাজাহান। মহম্মদ। বিশ্বাসঘাতক।

মহম্মদ। আমি আমার পিতার আজ্ঞাবহ মাত্র।

সাজাহান। ঔরংজীব।—না, আজ সে কোথায়, আর আমি কোথায়।—তবু যদি জাহানারা, আজ দুর্গের বাহিরে গিয়ে একবার আমার সৈন্যদের সম্মুখে দাঁড়াতে পার্ত্তাম, তাহ'লে এখনও এই বৃদ্ধ সাজাহানের জয়ধ্বনিতে ঔরংজীব মাটীতে নুয়ে পড়্‌তো।—একবার খোলা পাই না। একবার খোলা পাই না।—মহম্মদ। আমায় একবার মুক্ত করে' দাও।—একবার। একবার।

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা আমায় দোষ দেবেন না। আমি পিতার আজ্ঞাবহ।

সাজাহান। আর আমি তোমার পিতার পিতা না? সে যদি তার পিতার প্রতি হেন অত্যাচারী হয়—তুমি কেন তোমার পিতার আজ্ঞাবহ হইবে।—মহম্মদ। এসো। দুর্গদ্বার খুলে দাও।

মহম্মদ। মার্জ্জনা কর্ব্বেন ঠাকুর্দ্দা। আমি পিতার আজ্ঞার অবাধ্য হ'তে পারি না।

সাজাহান। দেবে না? দেবে না? দেখ, আমি তোমার বৃদ্ধ পিতামহ—রুগ্ন, জীর্ণ, স্থবির। আর কিছু চাই না। শুধু একবার মাত্র এই দুর্গের বাহিরে যেতে চাই। আবার ফিরে' আসবো শপথ কর্চ্ছি।—দেবে না।—দেবে না।

মহম্মদ। ক্ষমা কর্ব্বেন ঠাকুর্দ্দা—আমি তা পার্ব্বো না।

[ গমনোদ্যত ]

সাজাহান। দাঁড়াও মহম্মদ। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া গিয়া রাজমুকুট আনিয়া ও শয্যা হইতে কোরান লইয়া) দেখ মহম্মদ। এই আমার মুকুট, এই আমার কোরান। এই কোরান স্পর্শ ক'রে, আমি শপথ কর্চ্ছি—যে, বাহিরে গিয়ে সমবেত প্রজাদের সম্মুখে এই মুকুট আমি তোমার মাথায় পরিয়ে দেবো। কারো সাধ্য নাই যে, প্রতিবাদ করে। আমি আজ বৃদ্ধ, শীর্ণ, পক্ষাঘাতে পঙ্গু বটে। কিন্তু সম্রাট্ সাজাহান এ ভারতবর্ষ এতদিন ধরে' এমন শাসন করে' এসেছে যে, যদি সে একবার তার সৈন্যদের সম্মুখে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা হ'লে শুদ্ধ তাদের মিলিত অগ্নিময় দৃষ্টিতে শত ঔরংজীব ভস্ম হয়ে প'ড়ে যায়।—মহম্মদ। আমায় মুক্ত ক'রে দাও। তুমি ভারতের অধীশ্বর হবে। আমি শপথ কর্চ্ছি মহম্মদ। শপথ কর্চ্ছি। আমি শুদ্ধ এই কপট ঔরংজীবকে একবার দেখ্‌বো। মহম্মদ।

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা, মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

সাজাহান। দেখ। এ ছেলেখেলা নয়। আমি স্বয়ং সম্রাট্ সাজাহান—কোরান স্পর্শ

করে' শপথ কর্চ্ছি। এ বাতুলের প্রলাপ নয়। শপথ কর্চ্ছি—দেখ একদিকে তোমার পিতার আজ্ঞা, আর একদিকে ভারতের সাম্রাজ্য—বেছে নাও এই মুহূর্ত্তে!

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা, আমি পিতার আজ্ঞার অবাধ্য হতে পারি না।

সাজাহান। একটা সাম্রাজ্যের জন্যও না?

মহম্মদ। পৃথিবীর জন্যও না।

সাজাহান। দেখ মহম্মদ! বিবেচনা করে' দেখ! ভালো করে' বিবেচনা কর—ভারতের অধীশ্বর—

মহম্মদ। আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে এ কথা শুনবো না। প্রলোভন বড়ই অধিক। হৃদয় বড়ই দুর্ব্বল। ঠাকুর্দ্দা মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

[ প্রস্থান।

সাজাহান। চ'লে গেল! চ'লে গেল! জাহানারা! কথা কচ্ছিস্ না যে।

জাহানারা। ঔরংজীব! তোমার এই পুত্র! যে তার পিতার আজ্ঞা পালন কর্ত্তে একটা সাম্রাজ্য দিতে পারে—আর তুমি তোমার পিতার এত স্নেহের বিনিময়ে তাকে ছলে বন্দী করেছো!

সাজাহান। সত্য বলেছো কন্যা!—পিতা সব, আর নিজে না খেয়ে পুত্রদের খাইও না; বুকের উপর রেখে ঘুম পাড়িও না; তাদের হাসিটি দেখার জন্য স্নেহের হাসিটি হেসো না। তা'রা সব কৃতঘ্নতার অঙ্কুর। তা'রা সব শিশু শয়তান। তাদের আধপেটা খাইয়ে মানুষ কোরো। তাদের সকালে বিকালে জোরে কশাঘাত কোরো। তাদের সারাজীবনটা চোখ রাঙ্গিয়ে শাসিয়ে রেখো। তা হ'লে বোধ হয় তা'রা এই মহম্মদের মত বাধ্য, পিতৃভক্ত হবে। তাদের এই শাস্তি দিতে যদি তোমাদের বুকে ব্যথা লাগে, ত' বুক ভেঙ্গে ফেলো; চোখে জল আসে ত' চোখ উপড়ে তুলে ফেলো; আর্ত্তনাদ কর্ত্তে ইচ্ছা হয়, ত' নিজের টুঁটি চেপে ধোরো।—ওঃ—

জাহানারা। বাবা, এই কারাগারের কোণে বসে' অসহায় শিশুর মত ক্রন্দন ক'র্লে কিছু হবে না; পদাহত পঙ্গুর মত বসে' দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে' অভিশাপ দিলে কিছু হবে না; পাপী মুমূর্ষুর মত অন্তিমে একবার ঈশ্বরকে 'দয়াময়' বলে' ডাক্‌লে কিছু হবে না। উঠুন, দলিত ভুজঙ্গমের মত ফণা বিস্তার করে' উঠুন; হৃতশাবা ব্যাঘ্রীর মত প্রমত্ত বিক্রমে গর্জ্জে' উঠুন; অত্যাচারে ক্ষিপ্ত জাতির মত জেগে উঠুন। নিয়তির মত কঠিন হৌন; হিংসার মত অন্ধ হৌন; শয়তানের মত ক্রূর হৌন। তবে তার সঙ্গে পার্ব্বেন।

সাজাহান। উত্তম! তবে তাই হোক! আয় মা, তুইও আমার সহায় হ'। আমি অগ্নির মত জ্বলে' উঠি, তুই বায়ুর মত ধেয়ে আয়! আমি ভূমিকম্পের মত সাম্রাজ্যখানি ভেঙ্গেচুরে দিয়ে যাই, তুই সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মত তাকে এসে গ্রাস কর। আমি যুদ্ধ নিয়ে আসি, তুই মড়ক নিয়ে আয়! আয় ত'; একবার সাম্রাজ্য তোলপাড় করে' দিয়ে চলে' যাই—তার পর কোথায় যাই?—কিছুই যায় আসে না! খধূপের মত একটা বিরাট জ্বালায় উর্দ্ধে উঠে—বিরাট হাহাকারে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ি।

—

# দ্বিতীয় অঙ্ক

—*—

## প্রথম দৃশ্য

স্থান—মথুরায় ঔরংজীবের শিবির

কাল—রাত্রি

দিলদার একাকী

দিলদার। মোরাদ! কেমন ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে তুমি নেমে যাচ্ছ। সুরার স্রোতে ভাস্‌ছো। নর্ত্তকীর হাব-ভাব তার উপরে তুফান তুলে দিয়েছে। তুমি ডুব্‌বে! আর দেরী নাই। মোরাদ! তোমাকে দেখে আমার মাঝে মাঝে দুঃখ হয়। এত সরল! সাহাজাদীর প্ররোচনায় ঔরংজীবকে ছলে বন্দী করতে গিয়েছিলেন। জলে নেমে কুম্ভীরের সঙ্গে বাদ!—আজ তার প্রতি-নিমন্ত্রণ। এই যে জাঁহাপনা!

( মোরাদের প্রবেশ )

মোরাদ। দাদা এখনও নেওয়াজ পড়ছেন না কি!—দাদা পরকাল নিয়েই গেলেন।

ইহকালটা তাঁর ভোগে এলো না।—কি ভাবছো দিলদার।

দিলদার। ভাব্‌ছিলাম জাঁহাপনা, যে মাছগুলোর ডানা না থেকে যদি পাখা থাকতো, তা হ'লে সেগুলো বোধ হয় উড়তো।

মোরাদ। আরে, মাছের যদি পাখা থাক্‌তো, তা হলে সে ত' পাখীই হোত।

দিলদার। তা বটে। ঐটুকু আগে ভাবিনি। তাই গোলে পড়েছিলাম। এখন বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে—আচ্ছা জাঁহাপনা, হাঁসের মত জানোয়ার বড় একটা দেখা যায় না। জলে সাঁতার দেয়, ডেঙ্গায় হাঁটে, আবার আকাশে উড়ে।

মোরাদ। তার সঙ্গে বর্ত্তমান বিষয়ের সম্বন্ধ কি রে মূর্খ।

দিলদার। দয়াময় পা দুটো নীচের দিকে দিয়েছিলেন হাঁটবার জন্য, সেটা বেশ বোঝা যায়।

মোরাদ। যায় না কি।

দিলদার। কিন্তু পা যদি ভাব্‌তে সুরু করে তা হ'লে মাথা ঠিক রাখা শক্ত হয়।—আচ্ছা, ঈশ্বর পশুগুলোর মাথা সম্মুখ দিকে আর লেজ পেছন দিকে দিয়েছেন কেন, জাঁহাপনা ?

মোরাদ। ওরে মূর্খ! তাদের মুখ যদি পিছন দিকে হোতো, তা হ'লে ত' সেইটেই সম্মুখ দিক হোত।

দিলদার। ঠিক বলেছেন জাঁহাপনা ;— কুকুর লেজ নাড়ে কেন, এর কারণ কিন্তু খাসা কারণ।

মোরাদ। কি কারণ।

দিলদার। কুকুর লেজ নাড়ে, কারণ লেজের চেয়ে কুকুরের জোর বেশী। যদি কুকুরের চেয়ে লেজের জোর বেশী হোত, তা হ'লে লেজই কুকুরকে নাড়্‌তো।

মোরাদ। হাঃ হাঃ হাঃ—এই যে দাদা।

( ঔরংজীবের প্রবেশ )

ঔরংজীব। এই যে এসেছো ভাই। তোমার বিদূষককে সঙ্গে করে' এনেছো দেখ্‌ছি।

মোরাদ। হাঁ দাদা। আমোদের সময় বয়স্যও চাই, নর্ত্তকীও চাই।

ঔরংজীব। তা চাই বৈ কি। কাল হঠাৎ জনকতক অসামান্যা সুন্দরী নর্ত্তকী এসে উপস্থিত হ'লো। আমার ত' তাতে স্পৃহা নেই জানোই। আমি ত' মক্কায় চলেছি। তবে ভাবলাম, তা'রা তোমার মনোরঞ্জন কর্ত্তে পার্ব্বে। আর এই কয় বোতল সুরা তোমার জন্য গোয়ার ফিরিঙ্গীদের কাছে সংগ্রহ করেছিলাম। দেখ দেখি কি রকম।

[ প্রদান ]

মোরাদ। দেখি। [ ঢালিয়া পান করিয়া ] বাঃ। তোফা। বাঃ। দিলদার কি ভাবছো। একটু খাবে ?

দিলদার। আমি একটা কথা ভাবছিলাম জাঁহাপনা, যে, সব জানোয়ারগুলোই সম্মুখ-দিকে হাঁটে কেন ?

মোরাদ। কেন ? পিছন দিকে হাঁটে না বলে' ?

দিলদার। না। কারণ, তাদের চোখ দুটো সম্মুখদিকে। কিন্তু যারা অন্ধ, তাদের সম্মুখদিকে হাঁটাও যা, পিছন দিকে হাঁটাও তা—একই কথা।

মোরাদ। তোফা। এই ফিরিঙ্গীরা মদটা খাসা তৈরী করে। [ পান ] তুমি একটু খাবে না ?

ঔরংজীব। না, জানোই ত' আমি খাই না। কোরানের নিষেধ।

দিলদার। অন্ধ জাগো—না কিবা রাত্রি কিবা দিন।

মোরাদ। কোরানের সব নিষেধ মান্‌তে গেলে সংসার চলে না। [ পান ]

দিলদার। হাতীর যতখানি শক্তি, ততখানি যদি বুদ্ধি থাক্‌তো, ত' সে কি বুদ্ধিমান্ জানোয়ারই হোত। তাহ'লে হাতীর উপর মাহুত না বসে' মাহুতের উপর হাতী বস্‌তো। অতখানি শক্তি—যা অত বড় দেহখানাকে—মায় শুঁড় নিয়ে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে—ওঃ।

ঔরংজীব। তোমার বিদূষকটি ত' বেশ রসিক।

মোরাদ। ও একটি রত্ন। কৈ নর্ত্তকীরা কৈ ?

ঔরংজীব। ঐ যে ঐ শিবিরে। তুমি নিজে গিয়ে তাদের ডেকে নিয়ে এসো না।

মোরাদ। এক্ষণই। মোরাদ যুদ্ধে কি সম্ভোগে কিছুতেই পিছপাও নয়।

[ প্রস্থান।

[ দিলদার "অন্ধ জাগো"—বলিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে উদ্যত। ঔরংজীব তাহাকে বাধা দিলেন ]

ঔরংজীব। দাঁড়াও, কথা আছে।

দিলদার। আমায় মেরো না বাবা! আমি সিংহাসনও চাই না, মক্কাও চাই না।

ঔরংজীব। তুমি কে, ঠিক করে' বল। তুমি শুদ্ধ বিদুষক নও। কে তুমি?

দিলদার। আমি একজন বেজায় পুরানো গাঁটকাটা, ধাপ্পাবাজ, চোর। আমার স্বভাবটা হচ্ছে খোসামুদী, বাঁদরামী, জোচ্চোরী, পেজোমীর একটা ঘণ্ট। আমি শামুকের চেয়েও কুড়ে, কুকুরের চেয়েও পা-চাটা, চড়ুয়ের চেয়েও লম্পট।

ঔরংজীব। শোন, আমি পরিহাসপ্রিয় নই। তুমি কি কাজ কর্ত্তে পারো?

দিলদার। কিছু কর্ত্তে পারি না। হাই তুলতে পারি, একটা কাজ দিলে পণ্ড কর্ত্তে পারি, গালাগালি দিলে সেটা বুঝতে পারি,—আর—কিছু পারি না জাঁহাপনা।

ঔরংজীব। থাক্—বুঝেছি। তোমাকে দরকার হবে।—কোন ভয় নেই।

দিলদার। ভরসাও নেই।

( নর্ত্তকীদের সহিত মোরাদের পুনঃপ্রবেশ )

মোরাদ। বাহবা!—এ তোফা!—চমৎকার।

ঔরংজীব। তবে তুমি এখন স্ফূর্ত্তি কর। আমি যাই। তোমার বিদুষককে নিয়ে যাই। ওর কথাবার্ত্তায় আমার ভারি আমোদ বোধ হচ্ছে।

মোরাদ। কেমন! হচ্ছে কি না? বলেছি ত' ও একটি রত্ন। তা বেশ, ওকে নিয়ে যাও। আমি ওর চেয়ে অনেক ভাল সংসর্গ পেয়েছি।

[ দিলদারের সহিত ঔরংজীবের প্রস্থান।

মোরাদ। নাচো, গাও।

( নৃত্যগীত )

আজি এসেছি—আজি এসেছি,
এসেছি বঁধু হে
নিয়ে এই হাসি, রূপ, গান।
আজি, আমার যা কিছু আছে,
এনেছি তোমার কাছে,
তোমায় করিতে সব দান।
আজি তোমারি চরণতলে রাখি এ কুসুমভার,
এ হার তোমার গলে দিই বঁধু উপহার,
সুধার আধার ভরি, তোমার অধরে ধরি—
কর বঁধু কর তায় পান।
আজি হৃদয়ের সব আশা, সব সুখ, ভালবাসা,
তোমাতে হউক অবসান।
ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন সৌরভ,
ভেসে আসে উচ্ছলজলদলকলরব,
ভেসে আসে রাশি রাশি জ্যোৎস্নার মৃদুহাসি,
ভেসে আসে পাপিয়ার তান ;—
আজি এমন চাঁদের আলো—
মরি যদি সেও ভাল ;
সে মরণ স্বরগ সমান।
আজি, তোমার চরণতলে লুটায়ে পড়িতে চাই,
তোমার জীবনতলে ডুবিয়ে মরিতে চাই,
তোমার নয়নতলে শয়ন লভিব বলে' ;
আসিয়াছি তোমার নিধান ;
আজি সব ভাষা সব বাক্—নীরব হইয়া যাক্ ;
প্রাণে শুধু মিশে থাক্—প্রাণ।

( মোরাদ শুনিতে শুনিতে সুরাপান করিতে লাগিলেন ও ক্রমে নিদ্রিত হইলেন। )

( নর্ত্তকীগণের প্রস্থান ও প্রহরিগণসহ ঔরংজীবের প্রবেশ )

ঔরংজীব। বাঁধো।

মোরাদ। "কে দাদা! এ কি! বিশ্বাসঘাতকতা?"—উঠিলেন।

ঔরংজীব। যদি বাধা দেয়—তবে বধ কর্ত্তে দ্বিধা ক'রো না।

( প্রহরিগণ মোরাদকে বন্দী করিল )

ঔরংজীব। আগ্রায় নিয়ে যাও। আমার পুত্র সুলতান আর শায়েস্তা খাঁর জিম্মায় রাখবে আমি পত্র লিখে দিচ্ছি।

মোরাদ। এর প্রতিফল পাবে—আমি তোমায় একবার দেখ্‌বো।

ঔরংজীব। নিয়ে যাও।

[ সপ্রহরী মোরাদের প্রস্থান।

ঔরংজীব। আমার হাত ধরে' কোথায় নিয়ে যাচ্ছ খোদা! আমি এ সিংহাসন চাই নি। তুমি আমার হাত ধরে' এ সিংহাসনে বসালে! কেন—তুমিই জান।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—আগ্রার দুর্গপ্রাসাদ। কাল—প্রভাত

সাজাহান একাকী

সাজাহান। সূর্য্য উঠেছে। যেমন সেই প্রথম দিন উঠেছিল, সেই রকম উজ্জ্বল, রক্তবর্ণ। আকাশ তেমনি নীল; ঐ যমুনা তেমনি ক্রীড়াময়ী কলস্বরা; যমুনার পরপারে বৃক্ষরাজি তেমনি পত্রশ্যাম, পুষ্পোজ্জ্বল; যেমন আমি আশৈশব দেখে এসেছি। সবই সেই। কেবল আমিই বদ্‌লিইছি—[ গাঢ়স্বরে ] আমি আজ আমার পুত্রের হস্তে বন্দী;—নারীর মত অসহায়, শিশুর মত দুর্ব্বল। মাঝে মাঝে ক্রোধে গর্জ্জন করে' উঠি, কিন্তু সে শরতের মেঘের গর্জ্জন—একটা নিষ্ফল হাহাকার মাত্র। আমার নির্বিষ আস্ফালনে আম নিজেই ক্ষয় হয়ে যাই। উঃ! ভারত-সম্রাট, সাজাহানের আজ—এ কি অবস্থা! [ একটি স্তম্ভের উপর বাহু রাখিয়া দূরে যমুনার দিকে চাহিয়া রহিলেন ]—ও কি শব্দ! ঐ! আবার! আবার!—এই যে জাহানারা।

( জাহানারার প্রবেশ )

সাজাহান। ও কি শব্দ জাহানারা? ঐ আবার!—শুনছিস্? [ সোৎসুক্যে ] দারা কি সৈন্য কামান নিয়ে বিজয়গর্ব্বে আগ্রায় ফিরে এলো? এসো পুত্র! এই অন্যায় অবিচার নৃশংসতার প্রতিশোধ নাও!—কি জাহানারা! চোখ ঢাক্‌ছিস যে। বুঝেছি মা—এ দারার বিজয়ঘোষণা নয়—এ নূতন এক দুঃসংবাদ। তাই কি?

জাহানারা। হাঁ বাবা।

সাজাহান। জানি, দুর্ভাগ্য একা আসে না। যখন আরম্ভ হয়েছে, সে তার পালা শেষ না করে' যাবে না। বল কি দুঃসংবাদ কন্যা! ও কিসের শব্দ!

জাহানারা। ঔরংজীব আজ সম্রাট হয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসেছে। আগ্রায় ও তারই উৎসবধ্বনি।

সাজাহান। [ যেন শুনিতে পান নাই এই ভাবে ] কি! ঔরংজীব—কি হয়েছে?

জাহানারা। আজ দিল্লীর সিংহাসনে বসেছে।

সাজাহান। জাহানারা, কি বল্‌ছো! আমি জীবিত আছি, না মরে' গিয়েছি? ঔরংজীব—না—অসম্ভব! জাহানারা, তুমি শুন্‌তে ভুলেছো। এ কি হ'তে পারে! ঔরংজীব—ঔরংজীব এ কাজ কর্ত্তে পারে না। তার পিতা এখনও জীবিত—একটা ত' বিবেক আছে, চক্ষুলজ্জা আছে।

জাহানারা। [ কম্পিত স্বরে ] যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতাকে ছলে বন্দী করে'—জীবন্তে এই গোর দিতে পারে, সে আর কি না করতে পারে বাবা!

সাজাহান। তবুও—না। হবে। আশ্চর্য্য কি! আশ্চর্য্য কি!—এ কি! মাটি থেকে একটা কালো ধোঁয়া আকাশে উঠ্‌ছে। আকাশ কালিবর্ণ হয়ে গেল! সংসার উল্টে গেল বুঝি!—ঐ ঐ, না, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি না কি!—ঐ ত' সেই নীল আকাশ; সেই উজ্জ্বল প্রভাত;—হাসছে! কিছু হয় নি ত'!—আশ্চর্য্য? [ কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া ] জাহানারা!

জাহানারা। বাবা!

সাজাহান। [ গদগদস্বরে ] তুই বাহিরে কি দেখে এলি!—সংসার কি ঠিক সেই রকমই চল্‌ছে! জননী সন্তানকে স্তন দিচ্ছে। স্ত্রী স্বামীর ঘর করছে? ভৃত্য প্রভুর সেবা করছে? গৃহস্থ ভিখারীকে ভিক্ষা দিচ্ছে? দেখে এলি—যে বাড়ীগুলো সেই রকম খাড়া আছে! রাস্তায় লোক চল্‌ছে! মানুষে মানুষ খাচ্ছে না! দেখে এলি! দেখে এলি!

জাহানারা। নীচ সংসার সেই রকমেই চল্‌ছে বাবা! বন্দী সাজাহানকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না।

সাজাহান। না?—সত্য কথা? তা'রা বল্‌ছে না যে 'এ ঘোরতর অত্যাচার?' বল্‌ছে না—'আমাদের প্রিয় দয়ালু প্রজাবৎসল সাজাহানকে কার সাধ্য বন্দী করে' রাখে?'—চেঁচাচ্ছে না—যে আমরা বিদ্রোহ কর্ব্বো, ঔরংজীবকে কারারুদ্ধ কর্ব্বো, আগ্রার দুর্গপ্রাকার ভেঙ্গে আমাদের সাজাহানকে নিয়ে এসে আবার সিংহাসনে বসাবো।'—বল্‌ছে না? বল্‌ছে না?

জাহানারা। না বাবা! সংসার কাউকে নিয়ে ভাবে না। সবাই নিজের নিজের নিয়েই ব্যস্ত! তারা এত আত্মমগ্ন যে, কাল যদি এই

সূর্য্য না উঠে, একটা প্রচণ্ড অগ্নিদাহ আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়, ত' তারই রক্তবর্ণ আলোকে তারা পূর্ব্ববৎ নিজের নিজের কাজ করে' যাবে।

সাজাহান। যদি একবার দুর্গের বাহিরে যেতে পার্ত্তাম—একবার সুযোগ পাই না জাহানারা? একবার আমাকে চুরি করে' দুর্গের বাহিরে নিয়ে যেতে পারিস্?

জাহানারা। না বাবা! বাহিরে সহস্র সতর্ক প্রহরী।

সাজাহান। তবু তা'রা একদিন আমাকে সম্রাট্ বলে' মান্‌তো। আমি তাদের সঙ্গে কখন শত্রুতা করি নি। হয়ত তাদের মধ্যে অনেককে অনাহার থেকে বাঁচিয়েছি, কারাগার থেকে মুক্ত করে' দিয়েছি, বিপদ্ থেকে রক্ষা করেছি। বিনিময়ে—

জাহানারা। না বাবা!—মানুষ খোসামুদে—কুক্কুরের মত খোসামুদে—যে একখণ্ড মাংস দিতে পারে, তারই পায়ের তলায় সে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ে। এত নীচ! এত হেয়!

সাজাহান। তবু আমি যদি তাদের কাছে গিয়ে একবার দাঁড়াই? এই শুভ্রশির মুক্ত করে' যষ্টির উপর এই রোগবিকম্পিত দেহখানির ভার রেখে যদি আমি তাদের সম্মুখে দাঁড়াই? তাদের দয়া হবে না? দয়া হবে না?

জাহানারা। বাবা, সংসারে দয়া-মায়া নাই। সব ভয়ে চলেছে। সাজাহানের সম্পৎকালে যারাই "জয় সম্রাট্ সাজাহানের জয়" বলে' চীৎকারে আকাশ দীর্ণ করে' দিত, তারাই যদি আজ আপনার এই স্থবির অথর্ব্ব মূর্ত্তি দেখে, ত' ঐ মুখে ঘৃণার থুৎকার দিবে—আর যদি কৃপাভরে থুৎকার না দেয়, ত' ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চ'লে যাবে।

সাজাহান। এতদূর! এতদূর!—[ গম্ভীর স্বরে ] যদি এই আজ সংসারের অবস্থা, তবে আজ এক মহাব্যাধি তার সর্ব্বস্ব ছেয়েছে; তবে আর কেন ঈশ্বর, আর তাকে রেখো না। এক্ষণেই তাকে গলা টিপে মেরে ফেলো। যদি তাই হয়, তবে, এখন আকাশ! তুমি নীলবর্ণ কেন! সূর্য্য! তুমি এখনও আকাশের উপর কেন! নির্লজ্জ! নেমে এসো! একটা মহা সংঘাতে তুমি চূর্ণ হ'য়ে যাও। ভূমিকম্প! তুমি ভৈরব হুঙ্কারে জেগে উঠে এ পৃথিবী বক্ষ ভেঙ্গে খান খান ক'রে ফেল। একটা প্রকাণ্ড দাবানল জলে' উঠে সব জ্বলিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে' দিয়ে চ'লে যাও। আর একটা বিরাট ঘূর্ণী ঝঞ্ঝা এসে সেই ভস্মরাশি ঈশ্বরের মুখে ছড়িয়ে দাও।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজপুতানার মরুভূমির প্রান্তদেশ
কাল—দ্বিপ্রহর দিবা

বৃক্ষতলে দারা, নাদিরা ও সিপার—একপার্শ্বে নিদ্রিত জহরৎ উন্নিসা

নাদিরা। আর পারি না প্রভু!—এইখানে খানিক বিশ্রাম কর।

সিপার। হাঁ বাবা!—উঃ, কি পিপাসা!

দারা। বিশ্রাম নাদিরা! এ সংসারে আমাদের বিশ্রাম নাই! ঐ মরুভূমি দেখছো—যা আমরা পার হয়ে এলাম! দেখছো নাদিরা!

নাদিরা। দেখ্‌ছি—ওঃ—

দারা। আমাদের পিছনে যেমন মরুভূমি, আমাদের সম্মুখে সেইরূপ মরুভূমি। জল নাই, ছায়া নাই, শেষ নাই—ধূ ধূ করুছে।

সিপার। বাবা! বড় পিপাসা—একটু জল!

দারা। জল আর নেই সিপার!

সিপার। বাবা! জল! জল না খেলে আমি বাঁচ্‌বো না।

দারা। [ রুদ্রভাবে ] হুঁ!

সিপার। উঃ! জল! জল!

নাদিরা। দেখ প্রভু, কোনখানে যদি একটু জল পাও, দেখ। বাছা মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হয়েছে। আমারও তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে—

দারা। কেবল তোমাদেরই বুঝি যাচ্ছে নাদিরা! আমার যাচ্ছে না? কেবল নিজের কথাই ভাব্‌ছো।

নাদিরা। আমার জন্য বলছি না নাথ!—এই বেচারী—আহা—

দারা। আমারও ভিতরে একটা দাহ!—ভীষণ! আগুন ছুটেছে। তার উপর বেচারীর শুষ্ক তালু দেখ্‌ছি—কথা সরূছে না দেখছি—আর ভাবছো কি নাদিরা—যে আমার পরম সুখ হচ্ছে! কিন্তু কি করব—জল নাই।—এক ক্রোশের মধ্যে জলের রেখা নাই, চিহ্ন নাই!—

:। কি অবস্থায়ই আমাকে ফেলেছে। দয়াময়! আর যে পারি না।

সিপার। আর পারি না বাবা!

নাদিরা। আহা বাছা—আমিও মরি—আর সহ্য হয় না।

দারা। মর—তাই—মর—তোমরা মর—আমিও মরি, আজ এইখানে আমাদের সব শেষ হয়ে যাক্।—যাক্—তাই যাক্!

সিপার। মা—ওঃ, আর কথা সরে না! কি যন্ত্রণা মা!

নাদিরা। উঃ, কি যন্ত্রণা।

দারা। না, আর দেখ্‌তে পারি না। আমি আজ ঈশ্বরের উপর প্রতিশোধ নেবো! আর তাঁর এই পচা অন্তঃসারশূন্য সৃষ্টি কেটে ফেলে তাঁর প্রকাণ্ড জোচ্চোরি বের করে' দেখাবো। আমি মর্ব্ব! কিন্তু তার আগে নিজের হাতে তোদের শেষ কর্ব্ব! তোদের মেরে মর্ব্ব।—

[ছুরিকা বাহির করিলেন]

সিপার। মাকে মেরো না—আমায় মারো!

নাদিরা। না না—আমায় আগে মারো—আমার চক্ষের সম্মুখে বাছার বুকে ছুরি দিতে পাবে না।—আমায় আগে মারো।

সিপার। না, আমায় আগে মারো বাবা!

দারা। এ কি দয়াময়!—এ আবার মাঝে মাঝে কি দেখাও! অন্ধকারের মাঝখানে মাঝে মাঝে এ কি আলোকের উচ্ছ্বাস! ঈশ্বর! দয়াময়! তোমার রচনা এমন সুন্দর, কিন্তু এমন নিষ্ঠুর! এই মায়ের আর ছেলের পরস্পরকে রক্ষা করবার জন্য এই কান্না—অথচ কেউ কাউকে রক্ষা করতে পার্চ্ছে না।—এত প্রবল, কিন্তু এত দুর্ব্বল। এত উচ্চ, কিন্তু এত নীচে পড়ে।—এ যে আকাশের একখানা মাণিক মাটিতে ছটকে এসে পড়েছে। এ যে স্বর্গ আর নরক এক সঙ্গে!—এ কি প্রহেলিকা দয়াময়!

সিপার। বাবা, বাবা—উঃ! [পড়িয়া গেল]

নাদিরা। বাছা আমার! [তাহাকে গিয়া ক্রোড়ে নিলেন]

দারা। এই আবার সেই নরক!—না—না—না—এ আলোক-ভ্রান্তি! এ শয়তানী! এ ছল। অন্ধকার কত গাঢ়, তাই, দেখ্‌বার জন্য এ এক জলন্ত অঙ্গারখণ্ড। কিছু না। আমি তোমাদের বধ করে' মরব! [জহরতের দিকে চাহিয়া] ও ঘুমোচ্ছে। ওটাকেও মারব। তার পরে—তোমাদের মৃতদেহগুলি জড়িয়ে আমি মরব।—এসো একে একে।

[নাদিরাকে মারিবার জন্য ছুরিকা উত্তোলন]

সিপার। মেরো না, মেরো না।

দারা। [সিপারকে একহাতে ধরিয়া দূরে রাখিয়া নাদিরাকে ছুরি মারিতে উদ্যত] তবে—

নাদিরা। মরবার আগে আমাদের একবার প্রার্থনা কর্ত্তে দাও।

দারা। প্রার্থনা! কার কাছে? ঈশ্বরের কাছে? ঈশ্বর নাই। সব ভণ্ডামি। ধাপ্পাবাজি! ঈশ্বর নাই।—কৈ—কৈ!—কে বলে ঈশ্বর আছেন। আছেন? ভালো! কর প্রার্থনা!

নাদিরা। আয় বাছা, মরবার আগে একবার প্রার্থনা করি।

[উভয়ে জানু পাতিয়া বসিলেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন]

নাদিরা। দয়াময়! বড় দুঃখে আজ তোমায় ডাক্‌ছি! প্রভু! দুঃখ দিয়েছো, দিয়েছো! তুমি যা দাও মাথা পেতে নেবো! তবু—তবু—মরবার সময় যদি পুত্রকন্যাকে আর স্বামীকে সুখী দেখে মরতে পার্ত্তাম।

দারা। [দেখিতে দেখিতে সহসা জানু পাতিয়া বসিলেন] ঈশ্বর রাজাধিরাজ! তুমি আছো! তুমি না থাকো, ত' এমন একটা বিশ্ব-জগৎকে চালাচ্ছে কে! কোথা থেকে সে নিয়ম এলো, যার বলে এমন পবিত্র জিনিষ দুটি জগতে প্রস্ফুটিত হয়ে'ছে—মা আর ছেলে! ঈশ্বর! তোমাকে অনেকবার স্মরণ করেছি; কিন্তু এমন দুঃখে এমন দীনভাবে এমন কাতর হৃদয়ে, আর কখন ডাকি নি। দয়াময়! রক্ষা কর!

(গোরক্ষক ও গোরক্ষক-রমণীর প্রবেশ)

গোরক্ষক। কে তোমরা?

দারা। এ কার স্বর [চক্ষু খুলিয়া] কে তোমরা।—একটু জল দাও, একটু জল দাও!—আমায় না দেও—এই নারী আর—এই বালককে দাও—

গোরক্ষক-রমণী। আহা বেচারীরা! আমি জল আনছি এখনি! একটু সবুর কর বাবা!

[প্রস্থান।

গোরক্ষক। আহা! বাছা ধুঁকছে!

দারা। জহরৎ! জহরৎ! মরে গিয়েছে!

গোরক্ষক। না মরে নি! বাছা আমার!

দারা। জহরৎ!

জহরৎ। [ক্ষীণস্বরে] বাবা!

[রমণীর প্রবেশ ও জলদান এবং সকলের জলপান]

গোরক্ষক-রমণী। এসো বাবা, আমাদের বাড়ী এসো।

গোরক্ষক। এসো বাবা!

দারা। কে তোমরা! তোমরা কি স্বর্গের দেবতা!—ঈশ্বর পাঠিয়েছেন?

গোরক্ষক। না বাবা, আমি একজন রাখাল!—এ আমার স্ত্রী।

দারা। তাদের এত দয়া! মানুষের এত দয়া। এও কি সম্ভব।

গোরক্ষক। কেন বাবা। তোমরা কি কখন মানুষ দেখ নি? শয়তানই দেখে এসেছো?

দারা। তাই কি ঠিক? তারা কি সব শয়তান!

গোরক্ষক-রমণী। এ ত' মানুষেরই কাজ বাবা। অনাথাকে আশ্রয় দেওয়া, যে খেতে পায়নি, তাকে খেতে দেওয়া, যে জল পায়নি, তাকে জল দেওয়া,—এ ত' মানুষেরই কাজ বাবা! কেবল শয়তানই করে না।—যদিও তারও যে তা মাঝে মাঝে কর্ত্তে ইচ্ছা হয় না, তা বিশ্বাস করি নি—এসো বাবা।

[নিষ্ক্রান্ত।

---

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মুঙ্গেরের দুর্গপ্রাসাদমঞ্চ

কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি

পিয়ারা বেড়াইয়া বেড়াইয়া গাহিতেছিল

(গীত)

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।
সখি রে কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি।

(সুজার প্রবেশ)

সুজা। তুমি এখানে! এদিকে আমি খুঁজে খুঁজে সারা।

(পিয়ারার গীত চলিল)

নিচল ছাড়িয়া উঁচলে উঠিতে
পড়িনু অগাধ জলে।

সুজা। তারপরে তোমার স্বর শুনে বুঝলাম যে তুমি এখানে।

(পিয়ারার গীত চলিল)

লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল,
মাণিক হারানু হেলে।

সুজা। শোন কথা—আঃ—

(পিয়ারার গীত চলিল)

পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।

সুজা। শুনবে না? আমি চল্লাম!

(পিয়ারার গীত চলিল)

জ্ঞানদাস কহে, কানুর পীরিতি,
মরণ অধিক শেল।

সুজা। আঃ, জ্বালাতন করলে! কেউ যেন দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ না করে। স্বামী-গুলোকে পেয়ে বসে। প্রথম পক্ষের হ'লে তোমাকে কি একটা কথা শোন্‌বার জন্য এত সাধতাম!—

পিয়ারা। আঃ, আমার এমন কীর্ত্তনটা মাটি করে' দিলে! সংসারে কেউ যেন না দোজবরে বিয়ে করে। নৈলে কেউ এসে এমন কীর্ত্তনটা মাটি করে। আঃ, জ্বালাতন কর্লে। দিবারাত্রি যুদ্ধের সংবাদ শুনতে হবে। তার উপর না জানো ব্যাকরণ, না বোঝ গান। জ্বালাতন!

সুজা। গান বুঝিনে কি রকম!

পিয়ারা। এমন কীর্ত্তনটা! আহা হা হা!

সুজা। তুমি যে নিজে গেয়ে নিজেই মোহিত!

পিয়ারা। কি করি, তুমি ত' বুঝবে না। তাই আমি নিজেই গায়িকা, নিজেই শ্রোতা।

সুজা। ব্যাকরণ ভুল।

পিয়ারা। কি রকম?

সুজা। শ্রোতা হবে না।

পিয়ারা। [থতমত খাইয়া] তবেই ত' মাটি করেছে।

সুজা। এখন কথাটা হচ্ছে এই যে, সোলেমন মুঙ্গের দুর্গ ছেড়ে চলে' গিয়েছে। কেন তা জানো?

পিয়ারা। তাই ত'।

সুজা। তার বাপ দারা তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। অথচ এদিকে—

পিয়ারা। তা ও-রকম হয়। অশুদ্ধ হয় নি।

সুজা। দারা দুইবারই যুদ্ধে ঔরংজীবের দ্বারা পরাজিত হয়েছেন।

পিয়ারা। ব্যাকরণ ভুল হয় নি।

সুজা। তুমি কথাটা শুন্‌বে না?

পিয়ারা। আগে স্বীকার কর যে, আমার ব্যাকরণ ভুল হয় নি।

সুজা। আলবৎ হয়েছে।

পিয়ারা। আলবৎ হয় নি।

সুজা। চল—কাকে জিজ্ঞাসা কর্ব্বে কর।

পিয়ারা। দেখ, আপোষে মেটাও বল্‌ছি, নইলে আমি এই নিয়ে রসাতল কর্ব্ব। সারারাত এমনি চেঁচাবো, যে, দেখি তুমি কেমন ঘুমোও। আপোষে মেটাও।

সুজা। তা হ'লে আমার বক্তব্যটা শুন্‌বে?

পিয়ারা। শুন্‌বো।

সুজা। তবে তোমার ব্যাকরণ ভুল হয় নি! —বিশেষ যখন তুমি দ্বিতীয় পক্ষ। এখন শোন, বিশেষ কথা আছে। গুরুতর! তোমার কাছে পরামর্শ চাই।

পিয়ারা। চাও না কি? তবে রো'স, আমি প্রস্তুত হয়ে নেই। (চেহারা ও পোষাক ঠিক করিয়া লইয়া) এখানে একটা উঁচু আসনও নেই ছাই। বাস, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুন্‌বো। বল আমি প্রস্তুত।

সুজা। আমার বিশ্বাস যে পিতা মৃত।

পিয়ারা। আমারও তাই বিশ্বাস।

সুজা। জয়সিংহ আমাকে সম্রাটের যে দস্তখৎ দেখিয়েছিলেন—সে দস্তখৎ দারার জাল।

পিয়ারা। নিশ্চয়ই—

সুজা। স্বীকার কর্চ্ছ?

পিয়ারা। স্বীকার আমি কিছু কর্চ্ছি না। বলে' যাও।

সুজা। দ্বিতীয় যুদ্ধেও ঔরংজীবের হাতে দারার পরাজয় হয়েছে, শুনেছো?

পিয়ারা। শুনেছি।

সুজা। কার কাছে শুন্‌লে?

পিয়ারা। তোমার কাছে।

সুজা। কখন্?

পিয়ারা। এখনই!

সুজা। দারা আগ্রা ছেড়ে পালিয়েছেন। আর ঔরংজীব বিজয়-গর্ব্বে আগ্রায় প্রবেশ করে' পিতাকে বন্দী করেছে, আর মোরাদকেও কারারুদ্ধ করেছে।

পিয়ারা। বটে!

সুজা। ঔরংজীব যখন আমার সহিত যুদ্ধে নাম্‌বে।

পিয়ারা। খুব সম্ভব।

সুজা। আর ঔরংজীবের সঙ্গে যদি আমার যুদ্ধ হয়—ত' সে বেশ একটু শক্তরকম যুদ্ধ হবে।

পিয়ারা। শক্ত বলে' শক্ত!

সুজা। আমার তার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুত হ'তে হয়।

পিয়ারা। তা হয় বৈ কি!

সুজা। কিন্তু—

পিয়ারা। আমারও ঠিক ঐ মত—ঐ কিন্তু—

সুজা। তুমি যে কি বল্‌ছো, তা আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে।

পিয়ারা। সত্য কথা বলতে কি, সেটা আমিও বড় একটা পার্‌ছিনে।

সুজা। যাক্, তোমার কাছে পরামর্শ চাওয়াই বৃথা।

পিয়ারা। সম্পূর্ণ।

সুজা। যুদ্ধের বিষয় তুমি কি বুঝবে।

পিয়ারা। আমি কি বুঝবো।

সুজা। কিন্তু এদিকে আবার একটা মুস্কিল হয়েছে।

পিয়ারা। সে মুস্কিলটা কি রকম?

সুজা। মহম্মদ আমায় স্পষ্ট লিখেছে যে, সে আমার কন্যাকে বিবাহ কর্ব্বে না।

পিয়ারা। তা কি করে' কর্ব্বে?

সুজা। কেন কর্ব্বে না? আমার কন্যার সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে। এখন কথা ফিরিয়ে নিলে কি চলে।

পিয়ারা। ও মা, তা কি চলে।

সুজা। কিন্তু সে এখন বিবাহ কর্ত্তে চায় না।

পিয়ারা। তা ত' চাইবেই না।

সুজা। লিখেছে যে, তার পিতৃশত্রুর কন্যাকে সে বিবাহ কর্ব্বে না।

পিয়ারা। তা কি করে' কর্ব্বে!

সুজা। কিন্তু তাতে আমার মেয়ে যে এদিকে বিষম দুঃখিত হবে।

পিয়ারা। তা হবে বৈ কি! তা আর হবে না!

সুজা। আমি যে কি করি—কিছুই বুঝতে পার্চ্ছিনে।

পিয়ারা। আমিও পার্চ্ছিনে।

সুজা। এখন কি করা যায়!

পিয়ারা। তাই ত'!

সুজা। তোমার কাছে কোন বিষয়ে উপদেশ চাওয়া বৃথা।

পিয়ারা। বুঝেছো!—কেমন করে' বুঝলে, হ্যাঁ গা, কেমন করে' বুঝলে! কি বুদ্ধি।

সুজা। এখন কি করি। ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ। তার সঙ্গে তার বীর পুত্র মহম্মদ। মহা সমস্যার কথা। তাই ভাবছি। তুমি কি উপদেশ দাও?

পিয়ারা। প্রিয়তম! আমার উপদেশ শুনবে? শোন ত' বলি।

সুজা। বল, শুনি।

পিয়ারা। তবে শোন, আমি উপদেশ দেই, যুদ্ধে কাজ নাই।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। কি হবে সাম্রাজ্যে নাথ? আমাদের কিসের অভাব? চেয়ে দেখ, এই শস্যশ্যামা, পুষ্পবিভূষিতা, সহস্রনির্ঝরঝঙ্কৃতা অমরাবতী—এই বঙ্গভূমি। কিসের সাম্রাজ্য! আর আমার হৃদয়-সিংহাসনে তোমায় বসিয়ে রেখেছি, তার কাছে কিসের সেই ময়ূর-সিংহাসন। যখন আমরা এই প্রাসাদশিখরে দাঁড়িয়ে—করে কর, বক্ষে বক্ষ—বিহঙ্গমের ঝঙ্কার শুনি, ঐ গঙ্গার দিগন্ত-প্রসারিত ধূসর বক্ষ দেখি, ঐ অনন্ত নীল আকাশের উপর দিয়ে আমাদের মিলিত মুগ্ধ দৃষ্টির নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে চলে' যাই—সেই নীলিমার এক নিভৃত প্রান্তে কল্পনা দিয়ে একটি মোহময় শান্তিময় দ্বীপ সৃষ্টি করি, আর তার মধ্যে এক স্বপ্নময় কুঞ্জে বসে' পরস্পরের দিকে চেয়ে পরস্পরের প্রাণ পান করি—তখন মনে হয় না নাথ, যে কিসের ঐ সাম্রাজ্য? নাথ! এ যুদ্ধে কাজ নাই! হয়ত যা আমাদের নাই, তা পাবো না; যা আছে, তা হারাবো।

সুজা। তবেই ত' তুমি ভাবিয়ে দিলে!—একেই ভেবে ভেবে আমার মাথা গরম রয়েছে, তার উপর—না দারার প্রভুত্ব বরং মানতে পার্ত্তাম। ঔরংজীবের—আমার ছোট ভাইয়ের প্রভুত্ব—কখন স্বীকার করব না—না, কখন না।

[প্রস্থান।

পিয়ারা। তোমায় উপদেশ দেওয়া বৃথা! বীর তুমি! সাম্রাজ্যের জন্য তুমি যদিও যুদ্ধ না কর্ত্তে, যুদ্ধ করবার জন্য তুমি যুদ্ধ করবে। তোমায় আমি বেশ চিনি—যুদ্ধের নামে নাচো।

---

## পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—দিল্লীতে দরবার-কক্ষ

কাল—প্রাহ্ণ

সিংহাসনারূঢ় ঔরংজীব। পার্শ্বে মীরজুমলা, শায়েস্তা খাঁ ইত্যাদি সৈন্যাধ্যক্ষগণ, অমাত্যবর্গ, জয়সিংহ ও দেহরক্ষী।

সম্মুখে যশোবন্ত সিংহ

যশোবন্ত। জাঁহাপনা! আমি এসেছিলাম—সুলতান সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জাঁহাপনাকে আমার সৈন্যসাহায্য দিতে। কিন্তু এখানে এসে আমার আর সে প্রবৃত্তি নাই। আমি আজই যোধপুরে যাচ্ছি।

ঔরংজীব। মহারাজ যশোবন্তসিংহ! আপনি নর্ম্মদাযুদ্ধে দারার পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন বলে' আমার অপ্রীতিভাজন নহেন। মহারাজের রাজভক্তির নিদর্শন পেলে আমরা মহারাজকে আত্মীয় ব'লে গণ্য কর্ব্বো।

যশোবন্ত। যশোবন্ত সিংহ জাঁহাপনার অপ্রীতিভাজন হোক কি প্রীতিভাজন হোক, তাতে তার কিছুমাত্র যায় আসে না! আর আমি আজ এ সভায় জাঁহাপনার দয়ার ভিখারী হয়ে আসি নাই।

ঔরংজীব। তবে এখানে আসা মহারাজের উদ্দেশ্য?

যশোবন্ত। উদ্দেশ্য একবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করা, যে কি অপরাধে আমাদের দয়ালু সম্রাট সাজাহান আজ বন্দী; আর কি বলে

আপনি পিতা বর্ত্তমানে তাঁর সিংহাসনে বসেছেন।

ঔরংজীব। তার কৈফিয়ৎ কি আমায় এখন মহারাজকে দিতে হবে?

যশোবন্ত। দেওয়া না দেওয়া আপনার ইচ্ছা! আমি জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছি মাত্র।

ঔরংজীব। কি উদ্দেশ্যে?

যশোবন্ত। জাঁহাপনার উত্তরের উপর আমার ভবিষ্যৎ আচরণ নির্ভর কর্চ্ছে।

ঔরংজীব। কিরূপ! কৈফিয়ৎ যদি না দিই?

যশোবন্ত। তা হ'লে বুঝবো যে, জাঁহাপনার দেওয়ার মত কৈফিয়ৎ কিছু নাই।

ঔরংজীব। আপনার যেরূপ ইচ্ছা বুঝুন; তাতে ঔরংজীবের কিছু যায় আসে না। ঔরংজীব তার কার্য্যাবলীর জন্য এক খোদার কাছে ভিন্ন আর কারো কাছে কৈফিয়ৎ দেয় না।

যশোবন্ত। উত্তম! তবে খোদার কাছে কৈফিয়ৎ দিবেন।

[গমনোন্মত।

ঔরংজীব। দাঁড়ান মহারাজ!—আমার কৈফিয়ৎ না পেলে আপনি কি কর্ব্বেন?

যশোবন্ত। সাধ্যমত চেষ্টা কর্ব্ব—সম্রাট সাজাহানকে মুক্ত কর্ত্তে—এই মাত্র। পারি, না পারি, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু আমার কর্ত্তব্য আমি কর্ব্ব।

ঔরংজীব। বিদ্রোহ কর্ব্বেন?

যশোবন্ত। বিদ্রোহ!—সম্রাটের পক্ষে যুদ্ধ করার নাম বিদ্রোহ নয়। বিদ্রোহ করেছেন আপনি। আমি সেই বিদ্রোহীর শাসন কর্ব্ব— যদি পারি।

ঔরংজীব। মহারাজ, এতক্ষণ ধরে' পরীক্ষা কর্চ্ছিলাম যে, আপনার স্পর্দ্ধা কতদূর উঠে। পূর্ব্বে শুনেছিলাম, এখন দেখছি—আপনি নির্ভীক—মহারাজ! ভারত-সম্রাট ঔরংজীব যোধপুরাধিপতি যশোবন্ত সিংহের শত্রুতাকে ভয় করে না। সমরক্ষেত্রে আর একবার ঔরংজীবের পরিচয় চান, পাবেন—বুঝেছি, নর্ম্মদা-যুদ্ধে ঔরংজীবের সঙ্গে মহারাজের সম্যক্ পরিচয় হয় নাই।

যশোবন্ত। নর্ম্মদার যুদ্ধ জাঁহাপনা! আপনি সেই জয়ের গৌরব করেন? যশোবন্ত সিংহ অনুকম্পাভরে আপনার পথশ্রান্ত হীনবল সৈন্য আক্রমণ করে নাই। নহিলে আমার সৈন্যের স্তব্ধমিলিত নিঃশ্বাসে ঔরংজীব সসৈন্য উড়ে যেতেন। এতখানি অনুকম্পার বিনিময়ে যশোবন্ত সিংহ ঔরংজীবের শাঠ্যের জন্য প্রস্তুত ছিল না। এই তার অপরাধ।—সেই জয়ের গৌরব কর্চ্ছেন জাঁহাপনা!

ঔরংজীব। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! সাবধান! ঔরংজীবের ধৈর্য্যের সীমা আছে! সাবধান!

যশোবন্ত। সম্রাট! চোখ রাঙ্গাচ্ছেন কাকে? চোখ রাঙ্গিয়ে জয়সিংহের মত ব্যক্তিকে শাসন করে' রাখতে পারেন। যশোবন্ত সিংহের প্রকৃতি অন্য ধাতু দিয়ে গড়া—জানবেন! যশোবন্ত সিংহ জাঁহাপনার রক্তবর্ণ চক্ষু আর অগ্নিময় গোলাকে সমানই তুচ্ছ জ্ঞান করে।

মীরজুমলা। মহারাজ! এ কি স্পর্দ্ধা!

যশোবন্ত। স্তব্ধ হও মীরজুমলা। যখন রাজায় রাজায় যুদ্ধ, তখন বন্য শৃগাল তাদের মধ্যে এসে দাঁড়ায় কি হিসাবে? আমরা এখনও কেউ মরিনি! তোমাদের সময় যুদ্ধের পরে—তুমি আর এই শায়েস্তা খাঁ—

(শায়েস্তা খাঁ ও মীরজুমলা তরবারি বাহির করিলেন ও কহিলেন—"সাবধান কাফের।")

শায়েস্তা। আজ্ঞা দিউন জাঁহাপনা।

(ঔরংজীব ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন)

যশোবন্ত। বেশ জুড়ি মিলেছে—মীরজুমলা আর এই শায়েস্তা খাঁ—উজীর আর সেনাপতি। দুই নেমকহারাম। যেমন প্রভু, তেমনি ভৃত্য।

শায়েস্তা। আস্পর্দ্ধা এই কাফেরের জাঁহাপনা —যে ভারত-সম্রাটের সম্মুখে—

যশোবন্ত। কে ভারতের সম্রাট?

শায়েস্তা। ভারতের সম্রাট বাদসাহা গাজী ঔলমগীর!

(অবগুণ্ঠিতা জাহানারার প্রবেশ)

জাহানারা। মিথ্যা কথা।—সম্রাট ঔরংজীব নয়। ভারতের সম্রাটসাহা সাজাহান।

মীরজুমলা। কে এ নারী!

জাহানারা। কে এ নারী? এ নারী সম্রাট্ সাজাহানের কন্যা, জাহানারা [মুখ উন্মুক্ত করিলেন]—কি ঔরংজীব! তোমার মুখ সহসা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল যে!

ঔরংজীব। তুমি এখানে ভগ্নী!

জাহানারা। আমি এখানে কেন—এ কথা ঔরংজীব, আজ ঐ সিংহাসনে ধীরভাবে বসে' মানুষের স্বরে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পাচ্ছ'? আমি এখানে এসেছি, ঔরংজীব, তোমাকে মহারাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত কর্ত্তে।

ঔরংজীব। কার কাছে?

জাহানারা। ঈশ্বরের কাছে। ঈশ্বর নেই ভেবেছো ঔরংজীব? শয়তানের চাকরি করে' ভেবেছো যে ঈশ্বর নাই? ঈশ্বর আছেন।

ঔরংজীব। আমি এখানে বসে' সেই খোদারই ফকিরি কচ্ছি—

জাহানারা। স্তব্ধ হও ভণ্ড! খোদার পবিত্র নাম তোমার জিহ্বায় উচ্চারণ কোরো না। জিহ্বা পুড়ে যাবে। বজ্র ও ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প ও জলোচ্ছাস, অগ্নিদাহ ও মড়ক! তোমরা ত' লক্ষ লক্ষ নিরীহ নরনারীর ঘর উড়িয়ে পুড়িয়ে ভাসিয়ে ভেঙ্গে চুরে দিয়ে চলে' যাও। শুধু এদেরই কিছু কর্ত্তে পার না!

ঔরংজীব। মহম্মদ! এ উন্মাদিনী নারীকে এখান থেকে নিয়ে যাও। এ—রাজসভা, উন্মাদাগার নয়। মহম্মদ!

জাহানারা। দেখি, এই সভাস্থলে কার সাধ্য যে, সম্রাট্ সাজাহানের কন্যাকে স্পর্শ করে। সে ঔরংজীবের পুত্রই হোক্, আর স্বয়ং শয়তানই হোক্।

ঔরংজীব। মহম্মদ! নিয়ে যাও।

মহম্মদ। মার্জ্জনা কর্‌বেন পিতা। সে স্পর্দ্ধা আমার নাই।

যশোবন্ত। বাদশাহজাদীর প্রতি রূঢ় আচরণ আমরা সহ্য কর্‌বো না।

অন্য সকলে। কখনই না।

ঔরংজীব। সত্য বটে! আমি ক্রোধে কি জ্ঞান হারিয়েছি! নিজের ভগ্নীর—সম্রাট্ সাজাহানের কন্যার প্রতি এই রূঢ় ব্যবহার কর্ব্বার আজ্ঞা দিচ্ছি। ভগ্নি! অন্তঃপুরে যাও। এ প্রকাশ্য দরবারে, শত কুৎসিত দৃষ্টির সম্মুখে এসে দাঁড়ানো সম্রাট্ সাজাহানের কন্যার শোভা পায় না। তোমার স্থান অন্তঃপুর।

জাহানারা। তা জানি ঔরংজীব। কিন্তু যখন একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে হর্ম্ম্যরাজি ভেঙ্গে পড়ে, তখন অসূর্য্যম্পশ্যরূপা মহিলা যে—সেও নিঃসঙ্কোচে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। আজ ভারতবর্ষের সেই অবস্থা। আজ একটা বিরাট অত্যাচারে একটা সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়েছে। এখন আর সে নিয়ম খাটে না। আজ যে অন্যায়, নীতির মহাবিপ্লব, যে দুর্ব্বিষহ অত্যাচার—ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে যাচ্ছে, তা এর পূর্ব্বে বুঝি কুত্রাপি হয় নাই। এত বড় পাপ, এত বড় শাঠ্য, আজ ধর্ম্মের নামে চলে যাচ্ছে। আর এই মেষশাবকগণ শুদ্ধ অনিমেষনেত্রে তার পানে চেয়ে আছে। ভারতবর্ষের মানুষগুলো কি আজ শুদ্ধ চাবুকে চলেছে? দুর্নীতির প্লাবনে কি ন্যায়, বিবেক, মনুষ্যত্ব—মানুষের যা কিছু উচ্চ প্রবৃত্তি—সব ভেসে গিয়েছে? এখন নীচ স্বার্থসিদ্ধিই কি মানুষের ধর্ম্মনীতি? সৈন্যাধ্যক্ষগণ! অমাত্যগণ! সভাসদ্‌গণ! তোমাদের সম্রাট্ সাজাহান জীবিত থাক্‌তে তোমরা কি স্পর্দ্ধায় তাঁর সিংহাসনে তাঁর পুত্র ঔরংজীবকে বসিয়েছো, আমি জান্তে চাই।

ঔরংজীব। আমার ভগ্নী যদি এখান থেকে যেতে অস্বীকৃত, সভাসদ্‌গণ আপনারা বাইরে যান। সম্রাটের কন্যার মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

(সকলে বাহিরে যাইতে উদ্যত)

জাহানারা। দাঁড়াও! আমার আজ্ঞা—দাঁড়াও। আমি এখানে তোমাদের কাছে নিষ্ফল ক্রন্দন কর্ত্তে আসি নি। আমি নিজের কোন দুঃখও তোমাদের কাছে নিবেদন কর্ত্তে আসি নি। আমি নারীর লজ্জা, সঙ্কোচ, সম্ভ্রম ত্যাগ করে এসেছি—আমার বৃদ্ধ পিতার জন্য। শোন।

সকলে। আজ্ঞা করুন।

জাহানারা। আমি একবার মুখোমুখি তোমাদের জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছি, যে, তোমাদের সেই বীর, দয়ালু, প্রজাবৎসল, সম্রাট্ সাজাহানকে চাও? না, এই ভণ্ড, পিতৃদ্রোহী, পরস্বাপহারী ঔরংজীবকে চাও?—জেনো, এখনও ধর্ম্ম লুপ্ত হয় নি। এখনও চন্দ্র-সূর্য্য উঠ্‌ছে। এখনও পিতাপুত্রের সম্বন্ধ আছে। আজ কি একদিনে একজনের পাপে তা উল্টে যাবে? তা হয় না। ক্ষমতা কি এত দৃপ্ত

হয়েছে যে, তার বিজয়দুন্দুভি তপোবনের পবিত্র শান্তি লুটে নেবে? অধর্ম্মের আস্পর্দ্ধা কি এত বেশী হয়েছে যে, সে নির্ব্বিরোধে স্নেহ দয়া ভক্তির বক্ষের উপর দিয়ে তার রক্তাক্ত শকট চালিয়ে যাবে?—বল।—তোমরা ঔরংজীবের ভয় কর্চ্ছ? কে ঔরংজীব, তার দুই ভুজে কত শক্তি। তোমরাই তার বল। তোমরা ইচ্ছা কর্‌লে তাকে ওখানে রাখতে পারো, ইচ্ছা কর্‌লে তাকে ওখান থেকে টেনে এনে পঙ্কে নিক্ষেপ কর্ত্তে পারো। তোমরা যদি সম্রাট্ সাজাহানকে এখনও ভালোবাসো, সিংহ স্থবির বলে, তাকে পদাঘাত কর্ত্তে না চাও, তোমরা যদি মানুষ হও, বল সমস্বরে "জয় সম্রাট্ সাজাহানের জয়।"—দেখ্‌বে ঔরংজীবের হাত থেকে রাজদণ্ড খসে পড়ে যাবে।

সকলে। জয় সম্রাট সাজাহানের জয়—

জাহানারা। উত্তম, তবে—

ঔরংজীব। [ সিংহাসন হইতে নামিয়া ] উত্তম! তবে এই মুহূর্ত্তে আমি সিংহাসন পরিত্যাগ কর্‌লাম। সভাসদ্‌গণ! পিতা সাজাহান, রুগ্ন, শাসনে অক্ষম। তিনি যদি শাসনক্ষম হ'তেন তা হ'লে আমার দাক্ষিণাত্য ছেড়ে এখানে আসার প্রয়োজন ছিল না। আমি রাজ্যের রশ্মি সাজাহানের হাত থেকে নিই নাই—দারার হাত থেকে নিয়েছি। পিতা পূর্ব্ববৎই সুখে-স্বচ্ছন্দে আগ্রার প্রাসাদে আছেন। আপনাদের যদি এই ইচ্ছা হয় যে, দারা সম্রাট্ হৌন, বলুন, আমি তাঁকে ডেকে পাঠাচ্ছি। দারা, কেন? যদি মহারাজ যশোবন্ত সিংহ এই সিংহাসনে বসতে চান, যদি তিনি বা মহারাজ জয়সিংহ বা আর কেউ শাসনের মহাদায়িত্ব নিতে প্রস্তুত থাকেন,—আমার আপত্তি নাই। একদিকে দারা আর একদিকে সুজা আর একদিকে মোরাদ, এই শত্রু ঘাড়ে ক'রে কেউ সিংহাসনে বসতে চান, বসুন। আমার বিশ্বাস ছিল যে, আপনাদের সম্মতিক্রমে ও অনুরোধে আমি এখানে বসেছি। মনে কর্ব্বেন না যে, এ সিংহাসন আমার পুরস্কার। এ আমার শাস্তি! আমি আজ সিংহাসনের উপর বসে নাই, বারুদের স্তূপের উপর ব'সে আছি। তার উপর এর জন্য আমি মক্কায় যাবার সুখ থেকে বঞ্চিত আছি। আপনাদের যদি ইচ্ছা হয়, যে, দারা সিংহাসনে বসুন, হিন্দুস্থান আবার অরাজক ধর্ম্মহীন হোক,—আমি আজই মক্কায় যাচ্ছি; সে ত' আমার পরম সুখ! বলুন—

( সকলে নিস্তব্ধ রহিল )

ঔরংজীব। এই আমি আমার রাজমুকুট সিংহাসনের পদতলে রাখলাম। আমি এ সিংহাসনে বসেছি আজ—সম্রাটের নামে—কিন্তু তাও বেশী দিনের জন্য নয়। সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপন করে, দারার বিশৃঙ্খল রাজত্বে শৃঙ্খলা এনে, পরে আপনারা যার হাতে বলেন, তার হাতে রাজ্য ছেড়ে দিয়ে, আমি সেই মক্কায়ই যেতে চাই। আমি এখানে ব'সেও সেই দিকেই চেয়ে আছি—আমার জাগ্রতে চিন্তা, নিদ্রায় স্বপ্ন, জীবনের ধ্যান—সেই মহাতীর্থের দিকেই চেয়ে আছি। আপনাদের যদি এই ইচ্ছা হয়, আমি আজই রাজ্যের রশ্মি ছেড়ে দিয়ে মক্কায় চলে যাই। সে ত আমার পরম সৌভাগ্য। আমার জন্য ভাববেন না। আপনারা নিজেদের দিকে চেয়ে বলুন যে, পীড়ন চান, না শাসন চান? বলুন—আর আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসনদণ্ড গ্রহণ কর্ত্তে পার্ব্ব না, বলুন, আপনাদের ইচ্ছাক্রমেও এখানে দাঁড়িয়ে দারার উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচার দেখতে পার্ব্ব না। বলুন আপনাদের কি ইচ্ছা!—চল মহম্মদ। মক্কায় যাবার জন্য প্রস্তুত হও।—বলুন আপনাদের কি অভিপ্রায়?

সকলে। জয় সম্রাট্ ঔরংজীবের জয়—

ঔরংজীব। উত্তম! আপনাদের অভিমত জান্‌লাম। এখন আপনারা বাহিরে যান! আমার ভগ্নীর, সাজাহানের কন্যার অমর্য্যাদা কর্ব্বেন না।

[ ঔরংজীব ও জাহানারা ভিন্ন সকলের প্রস্থান ]

জাহানারা। ঔরংজীব!

ঔরংজীব। ভগ্নী!

জাহানারা। চমৎকার!—আমি প্রশংসা না ক'রে থাকৃতে পাচ্ছি না। এতক্ষণ আমি বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হয়ে ছিলাম; তোমার ভেল্কি দেখছিলাম। যখন চমক ভাঙ্গলো, তখন সব হারিয়ে বসে আছি।—চমৎকার!

ঔরংজীব। আমি প্রতিজ্ঞা কচ্ছি আপনা

নামে শপথ কর্চ্ছি যে, আমি যতদিন সম্রাট্, আছি, তোমার আর পিতার কোন অভাব হবে না।

জাহানারা। আবার বলি—চমৎকার।

---

# তৃতীয় অঙ্ক

—*—

## প্রথম দৃশ্য

স্থান—খিজুয়ায় ঔরংজীবের শিবির

কাল—রাত্রি

ঔরংজীব একখণ্ড পত্রিকা হস্তে লইয়া দেখিতেছিলেন

ঔরংজীব। কিস্তি। না গজ দিয়ে ঢেকে দেবে। আচ্ছা—না। ওঠসাই কিস্তিতে আমার দাবা যাবে। কিন্তু—দেখি—উঁহুঃ।—আচ্ছা এই গজের কিস্তি—চেপে দেবে। তার পর—এই কিস্তি। এই পদ।—তার পর এই কিস্তি।—কোথায় যাবে।—মাৎ। [ সোৎসাহে ] মাৎ [ পরিক্রমণ ]

( মীরজুমলার প্রবেশ )

ঔরংজীব। আমরা এ যুদ্ধে জিতেছি উজীরসাহেব।

মীরজুমলা। সে কি জাঁহাপনা।

ঔরংজীব। প্রথম: কামান চালাবেন আপনি। তার পরে, আমি হাতী নিয়ে সেই চকিত সৈন্যের উপর পড়বো। তার পরে মহম্মদের অশ্বারোহী। এই তিন কিস্তিতে মাৎ।

মীরজুমলা। আর যশোবন্ত সিংহ?

ঔরংজীব। তার উপর এবার তত নির্ভর করি না। তাকে চক্ষে চক্ষে রাখতে হবে—আমাদের আর সুজার সৈন্যের মধ্যে; অনিষ্ট না কর্ত্তে পারে। তার পশ্চাতে থাক্‌বে তোমার কামান। আমি আর মহম্মদ তার দুই পাশে থাক্‌বো। বিপক্ষের আক্রমণ হবে প্রধানতঃ যশোবন্তের রাজপুত সৈন্যের উপর। তারা যুদ্ধ করে ভালো; নৈলে পিছনে তোমার কামান রৈল। তা যায়—দাবা যাক্। আমরা জয়লাভ কর্ব্ব। তবে কাল প্রত্যূষে প্রস্তুত থাক্‌বেন—এখন যেতে পারেন।

মীরজুমলা। যে আজ্ঞা।

[ প্রস্থান।

ঔরংজীব। যশোবন্ত সিংহ।—এটা শুদ্ধ পরীক্ষা।

( মহম্মদের প্রবেশ )

ঔরংজীব। মহম্মদ। তোমার স্থান হচ্ছে সম্মুখে, যশোবন্ত সিংহের দক্ষিণে। তুমি সব শেষে আক্রমণ কর্ব্বে। শুদ্ধ প্রস্তুত থাক্‌বে। এই দেখ। নক্সা।

[ মহম্মদ দেখিলেন ]

ঔরংজীব। বুঝলে?

মহম্মদ। হাঁ পিতা।

ঔরংজীব। আচ্ছা যাও।—কাল প্রত্যূষে।

[ মহম্মদের প্রস্থান।

ঔরংজীব। সুজার লক্ষ সৈন্য অশিক্ষিত। বেশী কষ্ট পেতে হবে না বোধ হয়। একবার ছত্রভঙ্গ কর্ত্তে পার্লে হয়—এই যে মহারাজ।

( দিলদারের সহিত যশোবন্ত সিংহ প্রবেশ করিয়া কুর্ণিশ করিলেন। )

ঔরংজীব। মহারাজ। আপনাকে একবার ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আমি অনেক ভেবে সমস্ত সৈন্যের পুরোভাগে আপনাকে স্থান দিলাম।

যশোবন্ত। আমাকে?

ঔরংজীব। কি। তাতে আপত্তি আছে?

যশোবন্ত। না, আপত্তি নাই।

ঔরংজীব। আপনি যে ইতস্ততঃ কচ্ছেন।

যশোবন্ত। কুমার মহম্মদ সৈন্যের পুরোভাগে থাক্‌বেন কথা ছিল।

ঔরংজীব। আমি মত বদ্‌লেছি। তিনি থাক্‌বেন আপনার দক্ষিণ পাশে।

যশোবন্ত। আর মীরজুমলা?

ঔরংজীব। আপনার পশ্চাতে। আমি আপনার বামপাশে থাকবো।

যশোবন্ত। ও। বুঝেছি। জাঁহাপনা আমায় সন্দেহ করেন।

ঔরংজীব। মহারাজ চতুর। মহারাজার সঙ্গে চাতুরী নিষ্ফল। মহারাজকে সঙ্গে এনেছি, তার কারণ এ নয় যে, মহারাজকে আমরা পরমাত্মীয় জ্ঞান করি। সঙ্গে এনেছি এই কারণে যে, আমার অনুপস্থিতিতে মহারাজ

আগ্রায় বিভ্রাট না বাধান।—সেটা বেশ জানেন বোধ হয়।

যশোবন্ত। না, অতদূর ভাবিনি। জাঁহাপনা! আমি চতুর বলে' আমার একটা অহঙ্কার ছিল। কিন্তু দেখ্‌লাম যে, সে বিষয়ে জাঁহাপনার কাছে আমি শিশু।

ঔরংজীব। এখন মহারাজের অভিপ্রায় কি?

যশোবন্ত। জাঁহাপনা! রাজপুত জাতি বিশ্বাসঘাতকের জাতি নয়। কিন্তু আপনারা—অন্ততঃ আপনি তাদের বিশ্বাসঘাতক করে' তুলছেন। কিন্তু জাঁহাপনা! এই রাজপুত জাতিকে ক্ষিপ্ত কর্ব্বেন না! বন্ধুত্বে রাজপুতদের মত মিত্র কেউ নেই। আবার শত্রুতায় রাজপুতের মত ভয়ঙ্কর শত্রু কেউ নেই!—সাবধান।

ঔরংজীব। মহারাজ! ঔরংজীবের সম্মুখে ভ্রূকুটি করে' কোন লাভ নাই। যান। আমার এই আজ্ঞা। পালন কর্ব্বেন!—নৈলে জানেন ঔরংজীবকে!

যশোবন্ত। জানি। আর আপনিও জানেন যশোবন্ত সিংকে! আমি কারো ভৃত্য নই। আমি এ আজ্ঞা পালন কর্ব্ব না।

ঔরংজীব। মহারাজ! নিশ্চিত জানবেন, ঔরংজীব কখন কাউকে ক্ষমা করে না! বুঝে কাজ করবেন।

যশোবন্ত। আর আপনিও নিশ্চিত জান্‌বেন যে যশোবন্ত সিংহ কাউকে ভয় করে না। বুঝে কাজ কর্ব্বেন।

ঔরংজীব। এও কি সম্ভব!—যশোবন্ত সিংহ!

যশোবন্ত। ঔরংজীব!

ঔরংজীব। যদি তোমায় এই মুহূর্ত্তে আমি বন্দী করি, তোমায় কে রক্ষা করে?

যশোবন্ত। এই তরবারি। জেনো ঔরংজীব, এই দুর্দ্দিনেও মহারাজ যশোবন্ত সিংহের এক ইঙ্গিতে ত্রিংশ সহস্র রাজপুত-তরবারি একসঙ্গে সূর্য্যকিরণে ঝল্‌সে উঠে। আর এ দুর্দ্দিনেও রাজপুত—রাজপুত!

[প্রস্থান।

ঔরংজীব। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি। একটু বেশী গিয়েছি। এই রাজপুত জাতটাকে আমি সম্যক্—চিন্‌লাম না। এত তার দর্প! এত অভিমান!—চিন্‌লাম না।

দিলদার। চিন্‌বেন কেমন করে' জাঁহাপনা। আপনার শাঠ্যের রাজ্যেই বাস! আপনি দেখে আস্‌ছেন শুধু জোচ্চোরি, খোসামোদি, নেমক-হারামি। তাদের বশ কর্ত্তে আপনি পটু। কিন্তু এ আলাদা রকমের রাজ্য। এ রাজ্যের প্রজাদের কাছে প্রাণের চেয়ে মান বড়।

ঔরংজীব।—হুঁ—দেখি এখনও যদি প্রতিকার কর্ত্তে পারি। কিন্তু বোধ হচ্ছে—রোগ এখন হকিমির বাইরে। [প্রস্থান।

দিলদার। দিলদার! তুমি সেঁধিয়েছিলে সূচ হয়ে—এখন ফাল হয়ে না বেরোও! আমার সেই ভয়। প্রথমে পাঠক! তার পরে বিদূষক। তার পর রাজনৈতিক! তার পরে বোধ হয় দার্শনিক!—তার পর?

(কথা কহিতে কহিতে ঔরংজীব ও মীরজুমলার পুনঃপ্রবেশ)

ঔরংজীব। কেবল দেখবেন অনিষ্ট না কর্ত্তে পারে।

মীরজুমলা। যে আজ্ঞা।

ঔরংজীব। তার চক্ষে একটা বড় বেশী রক্তবর্ণ দীপ্তি দেখেছি। আর একেবারে প্রাণের ভয় নেই। সমস্ত রাজপুত জাতটাই তাই।

মীরজুমলা। আমি দেখেছি জাঁহাপনা, যে, একটা কামানের চেয়েও একটা রাজপুত ভয়ঙ্কর।

ঔরংজীব। দেখবেন খুব সাবধান!

মীরজুমলা। যে আজ্ঞা।

ঔরংজীব। একবার মহম্মদকে পাঠান—না আমিই তাঁর শিবিরে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

মীরজুমলা। এই যুদ্ধে ঔরংজীব যেরূপ বিচলিত হয়েছেন, এর পূর্ব্বে আমি তাঁকে এরকম বিচলিত হ'তে কখন দেখিনি!—ভা'য়ে ভা'য়ে যুদ্ধ—তাই বোধ হয়!—ওঃ! ভা'য়ে ভা'য়ে বিবাদ—কি অস্বাভাবিক! কি ভয়ঙ্কর!

দিলদার। আর কি উত্তেজক! এ নেশা সব নেশার চরম। উজীর সাহেব! আমি এইটে কোনরকমেই বুঝতে পারি না যে শত্রুতা বাড়াবার জন্য মানুষ কেন এতগুলো ধর্ম্মের সৃষ্টি করেছিল—যখন ঘরে এত বড় শত্রু। কারণ, ভাইয়ের মত শত্রু আর কেউ নয়।

মীরজুমলা। কেন ?

দিলদার। এই দেখুন উজীর সাহেব, হিন্দু আর মুসলমান এদের কি মেলে ? প্রথমতঃ ভগবানের দান যে এ চেহারাখান', টেনে বুনে যতখানি আলাদা করা যায়, তা তারা করেছে। এরা রাখে দাড়ি সম্মুখে,—ওরা রাখে টিকি পিছনে (তাও সম্মুখে রাখবে না)। এরা পশ্চিমদিকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াজ পড়ে, ওরা পূর্ব্বদিকে মুখ ফিরিয়ে প্রার্থনা করে। এরা কাছা দেয় না, ওরা দেয়। এরা লেখে ডান দিক থেকে বাঁয়ে, ওরা লেখে বাঁয়ে থেকে ডাইনে। লেখে কি না।

মীরজুমলা। হাঁ, তাই কি ?

দিলদার। তবু হিন্দুরা মুসলমানের অধীনে একরকম সুখে আছে বল্‌তে হবে। কিন্তু ভাই ভাইয়ের প্রভুত্ব স্বীকার কর্ব্বে না।

[ মীরজুমলা হাসিলেন ]

দিলদার। [ যাইতে যাইতে ] কেমন ঠিক কি না।

মীরজুমলা। [ যাইতে যাইতে ] হাঁ ঠিক।

[ নিষ্ক্রান্ত।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—খিজুয়ায় সুজার শিবির। কাল—সন্ধ্যা

সুজা একখানি মানচিত্র দেখিতেছিলেন।

পুষ্পমালা হস্তে পিয়ারা গাইতে গাইতে প্রবেশ করিলেন

( পিয়ারার গীত )

আমি, সারা সকালটি বসে' বসে'
এই সাধের মালাটি গেঁথেছি।
আমি, পরাব বলিয়ে তোমার গলায়,
মালাটি আমার গেঁথেছি।
আমি, সারা সকালটি ক'রি নাই কিছু,
করি নাই কিছু বঁধু আর ;
শুধু, বকুলের তলে বসিয়ে বিরলে,
মালাটি আমার গেঁথেছি।
তখন, গাহিতেছিল সে তরুশাখা 'পরে
সুললিত স্বরে পাপিয়া ;
তখন, দুলিতেছিল সে তরুশাখা,
ধীরে, প্রভাত সমীরে কাঁপিয়া,
তখন প্রভাতের হাসি পড়েছিল আসি',
কুসুমকুঞ্জভবনে ;
আমি, তার মাঝখানে, বসিয়া বিজনে,
মালাটি আমার গেঁথেছি।
বঁধু, মালাটি আমার গাঁথা নহে
শুধু বকুল কুসুম কুড়ায়ে ;
আছে, প্রভাতের প্রীতি, সমীরণ গীতি,
কুসুমে কুসুমে জড়ায়ে ;
আছে, সবার উপরে মাখা তায় বঁধু
তব মধুময় হাসি গো ;
ধর, গলে ফুলহার, মালাটি তোমার,
তোমারই কারণে গেঁথেছি।

[ পিয়ারা মালাটি সুজার গলায় দিলেন ]

সুজা। ( হাসিয়া ) একি আমার জয়মাল্য পিয়ারা ? আমি ত' যুদ্ধে এখনও জয়লাভ করি নি।

পিয়ারা। কি যায় আসে। আমার কাছে তুমি চিরজয়ী। তোমার প্রেমের কারাগারে আমি বন্দিনী। তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার ক্রীতদাসী—কি আজ্ঞা হয় ?

[ জানু পাতিলেন ]

সুজা। এ একটা বেশ নূতন রকমের ঢং করেছো ত' পিয়ারা।—আচ্ছা, যাও বন্দিনী, আমি তোমায় মুক্ত ক'রে দিলাম।

পিয়ারা। আমি মুক্তি চাই না। আমার এ মধুর দাসত্ব।

সুজা। শোন। আমি একটা ভাবনায় পড়েছি।

পিয়ারা। সে ভাবনাটা হচ্ছে কি ?—দেখ, আমি যদি কোন উপায় কর্ত্তে পারি।

সুজা। ( মানচিত্র দেখাইয়া ) দেখ পিয়ারা —এইখানে মীরজুমলার কামান, এইখানে মহম্মদের পাঁচহাজার অশ্বারোহী, আর এইস্থানে ঔরংজীব।

পিয়ারা। কৈ, আমি ত' শুধু একখানা কাগজ দেখছি। আর ত' কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

সুজা। এখন এইরকম ভাবে আছে। কিন্তু কাল যুদ্ধের সময় কে কোথায় থাকবে, তা বলা যাচ্ছে না।

পিয়ারা। কিছু বলা যাচ্ছে না।

সুজা। ঔরংজীবের দস্তুর এই যে, যখন

তার পক্ষে কামানের গোলা বর্ষণ হয়, তার ঠিক পরেই সে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে আক্রমণ করে।

পিয়ারা। বটে! তা হ'লে ত' বড় সহজ কথা নয়।

সুজা। তুমি কিছু বোঝো না।

পিয়ারা। ধরে' ফেলেছো!—কেমন করে' জান্‌লে; হাঁ—বল না কেমন করে' জান্‌লে? আশ্চর্য্য!—একেবারে ঠিক ধরেছো।

সুজা। আমার সৈন্য অশিক্ষিত। যদি যশোবন্ত সিংহকে ভজাতে পারি—একবার লিখে দেখবো। কিন্তু—আচ্ছা তুমি কি উপদেশ দেও।

পিয়ারা। আমি তোমাকে উপদেশ দেওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। কেন! তোমায় উপদেশ দিলে ত' তুমি তা কখন শোন না। আমি তোমায় বেশ জানি। তুমি বিষম একগুঁয়ে। আমাকে আমার মত জিজ্ঞাসা কর বটে, কিন্তু তোমার বিপরীত মত দিলেই চটে' যাও।

সুজা। তা—হাঁ—তা—যাই বটে।

পিয়ারা। তাই সেই থেকে, স্বামী যা বলেন, তাতেই আমি পতিব্রতা হিন্দু স্ত্রীর মতন হু হাঁ দিয়ে সেরে দিই।

সুজা। তাই ত'। দোষ আমারই বটে। পরামর্শ চাই বটে, কিন্তু অনুকূল পরামর্শ না দিলেই চটে' যাই।—ঠিক বলেছো। কিন্তু শোধরাবার উপায় নাই।

পিয়ারা। না। তোমার উদ্ধারের উপায় থাকলে আমি তোমায় উদ্ধার কর্ত্তাম। তাই আমি আর সে চেষ্টাও করিনে। আপন মনে গান গাই।

সুজা। তাই গাও। তোমার গান যেন সুরা। শত দুঃখে শত যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেয়। কঠিন ঘটনার রাজ্য থেকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তখন আমার বোধ হয় যেন একটা ঝঙ্কার আমায় ঘিরে রয়েছে। আকাশ, মর্ত্ত্য—আর কিছুই দেখতে পাই না। গাও—কাল যুদ্ধ। সে অনেক দেরী। যা হবার তাই হবে। গেয়ে যাও।

পিয়ারা। তবে তা শুনবার আগে এই পূর্ণজ্যোৎস্নালোকে তোমার মনকে স্নান করিয়ে নাও। তোমার বাসনাপুষ্পগুলিকে প্রেমচন্দনে মাখিয়ে নাও—তারপরে আমি গান গাই—আর তুমি তোমার সেই পুষ্পগুলিকে আমার চরণে দান কর।

সুজা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তুমি বেশ বলেছো—যদিও আমি তোমার উপমার ঠিক রসগ্রহণ কর্ত্তে পার্লাম না।

পিয়ারা। চুপ। আমি গান গাই, তুমি শোন। প্রথমতঃ এই জায়গাটায় হেলান দিয়ে —এইরকম বোসো। তার পরে হাতটা এই জায়গায় এই রকমভাবে রাখো। তার পরে চোখ বোজো—যেমন খৃষ্টানরা প্রার্থনা কর্ব্বার সময় চোখ বোজে—মুখে যদিও বলে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাও—কিন্তু কার্য্যতঃ যেটুকু ঈশ্বরের আলো পাচ্ছিল, চোখ বুজে তাও অন্ধকার ক'রে ফেলে।

সুজা। হাঃ। হাঃ। হাঃ। তুমি অনেক কথা বল বটে, কিন্তু যখন এই বকধার্ম্মিকদের ঠাট্টা কর, তখন যেমন মিষ্টি লাগে—কারণ আমি কোন ধর্ম্মই মানিনে।

পিয়ারা। ব্যাকরণ ভুল। যেমন বল্লেই একটা তেমন বলা চাই—

সুজা। দারা হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী—ভণ্ড। ঔরংজীব গোঁড়া মুসলমান—ভণ্ড। মোরাদও মুসলমান—গোঁড়া নয়—ভণ্ড।

পিয়ারা। আর তুমি কোন ধর্ম্মই মান না —ভণ্ড।

সুজা। কিসে?—আমি কোন ধর্ম্মেরই ভাণ করিনে। আমি সোজাসুজি বলি যে, আমি সম্রাট্ হ'তে চাই।

পিয়ারা। ঐটেই ভণ্ডামি।

সুজা। ভণ্ডামি কিসে। আমি দারার প্রভুত্ব স্বীকার কর্ত্তে রাজি ছিলাম। কিন্তু আমি ঔরংজীব আর মোরাদের প্রভুত্ব মানতে পারিনে। আমি তাদের বড় ভাই।

পিয়ারা। ভণ্ডামি—বড় ভাই হওয়া ভণ্ডামি।

সুজা। কিসে। আমি আগে জন্মিয়াছিলাম।

পিয়ারা। আগে জন্মানো ভণ্ডামি। আর আগে জন্মানতে তোমার নিজের কোন বাহাদুরী নেই। তার দরুণ তুমি সিংহাসন বেশী দাবি কর্ত্তে পারো না।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। আমাদের বাবুর্চ্চি ঐ রহমৎ উল্লা

তোমার অনেক আগে জন্মেছে। তবে তোমার চেয়ে সিংহাসনের উপর তার দাবি বেশী।

সুজা। সে ত আর সম্রাটের পুত্র নয়।

পিয়ারা। হ'তে কতক্ষণ।

সুজা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তুমি ঐরকম তর্ক কর্ব্বে। ন', তুমি গান গাও—যা পারো।

( পিয়ারার গীত )

তুমি, বাঁধিয়া কি দিয়ে রেখেছো হৃদি এ,
( আমি ) পারি না যে যেতে ছাড়ায়ে ;
এ যে বিচিত্র নিগূঢ় নিগড় মধুর—
( কি ) প্রিয় বাঞ্ছিত কারা এ।
এ যে, চলে' যেতে বাধে চরণে, এ যে,
বিরহে বাজে স্মরণে
কোথা, যায় মিলিয়া সে মিলনের হাসে,
চুম্বনের পাশে হারায়ে।

সুজা। পিয়ারা! ঈশ্বর তোমাকে তৈরী করেছিলেন কেন? ঐ রূপ, ঐ রসিকতা, ঐ সঙ্গীত ; এমন একটা ব্যাপার ঈশ্বর এই কঠিন মর্ত্ত্যভূমে তৈরী করেছিলেন কেন?

পিয়ারা। তোমার জন্য প্রিয়তম।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—আমেদাবাদ। দারার শিবির
কাল—রাত্রি
নাদিরা ও দারা

দারা। আশ্চর্য্য! যে দারা একদিন সেনাপতি নরপতিদের উপরে হুকুম চালাত, সে নগর হ'তে নগরে প্রতাড়িত হয়ে আজ পরের দুয়ারে ভিখারী, আর তার দুয়ারে ভিখারী, যে ঔরংজীবের আর মোরাদের শ্বশুর। এত নীচে নেমে যেতে হবে, তা ভাবি নি।

নাদিরা। পুত্র সোলেমনের খবর পেয়েছো কিছু?

দারা। তার খবর সেই এক। মহারাজ জয়সিংহ তাকে পরিত্যাগ ক'রে সসৈন্য ঔরংজীবের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। বেচারী পুত্র জনকতক অবশিষ্ট সঙ্গীমাত্র নিয়ে ( তাকে আর সৈন্য বলা যায় না ) হরিদ্বারের পথে লাহোরে আমার উদ্দেশ্যে আস্‌ছিল। পথে ঔরংজীবের এক সৈন্যদল তাকে শ্রীনগরের প্রান্তে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। সোলেমন এখন শ্রীনগরের রাজা পৃথ্বী-সিংহের দ্বারে ভিখারী। কি নাদিরা—কাঁদ্‌ছ?

নাদিরা। না প্রভু!

দারা। না, কাঁদো। কিছু সান্ত্বনা পাবে।—যদি কাঁদ্‌তেও পার্ত্তাম!

নাদিরা। আবার ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব্বে?

দারা। কর্ব্ব। যতদিন এ দেহে প্রাণ আছে, ঔরংজীবের প্রভুত্ব স্বীকার কর্ব্ব না। যুদ্ধ কর্ব্ব। সে আমার বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ ক'রে তাঁর সিংহাসন অধিকার করেছে। আমি যতদিন না পিতাকে কারামুক্ত কর্ত্তে পারি, যুদ্ধ কর্ব্ব। কি নাদিরা! মাথা হেঁট কর্লে যে!—আমার এ সঙ্কল্প তোমার পছন্দ হচ্ছে না!—কি কর্ব্ব!

নাদিরা। না নাথ! তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। তবে—

দারা। তবে?

নাদিরা। নাথ! নিত্য এই আতঙ্ক, এই প্রয়াস, এই পলায়ন কেন?

দারা। কি কর্ব্বে বল, যখন আমার হাতে পড়েছো তখন সইতে হবে বৈকি?

নাদিরা। আমি আমার জন্য বল্‌ছি না প্রভু! আমি তোমারই জন্য বল্‌ছি। একবার আয়নায় নিজের চেহারাখানি দেখ দেখি নাথ—এই অস্থিসার দেহ, এই নিষ্প্রভ দৃষ্টি, এই শুভ্রায়িত কেশ—

দারা। আজ যদি আমার এ চেহারা তোমার পছন্দ না হয়—কি কর্ব্ব!

নাদিরা। আমি কি তাই বল্‌ছি!

দারা। তোমাদের জাতির স্বভাব।—তোমাদের কি!—তোমরা কেবল অনুযোগ কর্ত্তে পারো। তোমরা—আমাদের সুখে বিঘ্ন, দুঃখে বোঝা!

নাদিরা। ( ভগ্নস্বরে ) নাথ! সত্যই কি তাই! [ হস্তধারণ ]

দারা। যাও! এ সময়ে আর ও নাকি সুর ভালো লাগে না!—[ হাত ছাড়াইয়া প্রস্থান ]

নাদিরা কিছুক্ষণ চক্ষে বস্ত্র দিয়া রহিলেন। পরে গাঢ়স্বরে কহিলেন—"দয়াময়—আর কেন!—এইখানে যবনিকা ফেলে দাও!

সাম্রাজ্য হারিয়েছি, প্রাসাদ সম্ভোগ ছেড়ে এসেছি; পথে—রৌদ্রে, শীতে, অনশনে, অনিদ্রায় কতদিন কাটিয়েছি; সব হেসে সহ্য করেছি, কারণ, স্বামীর সোহাগ হারাই নাই!—কিন্তু আজ—[ কণ্ঠ রুদ্ধ হইল ] তবে আর কেন! সব সইতে পারি, শুধু এইটে সইতে পারিনে। [ ক্রন্দন ]

( সিপারের প্রবেশ )

সিপার। মা—এ কি? তুমি কাঁদ্‌ছ মা!

নাদিরা। না বাবা, আমি কাঁদ্‌ছি না—ওঃ সিপার! সিপার! [ ক্রন্দন ]

( সিপার কাছে আসিয়া নাদিরার গলদেশে হাত দিয়া চক্ষের বস্ত্র সরাইতে গেলেন। )

সিপার। মা, কাঁদ্‌ছো কেন? কে তোমার হৃদয়ে আঘাত দিয়েছে? আমি তাকে কখনও ক্ষমা কর্ব্বো না—আমি তাকে—[ এই বলিয়া সিপার নাদিরার গলদেশ জড়াইয়া তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। নাদিরা তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন ]

( জহরৎ-উন্নিসার প্রবেশ )

জহরৎ। এ কি!—মা কাঁদ্‌ছে কেন সিপার?

নাদিরা। না জহরৎ। আমি কাঁদ্‌ছি না।

জহরৎ। মা! তোমার চক্ষে জল ত' কখন দেখি নাই। জ্যোৎস্নার মত—রাত্রি যত গভীর, তোমার হাসিটি তত উজ্জ্বল দেখেছি। অনশনে অনিদ্রায় চেয়ে দেখেছি যে, তোমার অধরে সে হাসিটি দুর্দ্দিনে বন্ধুর মত লেগেই আছে—আজ এ কি মা!

নাদিরা। এ যন্ত্রণা বাক্যের অতীত জহরৎ! আজ আমার দেবতা বিমুখ হয়েছেন!

( দারার পুনঃপ্রবেশ )

দারা। নাদিরা! আমায় ক্ষমা কর। আমার অপরাধ হয়েছে! বাহিরে গিয়েই বুঝতে পেরেছি।—নাদিরা—

[ নাদিরা প্রবলতর বেগে কাঁদিতে লাগিলেন ]

দারা। নাদিরা! আমি অপরাধ স্বীকার কর্চ্ছি। ক্ষমা চাচ্ছি। তবু—ছিঃ! নাদিরা, যদি জান্তে, যদি বুঝ্‌তে যে এ অন্তরে কি জ্বালা, দিবারাত্র জ্বল্‌ছে—তা হ'লে আমার এই অপরাধ নিতে না।

নাদিরা। আর তুমি যদি জান্তে প্রিয়তম, যে, আমি তোমায় কত ভালবাসি, তা হ'লে এত কঠিন হ'তে পার্ত্তে না।

সিপার। [ অস্ফুটস্বরে ] তোমায় যে আমি দেবতার মত ভক্তি করি বাবা!

[ জহরৎ চলিয়া গেল।

নাদিরা। না বৎস! তোমার বাবা আমায় কিছু বলেন নি। আমি বড় বেশী অভিমানিনী—আমারই দোষ।

( বাঁদির প্রবেশ )

বাঁদি। বাহিরে একজন লোক ডাক্‌ছেন, খোদাবন্দ।

দারা। কে তিনি?

বাঁদি। শুনলাম তিনি গুজরাটের সুবাদার।

দারা। সুবাদার এসেছেন?

নাদিরা। আমি ভিতরে যাই।

[ প্রস্থান।

দারা। তাঁকে এখানেই নিয়ে এসো সিপার।

[ বাঁদির সহিত সিপারের প্রস্থান।

দারা। দেখা যাক্—যদি আশ্রয় পাই।

( সাহা নাবাজ ও সিপারের প্রবেশ )

সাহা নাবাজ। বন্দেগি যুবরাজ!

দারা। বন্দেগি সুলতান সাহেব!

সাহা। নাবাজ! জাঁহাপনা আমায় স্মরণ করেছেন?

দারা। হাঁ সুলতান সাহেব! আমি একবার আপনার সাক্ষাৎ চেয়েছিলাম!

সাহা নাবাজ। আজ্ঞা করুন।

দারা। আজ্ঞা কর্ব্ব! সেদিন গিয়েছে সুলতান সাহেব। আজ ভিক্ষা কর্ত্তে এসেছি। আজ্ঞা কর্ব্বে এখন—ঔরংজীব।

সাহা নাবাজ। ঔরংজীব! তার আজ্ঞা আমার জন্য নয়।

দারা। কেন সুলতান সাহেব! আজ ঔরংজীব ভারতের সম্রাট।

সাহা নাবাজ। ভারতের সম্রাট, ঔরংজীব? যে স্বার্থত্যাগের মুখোস পরে' বৃদ্ধ পিতার

বিপক্ষে যুদ্ধ করে, স্নেহের মুখোস পরে' ভাইকে বন্দী করে, ধর্ম্মের মুখোস পরে' সিংহাসন অধিকার করে—সে সম্রাট্? আমি বরং এক অন্ধ পঙ্গুকে সেই সিংহাসনে বসিয়ে তাকে সম্রাট্ বলে' অভিবাদন করতে রাজি আছি; কিন্তু ঔরংজীবকে নয়।

দারা। সে কি সুলতান সাহেব! ঔরংজীব আপনার জামাতা।

সাহা নাবাজ। ঔরংজীব যদি আমার জামাতা না হয়ে আমার পুত্র হোত, আর সেই পুত্র আমার একমাত্র সন্তান হোত, ত' আমি তার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ কর্ত্তাম। অধর্ম্মকে কখন বরণ কর্ত্তে পারি না—আমার জীবন থাকৃতে না।

দারা। কি কর্ব্বেন স্থির করেছেন?

সাহা নাবাজ। যুবরাজ দারার পক্ষে যুদ্ধ কর্ব্ব। পূর্ব্ব থেকেই তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আমার এই সামান্য সৈন্য দিয়ে ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ করা অসম্ভব। তাই আমি সৈন্য সংগ্রহ কচ্ছি।

দারা। কি রকমে?

সাহা নাবাজ। মহারাজ যশোবন্ত সিংহের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করে' পাঠিয়েছি।

দারা। তিনি সাহায্য কর্ত্তে স্বীকৃত হয়েছেন?

সাহা নাবাজ। হয়েছেন।—কোন ভয় নাই সাহাজাদা। আসুন—আপনি আজ আমার অতিথি। আপনি সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র। আপনি তাঁর মনোনীত সম্রাট্। আমি একজন বৃদ্ধ রাজভক্ত প্রজা। বৃদ্ধ সম্রাটের জন্য যুদ্ধ কর্ব্ব। জয়লাভ না কর্ত্তে পারি, প্রাণ দিতে ত' পার্ব্ব। বৃদ্ধ হয়েছি! একটা পুণ্য করে' পাথেয় কিছু সংগ্রহ করে' নিয়ে যাই।

দারা। তবে আপনি আমায় আশ্রয় দিচ্ছেন?

সাহা নাবাজ। আশ্রয় যুবরাজ! আজ থেকে আমার বাড়ী আপনার বাড়ী। আমি যুবরাজের ভৃত্য।

দারা। আপনি অতি মহৎ ব্যক্তি!

সাহা নাবাজ। সাহাজাদা! আমি মহৎ নই,—আমি একজন সামান্য মানুষ। আর আমি আজ যা কচ্ছি, একটা মহা স্বার্থত্যাগ কচ্ছি যে তা জানি না। সাহাজাদা! আজ আমি এত বৃদ্ধ হয়েচি—সাহস করে' বল্‌তে পারি যে, জেনে অধর্ম্ম করি নি। কিন্তু ভাল কাজও বড় একটা করি নি। আজ যদি সুযোগ পেয়েছি—ছাড়বো কেন?

[ উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

( জহরৎ-উন্নিসার পুনঃপ্রবেশ )

জহরৎ। এত তুচ্ছ অসার অকর্ম্মণ্য আমি। পিতার কোন কাজেই লাগি না। শুদ্ধ একটা বোঝা!—হা রে অধম নারীজাতি! পিতা-মাতার এই অবস্থা দেখছি, কিছু কর্ত্তে পাচ্ছি না। মাঝে মাঝে কেবল উষ্ণ অশ্রুপাত।—কিন্তু আমি যা হোক একটা কিছু কর্ব্ব, একটা কিছু—যা পর্ব্বত শিখর হ'তে ঝম্পের মত অসমসাহসিক—তাহার মত ভয়ঙ্কর।—দেখি।

——

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কাশ্মীরের মহারাজ পৃথ্বীসিংহের প্রমোদোদ্যান। কাল—সন্ধ্যা

সোলেমন একাকী

সোলেমন। এলাহাবাদ থেকে পালিয়ে শেষে এই দূর পার্ব্বত্য কাশ্মীরে আসতে হ'লো। পিতার সাহায্যে বেরিয়েছিলাম। নিস্ফল হয়েছি। সুন্দর এই দেশ।—যেন একটা কুসুমিত সঙ্গীত, একটা বিচিত্র স্বপ্ন, একটা অলস সৌন্দর্য্য। স্বর্গের একটি অপ্সরা যেন মর্ত্ত্যে নেমে এসে, ভ্রমণে শ্রান্ত হয়ে, পা ছড়িয়ে, হিমালয়ের গায়ে, হেলে, বাম করতলে কপোল রেখে, নীল আকাশের দিকে চেয়ে আছে। এ কি সঙ্গীত!

( দূরে সঙ্গীত )

সোলেমন। এ যে ক্রমেই কাছে আসছে। ঐ যে একখানি সজ্জিত নৌকায় কয়টি সজ্জিতা নারী নিজেরাই নৌকা বেয়ে গাইতে গাইতে আস্‌ছে।—কি সুন্দর! কি মধুর!

( একখানি সজ্জিত তরণীর উপর সজ্জিতা রমণীদিগের প্রবেশ ও গীত )

বেলা ব'লে যায়—

ছোট্ট মোদের পান্‌সীতরী, সঙ্গেতে কে যাবি আয়।
দোলে হার—বকুল, যুঁথি দিয়ে গাঁথা সে,
রেশমী পাইলে উড়ছে মধুর মধুর বাতাসে;
হেল্‌ছে তরী, দুল্‌ছে তরী—ভেসে যাচ্ছে দরিয়ায়

যাত্রী সব নূতন প্রেমিক, নূতন প্রেমে ভোর ;
মুখে সব হাসির রেখা, চোখে ঘুমের ঘোর ;
বাঁশীর ধ্বনি হাসির ধ্বনি উঠ্‌ছে ছুটে ফোয়ারায়।
পশ্চিমে জল্‌ছে আকাশ সাঁজের তপনে ;
পূর্ব্বে ঐ বুন্‌ছে চন্দ্র মধুর স্বপনে ;—
কর্চ্ছে নদী কুলধ্বনি, বইছে মৃদু মধুর বায়।

১ম নারী। সুন্দর যুবা! কে আপনি ?

সোলেমন। আমি দারা সেকোর পুত্র সোলেমন।

১ম নারী। সম্রাট্ সাজাহানের পুত্র দারা সেকো। তাঁর পুত্র আপনি!

সোলেমন। হাঁ, আমি তাঁর পুত্র।

১ম নারী। আর আমি কে, তা যে জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ না সোলেমন? আমি কাশ্মীরের প্রধানা নর্ত্তকী—রাজার প্রেয়সী গণিকা। এরা আমার সহচরী।—এসো আমাদের সঙ্গে নৌকায়।

সোলেমন। তোমার সঙ্গে? হায় হতভাগিনী নারী। কি জন্য ?

১ম নারী। সোলেমন! তুমি এত শিশু নও কিছু। তুমি আমাদের ব্যবসাবৃত্তি ত' জানো।

সোলেমন। জানি! জানি বলেই ত' আমার এত অনুকম্পা। এ রূপ, এ যৌবন কি ব্যবসার সামগ্রী ? রূপ—শরীর, ভালবাসা তার প্রাণ। প্রাণহীন শরীর নিয়ে কি কর্ব্ব নারী ?

১ম নারী। কেন, আমরা কি ভালবাসতে জানি না ?

সোলেমন। শিখবে কোথা থেকে বল দেখি। যারা রূপকে পণ্য করেছে, যারা হাসিটি পর্য্যন্ত বিক্রয় করে—তারা ভালবাসবে কেমন ক'রে ? ভালোবাসা যে কেবল দিতে চায়—সে যে ত্যাগীর সুখ—সে সুখ তোমরা কি করে' বুঝবে মা।

১ম নারী। তবে আমরা কি কখন ভালো-বাসি না ?

সোলেমন। বাসো—তোমরা ভালবাসো কিংখাপের পাগড়ি, হীরার আংটি, কাপেটের জুতো, হাতীর দাঁতের ছড়ি। তোমরা হদ্দমদ্দ ভালোবাস্‌তে পারো—কোঁকড়া চুল, পটলচেরা চোখ, সরল নাসা, সরল অধর। আমার এই গৌরবর্ণ চেহারাখানি দেখছো, কিংবা আমি সম্রাটের পৌত্র শুনেছো, বুঝি তাই মুগ্ধ হয়েছো। এ ত' ভালোবাসা নয়। ভালোবাসা হয় আত্মায় আত্মায়—যাও মা।

২ নারী। ঐ রাজা আসছেন।

১ নারী। আজ এ হেন অসময়ে?—চল। —যুবক! এর প্রতিফল পাবে।

সোলেমন। কেন ক্রুদ্ধ হও মা? তোমাদের প্রতি আমার কোন ঘৃণা-বিদ্বেষ নাই। কেবল একটা অনুকম্পা—অসীম—অতলস্পর্শ।

[ গাইতে গাইতে নারীগণের প্রস্থান।

সোলেমন। কি আশ্চর্য্য ঐ অপার্থিব রূপ, নয়নের ঐ জ্যোতি, ঐ অপ্সরাসম্ভব গঠন, ঐ কিন্নরকণ্ঠ—এত সুন্দর—কিন্তু এত কুৎসিত!

[ পরিক্রমণ ]

( শ্রীনগরের রাজা পৃথ্বীসিংহের প্রবেশ )

রাজা। ছিঃ কুমার!

সোলেমন। কি মহারাজ ?

রাজা। আমি তোমাকে নিরাশ্রয় দেখে আশ্রয় দিয়েছিলাম, আর যথাসম্ভব সুখেও রেখেছিলাম। তোমার জন্য ঔরংজীবের সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি।

সোলেমন। আমি তা কখন অস্বীকার করি নাই মহারাজ!

রাজা। এখনও শায়েস্তা খাঁ তোমাকে ধরিয়ে দেবার জন্য সম্রাটের পক্ষ হয়ে অনেক অনুনয় কর্চ্ছিলেন, প্রলোভন দেখাচ্ছিলেন। আমি তবু স্বীকৃত হইনি।

সোলেমন। আপনার কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

রাজা। কিন্তু তুমি এত অনুদার, লঘুচিত্ত, উচ্ছৃঙ্খল, তা জান্তাম না।

সোলেমন। সে কি মহারাজ ?

রাজা। আমি তোমাকে আমার বহিরুদ্যান বেড়াবার জন্য ছেড়ে দিয়েছি ; কিন্তু তুমি যে তা ছেড়ে আমার প্রমোদ উদ্যানে প্রবেশ করে' আমার রক্ষিতার সঙ্গে হাস্যালাপ করবে, তা কখন ভাবি নাই।

সোলেমন। মহারাজ! আপনি ভুল বুঝেছেন।

রাজা। তুমি সুন্দর, যুবা, রাজপুত্র। কিন্তু তাই বলে—

সোলেমন। মহারাজ—আমি—

রাজা। যাও যুবরাজ। কোন দোষক্ষালনের চেষ্টা নিষ্ফল।

[ উভয়ে বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত।

---

### পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—এলাহাবাদে ঔরংজীবের শিবির

কাল—রাত্রি

ঔরংজীব একাকী

ঔরংজীব। কি অসমসাহসিক এই মহারাজ যশোবন্ত সিংহ? খিজুয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শেষ রাত্রে আমার মহিলাশিবির পর্য্যন্ত লুণ্ঠন ক'রে একটা জলোচ্ছ্বাসের মত আমার সৈন্যের উপর দিয়ে চ'লে' গেল।—অদ্ভুত। যা হৌক্, সুজার সঙ্গে এ যুদ্ধে জয়ী হয়েছি।—কিন্তু ওদিকে আবার মেঘ করে' আসছে। আর একটা ঝড় উঠবে। সাহা নাওয়াজ আর দারা—সঙ্গে যশোবন্ত সিংহ। ভয়ের কারণ আছে। যদি না, তা কর্ব্ব না। এই জয়সিংহকে দিয়েই কর্ত্তে হবে। এই যে মহারাজ!

( মহারাজ জয়সিংহের প্রবেশ )

জয়সিংহ। জাঁহাপনা আমাকে স্মরণ করেছিলেন?

ঔরংজীব। হ্যাঁ, আমি এতক্ষণ ধ'রে আপনার প্রতীক্ষা কচ্ছিলাম। আসুন—উঃ বিষম গরম পড়েছে।

জয়সিংহ। বিষম গরম। কি রকম একটা ভাপ উঠ্‌ছে যেন।

ঔরংজীব। আমার সর্ব্বাঙ্গে আগুনের ফুল্কি উড়ে যাচ্ছে।—আপনার শরীর ভাল আছে?

জয়সিংহ। জাঁহাপনার মেহেরবানে—বান্দা ভালো আছে।

ঔরংজীব। দেখুন মহারাজ। আমি কাল প্রত্যূষে দিল্লী ফিরে যাচ্ছি, আপনিও আমার সঙ্গে ফিরে যাচ্ছেন কি?

জয়সিংহ। যেরূপ আজ্ঞা হয়—

ঔরংজীব। আমার ইচ্ছা যে আপনি আমার সঙ্গে যান।

জয়সিংহ। যে আজ্ঞা, আমি অষ্টপ্রহরই প্রস্তুত। জাঁহাপনার আজ্ঞা পালন করাই আনন্দ।

ঔরংজীব। তা জানি মহারাজ। আপনার মত বন্ধু সংসারে বিরল। আর আপনি আমার দক্ষিণ হস্ত।

[ জয়সিংহ সেলাম করিলেন ]

ঔরংজীব। মহারাজ। অতি দুঃখের বিষয় যে, মহারাজ যশোবন্ত সিংহ আমার ভাণ্ডার ও শিবির লুঠ করেই ক্ষান্ত নহেন। তিনি বিদ্রোহী সাহা নাওয়াজ আর দারার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

জয়সিংহ। তাঁর বিমূঢ়তা।

ঔরংজীব। আমি নিজের জন্য দুঃখিত নই। মহারাজই নিজের সর্ব্বনাশকে নিজের ঘরে টেনে আন্‌ছেন।

জয়সিংহ। অতি দুঃখের বিষয়।

ঔরংজীব। বিশেষ, আপনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। আপনার খাতিরে তাঁর অনেক উদ্ধত ব্যবহার মার্জ্জনা করেছি। এমন কি, তাঁর শিবির লুণ্ঠন-ব্যাপারও মার্জ্জনা কর্ত্তে প্রস্তুত আছি—শুদ্ধ আপনার খাতিরে—যদি এখনও তিনি নিরস্ত হ'ন।

জয়সিংহ। আমি কি একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' বল্‌বো?

ঔরংজীব। বল্লে ভাল হয়। আমি আপনার জন্য চিন্তিত। তিনি আপনার বন্ধু বলে' আমি তাঁকে আমার বন্ধু কর্ত্তে চাই। তাঁকে শাস্তি দিতে আমার বড় কষ্ট হবে।

জয়সিংহ। আচ্ছা, আমি একবার বুঝিয়ে বল্‌ছি!

ঔরংজীব। হাঁ বল্‌বেন। আর এ কথাও জানাবেন, যে, তিনি এ যুদ্ধে যদি কোন পক্ষই না নেন ত' আপনার খাতিরে তাঁর সব অপরাধ মার্জ্জনা কর্ব্ব, আর তাঁকে গুর্জ্জর সুবা দান কর্ত্তে পর্য্যন্ত প্রস্তুত আছি—শুদ্ধ আপনার খাতিরে—জান্‌বেন।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা উদার।—আমি তাঁকে নিশ্চিত রাজি কর্ত্তে পার্ব্বো।

ঔরংজীব। দেখুন।—তিনি আপনার বন্ধু। আপনার উচিত তাঁকে রক্ষা করা।

জয়সিংহ। তবে আপনি এখন আসুন মহারাজ! দিল্লী যাত্রা কর্ব্বার জন্য প্রস্তুত হোন—

জয়সিংহ। যে আজ্ঞা।

[ প্রস্থান।

ঔরংজীব। 'শুদ্ধ আপনার খাতিরে।'—অভিনয় মন্দ করি নাই! এই রাজপুত জাতি বড় সরল, আর ঔদার্য্যে বশ। আমি সে বিদ্যাটাও অভ্যাস কর্চ্ছি।—বড় ভয়ঙ্কর এই যোগ। সাহা নাওয়াজ আর যশোবন্ত সিংহ।—আমি কিন্তু প্রধান আশঙ্কা কর্চ্ছি এই মহম্মদকে। তার চেহারা—। [ঘাড় নাড়িলেন]। কম কথা কয়। আমার প্রতি একটা অবিশ্বাসের বীজ তার মনে কে বপন করে দিয়েছে। জাহানারা কি? এই যে মহম্মদ।

( মহম্মদের প্রবেশ )

মহম্মদ। পিতা আমায় ডেকেছিলেন?

ঔরংজীব। হাঁ। আমি কাল রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছি। তুমি সুজার অনুসরণ কর্ব্বে। মীরজুমলাকে তোমার সাহায্যে রেখে গেলাম।

মহম্মদ। যে আজ্ঞা পিতা।

ঔরংজীব। আচ্ছা যাও। দাঁড়িয়ে রৈলে যে! সে বিষয়ে কিছু বলবার আছে?

মহম্মদ। না পিতা। আপনার আজ্ঞাই যথেষ্ট।

ঔরংজীব। তবে?

মহম্মদ। আমার একটা আর্জ্জি আছে পিতা!

ঔরংজীব। কি? চুপ করে রৈলে যে! বল পুত্র।

মহম্মদ। কথাটা অনেক দিন থেকে জিজ্ঞাস কর্ব্ব মনে কর্চ্ছি। কিন্তু এ সংশয় আর বক্ষে চেপে রাখ্‌তে পারি না। ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

ঔরংজীব। বল।

মহম্মদ। পিতা! সম্রাট্ সাজাহান কি বন্দী?

ঔরংজীব। না! কে বলেছে?

মহম্মদ। তবে তাঁহাকে প্রাসাদে রুদ্ধ করে' রাখা হয়েছে কেন?

ঔরংজীব। সেরূপ প্রয়োজন হয়েছে।

মহম্মদ। আর ছোট কাকা—তাঁকে এরূপে বন্দী করে' রাখা কি প্রয়োজন?

ঔরংজীব। হাঁ।

মহম্মদ। আর আপনার এই সিংহাসনে বসা—পিতামহ বর্ত্তমানে?

ঔরংজীব। হাঁ পুত্র।

মহম্মদ। পিতা! [বলিয়াই মুখ নত করিলেন]।

ঔরংজীব। পুত্র! রাজনীতি বড় কূট। এ বয়সে তা বুঝতে পার্ব্বে না। সে চেষ্টা কোরে' না।

মহম্মদ। পিতা! ছলে সরল ভ্রাতাকে বন্দী করা, স্নেহময় পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করা, আর ধর্ম্মের নামে এসে সেই সিংহাসনে বসা,—এর নাম যদি রাজনীতি হয়, তা হ'লে সে রাজনীতি আমার জন্য নয়।

ঔরংজীব। মহম্মদ! তোমার কি কিছু অসুখ করেছে? নিশ্চয়!

মহম্মদ। [কম্পিতস্বরে] না পিতা! আপাততঃ আমার চেয়ে সুস্থকায় ব্যক্তি বোধ হয় ভারতবর্ষে আর কেহ নাই।

ঔরংজীব। তবে!—

[ মহম্মদ নীরব রহিলেন ]

ঔরংজীব। আমার প্রতি তোমার অটল বিশ্বাস কে বিচলিত করেছে পুত্র?

মহম্মদ। আপনি স্বয়ং।—পিতা! যতদিন সম্ভব আপনাকে আমি বিশ্বাস করে' এসেছি। কিন্তু আর সম্ভব নয়! অবিশ্বাসের বিষে জর্জ্জরিত হয়েছি।

ঔরংজীব। এই তোমার পিতৃভক্তি! তা হবে। প্রদীপের নীচেই সর্ব্বাপেক্ষা অন্ধকার!

মহম্মদ। পিতৃভক্তি!—পিতা! পিতৃভক্তি কি আজ আমায় আপনার কাছে শিখ্‌তে হবে! পিতৃভক্তি!—আপনি আপনার বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে' তাঁর যে সিংহাসন কেড়ে নিয়েছেন, আমি পিতৃভক্তির খাতিরে সেই সিংহাসন পায়ে ঠেলে দিয়েছি। পিতৃভক্তি! আমি যদি পিতৃভক্ত না হতাম ত' দিল্লীর সিংহাসনে আজ ঔরংজীব বস্‌তেন না, বস্‌তো এই মহম্মদ!

ঔরংজীব! তা জানি পুত্র! তাই আশ্চর্য্য হচ্চি।—এই পিতৃভক্তি হারিও না বৎস!

মহম্মদ। না, আর সম্ভব নয় পিতা! পিতৃভক্তি বড় মহৎ, বড় পবিত্র জিনিস। কিন্তু পিতৃভক্তির উপরেও এমন একটা কিছু আছে, যার কাছে পিতা মাতা ভ্রাতা, সব খর্ব্ব হয়ে যায়।

ঔরংজীব। তোমার পিতৃভক্তি হারিও না বল্‌ছি পুত্র! জেনো ভবিষ্যতে এই রাজ্য তোমার।

মহম্মদ। আমায় রাজ্যের লোভ দেখাচ্ছেন পিতা? বলি নাই যে কর্ত্তব্যের জন্য ভারত সাম্রাজ্যটা আমি লোষ্ট্রখণ্ডের মত দূরে নিক্ষেপ করেছি? পিতামহ সেদিন এই রাজ্যের লোভ দেখাচ্ছিলেন, আপনি আজ আবার সেই রাজ্যের লোভ দেখাচ্ছেন? হায়! পৃথিবীতে সাম্রাজ্য কি এতই মহার্ঘ? আর বিবেক কি এতই সুলভ? সাম্রাজ্যের জন্য বিবেক খোয়াবো? পিতা! আপনি যে বিবেক বর্জ্জন করে' সাম্রাজ্য লাভ করেছেন, সে সাম্রাজ্য কি পরকালে নিয়ে যেতে পার্ব্বেন? কিন্তু এই বিবেকটুকু বর্জ্জন না কর্লে সঙ্গে যেত।

ঔরংজীব। মহম্মদ!

মহম্মদ। পিতা!

ঔরংজীব। এর অর্থ কি?

মহম্মদ। এর অর্থ এই যে, আমি যে আপনার জন্য সব হারিয়ে বসে' আছি, সেই আপনাকেও আজ আর হৃদয়ের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না—বুঝি তাও হারালাম। আজ আমার মত দরিদ্র কে? আর আপনি—আপনি এই ভারতসাম্রাজ্য পেয়েছেন বটে! কিন্তু তার চেয়ে বড় সাম্রাজ্য আজ হারালেন।

ঔরংজীব। সে সাম্রাজ্য কি?

মহম্মদ। আমার পিতৃভক্তি! সে যে কি রত্ন, সে যে কি সম্পৎ,—কি যে হারালেন,—আজ বুঝতে পার্চ্ছেন না। একদিন পার্ব্বেন বোধ হয়।

[ প্রস্থান।

( ঔরংজীব ধীরে ধীরে অপরদিকে প্রস্থান করিলেন )

---

## ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—যোধপুরের প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন

যশোবন্ত সিংহ ও জয়সিংহ

জয়সিংহ। কিন্তু এই রক্তপাতে আপনার লাভ?

যশোবন্ত। লাভ?—লাভ কিছু নাই।

জয়সিংহ। তবে কেন এ বৃথা রক্তপাত। যখন ঔরংজীবের এ যুদ্ধে জয় হবেই।

যশোবন্ত। কে জানে!

জয়সিংহ। ঔরংজীবকে কখন কোন যুদ্ধে পরাজিত হ'তে দেখেছেন কি?

যশোবন্ত। না। ঔরংজীব বীর বটে! সেদিন আমি তাকে নর্ম্মদা যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বারূঢ় দেখেছিলাম মনে আছে—সে দৃশ্য আমি জীবনে কখন ভুলবো না—মৌন, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, ভ্রূকুটিকুটিল—তার চারিদিক্ দিয়ে তীর, গোলা-গুলী ছুটে যাচ্ছে, তার দিকে দৃক্‌পাত নাই। আমি তখন বিদ্বেষে ফেটে মরে' যাচ্ছি, কিন্তু অন্তরে তাকে সাধুবাদ না দিয়ে থাকতে পার্ল্লাম না।—ঔরংজীব বীর বটে!

জয়সিংহ। তবে?

যশোবন্ত। তবে আমি খিজুয়ার অপমানের প্রতিশোধ চাই।

জয়সিংহ। সে প্রতিশোধ ত' আপনি তাঁর শিবির লুঠ করে' নিয়েছেন।

যশোবন্ত। না, সম্পূর্ণ হয় নি! কারণ, ঔরংজীবের সেই শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ কর্ত্তে কতক্ষণ! যদি লুঠ করে' চলে' না এসে সুজার সঙ্গে যোগ দিতাম, তা হ'লে খিজুয়া যুদ্ধে সুজার পরাজয় হোত না। কিংবা যদি আগ্রায় এসে সম্রাট্ সাজাহানকে মুক্ত করে' দিতাম।—কি ভ্রমই হয়ে গিয়েছিল।

জয়সিংহ। কিন্তু তা'তে আপনার কি লাভ হোত? সম্রাট্ দারা হৌন, সুজা হৌন বা ঔরংজীব হৌন—আপনার কি।

যশোবন্ত। প্রতিশোধ! আমি তাদের সব বিষচক্ষে দেখি; কিন্তু সবচেয়ে বিষচক্ষে দেখি—এই খল ঔরংজীবকে।

জয়সিংহ। তবে আপনি খিজুয়া যুদ্ধে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন কেন?

যশোবন্ত। সেদিন দিল্লীর রাজসভায় তা'র সমস্ত কথায় বিশ্বাস করেছিলাম। হঠাৎ এমন মহত্ত্বের ভাণ কর্লে, এমন ত্যাগের অভিনয় কর্লে, এমন আন্তরিক দৈন্য আবৃত্তি কর্লে, যে, আমি চমৎকৃত হয়ে গেলাম। ভাবলাম—'এ কি! আমার আজন্ম ধারণা, আমার প্রকৃতিগত বিশ্বাস কি সব ভুল! এমন ত্যাগী, মহৎ, উদার, ধার্ম্মিক মানুষকে আমি পাপী কল্পনা করেছিলাম!' এমন ভোজবাজী খেল্লে—যে, সর্ব্ব প্রথম আমিই চেঁচিয়ে উঠলাম "জয় ঔরংজীবের জয়।" তার সেদিনকার জয় নর্ম্মদা কি খিজুয়া যুদ্ধ জয়ের চেয়েও অদ্ভুত। কিন্তু সেদিন খিজুয়া

যুদ্ধক্ষেত্রে আবার আসল মানুষটা দেখলাম—সেই কূট, খল, চক্রী ঔরংজীব।

জয়সিংহ। মহারাজ। খিজুয়া ক্ষেত্রে আপনার প্রতি রূঢ় আচরণের জন্য সম্রাট্ পরে যথার্থ ই অনুতপ্ত হয়েছিলেন।

যশোবন্ত। এই কথা আমায় বিশ্বাস কর্ত্তে বলেন মহারাজ!

জয়সিংহ। কিন্তু সে কথা যাক্; সম্রাট্ তার জন্য আপনার কাছে ক্ষমাও চান না, ক্ষমা ভিক্ষাও চান না। তিনি বিবেচনা করেন—যে, আপনার আচরণে সে অন্যায়ের শোধ হয়ে গিয়েছে। তিনি আপনার সাহায্য চান না। তিনি চান যে আপনি দারার পক্ষও নেবেন না, ঔরংজীবের পক্ষও নেবেন না। বিনিময়ে তিনি আপনাকে গুর্জ্জর রাজ্য দিবেন—এইমাত্র। আপনি একটা কল্পিত অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে, নিজের শক্তি ক্ষয় করে' ক্রয় কর্ব্বেন—ঔরংজীবের বিদ্বেষ। আর হাত গুটিয়ে বসে' দেখার বিনিময়ে পাবেন, একটা প্রকাণ্ড উর্ব্বর সুবা—গুর্জ্জর। বেছে নেন।—আপনার সর্ব্বস্ব দিয়ে যদি প্রতিহিংসা নিতে চান—নেন, এ সহজ ব্যবসার কথা—শুদ্ধ কেনবেচা।—দেখুন!

যশোবন্ত। কিন্তু দারা—

জয়সিংহ। দারা আপনার কে? সেও মুসলমান, ঔরংজীবও মুসলমান। আপনি যদি নিজের দেশের জন্য যুদ্ধ করতে যেতেন ত' আমি কথাটি কইতাম না। কিন্তু দারা আপনার কে? আপনি কার জন্য রাজপুত রক্তপাত কর্ত্তে যাচ্ছেন? দারাই যদি জয়ী হয়—তাতে আপনারই কি লাভ, আপনার জন্মভূমিরই বা কি লাভ?

যশোবন্ত। তবে আসুন, আমরা দেশের জন্যই যুদ্ধ করি। মেবারের রাণা রাজসিংহ, বিকানীরের মহারাজ আপনি, আর আমি যদি মিলিত হই ত' এই তিনজনেই মোগল সাম্রাজ্যটা ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারি—আসুন।

জয়সিংহ। তার পরে সম্রাট্ হবেন কে?

যশোবন্ত। কেন! রাণা রাজসিংহ।

জয়সিংহ। আমি ঔরংজীবের প্রভুত্ব মানতে পারি, কিন্তু রাজসিংহের প্রভুত্ব স্বীকার কর্ত্তে পারি না।

যশোবন্ত। কেন মহারাজ?—তিনি স্বজাতি বলে'?

জয়সিংহ। তা বৈ কি। জ্ঞাতির দুর্ব্বাক্য সৈব না। আমি কোন উচ্চ প্রবৃত্তির ভাণ করি না। সংসার আমার কাছে একটা হাট। যেখানে কম দামে বেশী পাবো, সেইখানে যাবো। ঔরংজীব কম দামে বেশী দিচ্ছে। এই ধ্রুব সম্পৎ ত্যাগ করে' অনিশ্চিতের মধ্যে যেতে চাই না।

যশোবন্ত। হুঁ! আচ্ছা মহারাজ। আপনি বিশ্রাম করুন গে। আমি ভেবে কাল উত্তর দিব।

জয়সিংহ। সে উত্তম কথা। ভেবে দেখবেন এ শুদ্ধ সাংসারিক কেনাবেচা। আর আমরা স্বাধীন রাজা না হ'তে পারি, রাজভক্ত প্রজা ত' হ'তে পারি। রাজভক্তও ধর্ম্ম।

[ প্রস্থান।

যশোবন্ত। হিন্দুর সাম্রাজ্য কবির স্বপ্ন। হিন্দুর প্রাণ বড়ই শুষ্ক, বড়ই হিম হয়ে গিয়েছে! আর পরস্পর যোড়া লাগে না। "স্বাধীন রাজা না হ'তে পারি, রাজভক্ত প্রজা ত' হ'তে পারি। ঠিক বলেছো জয়সিংহ! কার জন্য যুদ্ধ কর্ত্তে যাবো। দারা আমার কে?—নর্ম্মদার প্রতিশোধ খিজুয়ায় নিয়েছি।

( মহামায়ার প্রবেশ )

মহামায়া। একে প্রতিশোধ বল মহারাজ! আমি এতক্ষণ অন্তরালে দাঁড়িয়ে তোমার এই অপৌরুষ—সমভার নিক্তির আধারের মত এই আন্দোলন দেখ্‌ছি।—খাসা। চমৎকার! বেশ বুঝে গেলে যে প্রতিশোধ নিয়েছো। একে প্রতিশোধ বল মহারাজ? ঔরংজীবের পক্ষ হয়ে তার শিবির লুঠ করে' পালানোর নাম প্রতিশোধ? এর চেয়ে যে পরাজয় ছিল ভালো। এ যে পরাজয়ের উপর পাপের ভার। রাজপুতজাতি যে বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারে, তা তুমিই এই প্রথম দেখালে।

যশোবন্ত। লুঠ কর্‌বার আগে আমি ঔরংজীবের পক্ষ পরিত্যাগ করেছি মহামায়া।

মহামায়া। আর তার পশ্চাতে তার সম্পত্তি লুঠ করেছো।

যশোবন্ত। যুদ্ধ করে' লুঠ করেছি, অপহরণ করি নাই।

মহামায়া। একে যুদ্ধ বল?—ধিক্!

যশোবন্ত। মহামায়া! তোমার এই ছাড়া

কি আর কথা নাই? দিবারাত্র তোমার তিক্ত ভর্ৎসনা শুন্‌বার জন্যই কি তোমায় বিবাহ করেছিলাম?

মহামায়া। নহিলে বিবাহ করেছিলে কেন মহারাজ?

যশোবন্ত। কেন! আশ্চর্য্য প্রশ্ন!—লোকে বিবাহ করে আবার কেন?

মহামায়া। হাঁ, কেন? সম্ভোগের জন্য? বিলাস-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য? তাই কি?—তাই কি?

যশোবন্ত। [ঈষৎ ইতস্তত করিয়া] হাঁ—একরকম তাই বলতে হবে বৈ কি।

মহামায়া। তবে একজন গণিকা রাখো না কেন?

যশোবন্ত। ঝড় উঠ্‌ছে বুঝি!

মহামায়া। মহারাজ! যদি তোমার পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর্ত্তে চাও, যদি কামের সেবা কর্ত্তে চাও ত' তার স্থান কুলাঙ্গনার পবিত্র অন্তঃপুর নয়—তার স্থান বারাঙ্গনার সজ্জিত নরক। সেইখানে যাও। তুমি রৌপ্য দিবে, সে রূপ দিবে। তুমি তার কাছে যাবে লালসার তাড়নায়, আর সে তোমার কাছে আসবে জঠরের জ্বালায়। স্বামী-স্ত্রীর সে সম্বন্ধ নয়।

যশোবন্ত। তবে?

মহামায়া। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ভালোবাসার সম্বন্ধ। সে যেমন তেমন ভালোবাসা নয়। সে ভালবাসা প্রিয়জনকে দিন দিন হেয় করে না, দিন দিন প্রিয়তর করে, যে ভালোবাসা নিজের চিন্তা ভুলে যায়, আর তার দেবতার চরণে আপনাকে বলি দেয়, যে ভালোবাসা প্রভাত-সূর্য্য-রশ্মির মত যার উপর পড়ে, তাকেই স্বর্ণবর্ণ করে' দেয়; ভাগীরথীর বারিরাশির মত যার উপর পড়ে, তাকেই পবিত্র করে' দেয়, দেবতার বরের মত যার উপর পড়ে তাকেই ভাগ্যবান্ করে—এ সেই ভালোবাসা; অচঞ্চল, অনুদ্বিগ্ন, আনন্দময়—কারণ, উৎসর্গময়।

যশোবন্ত। তুমি আমাকে কি সেই রকম ভালোবাসো মহামায়া?

মহামায়া। বাসি! তোমার গৌরব কোলে করে' আমি মর্ত্তে পারি—তার জন্য আমার এত আগ্রহ যে, সে গৌরব ম্লান হয়ে গেছে দেখ্‌বার আগে আমার ইচ্ছা হয়, যেন আমি অন্ধ হয়ে যাই। রাজপুত জাতির গৌরব—তোমার হাতে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে দেখ্‌বার আগে আমি মর্ত্তে চাই। আমি তোমায় এত ভালবাসি।

যশোবন্ত। মহামায়া!—

মহামায়া। চেয়ে দেখ—ঐ রৌদ্রদীপ্ত গিরিশ্রেণী দূরে ঐ ধূসর বালুস্তূপ। চেয়ে দেখ—ঐ পর্ব্বতস্রোতস্বতী—যেন সৌন্দর্য্যে কাঁপ্‌চে। চেয়ে দেখ—ঐ নীল আকাশ, যেন সে নীলিমা নিংড়ে বার কর্চ্ছে। ঐ ঘুঘুর ডাক শোন; আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবো যে, এই স্থানে একদিন দেবতারা বাস কর্ত্তেন। মাড়বার আর মেবার বীরত্বের যমজপুত্র; মহত্বের নৈশাকালে বৃহস্পতি ও শুক্র তারা। ধীরে ধীরে সে মহিমার সমারোহ আমার সম্মুখ দিয়ে চ'লে যাচ্ছে। এসো চারণ-বালকগণ! গাও সেই গান।

যশোবন্ত। মহামায়া!

মহামায়া। কথা কয়ো না। ঐ ইচ্ছা যখন আমার মনে আসে, আমার মনে হয় যে, তখন আমার পূজার সময়! শঙ্খঘণ্টা বাজাও, কথা কোয়ো না।

যশোবন্ত। নিশ্চয় মস্তিষ্কের কোন রোগ আছে।

[ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

মহামায়া। কে তুমি সুন্দর, সৌম্য, শান্ত, আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালে। [চারণবালকগণের প্রবেশ] গাও বালকগণ! সেই গান গাও—আমার জন্মভূমি।

(চারণবালকদিগের প্রবেশ ও গীত)

১

ধনধান্য-পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা;<br>
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—<br>
সকল দেশের সেরা;—<br>
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা;<br>
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,<br>
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি

২

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা!<br>
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে!<br>
তার পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি,<br>
পাখীর ডাকে জেগে,—<br>
এমন দেশটি—ইত্যাদি—

৩

এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার,
কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়।
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মিশে!
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়
বাতাস কাহার দেশে।
এমন দেশটি—ইত্যাদি—

৪

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী,
কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে—
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।
এমন দেশটি—ইত্যাদি—

৫

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ
কোথায় গেলে পাবে কেহ?
—ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি'
আমার এই দেশেতে জন্ম—
যেন এই দেশেতে মরি
এমন দেশটি—ইত্যাদি—

——

# চতুর্থ অঙ্ক

—*—

## প্রথম দৃশ্য

স্থান—টাণ্ডায় সুজার প্রাসাদ-কক্ষ

কাল—সন্ধ্যা

পিয়ারা গাহিতেছিলেন—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে।

( সুজার প্রবেশ )

সুজা। শুনেছ পিয়ারা যে, দারা ঔরংজীবের কাছে শেষ যুদ্ধেও পরাজিত হয়েছেন?

পিয়ারা। হয়েছেন না কি!

সুজা। ঔরংজীবের শ্বশুর তরোয়াল হাতে দারার পক্ষে লড়ে' মারা গিয়েছে—খুব জমকালো রকম না?

পিয়ারা। বিশেষ এমন কি!

সুজা—নয়? বৃদ্ধ যোদ্ধা নিজের জামাইয়ের বিপক্ষে লড়ে' মারা গেল—শুদ্ধ ধর্ম্মের খাতিরে।—সোভানাল্লা!

পিয়ারা। এতে আমি 'কেয়াবৎ' পর্য্যন্ত বল্‌তে রাজি আছি। তার উপর উঠ্‌তে রাজি নেই।

সুজা। যশোবন্ত সিংহ যদি এবার দারার সঙ্গে সসৈন্যে যোগ দিত—তা দিলে না। দারাকে সাহায্য কর্ত্তে স্বীকৃত হয়ে শেষে কি না পিছু হট্‌লে।

পিয়ারা। আশ্চর্য্য ত'!

সুজা। এতে আশ্চর্য্য হচ্ছ কি পিয়ারা? এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই।

পিয়ারা। নেই না কি? আমি ভাব্‌লাম বুঝি আছে; তাই আশ্চর্য্য হচ্ছিলাম।

সুজা। মহারাজ যেমন খিজুয়া যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, এবার দারাকেও ঠিক সেই রকম প্রতারণা করেছে। এর মধ্যে আবার আশ্চর্য্য কি!

পিয়ারা। তা আর কি—আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি—

সুজা। আবার আশ্চর্য্য!

পিয়ারা। না না! তা নয়। আগে শেষ পর্য্যন্ত শোনই।

সুজা। কি?

পিয়ারা। আমি এই ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি—যে, আগে আশ্চর্য্য হচ্ছিলাম কি ভেবে?

সুজা। আশ্চর্য্য যদি বল, তবে আশ্চর্য্য হবার ব্যাপার একটা হয়েছে।

পিয়ারা। সেটা হচ্ছে কি?

সুজা। সেটা হচ্ছে এই যে, ঔরংজীবের পুত্র মহম্মদ, আমার মেয়ের জন্য তার বাপের পক্ষ ছেড়ে আমার পক্ষে যোগ দিল কি ভেবে।

পিয়ারা। তার মধ্যে আশ্চর্য্য কি! প্রেমের জন্য লোকে এর চেয়ে অনেক বেশী শক্ত কাজ করেছে। প্রেমের জন্য লোকে পাঁচিল টপ্‌কেছে, ছাদ থেকে লাফিয়েছে, সাঁতারে নদী পার হয়েছে, আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে,

বিষ খেয়ে মরেছে! এটা ত' একটা তুচ্ছ ব্যাপার। বাপকে ছেড়েছে। ভারি কাজ করেছে! ও ত' সবাই করে। আমি এতে আশ্চর্য্য হতে রাজি নই।

সুজা। কিন্তু—না—এ বেশ একটু আশ্চর্য্য। সে যা হোক্, কিন্তু মহম্মদ আর আমি মিলে এবারে ঔরংজীবের সৈন্যকে বঙ্গদেশ থেকে তাড়িয়েছি।

পিয়ারা। তোমার কি ঐ যুদ্ধ ভিন্ন কথা নাই? আমি যত তোমায় ভুলিয়ে রাখ্‌তে চাই, তুমি ততই শিষ্‌পা তোলো। রাশ মান্‌তে চাও না।

সুজা। যুদ্ধে একটা বিরাট আনন্দ আছে। তার উপরে—

( বাঁদির প্রবেশ )

বাঁদি। এক ফকির দেখা কর্ত্তে চায় জঁাহাপনা।

পিয়ারা। কি রকম ফকির—লম্বা দাড়ি?

বাঁদি। হাঁ মা! সে বলে যে বড় দরকার, এক্ষণই।

সুজা। আচ্ছা এখানেই নিয়ে এসো।—পিয়ারা, তুমি ভেতরে যাও।

পিয়ারা। বেশ, তুমি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ।—বেশ। আমি যাচ্ছি।

[ প্রস্থান।

সুজা। যাও, এখানে তাকে পাঠিয়ে দাও।

[ বাঁদির প্রস্থান।

সুজা। পিয়ারা এক হাস্যের ফোয়ারা—একটা অর্থশূন্য বাক্যের নদী। এইরকম করে' সে আমাকে যুদ্ধের চিন্তা থেকে ভুলিয়ে রাখে—

( দিলদারের প্রবেশ )

দিলদার। বন্দেগি সাহাজাদা! সাহাজাদার একখানি চিঠি!—

[ পত্র প্রদান ]

সুজা। ( পত্র লইয়া খুলিয়া পাঠ ) এ কি, তুমি কোথা থেকে এসেছো?

দিলদার। পত্রের দস্তখত নেই কি সাহাজাদা!—চেহারা দেখলেই সাহাজাদার বুদ্ধি টের পাওয়া যায়। খুব চাল চেলেছেন।

সুজা। কি চাল?

দিলদার। সাহাজাদা যে সুজার মেয়ে বিয়ে করে'—উঃ—খুব ফিকির করেছেন। সম্মুখ থেকে তীর মারার চেয়ে পিছন দিক্ থেকে—উঃ। বাপ্‌কা বেটা কি না।

সুজা। পেছন থেকে তীর মার্ব্বে কে?

দিলদার। ভয় কি—আমি এ কথা সুজা সুলতানকে বল্‌তে যাচ্ছি। চিঠিটা যেন তাঁকে ভুলে দেখিয়ে ফেল্‌বেন না সাহাজাদা—

সুজা। আরে ছাই আমিই যে সুলতান সুজা; মহম্মদ ত' আমার জামাই!

দিলদার। বটে!—চেহারা ত' বেশ যুবা পুরুষের মত রেখেছেন। শুনুন—বেশী চালাকি কর্ব্বেন না। আপনি যদি মহম্মদ হন, যা' বল্‌ছি ঠিক বুঝতে পাচ্ছেন। আর যদি সুলতান সুজা হন, ত' যা' বল্‌ছি তার একবর্ণও সত্য নয়।

সুজা। আচ্ছা, তুমি এখন যাও। এর বিহিত আমি এখনই কর্চ্ছি—তুমি বিশ্রাম করগে যাও।

দিলদার। যে আজ্ঞা—

[ প্রস্থান।

সুজা। এ ত' মহাসমস্যায় পড়লাম! বাহিরের শত্রুর জ্বালায়ই অস্থির। তার উপরে ঔরংজীব আবার ঘরে শত্রু লাগিয়েছে। কিন্তু যাবে কোথায়! হাতে হাতে ব্যবস্থা কর্চ্ছি। ভাগ্যিস্ এই পত্র আমার হাতে পড়েছিল—এই যে মহম্মদ।

( মহম্মদের প্রবেশ )

সুজা। মহম্মদ!—পড় এই পত্র?

মহম্মদ। ( পড়িয়া ) এ কি! এ কার পত্র!

সুজা। তোমার পিতার! স্বাক্ষর দেখ্‌ছো না? তুমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করে, তাঁকে পত্র লিখেছিলে যে, তুমি যে তোমার পিতার বিরুদ্ধাচরণ করেছো, সে অন্যায় তোমার শ্বশুরের অর্থাৎ আমার প্রতি শাঠ্য দিয়ে পরিশোধ কর্ব্বে।

মহম্মদ। আমি পিতাকে কোন পত্রই লিখি নি। এ কপট পত্র।

সুজা। বিশ্বাস কর্ত্তে পার্লাম না। তুমি আজই এই দণ্ডে আমার বাড়ী পরিত্যাগ কর।

মহম্মদ। সে কি! কোথায় যাবো?

সুজা। তোমার পিতার কাছে।

মহম্মদ। কিন্তু আমি শপথ কর্চ্ছি—

সুজা। না, ঢের হয়েছে—আমি সম্মুখ যুদ্ধে পারি কি হারি—সে স্বতন্ত্র কথা। ঘরে শত্রু পুষতে পারি না।

মহম্মদ। আমি—

সুজা। কোন কথা শুনতে চাই না। যাও, এখনি যাও।

[ মহম্মদের প্রস্থান।

সুজা। হাতে হাতে ব্যবস্থা করেছি। ভারি বুদ্ধি করেছিলে দাদা!—কিন্তু যাবে কোথা। তুমি বেড়াও ডালে ডালে, আমি বেড়াই পাতায় পাতায়।—এই যে পিয়ারা।

( পিয়ারার প্রবেশ )

সুজা। পিয়ারা! ধরে' ফেলেছি।

পিয়ারা। কাকে?

সুজা। মহম্মদকে। বেটা মতলব ফেঁদে এসেছিল। তোমাকে এখনি বল্‌ছিলাম না যে, বেশ একটু খট্‌কা।—এখন সেটা বোঝা যাচ্ছে। জলের মত সাফ হয়ে গিয়েছে।—তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

পিয়ারা। কাকে?

সুজা। মহম্মদকে।

পিয়ারা। সে কি?

সুজা। বাইরে শত্রু, ঘরে শত্রু—ধন্য ভায়া—বুদ্ধি করেছিলে বটে। কিন্তু পার্লে না। ভারি ধরিছি। এই দেখ পত্র।

পিয়ারা। [ পত্র পড়িয়া ] তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। হকিম দেখাও।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। এ ছল—কপট পত্র বুঝতে পার্চ্ছ না? ঔরংজীবের ছল। এইটে বুঝতে পার্চ্ছ না?

সুজা। না, সেটা ঠিক্ বুঝতে পাচ্ছি নে।

পিয়ারা। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি গিয়েছো ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে। হেলে ধর্ত্তে পার না, কেউটে ধর্ত্তে যাও। তা আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও কর্লে না; জামাইকে দিলে তাড়িয়ে! চল এখন মেয়ে-জামাইকে বোঝাই গে।

সুজা। পত্র কপট?—তাই না কি! কৈ তা—ত' তুমি বল্লে না।—তা সাবধান হওয়া ভাল।

পিয়ারা। তাই জামাইকে দিলে তাড়িয়ে!

সুজা। তাই ত'। তা হ'লে ভারি ভুল হয়ে গিয়েছে বল্‌তে হবে—যা' হোক শোন এক ফিকির করেছি। মেয়েকে তার সঙ্গে দিচ্ছি। আর যথারীতি যৌতুক দিচ্ছি। দিয়ে মেয়েকে তার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী পাঠাচ্ছি, এতে দোষ নাই। ভয় কি চল জামাইকে তাই বুঝিয়ে বলি। তাই বলে তাকে বিদাই দেই।

পিয়ারা। কিন্তু বিদায় দেবে কেন?

সুজা। সময় খারাপ। সাবধান হওয়া বোঝ না—চল বোঝাইগে।

[ উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—জিহন খাঁর গৃহে দারার কক্ষ

কাল—রাত্রি

সিপার ও জহরৎ দণ্ডায়মান

জহরৎ। সিপার!

সিপার। কি জহর!

জহরৎ। দেখ্‌ছো!

সিপার। কি!

জহরৎ। যে, আমরা এইরকম বন্য জন্তুর মত বন হ'তে বনান্তরে প্রতাড়িত; হত্যাকারীর মত এক গহ্বর থেকে পালিয়ে আর এক গহ্বরে গিয়ে মাথা লুকোচ্ছি; পথের ভিখারীর মত এক গৃহস্থের দ্বারে পদাহত হয়ে আর এক গৃহস্থের দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি।—দেখ্‌ছো?

সিপার। দেখ্‌ছি। কিন্তু উপায় কি?

জহরৎ। উপায় কি? পুরুষ তুমি—স্থির স্বরে বলছো "উপায় কি?" আমি যদি পুরুষ হতাম, ত' এর উপায় কর্ত্তাম।

সিপার। কি উপায় কর্ত্তে?

জহরৎ। ( ছোরা বাহির করিয়া ) এই ছোরা নিয়ে গিয়ে দস্যু ঔরংজীবের বুকে বসিয়ে দিতাম।

সিপার। হত্যা!!!

জহরৎ। হাঁ হত্যা; চম্‌কে উঠলে যে?—হত্যা। নাও এই ছোরা, দিল্লী যাও। তুমি বালক, তোমায় কেউ সন্দেহ কর্ব্বে না—যাও।

সিপার। কখন না। হত্যা কর্ব্ব না।

জহরৎ। ভীরু! দেখ্‌ছো—মা মর্চ্ছেন। দেখ্‌ছো—বাবা উন্মাদের মত হ'য়ে গিয়েছেন। বসে' বসে' এই দেখ্‌ছো?

সিপার। কি কর্ব্ব।

জহরৎ। কাপুরুষ!

সিপার। আমি কাপুরুষ নই জহরৎ। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে পিতার পার্শ্বে হস্তিপৃষ্ঠে বসে' যুদ্ধ করেছি। প্রাণের ভয় করি না। কিন্তু হত্যা কর্ব্ব না।

জহরৎ। উত্তম।

[ প্রস্থান।

সিপার। এ নিষ্ফল ক্রোধ ভগ্নি। কোন উপায় নাই।

[ প্রস্থান।

——

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—নাদিরার কক্ষ। কাল—রাত্রি

খট্টাঙ্গের উপর নাদিরা শয়ানা। পার্শ্বে দারা অন্য পার্শ্বে সিপার ও জহরৎ

দারা। নাদিরা! সংসার আমাকে পরিত্যাগ করেছেন—ঈশ্বর আমায় পরিত্যাগ করেছেন। একা তুমি আমায় এতদিন পরিত্যাগ কর নাই। তুমি আমায় ছেড়ে চল্লে!

নাদিরা। আমার জন্য অনেক সহ্য করেছো নাথ! আর—

দারা। নাদিরা! দুঃখের জ্বালায় ক্ষিপ্ত হয়ে তোমায় অনেক কুবাক্য বলেছি!—

নাদিরা। নাথ!—তোমার দুঃখের সঙ্গিনী হওয়াই আমার পরম গৌরব। সে গৌরবের স্মৃতি নিয়ে আমি পরলোকে চল্লাম—সিপার—বাবা! মা জহরৎ। আমি যাচ্ছি—

সিপার। তুমি কোথায় যাচ্ছ মা!

নাদিরা। কোথা যাচ্ছি, তা আমি জানি না। তবে যেখানে যাচ্ছি, সেখানে বোধ হয় কোন দুঃখ নাই—ক্ষুধাতৃষ্ণার জ্বালা নাই, রোগ তাপ নাই, দ্বেষ দ্বন্দ্ব নাই।

সিপার। তবে আমরাও সেখানে যাব মা—চল বাবা আর সহ্য হয় না।

নাদিরা। আর কষ্ট পেতে হবে না বাছা! তোমরা জিহন খাঁর আশ্রয়ে এসেছো। আর দুঃখ নাই।

সিপার। এই জিহন খাঁ কে বাবা?

দারা। আমার একজন পুরাতন বন্ধু।

নাদিরা। তাঁকে তোমার বাবা দু'বার মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তিনি তোমাদের আদর যত্ন কর্ব্বেন।

সিপার। কিন্তু আমি কখন তাকে ভালবাস্‌বো না।

দারা। কেন সিপার?

সিপার। তার চেহারা ভাল নয়। এখনই সে তার এক চাকরকে ফিস্‌ফিস্ ক'রে কি বল্‌ছিল—আর আমার দিকে এ রকম চোরা-চাহনি চাচ্ছিল—সে আমার বড় ভয় কর্ল্ল মা! আমি ছুটে তোমার কাছে পালিয়ে এলাম।

দারা। সিপার সত্য বলেছে নাদিরা! জিহনের মুখে একটা কুটিল হাসি দেখেছি, তার চোখে একটা হিংস্র দীপ্তি দেখেছি, তার নিম্নস্বরে বোধ হচ্ছিল যেন সে একখানা ছোরা শানাচ্ছে। সেদিন যখন সে আমার পদতলে পড়ে' তার প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল, তখন সে চেহারা এক রকমের; আর এ আর এক রকমের চেহারা। এ চাহনি, এ স্বর, এ ভঙ্গিমা—আমার অপরিচিত।

নাদিরা। তবু ত' তাকে তুমি দু'বার বাঁচিয়েছিলে। সে মানুষ ত', সর্প ত' নয়।

দারা। মানুষকে আর বিশ্বাস নেই নাদিরা! দেখছি সে সর্পের চেয়েও খল হয়। তবে মাঝে মাঝে—কি নাদিরা! বড় যন্ত্রণা হচ্ছে!

নাদিরা। না, কিছু না। আমি তোমার কাছে আছি। তোমার স্নেহদৃষ্টির অমৃতে সব যন্ত্রণা গলে' যাচ্ছে! কিন্তু আমার আর সময় নেই—তোমার হাতে সিপারকে সঁপে দিয়ে গেলাম—দেখো!—পুত্র সোলেমনের সঙ্গে—আর দেখা হলো না।—ঈশ্বর!

[ মৃত্যু ]

দারা। নাদিরা! নাদিরা!—না সব হিম—স্তব্ধ!

সিপার। মা মা!

দারা। দীপ নির্ব্বাণ হয়েছে।

( জহরৎ নিজের বক্ষ সবলে চাপিয়া ঊর্দ্ধদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। )

( চারিজন সৈনিক সহ জিহন খাঁর প্রবেশ )

দারা। কে তোমরা; এ সময় এ স্থানে এসে কলুষিত কর?

জিহন। বন্দী কর।

দারা। কি! আমায় বন্দী কর্ব্বে জিহন খাঁ

সিপার। [ দেওয়াল হইতে তরবারি লইয়া ] কার সাধ্য ?

দারা। সিপার, তরবারি রাখো। এ বড় পবিত্র মুহূর্ত্ত; এ মহাপুণ্য তীর্থ। এখনও নাদিরার আত্মা এখানে পক্ষ গুটিয়ে আছে—পৃথিবীর সুখদুঃখ থেকে বিদায় নেবার পূর্ব্বে একবার চারিদিকে চেয়ে শেষ দেখা দেখে নিচ্ছে। এখন স্বর্গ থেকে দেবীরা তাকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্যে এসে পৌঁছে নি। তাকে ত্যক্ত কোরো না—আমায় বন্দী কর্ত্তে চাও জিহন খাঁ ?

জিহন। হাঁ সাহাজাদা।

দারা। ঔরংজীবের আজ্ঞায় বোধ হয় ?

জিহন। হাঁ সাহাজাদা।—

দারা। নাদিরা। তুমি শুন্তে পাচ্ছ না ত'? তা'হলে ঘৃণায় তোমার মৃতদেহ নড়ে উঠবে, তুমি নাকি ঈশ্বরে বড় বিশ্বাস কর্ত্তে।

জিহন। এঁকে শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধো। যদি বাধা দেন, ত' তরবারি ব্যবহার কর্ত্তে দ্বিধা কর্ব্বে না।

দারা। আমি বাধা দিচ্ছি না। আমায় বাঁধো। আমি কিছু আশ্চর্য্য হচ্ছি না। আমি এইরূপই একটা কিছু প্রত্যাশা করে' আস্‌ছিলাম। অন্যে হয় ত' অন্যরূপ আশা কর্ত্ত। অন্যে হয় ত' ভাবতো যে এ কত বড় কৃতঘ্নতা, যে, যাকে আমি দু'বার বাঁচিয়েছি, সে আমায় কপট আশ্রয় দিয়ে বন্দী করে,—এ কত বড় নৃশংসতা। আমি তা ভাবি না। আমি জানি, জগতে সব—সব উচ্চ প্রবৃত্তি পাপের ভয়ে মাটীর মধ্যে মাথা লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ছে—উপর দিকে চোখ তুলে চাইতেও সাহস কর্চ্ছে না। আমি জানি, পৃথিবীতে ধর্ম্ম এখন স্বার্থসিদ্ধি, নীতি—শাঠ্য, পূজা—খোসামোদ, কর্ত্তব্য—জোচ্চোরি। উচ্চ প্রবৃত্তিগুলো এখন বড় পুরাতন হয়ে গিয়েছে। সভ্যতার আলোকে ধর্ম্মের অন্ধকার সরে' গিয়েছে। সে ধর্ম্ম যা কিছু আছে এখন বোধ হয় কৃষকের কুটীরে, ভীল কোল মুণ্ডাদের অসভ্যতার মধ্যে।—কর জিহন খাঁ, আমায় বন্দী কর।

সিপার। তবে আমায়ও বন্দী কর।

জিহন। তোমায়ও ছাড়্‌ছি না সাহাজাদা। সম্রাটের কাছে প্রচুর পুরস্কার পাব।

দারা। পাবে বৈকি। এত বড় কৃতঘ্নতার দান পাবে না? তাও কখনও হয়?—প্রচুর অর্থ পাবে। আমি কল্পনায় তোমার সেই দীপ্ত মুখখানি দেখ্‌তে পাচ্ছি। কি আনন্দ!—প্রচুর অর্থ পাবে! সঙ্গে করে' পরকালে নিয়ে যেও।

জিহন। তবে আর কি—বন্দী কর!

দারা। কর। না, এখানে না। বাহিরে চল। এ স্বর্গে নরকের অভিনয় কেন! এত বড় অনিয়ম এখানে! মা বসুন্ধরা!—এতখানি বহন কর্চ্ছ! নীরবে সহ্য কর্চ্ছ—ঈশ্বর! হাত দুখানি গুটিয়ে বেশ এই সব দেখ্‌ছো!—চল জিহন খাঁ, বাহিরে চল।

( সকলে যাইতে উদ্যত )

দারা। দাঁড়াও, একটা অনুরোধ ক'রে যাই জিহন খাঁ। রাখবে কি? জিহন খাঁ—এই দেবীর মৃতদেহ লাহোরে পাঠিয়ে দিও! সেখানে সম্রাটের পরিবারের কবরভূমিতে যেন তাকে গোর দেওয়া হয়। দেবে কি? আমি তোমাকে দু'বার বাঁচিয়েছি বলে'ই এ দান ভিক্ষা চাইছি। নৈলে এতটুকুও তোমার কাছে চাইতে পার্ত্তাম না—দেবে কি ?

জিহন। যে আজ্ঞা যুবরাজ! এ কাজ না কর্লে যে আমার প্রভু ঔরংজীব ক্রুদ্ধ হবেন।

দারা। তোমার প্রভু ঔরংজীব!—হুঁ—আমার আর কোন ক্ষোভ নাই! চল—( ফিরিয়া ) নাদিরা!—( এই বলিয়া দারা ফিরিয়া আসিয়া সহসা নাদিরার শয্যাপার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া হস্তদ্বয়ের উপর মুখ ঢাকিলেন; পরে উঠিয়া জিহন খাঁকে কহিলেন ) চল জিহন খাঁ।

( সকলে বাহিরে চলিলেন। সিপার নাদিরার মৃতদেহের প্রতি চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। )

দারা। [ রুক্ষভাবে ] সিপার!—

( সিপারের রোদন ভয়ে থামিয়া গেল। সকলে নীরবে বাহিরে চলিয়া গেলেন। )

---

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—যোধপুরের প্রাসাদ। কাল—সায়াহ্ন

যশোবন্ত সিংহ ও মহামায়া দণ্ডায়মান

মহামায়া। হতভাগ্য দারার প্রতি কৃতজ্ঞতার পুরস্কারস্বরূপ গুর্জ্জর প্রদেশ পেয়ে সন্তুষ্ট আছো ত' মহারাজ!

যশোবন্ত। তাতে আমার অপরাধ কি মহামায়া ?

মহামায়া। না, অপরাধ কি ?—এ তোমার মহৎ সম্মান, পরম গৌরব।

যশোবন্ত। গৌরব না হ'তে পারে, তবে এর মধ্যে অন্যায় আমি কিছু দেখি না। দারার সঙ্গে যোগ দেওয়া না-দেওয়া আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা। দারা আমার কে ?

মহামায়া। আর কেউ নয়—প্রভু মাত্র।

যশোবন্ত। প্রভু! এককালে ছিলেন বটে; আর কেউ নয়।

মহামায়া। সত্যই ত'! দারা আজ নিয়তিচক্রের নীচে, ভাগ্যের লাঞ্ছিত, মানবের ধিক্কৃত। আর তাঁর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি। দারা তোমার প্রভু ছিলেন—যখন তিনি পুরস্কার দিতে পার্ত্তেন, বেত্রাঘাত কর্ত্তে পার্ত্তেন।

যশোবন্ত। আমাকে!

মহামায়া। হায় মহারাজ! 'ছিলেন' এর কি কোন মূল্য নাই ? অতীতকে কি একেবারে লুপ্ত করে' দিতে পারো ? বর্ত্তমান থেকে একেবারে কি তাকে বিচ্ছিন্ন করে' দিতে পারো ? একদিন যিনি তোমার দয়াল প্রভু ছিলেন, আজ তোমার কাছে কি তাঁর কোন মূল্য নাই ?—ধিক্!

যশোবন্ত। মহামায়া! তোমার সঙ্গে আমার তর্ক কর্ব্বার সম্বন্ধ নয়। আমি য' উচিত বিবেচনা কর্চ্ছি, তাই করে' যাচ্ছি। তোমার কাছে উপদেশ চাই না।

মহামায়া। তা চাইবে কেন ? যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে এসে, বিশ্বাসঘাতক হয়ে ফিরে এসে, কৃতঘ্ন হয়ে ফিরে এসে,—তুমি চাও আমার—ভক্তি! না ?—

যশোবন্ত। সে কি বড় বেশী প্রত্যাশা মহামায়া ?

মহামায়া। না, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ক্ষত্রিয় বীর তুমি—ক্ষত্রকুলের অবমাননা করেছো!—জানো সমস্ত রাজপুতানা তোমায় ধিক্কার দিচ্ছে। বল্‌ছে যে ঔরংজীবের শ্বশুর সাহা নাবাজ দারার পক্ষ হয়ে তার জামাতার বিপক্ষে যুদ্ধ করে' মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর্ল, আর তুমি দারাকে আশা দিয়ে শেষে কাপুরুষের মত সরে' দাঁড়ালে!—হায় স্বামী! কি বল্‌বো, তোমার এই অপমানে আমার শিরায় অগ্নিস্রোত ব'য়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে অপমান তোমাকে স্পর্শও কর্চ্ছে না! আশ্চর্য্য বটে!

যশোবন্ত। মহামায়া—

মহামায়া। আর কেন ?—যাও তোমার নূতন প্রভু ঔরংজীবের কাছে যাও।

[ সরোষে প্রস্থান।

যশোবন্ত। উত্তম!—তাই হবে। এতদূর অবজ্ঞা!—বেশ তাই হবে।

[ প্রস্থান।

——

## পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আগ্রার প্রাসাদে সাজাহানের কক্ষ

কাল—রাত্রি

সাজাহান ও জাহানারা

সাজাহান। আবার কি দুঃসংবাদ কন্যা! আর কি বাকি আছে ?—দারা আবার পরাজিত হয়ে বাখরের দিকে পালিয়েছে সুজা বন্য আরাকানের রাজার গৃহে সপরিবারে ভিক্ষুক। মোরাদ গোয়ালিয়রের দুর্গে বন্দী। আর কি দুঃসংবাদ দিতে পারো কন্যা ?

জাহানারা। বাবা! এ আমারই দুর্ভাগ্য যে, আমিই আপনার নিকট রোজ রোজ দুঃসংবাদের বন্যা বহে' আনি। কিন্তু কি কর্ব্ব বাবা! দুর্ভাগ্য একা আসে না।

সাজাহান। বল। আর কি ?

জাহানারা। বাবা, ভাই দারা ধরা পড়েছে।

সাজাহান। ধরা পড়েছে ?—কি রকমে ধরা পড়লো ?

জাহানারা। জিহন খাঁ তাকে ধরিয়ে দিয়েছে।

সাজাহান। জিহন খাঁ!—জিহন খাঁ!—কি বল্‌ছিস জাহানারা ? জিহন খাঁ!

জাহানারা। হাঁ বাবা।

সাজাহান। পৃথিবীর কি অন্তিম ঘনিয়ে এসেছে ?

জাহানারা। শুনলাম, পরশু দারা আর তার পুত্র সিপারকে এক কঙ্কালসার হাতীর পিঠে বসিয়ে দিল্লীনগর প্রদক্ষিণ করিয়ে আনা হয়েছে। তাদের পরিধানে ময়লা সাদা কাপড়। তাদের এই অবস্থা দেখে সেই রাজপুরীর একটি লোক নেই যে কাঁদেনি।

সাজাহান। তবু তাদের মধ্যে কেউ দারাকে উদ্ধার কর্ত্তে ছুট্‌লো না? কেবল শশকের মত ঘাড় উঁচু করে' দেখ্‌লে। তারা কি পাষাণ।

জাহানারা। না বাবা! পাষাণও উত্তপ্ত হয়। তা'রা পাঁক। ঔরংজীবের ভাড়া-করা বন্দুকগুলি দেখে, তারা সব ত্রস্ত; যেন একটা যাদুকরের মন্ত্রমুগ্ধ; কেউ মাথা তুলতে সাহস কর্চ্ছে না। কাঁদ্‌ছে—তাও মুখ লুকিয়ে—পাছে ঔরংজীব দেখতে পায়।

সাজাহান। তার পর।

জাহানারা। তার পরে ঔরংজীব দারাকে খিজিরাবাদে একটা জঘন্য গৃহে বন্দী করে' রেখেছে।

সাজাহান। আর সিপার, আর জহরৎ?

জাহানারা। সিপার তার পিতার সঙ্গ ছাড়ে নি। জহরৎ এখন ঔরংজীবের অন্তঃপুরে।

সাজাহান। ঔরংজীব এখন দারাকে নিয়ে কি কর্ব্বে জানিস্?

জাহানারা। কি কর্ব্বে, তা জানি না—কিন্তু—কিন্তু—

সাজাহান। কি জাহানারা।

জাহানারা। যদি তাই করে বাবা।

সাজাহান। কি! কি জাহানারা? মুখ ঢাক্‌ছিস্ যে! তা তা কি সম্ভব! ভাই ভাইকে হত্যা কর্ব্বে!

জাহানারা। চুপ্‌। ও কার পদশব্দ। শুন্তে পেয়েছে। বাবা আপনি কি কর্লে'ন। কি, কর্লে'ন!

সাজাহান। কি করেছি?

জাহানারা। ও কথা উচ্চারণ কর্লে'ন। আর রক্ষা নাই।

সাজাহান। কেন?

জাহানারা। হয়ত ঔরংজীব দারাকে হত্যা কর্ত্ত না। হয়ত এত বড় পাতক তারও মনে আস্‌তো না। কিন্তু আপনি সে কথা তার মনে করিয়ে দিলেন। কি কর্লেন। কি কর্লে'ন। সর্ব্বনাশ করেছেন।

সাজাহান। ঔরংজীব ত' এখানে নেই। কে শুনেছে?

জাহানারা। সে নাই, কিন্তু এই দেওয়াল আছে, বাতাস ত' আছে, এই প্রদীপ ত' আছে, আজ সব যে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আপনি ভাব্‌ছেন যে এ আপনার প্রাসাদ? না, ঔরংজীবের পাষাণ হৃদয়। ভাবছেন এ বাতাস? তা নয়, এ ঔরংজীবের বিষাক্ত নিঃশ্বাস। এ প্রদীপ নয় এ তার চক্ষের জল্লাদ দৃষ্টি! এ প্রাসাদে, এ রাজপুরে, এ সাম্রাজ্যে, আপনার আমার একজনও বন্ধু আছে ভেবেছেন বাবা? না, নেই। সব তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সব খোসামুদের দল। জোচ্চোরের দল!—ঐ কার ছায়া?

সাজাহান। কে?

জাহানারা। না, কেউ নয়।—ওদিকে কি দেখছেন বাবা।

সাজাহান। দেবো লাফ?

জাহানারা। সে কি বাবা!

সাজাহান। দেখি যদি দারাকে রক্ষা কর্ত্তে পারি। তাকে তা'রা হত্যা কর্ত্তে যাচ্ছে! আর আমি এখানে নারীর মত, শিশুর মত নিরুপায়। চোখের উপরে এই সব দেখ্‌ছি অথচ খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, বেঁচে রয়েছি। কিছু কর্চ্ছি না। দেই লাফ।

জাহানারা। সে কি বাবা। এখান থেকে লাফ দিলে যে নিশ্চিত মৃত্যু!

সাজাহান। হলে'ই বা! দেখি যদি বাঁচতে পারি। যদি পারি।

জাহানারা। বাবা! আপনি জ্ঞান হারিয়েছেন? মরে' গেলে আর দারাকে রক্ষা কর্ব্বেন কি ক'রে?

সাজাহান। তা বটে! তা বটে! আমি মরে' গেলে দারাকে বাঁচাবো কি ক'রে? ঠিক বলেছিস্ তবে—তবে—আচ্ছা—একবার ঔরংজীবকে এখানে নিয়ে আস্‌তে পারিস্‌নে জাহানারা?

জাহানারা। না বাবা সে আসবে না। নইলে আমি যে নারী আমি তার সঙ্গে হাতে হাতে লড়ে দেখতাম। সেদিন মুখোমুখি হয়ে লড়েছিলাম, কিছু করতে পারি নি। সেই জন্য এখন আমার পর্য্যন্ত আর বাহিরে যাবার হুকুম নেই। নৈলে একবার হাতে হাতে লড়ে' দেখতাম।

সাজাহান। দিই লাফ। দেবো লাফ?

(লম্ফদানে উদ্যত)

জাহানারা। বাবা, উন্মত্ত হবেন না।

সাজাহান। সত্যই ত'। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি। না না না। আমি পাগল হব না। ঈশ্বর। এই শীর্ণ দুর্ব্বল জরাজীর্ণ দেহটাই অসহায় সাজাহানকে দেখ ঈশ্বর। তোমার দয়া হচ্ছে না? দয়া হচ্ছে না? পুত্র পিতাকে বন্দী করে' রেখেছে—যে পুত্র তার ভয়ে একদিন কাঁপতো। এতখানি অবিচার, এতখানি অত্যাচার, এতখানি অস্বাভাবিক ব্যাপার তোমার নিয়ম সৈছে? সৈতে পার্চ্ছে? আমি এমন কি পাপ করেছিলাম খোদা যে আমার নিজের পুত্র—ওঃ।

জাহানারা। একবার যদি এখন তাকে মুখোমুখি পাই। তা হ'লে। [দন্তঘর্ষণ]

সাজাহান। মমতাজ। বড় ভাগ্যবতী তুমি, যে এ মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য তোমায় দেখতে হচ্ছে না। বড় পুণ্যবতী তুমি, তাই তুমি আগেই মরে' গিয়েছো। জাহানারা।

জাহানারা। বাবা।

সাজাহান। তোকে আশীর্ব্বাদ করি।

জাহানারা। কি বাবা।

সাজাহান। "যেন তোর পুত্র না হয়, শত্রুরও যেন পুত্র না হয়।" (এই বলিয়া সাজাহান চলিয়া গেলেন।)

[জাহানারা বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন।

—

## ষষ্ঠ দৃশ্য

ঔরংজীব একখানি পত্রিকা হস্তে বেড়াইতেছিলেন

ঔরংজীব। এই দারার মৃত্যুদণ্ড। এ কাজীর বিচার। আমার অপরাধ কি। আমি কিন্তু না, কেন এ বিচার। বিচারকে কলুষিত কর্ব্ব কেন। এ বিচার।

(দিলদারের প্রবেশ)

দিলদার। এ হত্যা।

ঔরংজীব। (চমকিয়া) কে। দিলদার। তুমি এ সময় এখানে?

দিলদার। আমি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় আছি জাঁহাপনা। দেখে নেবেন। আর আমি যদি এখানে না থাকতাম তা হ'লেও এ হত্যা—

ঔরংজীব। (কম্পিত স্বরে) হত্যা। না দিলদার, এ কাজীর বিচার।

দিলদার। সম্রাট্, স্পষ্ট কথা বল্‌বো?

ঔরংজীব। বল।

দিলদার। সম্রাট্। আপনি হঠাৎ কেঁপে উঠলেন যে। আপনার স্বর যেন শুষ্ক বাতাসের একটা উচ্ছ্বাসের মত বেরিয়ে এলো। কেন জাঁহাপনা। সত্যকথা বল্‌বো?

ঔরংজীব। দিলদার।

দিলদার। সত্য কথা আপনি দারার মৃত্যু চান।

ঔরংজীব। আমি।

দিলদার। হাঁ আপনি।

ঔরংজীব। কিন্তু এ কাজীর বিচার।

দিলদার। বিচার। জাঁহাপনা, সে কাজীরা যখন দারার মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ কচ্ছিল, তখন তা'রা ঈশ্বরের মুখের দিকে চেয়েছিল না। তখন তা'রা জাঁহাপনার সহাস্য মুখখানি কল্পনা কচ্ছিল; আর সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে তাঁদের গৃহিণীদের নূতন অলঙ্কারের ফর্দ্দ কচ্ছিল। বিচার। যেখানে মাথার উপর প্রভুর আরক্ত চক্ষু চেয়ে আছে, সেখানে আবার বিচার। জাঁহাপনা ভাবছেন যে সংসারকে খুব ধাপ্পা দিলেন। সংসার কিন্তু মনে মনে খুব বুঝলো; কেবল ভয়ে কথাটি কইল না। জোর করে' মানুষের বাক্‌রোধ কর্ত্তে পারেন, তাকে গলা টিপে মেরে ফেল্‌তে পারেন; কিন্তু কালোকে সাদা কর্ত্তে পারেন না। সংসার জানবে, ভবিষ্যৎ জান্‌বে যে, বিচারের ছল করে' আপনি দারাকে হত্যা করিয়েছেন আপনার সিংহাসনকে নিরাপদ কর্‌বার জন্য।

ঔরংজীব। সত্য না কি। দিলদার, তুমি সত্যকথা বলেছো। তুমি আজ দারাকে বাঁচালে। তুমি আমার পুত্র মহম্মদকে ফিরিয়ে দিয়েছো। আজ আমার ভাই দারাকে বাঁচালে। যাও শায়েস্তা খাঁকে ডেকে দাও।

[দিলদারের প্রস্থান।

ঔরংজীব। দারা বাঁচুন। আমার যদি তার জন্য সিংহাসন দিতে হয় দিব। এতখানি পাপ যাক্, এ মৃত্যুদণ্ড ছিঁড়ে ফেলি [ছিঁড়িতে উদ্যত] না, এখন না। শায়েস্তা খাঁর সম্মুখে এটা ছিঁড়ে এ মহত্ত্বটুকু কাজে লাগাবো। এই যে শায়েস্তা খাঁ।

( শায়েস্তা খাঁ ও জিহন খাঁর প্রবেশ ও অভিবাদন )

ঔরংজীব। সেনাপতি! বিচারে ভাই দারার প্রাণদণ্ড হয়েছে।

জিহন। ঐ বুঝি সেই দণ্ডাজ্ঞা? আমাকে দেন খোদাবন্দ, আমি নিজে কাজ হাসিল করে' আস্‌ছি। কাফেরের প্রাণদণ্ড নিজহাতে দেবার জন্য আমার হাত সুড়্‌সুড় কচ্ছে। আমায় দেন।

ঔরংজীব। কিন্তু তাঁকে মার্জ্জনা করেছি।

শায়েস্তা। সে কি জাঁহাপনা—এমন শত্রুকে মার্জ্জনা!—আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী!

ঔরংজীব। তা জানি। তার জন্যই ত' তাকে মার্জ্জনা কর্ব্বার পরম গৌরব অনুভব কচ্ছি।

শায়েস্তা। জাঁহাপনা। এ গৌরব ক্রয় কর্ত্তে আপনার সিংহাসনখানি বিক্রয় কর্ত্তে হবে।

ঔরংজীব। যে বাহুবলে এ সিংহাসন অধিকার করেছি, সেই বাহুবলেই তা রক্ষা কর্ব্ব।

শায়েস্তা। জাঁহাপনা! একটা মহাবিপদকে ঘাড়ে করে, সমস্ত জীবন রাজ্য শাসন কর্ত্তে হবে! জানেন সমস্ত প্রজা, সৈন্য, দারার দিকে? সেদিন দারার জন্য তারা বালকের মত কেঁদেছে; আর জাঁহাপনাকে অভিশাপ দিয়েছে। তারা যদি একবার সুযোগ পায়—

ঔরংজীব। কি রকমে?

শায়েস্তা। জাঁহাপনা দারাকে অষ্ট প্রহর পাহারা দিতে পার্ব্বেন না। জাঁহাপনা সফরে গেলে সৈন্যগণ যদি কোনদিন কোন সুযোগে দারাকে মুক্ত করে, দেয়—তা হ'লে জাঁহাপনা—বুঝ্‌ছেন?

ঔরংজীব। বুঝ্‌ছি!

শায়েস্তা। তার উপর বৃদ্ধ সম্রাট্ দারার পক্ষে। তাঁকে সৈন্যরা মানে তাদের গুরুর মত, ভালবাসে পিতার মত।

ঔরংজীব। হুঁ [ পরিক্রমণ ] না হয় এ সিংহাসন দেবো।

শায়েস্তা। তবে এত শ্রম করে, তা অধিকার করার প্রয়োজন কি ছিল? পিতাকে সিংহাসনচ্যুত, ভ্রাতাকে বন্দী—বড় বেশী দূর এগিয়েছেন জাঁহাপনা।

ঔরংজীব। কিন্তু—

জিহন। খোদাবন্দ! দারা কাফের; কাফেরকে ক্ষমা কর্ব্বেন না আপনি? খোদাবন্দ! এই ইস্‌লাম ধর্ম্মের রক্ষার জন্য আপনি আজ ঐ সিংহাসনে বসেছেন—মনে রাখ্‌বেন। ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখ্‌বেন।

ঔরংজীব। সত্যকথা জিহন খাঁ। আমি নিজের প্রতি সব অন্যায় অবিচার ঘাড় পেতে নিতে পারি। কিন্তু ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতি অবমাননা সৈব না। শপথ করেছি—হাঁ দারার মৃত্যুই তাঁর যোগ্য দণ্ড! জিহন আলি খাঁ নেও মৃত্যুদণ্ড!—রোসো, দস্তখৎ করে, দিই। [ দস্তখৎ ]

জিহন। দিউন জাঁহাপনা। আজ রাত্রেই দারার ছিন্নমুণ্ড জাঁহাপনাকে এনে দেখাবো—বাহিরে আমার অশ্ব প্রস্তুত।

ঔরংজীব। আজই!

শায়েস্তা। [ মৃত্যুদণ্ড ঔরংজীবের হস্ত হইতে লইয়া ] আপদ যত শীঘ্র যায়, তত ভালো। [ জিহনকে দণ্ডাজ্ঞা দিলেন ]

জিহন। বন্দেগি জাঁহাপনা। [প্রস্থানোদ্যত।

ঔরংজীব। রোস দেখি [ দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ, পাঠ ও প্রত্যর্পণ ] আচ্ছা—যাও।

( জিহন গমনোদ্যত হইলে ঔরংজীব আবার তাহাকে ডাকিলেন। )

ঔরংজীব। রোস। ( দণ্ডাজ্ঞা পুনরায় গ্রহণ ও পুনরায় প্রত্যর্পণ ) আচ্ছা! যাও—

[ জিহন আলির প্রস্থান।

( ঔরংজীব আবার জিহনের দিকে গেলেন; আবার ফিরিলেন, তার পরে ক্ষণেক ভাবিলেন; পরে কহিলেন, "না, কাজ নেই!—জিহন আলি! জিহন আলি! না, চলে, গিয়েছে।—শায়েস্তা খাঁ।" )

শায়েস্তা। খোদাবন্দ।

ঔরংজীব। কি কর্‌লাম!

শায়েস্তা। জাঁহাপনা বুদ্ধিমানের কার্য্যই করেছেন।

ঔরংজীব। কিন্তু যাক।

[ ধীরে ধীরে প্রস্থান।

শায়েস্তা। ঔরংজীব! তবে তোমারও একটা বিবেক আছে?

[ প্রস্থান।

—

## সপ্তম দৃশ্য

স্থান—খিজিরাবাদের কুটীর। কাল—রাত্রি

সিপার একটি শয্যার উপরে নিদ্রিত

দারা একাকী জাগিয়া তাহার পানে চাহিয়াছিল

দারা। ঘুমাচ্ছে—সিপার ঘুমাচ্ছে। নিদ্রা! সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রা! আমার সিপারকে সর্ব্বদুঃখ ভুলিয়ে রাখো—বৎস প্রবাসে আমার সঙ্গে হিমে উত্তাপে বড় কষ্ট পেয়েছে, তাকে তোমার যথাসাধ্য সান্ত্বনা দাও। আমি অক্ষম। সন্তানকে রক্ষা করা, খাদ্য দেওয়া, বস্ত্র দেওয়া—পিতার কাজ। তা আমি পারি নি—বৎস! তুই ক্ষুধায় অবসন্ন হয়েছিস্, আমি খাদ্য দিতে পারি নি। তৃষ্ণায় তোর ছাতি ফেটে গিয়েছে, জলটুকু দিতে পারি নি! শীতে গাত্রবস্ত্র দিতে পারি নি—আমি নিজে খেতে পাই নি, শুতে পাই নি। সে দুঃখ আমার বক্ষে সে রকম কখন বাজে নি বৎস, যেমন তোর দুঃখ, তোর দৈন্য, তোর্ অবমাননা আমার বক্ষে বেজেছে। বৎস! প্রাণাধিক আমার, তোর পানে আজ চেয়ে দেখছি, আর আমার মনে হচ্ছে, আজ যে সংসারে আর কেউ নেই—কেবল তুই আর আমি আছি। আমার এত দুঃখ আজ আমি কারাগারে বন্দী, তবু তোর মুখখানির পানে চাইলে সব দুঃখ ভুলে যাই।

( দিলদারের প্রবেশ )

দারা। কে!—তুমি?

দিলদার।—আমি—এ—কি দৃশ্য।

দারা। কে তুমি?

দিলদার। আমি ছিলাম পূর্ব্বে সুলতান মোরাদের বিদূষক। এখন আমি সম্রাট্ ঔরংজীবের সভাসদ্।

দারা। এখানে কি প্রয়োজন?

দিলদার। প্রয়োজন কিছুই নাই। একবার দেখা কর্ত্তে এসেছি।

দারা। কেন যুবক? আমাকে ব্যঙ্গ কর্ত্তে?—কর।

দিলদার। না যুবরাজ! আমি ব্যঙ্গ কর্ত্তে আসি নি। আর যদিই বা ব্যঙ্গ কর্ত্তে আসতাম, ত' এ দৃশ্য দেখে সে ব্যঙ্গ গলে' অশ্রু হয়ে টস্ টস্ করে' মাটীতে পড়তো—এই দৃশ্য! সেই যুবরাজ দারা আজ এই! [ ভগ্নস্বরে ] ভগবান্!

দারা। এ কি যুবক! তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে যে—কাঁদছো!—কাঁদো!

দিলদার। না, কাঁদবো না! এ বড় মহিমময় দৃশ্য! একটা পর্ব্বত ভেঙ্গে পড়ে' রয়েছে, একটা সমুদ্র শুকিয়ে গিয়েছে; একটা সূর্য্য মলিন হয়ে গিয়েছে; ব্রহ্মাণ্ডের একদিকে সৃষ্টি আর একদিকে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সংসারেও তাই। এ একটা ধ্বংস—বিরাট, পবিত্র, মহিমময়।

দারা। তুমি একজন দার্শনিক দেখছি যুবক!

দিলদার। না যুবরাজ, আমি দার্শনিক নই, আমি বিদূষক, পারিষদ-পদে উঠেছি, দার্শনিকপদে এখনও উঠি নি। তবে ঘাস খেতে খেতে মাঝে মাঝে এক একবার মুখ তুলে চাওয়ার নাম যদি দর্শন হয়, তা' হলে আমি দার্শনিক! সাহাজাদা—মূর্খে ভাবে যে প্রদীপ জ্বলাই স্বাভাবিক, প্রদীপ নেভা অন্যায়; যে গাছ গজিয়ে ওঠাই উচিত, মরে যাওয়া উচিত নয়; যে মানুষের সুখটি ঈশ্বরের কাছে প্রাপ্য, দুঃখটি তাঁর অত্যাচার! কিন্তু তারা একই নিয়মের দুইটি দিক্।

দারা। যুবক, আমি তা ভাবি না। তবু—দুঃখে হাস্তে পারে কে? মর্ত্তে' চায় কে? আমি মর্ত্তে চাই না।

দিলদার। যুবরাজ! আপনার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা আমি আজ রহিত করে' এসেছি। আপনি কারাগার হ'তে মুক্ত হ'তে চান যদি, আসুন তবে। আমার বস্ত্র পরিধান করুন—চলে, যান। কেউ সন্দেহ কর্ব্বে না। আসুন দু'জনে বেশ পরিবর্ত্তন করি।

দারা। তৎপরে তুমি!

দিলদার। আমি মর্ত্তে'ই চাই। মর্ত্তে' আমার বড় আনন্দ। এ সংসারে কেউ নেই যে আমার জন্য শোক কর্ব্বে।

দারা। তুমি মর্ত্তে' চাও!!!

দিলদার। হাঁ, আমি মর্ব্বার একটা সুযোগ খুঁজছিলাম সাহাজাদা! মর্ত্তে, আমি বড় ভালবাসি। আপনার কাছে যে আজ কি কৃতজ্ঞ হলাম, তা আর কি বলবো—

দারা। কেন?

দিলদার। মর্ব্বার একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য। আসুন।

দারা। দয়াময়! এই-ই স্বর্গ! আবার কি!—না যুবক! আমি যাব না।

দিলদার। কেন? মর্ব্বার এমন সুযোগও ভিক্ষা করে' পাবো না। সাহাজাদা—[পদধারণ]

দারা। আমি, তোমায় মর্ত্তে' দিতে পারি না। আর বিশেষতঃ এই বালককে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

(জিহন খাঁর প্রবেশ)

জিহন। আর কোথাও যেতে হবে না। এই দারার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা।

দিলদার। সে কি!

জিহন। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হউন সাহাজাদা। ঘাতক উপস্থিত।

দিলদার। তবে সম্রাট মত বদলেছেন?

জিহন। হাঁ দিলদার। তুমি এখন অনুগ্রহ করে' বাহিরে যাও। আমাদের কার্য্য—আমরা করি।

দারা। ঔরংজীব তার প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যে নিঃশ্বাস ফেল্‌বার জন্য আমাকে আধকাঠা জমিও দিতে পারে না? আমি এই অধম কুঁড়ে ঘরে আছি, গায়ে এই ছেঁড়া ময়লা কাপড়, খাদ্য খান-দুই পোড়া রুটী। তাও সে দিতে পারে না?

দিলদার। তুমি আজ অপেক্ষা কর জিহন আলি! আমি সম্রাটের আদেশ নিয়ে আস্‌ছি।

জিহন। না দিলদার! সম্রাটের এই আজ্ঞা যে, আজই রাত্রিকালে সাহাজাদার ছিন্নমুণ্ড তাঁকে নিয়ে গিয়ে দেখাতে হবে।

দারা। আজই রাত্রে! এত শীঘ্র! এ মুণ্ড তার চাই-ই! নৈলে তার নিদ্রার ব্যাঘাত হচ্ছে। —এ মুণ্ডের এত দাম তা আগে জান্তাম না।

জিহন। আজই রাত্রে আপনার মুণ্ড নিয়ে যেতে না পার্লে আমাদের প্রাণ যাবে।

দারা। ও! তবে আর তুমি কি কর্ব্বে জিহন খাঁ! উত্তম! তবে আমায় বধ কর!—যখন সম্রাটের আজ্ঞা!—আজ কে সম্রাট, কে প্রজা!—হাস্‌ছো? হাসো!

জিহন। আপনি প্রস্তুত?

দারা। প্রস্তুত বৈকি! আর প্রস্তুত না হ'লেই বা তোমাদের কি যায় আসে। [দিলদারকে] একদিন এই জিহন আলি খাঁই আমার কাছে করযোড়ে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল। আমি তা দিয়েছিলাম। আজ—বিধি! তোমার রচনা-কোশল—চমৎকার!

জিহন। সম্রাটের আজ্ঞা। কাজীর বিচার আমি কি কর্ব্ব সাহাজাদা?

দারা। সম্রাটের আজ্ঞা! কাজীর বিচার! তা বটে। তুমি কি কর্ব্বে!—যাও বন্ধু! তোমার সঙ্গে আমার এই প্রথম আর এই শেষ দেখা।

দিলদার। পার্লাম না। রক্ষা করতে পার্লাম না যুবরাজ। তবে এই বুঝি দয়াময়ের ইচ্ছা! বুঝতে পাচ্ছি না। কিন্তু বুঝি, এর একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে, এর একটা মহৎ পরিণাম আছে। নৈলে এতখানি নির্ম্মমতা, এতখানি পাপ কি বৃথাই যাবে?—জেনো যুবরাজ। তোমার মত বলির একটা প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কি সে প্রয়োজন, আমি তা বুঝছি না। কিন্তু আছেই সে প্রয়োজন! হৃষ্ট-মনে প্রাণ বলি দাও।

দারা। নিশ্চয়ই। কিসের দুঃখ! একদিন ত' যেতে হবেই। তবে দু'দিন আগে আর দু'দিন পিছে! আমি প্রস্তুত। আমায় বিদায় দাও বন্ধু! তোমার সঙ্গে এই ক্ষণমাত্রের দেখা; তুমি কে; তা জানি না, তবু বোধ হচ্ছে যেন তুমি বহু-দিনের পুরাতন বন্ধু।

দিলদার। তবে যান মহারাজ! এখানে আমাদের এই শেষ দেখা।

[প্রস্থান।

দারা। এখন আমায় বধ কর—জিহন আলি।

জিহন। নাজীর!

(দুইজন ঘাতকের প্রবেশ)

(জিহন সঙ্কেত করিল।)

দারা। একটু রোস। একবার—সিপার! সিপার!—না। কেন ডাক্‌লাম।

সিপার। (উঠিয়া) বাবা! একি! এরা কা'রা বাবা!—আমার ভয় কচ্ছে'।

দারা। এরা আমায় বধ কর্ত্তে এসেছে। তোমার কাছে বিদায় নেবার জন্য তোমাকে জাগিয়েছি। আমাকে বিদায় দাও বৎস! [আলিঙ্গন] এখন যাও।—জিহন খাঁ, তুমি

বোধ হয় এত বড় পিশাচ নও, যে, আমার পুত্রের সম্মুখে আমাকে বধ কর্ব্বে। একে অন্য ঘরে নিয়ে যাও।

জিহন। (একজন ঘাতককে) একে ঐ ঘরে নিয়ে যাও।

সিপার। [একজন ঘাতকের দ্বারা ধৃত হইয়া] না, আমি যাবো না। আমার বাবাকে বধ কর্ব্বে? কেন বধ কর্ব্বে। [ঘাতকের হাত ছাড়াইয়া আসিয়া] বাবা—আমি তোমায় ছেড়ে যাবো না।—(এই বলিয়া সিপার সজোরে দারার পা জড়াইয়া ধরিল।)

দারা।—আমায় জড়িয়ে ধরে' কি কর্ব্বে বৎস। আঁকড়ে ধরে' কি আমাকে রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বে। যাও বৎস। এরা আমায় বধ কর্ব্বে। তুমি সে দৃশ্য দেখ্‌তে পার্ব্বে না।

(ঘাতকদ্বয় চক্ষু মুছিতে লাগিল)

জিহন। নিয়ে যাও।

(ঘাতক পুনর্ব্বার সিপারকে ধরিয়া হেঁচড়াইয়া লইয়া যাইতে লাগিল)

সিপার। চীৎকার করিয়া [না, আমি যাবো না। আমি যাবো না।—এই বলিয়া সিপার সেই ঘাতকের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল]

দারা। দাঁড়াও। আমি ওকে বুঝিয়ে বল্‌ছি। তারপরে ও আর কোন আপত্তি কর্ব্বে না।—ছেড়ে দাও।

(ঘাতক তাহাকে ছাড়িয়া দিল। সিপার দারার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল)

দারা। [সিপারের হাত ধরিয়া] সিপার।

সিপার। বাবা।—

দারা। সিপার—প্রিয়তম বৎস আমার। আমাকে বিদায় দে। তুই এতদিন এত দুঃখেও আমাকে ছাড়িস্ নি।—হিমে, রৌদ্রে, অনশনে, অনিদ্রায়, আমার সঙ্গে অরণ্যে, মরুভূমে বেড়িয়েছিস্—তবু আমাকে ছাড়িস্ নি। আমি যন্ত্রণায় অন্ধ হয়ে তোর বুকে ছুরি মার্ত্তে গিয়েছিলাম, তবু আমায় ছাড়িস্ নি। আমার প্রবাসে, যুদ্ধে, কারাগারে, প্রাণের মত বুকের মধ্যে শোণিতের সঙ্গে মিশে ছিলি, আমায় ছাড়িস্ নি। আজ তোর নিষ্ঠুর পিতা—[বলিতে বলিতে দারার স্বর ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পর বহুকষ্টে আত্ম-দমন করিয়া দারা কহিলেন] তোর নিষ্ঠুর পিতা আজ তোকে ছেড়ে যাচ্ছে।

সিপার। বাবা। মা গিয়াছেন—তুমিও—[ক্রন্দন]

দারা। কি কর্ব্ব। উপায় নাই বৎস। আমায় আজ মর্ত্তে' হবে। আমার দেহ ছেড়ে যেতে আজ আমার তত কষ্ট হচ্ছে না বৎস, তোকে ছেড়ে যেতে আজ আমার যে কষ্ট হচ্ছে। [চক্ষু মুছিলেন] যাও বৎস। এরা আমাকে বধ কর্ব্বে। সে বড় ভীষণ দৃশ্য।—সে দৃশ্য তুমি দেখ্‌তে পার্ব্বে না।

সিপার। বাবা। আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো—আমি যাবো না।

দারা। সিপার। কখনও তুমি আমার কথার অবাধ্য হওনি।—কখনও ত'—[চক্ষু মুছিলেন] যাও বৎস। আমার শেষ আজ্ঞা—আমার এই শেষ অনুরোধ রাখো। যাও—আমার কথা শুনবে না? সিপার। বৎস। যাও।

(সিপার নতমুখে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে) দারা ডাকিলেন—সিপার।

সিপার ফিরিল।

দারা। একবার—শেষবার বুকে ধরে' নেই। [বক্ষে আলিঙ্গন] উঃ—এখন যাও বৎস।

সিপার মন্ত্রমুগ্ধবৎ নতমুখে একজন ঘাতকের সহিত কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

দারা। [উর্দ্ধমুখে বক্ষে হাত দিয়া] ঈশ্বর। পূর্ব্বজন্মে কি মহাপাপ করেছিলাম। ওঃ যাক্, হয়ে গিয়েছে। নাজীর তোমার কার্য্য কর।

জিহন। ঐ ঘরে নিয়ে গিয়ে কাজ শেষ করে' নিয়ে এসো। এখানে দরকার নাই।

[ঘাতকদ্বয়ের সহিত দারা প্রস্থান করিলেন।

জিহন। আমার প্রাণদাতার হত্যাটা সম্মুখে নাই বা দেখলাম। ঐ কুঠারের শব্দ; ঐ মৃত্যুর আর্ত্তনাদ।

নেপথ্যে। ও। ও। ওঃ

জিহন। যাক্ সব শেষ।

সিপার। [কক্ষান্তর হইতে] বাবা। বাবা। [দরোজা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতে লাগিল]

(ঘাতক দারার ছিন্নমুণ্ড লইয়া পুনঃপ্রবেশ করিল)

জিহন। দাও, মুণ্ড আমায় দাও। আমি সম্রাটের কাছে নিয়ে যাবো।

( ঠিক এই সময়ে সিপার দরোজা ভাঙ্গিয়া সেই কক্ষে "বাবা বাবা" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে প্রবেশ করিল ও তাহার পিতার ছিন্নমুণ্ড দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। )

---

## পঞ্চম অঙ্ক

স্থান—দিল্লীর দরবার-গৃহ। কাল—প্রাহ্ণ

ময়ূরসিংহাসনে ঔরংজীব। সম্মুখে মীরজুমলা, শায়েস্তা খাঁ, যশোবন্ত সিংহ, জয়সিংহ, দিলীর খাঁ ইত্যাদি

ঔরংজীব। আমি প্রতিজ্ঞামত মহারাজকে গুর্জ্জর প্রদেশ দিয়েছি।

যশোবন্ত। তার বিনিময়ে জাঁহাপনাকে আমি আমার সেনা-সাহায্য স্বেচ্ছায় দিতে এসেছি।

ঔরংজীব। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! ঔরংজীব দু'বার কাউকে বিশ্বাস করে না। তথাপি আমরা মহারাজ জয়সিংহের খাতিরে মাড়বাররাজকে সম্রাটের রাজভক্ত প্রজা হ'বার দ্বিতীয় সুযোগ দিব।

জয়সিংহ। জাঁহাপনার অনুগ্রহ!

যশোবন্ত। জাঁহাপনা। আমি বুঝেছি যে, ছলেই হোক্ বা শক্তিবলেই হোক, জাঁহাপনা যখন সিংহাসন অধিকার করে' সাম্রাজ্যে একটা শান্তিস্থাপন করেছেন, তখন কোনরূপে সে শান্তি-ভঙ্গ কর্ত্তে যাওয়া পাপ।

ঔরংজীব। আমি একথা মহারাজের মুখে শুনে সুখী হ'লাম। মহারাজকে এখন তবে আমাদের বন্ধুবর্গের মধ্যে গণ্য কর্ত্তে পারি বোধ হয়?

যশোবন্ত। নিশ্চয়।

ঔরংজীব। উত্তম মহারাজ—উজীর সাহেব! সুলতান সুজা এখন আরাকানরাজার আশ্রয়ে?

মীরজুমলা। গোলাম তাঁকে আরাকানের সীমা পর্য্যন্ত প্রতাড়িত করে' রেখে এসেছে!

ঔরংজীব। উজীর সাহেব—আমরা আপনার বাহুবলের প্রশংসা করি!—সেনাপতি! কুমার মহম্মদকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে' রেখে এসেছেন?

শায়েস্তা। খোদাবন্দ!

ঔরংজীব। বেচারী পুত্র!—কিন্তু জহরত জানুক যে আমাদের কাছে এক নীতি। পুত্র-মিত্র বিচার নাই।

জয়সিংহ। নিঃসন্দেহ জাঁহাপনা।

ঔরংজীব। হতভাগ্য দারার মৃত্যু আমাদের সমস্ত জয়কে ম্লান করে' দিয়েছে। কিন্তু ভাই, পুত্র যাউক, ধর্ম্ম প্রবল হউক।—ভাই মোরাদ গোয়ালিয়র দুর্গে কুশলে আছেন, সেনাপতি?

শায়েস্তা। খোদাবন্দ!

ঔরংজীব। মূঢ় ভাই! নিজের দোষে সাম্রাজ্য হারালে। আর আমি মক্কাযাত্রার মহা-সুখে বঞ্চিত হ'লাম!—খোদার ইচ্ছা—দিলীর খাঁ! আপনি কুমার সোলেমনকে কি রকমে বন্দী কর্লেন?

দিলীর। জাঁহাপনা! শ্রীনগরের রাজা পৃথ্বীসিংহ কুমারকে সসৈন্যে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃত হন। তাতে কুমার আমাদের পরি-ত্যাগ কর্ত্তে বাধ্য হ'লেন! আমি তার পরেই জাঁহাপনার পত্র পেয়ে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' জাঁহাপনার আদেশমত বল্লাম যে, "কুমার সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র, সম্রাট্ তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন, তাঁহাকে সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করায় ক্ষাত্রধর্ম্মের অন্যথা হবে না।" শ্রীনগরের রাজা প্রথমে কুমারকে আমার হস্তে অর্পণ কর্ত্তে অস্বীকৃত হ'লেন। পরদিনই তিনি কুমারকে রাজ্য থেকে বিদায় দিলেন। কারণ কিছু বুঝ্‌লাম না।

ঔরংজীব। অভাগা কুমার! তারপর।

দিলীর খাঁ। কুমার তিব্বত যাবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু পথ না জানার দরুণ সমস্ত রাত্রি ঘুরে প্রভাতে আবার শ্রীনগরেরই প্রান্তে এসে উপস্থিত হন। তারপর আমি সসৈন্যে গিয়ে—তাঁকে বন্দী করি—এতে আমার যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে, খোদা আমায় রক্ষা করুন! আমি ব্যক্তিবিশেষের ভৃত্য নহি? আমি সম্রাটের সৈন্যাধ্যক্ষ। সম্রাটের আজ্ঞা পালন কর্ত্তে আমি বাধ্য!

ঔরংজীব। তাকে এখানে নিয়ে আসুন খাঁ সাহেব।

দিলীর খাঁ। যে আজ্ঞা।

[ প্রস্থান।

ঔরংজীব। জিহন আলি খাঁকে নাগরিকগণ হত্যা করেছে মহারাজ?

জয়সিংহ। হাঁ খোদাবন্দ। শুনলাম, জিহন খাঁরই প্রজারা তাকে হত্যা করেছে।

ঔরংজীব। পাপাত্মার সমুচিত দণ্ড খোদা দিয়েছেন।—এই যে কুমার!

( সোলেমন সমভিব্যাহারে দিলীর খাঁর পুনঃপ্রবেশ )

ঔরংজীব। এই যে কুমার।—কুমার সোলেমন!—কি কুমার। 'শির নত করে' রয়েছো যে?

সোলেমন। সম্রাট্,—[ বলিতে বলিতে স্তব্ধ হইলেন। ]

ঔরংজীব। বল, কি বল্‌ছিলে বৎস। —তোমার কোন ভয় নাই। তোমার পিতার মৃত্যুর আবশ্যক হয়েছিল। নহিলে—

সোলেমন। জাঁহাপনা, আমি আপনার কৈফিয়ৎ চাহি নাই। আর দিগ্বিজয়ী ঔরংজীবের আজ কারো কাছে কৈফিয়ৎ দেবারও প্রয়োজন নাই। কে বিচার কর্ব্বে? আমাকে বধ করুন। জাঁহাপনার ছুরিতে যথেষ্ট ধার আছে; তাতে বিষ মেশানোর প্রয়োজন কি?

ঔরংজীব। সোলেমন। আমরা তোমাকে বধ কর্ব্ব না। তবে—

সোলেমন। ও 'তবে'র অর্থ জানি সম্রাট্। মৃত্যুর চেয়ে ভীষণ একটা কিছু কর্ত্তে চান। সম্রাটের মনে যদি একটা নিষ্ঠুর কার্য্য কর্ব্বার প্রবৃত্তি জাগে, ত' শত্রুর তার বাড়া আর কোন ভয় নেই। কিন্তু যদি দু'টো নিষ্ঠুর কার্য্য তাঁর মনে পড়ে, তবে যেটি বেশী নিষ্ঠুর, সেইটেই ঔরংজীব কর্ব্বেন তা জানি। তাঁর প্রতিহিংসার চেয়ে তাঁর দয়া ভয়ঙ্কর। আদেশ করুন সম্রাট্‌,—তবে—

ঔরংজীব। ক্ষুব্ধ হ'য়ো না কুমার।

সোলেমন। না। আর কেন—ও। মানুষ এমন মৃদু কথা কৈতে পারে, আর এতবড় দুরাত্মা হ'তে পারে।

ঔরংজীব। সোলেমন, তোমায় আমরা পীড়ন কর্ত্তে চাই না। তোমার কোন ইচ্ছা থাকে যদি ত' বল। আমি অনুগ্রহ কর্ব্ব।

সোলেমন। আমার এক ইচ্ছা যে, জাঁহাপনা আমাকে যথাসাধ্য পীড়ন করুন। আমার পিতৃহন্তার কাছে আমি করুণার এককণাও চাই না।—সম্রাট্। মনে করে' দেখুন দেখি যে কি করেছেন? নিজের ভাইকে,—একই মায়ের গর্ভের সন্তান, একই পিতার স্নেহসিক্ত নয়নের তলে লালিত, শিরায় একই রক্ত,—যার চেয়ে সংসারে আপন আর কেউ নেই,—সেই ভাইকে আপনি হত্যা করেছেন। যে শৈশবে ক্রীড়ার সঙ্গী, যৌবনে স্নেহময় সহপাঠী; যার প্রতি রোষকটাক্ষ কর্লে সে কটাক্ষ নিজের বক্ষে বজ্রসম বাজা উচিত; যাকে আঘাত থেকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য নিজের বুক এগিয়ে দেওয়া উচিত; তাকে—তাকে আপনি হত্যা করেছেন। আর এমন ভাই।—আপনি চাইলে এ সাম্রাজ্য আপনাকে যিনি একমুঠো ধূলার মত ফেলে দিতে পার্ত্তেন, যিনি আপনার কোন অনিষ্ট করেননি, যাঁর একমাত্র অপরাধ যে তিনি সর্ব্বজনপ্রিয়, এমন ভাইকে আপনি হত্যা করেছেন। পরকালে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে, তাঁর মুখপানে চাইতে পার্ব্বেন? হিংস্র। পিশাচ। শয়তান।—তোমার অনুগ্রহ।—তোমার অনুগ্রহে আমি পদাঘাত করি।

ঔরংজীব। তবে তাই হোক। আমি তবে তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলাম।—নিয়ে যাও। [ অবতরণ ] আল্লার নাম কর সোলেমন।

( বালকবেশিনী জহরৎ-উন্নিসার প্রবেশ )

জহরৎ। আল্লার নাম কর ঔরংজীব।

[ ঔরংজীবকে গুলি করিতে উদ্যত ]

সোলেমন। এ কে? জহরৎ-উন্নিসা!!!

( সোলেমন তাহার হাত ধরিলেন )

জহরৎ। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও। কে তুমি? পাপাত্মাকে আমি বধ কর্ব্বো। ছেড়ে দাও।।

সোলেমন। সেকি জহরৎ। ক্ষান্ত হও—হত্যার প্রতিশোধ হত্যা নয়। পাপে পুণ্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। আমি পার্ত্তাম ত' সম্মুখযুদ্ধে এর শির নিতাম। কিন্তু হত্যা মহাপাপ।

জহরৎ। ভীরু সব। পিতার কুলাঙ্গার পুত্রগণ! চলে' যাও! আমি আমার পিতার বধের প্রতিশোধ নেবো। ছেড়ে দাও ঐ—ভণ্ড দস্যু ঘাতক ( মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল )

ঔরংজীব। মহৎ উদার যুবক। যাও, তোমায় আমি বধ কর্ব্ব না। শায়েস্তা খাঁ, একে

গোয়ালিয়র দুর্গে নিয়ে যাও। আর দারার কন্যাকে আমার পিতার নিকটে আগ্রার প্রাসাদ-দুর্গে নিয়ে যাও।

——

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—আরাকান রাজপ্রাসাদ। কাল—রাত্রি

সুজা ও পিয়ারা

সুজা। নিয়তি আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে এসে যে এই বন্য আরাকানের রাজার আশ্রয়ে এনে ফেল্‌বে, তা, কে জান্‌তো ?

পিয়ারা। আবার কোথায় যে নিয়ে যাবে তাই বা কে জানে ?

সুজা। বন্য রাজা কি রটিয়েছে জানো ?

পিয়ারা। কি। খুব জ'াকালো রকম কিছু একটা নিশ্চয়। শীঘ্র বল কি রটিয়েছে। শুন্‌বার জন্য হাঁপিয়ে মরে যাচ্ছি!

সুজা। বর্ব্বর রটিয়েছে যে, আমি এই চল্লিশ জন অশ্বারোহী নিয়ে এসেছি আরাকান জয় কর্ত্তে।

পিয়ারা। বিশ্বাস কি।—শুনেছি বক্তিয়ার খিলিজি সতের জন অশ্বারোহী নিয়ে বাঙ্গালা দেশ জয় করেছিলেন।

সুজা। অসম্ভব। ওটা কেউ বিদ্বেষবশে রটিয়েছে নিশ্চয়। আমি বিশ্বাস করি না।

পিয়ারা। তাতে ভারি যায় আসে।

সুজা। পিয়ারা। রাজা কি আজ্ঞা দিয়েছে জানো? রাজা আমাদের কাল প্রভাতে এখান থেকে চলে' যেতে আজ্ঞা দিয়েছে।

পিয়ারা। কোথায়? নিশ্চয় তিনি আমাদের খুব একটা ভাল স্বাস্থ্যকর জায়গার বন্দোবস্ত করেছেন।

সুজা। পিয়ারা, তুমি কি কঠিন ঘটনার রাজ্যে একবার ভুলেও এসে নাম্‌বে না? এতেও পরিহাস!

পিয়ারা। এতে পরিহাস কর্ত্তে নেই বুঝি? আগে বল্‌তে হয়!—আচ্ছা, এই নেও গম্ভীর হচ্ছি।

সুজা। হাঁ, গম্ভীর হয়ে শোনো। আর এক কথা শুনবে? শোনো যদি, চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আস্‌বে, ক্রোধে কণ্ঠরোধ হবে, সর্ব্বাঙ্গে আগুন ছুট্‌বে।

পিয়ারা। ও বাবা!

সুজা। তবে বলি শোনো!—দুরাত্মা আমাদের আশ্রয়দানের মূল্যস্বরূপ কি চায় জানো? সে তোমাকে চায়!—কি, স্তব্ধ হয়ে রৈলে যে! কর পরিহাস।

পিয়ারা। নিশ্চয়! আমার রাজার প্রতি ভক্তি বেড়ে গেল।—এই রাজা সমজদার বটে।

সুজা। পিয়ারা! ওরকম ক'রো না। আমি ক্ষেপে যাবো। এটা তোমার কাছে পরিহাস হ'তে পারে, কিন্তু এ আমার কাছে মর্ম্মশেল।—পিয়ারা! তুমি আমার কে, তা জানো?

পিয়ারা। স্ত্রী বোধ হয়।

সুজা। না। তুমি আমার রাজ্য, সম্পৎ, সর্ব্বস্ব—ইহকাল, পরকাল! আমি রাজ্য হারিয়েছি—কিন্তু এতদিন তার অভাব অনুভব করি নি—আজ কল্লাম।

পিয়ারা। কেন?

সুজা। যা আমার কাছে জীবন-মরণের কথা তাই নিয়ে তুমি পরিহাস কর্চ্ছ।

পিয়ারা। না, এ বড় বাড়াবাড়ি; দোজ-পক্ষে অনেকে বিয়ে করে; কিন্তু তোমার মত কেউ উচ্ছন্ন যায়নি।

সুজা। না। আমি বুঝেছি।—তুমি শুধু মুখে পরিহাস কর্চ্ছ। কিন্তু অন্তরে গুমরে মরে' যাচ্ছো। তোমার মুখে হাসি, চোখে জল।

পিয়ারা। ধরেছে।—না। কে বল্লে আমার চোখে জল। এই নাও [ চক্ষু মুছিলেন ] আর নেই।

সুজা। এখন কি কর্ব্বে ভেবেছো?

পিয়ারা। আমায় বেচে দাও।

সুজা। পিয়ারা! যদি আমাকে ভালবাসো ত' ও মারাত্মক পরিহাস রেখে দাও। শোন—আমি কি কর্ব্ব জানো?

পিয়ারা। না।

সুজা। আমিও জানি না—ঔরংজীবের দ্বারস্থ হব? তার চেয়ে মৃত্যু ভালো। কি! কথা কচ্ছ না যে পিয়ারা!

পিয়ারা। ভাব্‌ছি।

সুজা। ভাবো।

পিয়ারা। [ ক্ষণেক ভাবিয়া ] কিন্তু পুত্র-কন্যারা?

সুজা। কি?

পিয়ারা। কিছু না।

সুজা। আমি কি কর্ব্ব জানো?

পিয়ারা। না।

সুজা। বুঝতে পাচ্ছি না। আত্মহত্যা কর্ত্তে ইচ্ছা হয়,—তবে তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি না।

পিয়ারা। আর আমি যদি সঙ্গে যাই?

সুজা। সুখে মর্ত্তে পারি।—না আমার জন্য তুমি মর্ত্তে যাবে কেন?

পিয়ারা। না, তাই হোক্। কাল প্রভাতে আমাদের নির্ব্বাসন নয়। কাল যুদ্ধ হবে। এই চল্লিশজন অশ্বারোহী নিয়েই এই রাজ্য আক্রমণ কর; করে' বীরের মত মর। আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে মর্ব্ব। আর পুত্র-কন্যারা—তা'রা নিজের মর্য্যাদা নিজে রক্ষা কর্ব্বে আশা করি।—কি বল?

সুজা। বেশ।—কিন্তু তাতে কি লাভ হবে?

পিয়ারা। তদ্ভিন্ন উপায় কি। তুমি মরে' গেলে আমাকে কে রক্ষা কর্ব্বে। আর তুমি এতদিন বীরের মত জীবন ধারণ করেছো, বীরের মত মর! এই বন্য রাজাকে এই ঘৃণ্য প্রস্তাব করার যোগ্য প্রতিফল দাও।

সুজা। সেই ভালো। কাল তবে দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মর্ব্ব। পিয়ারা। তবে আমাদের ইহজীবনের এই শেষ মিলন রাত্রি? আজ তবে হাসো, কথা কও, গাও—যা দিয়ে আমাকে এতদিন ছেয়ে দিতে, ঘিরে ব'সে থাকতে। একবার শেষবার দেখে নেই, শুনে নেই। তোমার বীণাটি পাড়ো। গাও—স্বর্গ মর্ত্ত্যে নেমে আসুক। ঝঙ্কারে আকাশ ছেয়ে দাও। তোমার সৌন্দর্য্যে একবার এ অন্ধকারকে ধাঁধিয়ে দাও দেখি। তোমার প্রেমে আমাকে আবৃত করে' দাও।—বোস আমি আমার অশ্বারোহীদের বলে' আসি। আজ সারা রাত্রি ঘুমাবো না।

[ প্রস্থান।

পিয়ারা। মৃত্যু! তাই হোক্। মৃত্যু—যেখানে সব ঐহিক আশার শেষ, সুখদুঃখের সমাধি; মৃত্যু—যে গাঢ় নিদ্রা আর এখানে জাগে না, যে অন্ধকার এখানে আর প্রভাত হয় না; যে স্তব্ধতা এখানে আর ভাঙ্গে না। মৃত্যু! মন্দ কি। একদিন ত' আছেই। তবে দিন থাক্‌তে মরা ভালো। আজ তবে এইরূপ নির্ব্বাণোন্মুখ শিখার মত উজ্জ্বলতম প্রভায় জ্বলে' উঠুক; এই গান তারস্বরে আকাশে উঠে নক্ষত্র-রাজ্য লুটে নিউক; আজিকার সুখ বিপদের মত কেঁপে উঠুক; আনন্দ দুঃখের মত কেঁদে উঠুক, সমস্ত জীবন একটি চুম্বনে মরে' যাক্।—আজ আমাদের শেষ মিলন রাত্রি।

[ প্রস্থান।

—

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—আগ্রার সাজাহানের প্রাসাদকক্ষ

কাল—রাত্রি

বাহিরে ঝটিকা, বৃষ্টি, বজ্র ও বিদ্যুৎ

সাজাহান ও জহরৎ-উন্নিসা

সাজাহান। কার সাধ্য দারাকে হত্যা করে? আমি সম্রাট্ সাজাহান, আমি স্বয়ং তাকে পাহারা দিচ্ছি। কার সাধ্য!—ঔরংজীব?—তুচ্ছ।—আমি যদি বলি ত' ঝড় ওঠে; যদি বলি যে বাজ পড়ুক, ত' বাজ পড়ে। [ মেঘগর্জ্জন ]

জহরৎ। উঃ কি গর্জ্জন! বাহিরে পঞ্চভূতের যুদ্ধ বেধে গিয়েছে! আর ভিতরে এই অর্দ্ধোন্মাদ পিতামহের মনের মধ্যে সেই যুদ্ধ চলেছে! [ মেঘগর্জ্জন ] ঐ আবার।

সাজাহান। অস্ত্র নাও, অস্ত্র নাও! অসি, ভল্ল, তীর, কামান নিয়ে ছোটো। তা'রা আস্‌ছে, তা'রা আস্‌ছে।—যুদ্ধ কর্ব্ব। রণবাদ্য বাজাও। নিশান উড়াও।—ঐ তা'রা আস্‌ছে।—দূর হ, রক্তলোলুপ শয়তানের দূত। আমায় চিনিস্ না! আমি সম্রাট্ সাজাহান। স'রে দাঁড়া।

জহরৎ। ঠাকুর্দ্দা, উত্তেজিত হবেন না। চলুন আপনাকে শুইয়ে রেখে আসি।

সাজাহান। না। আমি সরে' গেলেই তা'রা দারাকে বধ কর্ব্বে।—কাছে আসিস্ না, খবর্দ্দার—

জহরৎ। ঠাকুর্দ্দা—

সাজাহান। কাছে আসিস্ না। তোদের নিঃশ্বাসে বিষ আছে,—সে নিঃশ্বাস বন্ধ জলার

বাতাসের চেয়ে বিষাক্ত, পচা হাড়ের চেয়ে দুর্গন্ধ! আর এক পা এগোস্‌নে বল্‌ছি।

জহরৎ। ঠাকুর্দ্দা। রাত্রি গভীর। শোবেন আসুন।

( জাহানারার প্রবেশ )

জাহানারা। কি করুণ দৃশ্য। পিতৃহারা বালিকা পুত্রহারা বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। অথচ তার নিজের বুকের মধ্যে ধূ-ধূ করে' আগুন জ্বলে' যাচ্ছে। কি করুণ। দেখে যাও ঔরংজীব। তোমার কীর্ত্তি দেখে যাও।

জহরৎ। পিসীমা। তুমি উঠে এলে যে?

জাহানারা। মেঘের গর্জ্জনে ঘুম ভেঙ্গে গেল।—বাবা আবার উন্মাদের মত বক্‌ছেন?

জহরৎ। হাঁ পিসীমা।

জাহানারা। ঔষধ দিয়েছ?

জহরৎ। দিয়েছি।—কিন্তু এবার জ্ঞান হ'তে বিলম্ব হচ্ছে কেন জানি না।

সাজাহান। কে কর্লে। কে কর্লে!

জহরৎ। কি ঠাকুর্দ্দা।

সাজাহান। মেরেছে। মেরেছে। ঐ রক্ত ছুটে বেরোচ্ছে। ঘর ভেসে গেল।—দেখি। [ছুটিয়া গিয়া দারার কল্পিত রক্তে হস্ত দুখানি মাখিয়া] এখনও গরম—ধোঁয়া উঠ্‌ছে।

জাহানারা। বাবা। এত রাত্রি হয়েছে, এখনও শোন নি।

সাজাহান। ঔরংজীব। আমার পানে তাকিয়ে হাস্‌ছো? হাস্‌ছো।—না দুরাত্মা। তোমায় শাস্তি দিব। দাঁড়া ঘাতক। হাত-যোড় করে দাঁড়া।—কি। ক্ষমা চাচ্ছিস্?—ক্ষমা!—ক্ষমা নাই! আমার পুত্র বলে' ক্ষমা কর্ব্ব ভেবেছিস্!—না। তোকে তুষানলে দগ্ধ কর্ব্বার আজ্ঞা দিলাম। যাও, নিয়ে যাও।

জাহানারা। বাবা, শো'ন্ গে যান্।

জহরৎ। আসুন দাদা আমার [হাত ধরিলেন]

সাজাহান। কি মমতাজ! তুমি ওর হয়ে ক্ষমা চাচ্ছ! না, আমি ক্ষমা কর্ব্ব না। বিচার করেছি। দারাকে মেরেছে।

জাহানারা। না বাবা, মারে নি। ঘুমোন্ গে যান।

সাজাহান। মারে নি? মারে নি—সত্য মারে নি? তবে এ কি দেখলাম। স্বপ্ন?

জাহানারা। হাঁ বাবা স্বপ্ন।

সাজাহান। তবু ভালো। কিন্তু বড় দুঃস্বপ্ন। যদি সত্য হয়!—কি জহরৎ। কাঁদছিস্ যে!—তবে এ স্বপ্ন নয়। স্বপ্ন নয়?—ও—হো—হো—হো—হো—!

( মেঘগর্জ্জন )

জহরৎ। এ কি হচ্ছে বাহিরে! আজ রাত্রিই কি পৃথিবীর শেষ রাত্রি!—'সব ক্ষেপে গিয়েছে, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মাটী—সব ক্ষেপে গিয়েছে।—উঃ, কি ভয়ঙ্কর রাত্রি।

সাজাহান। এ সব কি জাহানারা?

জাহানারা। বাবা! রাত্রি গভীর। ঘুমোন। আপনি ত' উন্মাদ নন।

সাজাহান। না, আমি উন্মাদ নই। বুঝ্‌তে পেরেছি, বুঝ্‌তে পেরেছি।—বাহিরে ওসব কি হচ্ছে জাহানারা?

জাহানারা। বাহিরে একটা প্রলয় বহে' যাচ্ছে। ঐ শুনুন বাবা—মেঘের গর্জ্জন। ঐ শুনুন—বৃষ্টির শব্দ। ঐ শুনুন—বাতাসের হুঙ্কার। মুহুর্মুহুঃ বজ্রধ্বনি হচ্ছে। বৃষ্টি জলপ্রপাতের মত নেমে আস্‌ছে। আর ঝঞ্ঝা সেই বৃষ্টির ধারা পৃথিবীর মুখে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

সাজাহান। দে বেটারা। খুব দে খুব দে। পৃথিবী নীরব হয়ে সব সহ্য কর্ব্বে। ও তোদের জন্ম দিয়েছিল কেন।—ও তোদের বুকে করে' মানুষ করেছিল কেন? তোরা বড় হয়েছিস্। আর মানাব কেন।—ওর যেমন কর্ম্ম: তেমনি ফল। দে বেটারা। কি কর্ব্বে ও? রাশি রাশি গৈরিক জ্বালা উদ্‌গমন কর্ব্বে? করুক, সে গৈরিক জ্বালা আকাশে উঠে দ্বিগুণ জোরে তারই বুকে এসে লাগবে? সে সমুদ্রতরঙ্গ তুলে ক্রোধে ফুলে উঠবে। উঠুক, সে তরঙ্গ তার নিজের বক্ষের উপরই দীর্ঘশ্বাসে ছড়িয়ে পড়্‌বে; তার অন্তর্নিরুদ্ধ বাষ্পে সে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠ্‌বে? কিছু ভয় নেই। তাতে সে নিজেই ফেটে যাবে। তোদের কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে না—অথর্ব্ব বুড়া বেটি। ও বেটা কেবল শস্য দিতে পারে, বারি দিতে পারে, পুষ্প দিতে পারে। আর কিছু পারে না। দে, ওর বুকের উপর দিয়ে দলে', দলে', চষে, দিয়ে যা। ও কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে না—দে বেটারা।

—মা। একবার গর্জ্জে' উঠতে পারে না?

প্রলয়ের ডাকে ডেকে, শত সূর্য্যের প্রভায় জলে উঠে ফেটে চৌচির হয়ে মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে একবার ছটকে যেতে পারো মা?—দেখি ওরা কোথায় থাকে?

[ দন্তঘর্ষণ ]

জাহানারা। বাবা! বৃথা এই ক্রোধে কি হবে! শোবেন আসুন।

সাজাহান। সত্য মা—বৃথা! বৃথা! বৃথা!

[ মেঘগর্জ্জন ]

জহরৎ। উঃ! কি রাত্রি পিসীমা! উঃ! কি ভয়ঙ্কর!

সাজাহান। ইচ্ছা কর্চ্ছে জাহানারা, যে এই রাত্রির ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে একবারে ছুটে বেরোই। আর এই সাদা চুল ছিঁড়ে, এই বাতাসে উড়িয়ে, এই বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিই। ইচ্ছা কর্চ্ছে যে আমার বুকখানা খুলে বজ্রের সম্মুখে পেতে দিই। ইচ্ছা কর্চ্ছে যে এখান থেকে আমার আত্মাকে টেনে ছিঁড়ে বা'র করে' তা ঈশ্বরকে দেখাই। ঐ আবার গর্জ্জন।—মেঘ! বার বার কি নিষ্ফল গর্জ্জন কর্চ্ছ? তোমার আঘাতে পৃথিবীর বক্ষ খান খান করে' দিতে পারো? অন্ধকার? কি অন্ধকার হয়েছো! তোমার পিছনে ঐ সূর্য্য নক্ষত্রগুলোকে একেবারে গিলে খেয়ে ফেল্‌তে পারো?

[ মেঘগর্জ্জন ]

জাহানারা। ঐ আবার।

তিনজনে একত্রে। উঃ! কি রাত্রি!

——

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান গোয়ালিয়র দুর্গ। কাল—প্রভাত

সোলেমন ও মহম্মদ

সোলেমন। শুনেছো মহম্মদ! বিচারে কাকার প্রাণদণ্ড হয়েছে?

মহম্মদ। বিচারে নয় দাদা, বিচারের নামে। এক বাকি ছিলেন এই কাকা। আজ তাঁরও শেষ হ'লো!

সোলেমন। মহম্মদ! তোমার শ্বশুরের কিসে মৃত্যু হয়?

মহম্মদ। ঠিক জানি না। কেউ বলে তিনি সস্ত্রীক জলমগ্ন হ'ন; কেউ বলে তিনি সস্ত্রীক যুদ্ধে নিহত হ'ন। পুত্রকন্যারা আত্মহত্যা করে।

সোলেমন। তা হ'লে তাঁর পরিবারের আর কেউ রৈল না।

মহম্মদ। না।

সোলেমন। তোমার স্ত্রী শুনেছে?

মহম্মদ। শুনেছে। কাল সারারাত্রি কেঁদেছে; ঘুমায় নি।

সোলেমন। মহম্মদ! তোমার এত বড় দুঃখ দৈতে পাচ্ছ?

মহম্মদ। আর তোমার এ বড় সুখ! পিতা মাতার উদ্দেশে বেরিয়েছিলে; আর দেখা হ'লো না।

সোলেমন। আবার সে কথা মনে করিয়ে দিচ্ছ! মহম্মদ, তুমি এত নিষ্ঠুর।—তোমার পিতা কি তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, আমাকে নিত্য এই রকমে দগ্ধ কর্ত্তে। কোথায় আমায় সান্ত্বনা দেবে—

মহম্মদ। দাদা। যদি এই বক্ষের রক্ত দিলে তোমার কিছুমাত্র সান্ত্বনা হয়ত বল, আমি ছুরি এনে এইক্ষণেই আমার বুকে বসিয়ে দেই।

সোলেমন। সত্য বলেছো মহম্মদ। এ দুঃখে সান্ত্বনা নাই। যদি সম্পূর্ণ বিস্মৃতি এনে দিতে পারো, যদি অতীত একেবারে লুপ্ত করে' দিতে পারো—দাও।

মহম্মদ। এমন কোন এক ঔষধ নাই কি দাদা। এমন একটা বিষ নাই যে—

সোলেমন। ঐ দেখ মহম্মদ। সিপারকে দেখ।

( সেতুর উপর সিপারের প্রবেশ )

সোলেমন। ঐ দেখ ঐ বালককে—আমার ছোট ভাই সিপারকে দেখ। দেখ ঐ মূক স্থিরমূর্ত্তি। বুকের উপর বাহু বদ্ধ করে' একদৃষ্টে দূর শূন্যের দিকে চেয়ে আছে—নির্ব্বাক্‌। এমন ভয়ানক করুণ দৃশ্য কখন দেখেছো মহম্মদ?—এর পরে আর নিজের দুঃখের কথা ভাব্‌তে পারো?

মহম্মদ। উঃ কি ভয়ানক।—সত্য বলেছো।

আমাদের দুঃখ উচ্চারণ করা যায়। কিন্তু এ দুঃখ বাক্যের অতীত। বালক যখন কাঁদে, তখন যদি কাছে একটা ভীষণ আর্ত্তনাদ ওঠে, অমনি বালকের ক্রন্দন ভয়ে থেমে যায়। তেমনই আমাদের দুঃখ এর কাছে ভয়ে নীরব হয়ে যায়।

সোলেমন। ঐ দেখ চক্ষু দু'টি মুদ্রিত করে' দুই হস্ত মর্দ্দন কর্চ্ছে! যেন যন্ত্রণায় হাহাকার কর্ত্তে চাচ্ছে, তবু বাক্যে স্ফূর্ত্তি হচ্ছে না?—সিপার। সিপার। ভাই!

( সিপার একবার সোলেমনের দিকে চাহিয়া পরে চলিয়া গেল। )

মহম্মদ। দাদা।

সোলেমন। মহম্মদ!

মহম্মদ। আমায় ক্ষমা কর।

সোলেমন। তোমার দোষ কি!

মহম্মদ। না দাদা, আমায় ক্ষমা কর। এত পাপের ভার পিতা সৈতে পার্ব্বেন না। তাই তার অর্দ্ধেক ভার আমি নিজের ঘাড়ে নিলাম। আমি ঘোরতর পাপী। আমায় ক্ষমা কর।

[ জানু পাতিলেন ]

সোলেমন। ওঠো ভাই।—মহৎ, উদার বীর। তোমায় ক্ষমা কর্ব্ব আমি!—তুমি যা সইছ, স্বেচ্ছায় ধর্ম্মের জন্য সইছ। আমি শুধু হতভাগ্য!

মহম্মদ। তবে বল; আমার প্রতি তোমার কোন বিদ্বেষ নাই? ভাই বলে' আমায় আলিঙ্গন কর।

সোলেমন। ভাই আমার।

[ আলিঙ্গন ]

মহম্মদ। ঐ দেখ তা'রা কাকাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে।

( সোলেমন সেই দিকে চাহিলেন।—সেতুর উপরে প্রহরিগণ-বেষ্টিত মোরাদ প্রবেশ করিলেন। )

[ মোরাদ উচ্চৈঃস্বরে ] আল্লা! আমার পাপের শাস্তি আমি পাচ্ছি। দুঃখ নাই। কিন্তু ঔরংজীব বাদ যায় কেন।

নেপথ্যে। কেউ বাদ যাবে না। নিক্তির ওজনে ফিরে যাবে!

সোলেমন। ও কার স্বর?

মহম্মদ। আমার স্বীর।

নেপথ্যে। তার যে শাস্তি আস্‌ছে, তার কাছে তোমার এই শাস্তি ত পুরস্কার।—কেউ বাদ যাবে না। কেউ বাদ যাবে না।

মোরাদ। [ সোল্লাসে ] তারও শাস্তি হবে! তবে আমায় বধ্যভূমিতে নিয়ে চল! আর দুঃখ নাই—

( সপ্রহরী মোরাদ চলিয়া গেলেন। )

সোলেমন। মহম্মদ! এ কি! তুমি যে একদৃষ্টে ওদিকে চেয়ে রয়েছো? কি দেখ্‌ছো?

মহম্মদ। নরক। এ ছাড়া কি আরো একটা নরক আছে? সে কি রকম খোদা?

---

## পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—ঔরংজীবের বহিঃকক্ষ

কাল—দ্বিপ্রহর রাত্রি

ঔরংজীব একাকী

ঔরংজীব। যা করেছি—ধর্ম্মের জন্য। যদি অন্য উপায়ে সম্ভব হোত।—[ বাহিরের দিকে চাহিয়া ] উঃ, কি অন্ধকার!—কে দায়ী?—আমি!—এ বিচার, ও কি শব্দ?—না, বাতাসের শব্দ! এ কি! কোনমতেই এ চিন্তাকে মন থেকে দূর কর্ত্তে পাচ্ছি না। রাত্রে তন্দ্রায় ঢুলে পড়ি, কিন্তু নিদ্রা আসে না। [ দীর্ঘনিঃশ্বাস ] উঃ, কি স্তব্ধ। এত স্তব্ধ কেন! [ পরিক্রমণ; পরে সহসা দাঁড়াইয়া ] ও কি! আবার সেই দারার ছিন্ন শির!—সুজার রক্তাক্ত দেহ!—মোরাদের কবন্ধ!—যাও সব। আমি বিশ্বাস করি না। ঐ তা'রা আবার!—আমায় ঘিরে নাচছে।—কে তোমরা? জ্যোতির্ম্ময়ী ধূমশিখার মত মাঝে মাঝে আমার জাগ্রৎ তন্দ্রায় এসে দেখা দিয়ে যাও!—চলে' যাও!—ঐ মোরাদের কবন্ধ আমায় ডাক্‌ছে; দারার মুণ্ড আমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে; সুজা হাস্‌ছে—এ কি সব।—ওঃ [ চক্ষু ঢাকিলেন; পরে চাহিয়া ] যাক্‌। চলে' গিয়েছে। উঃ—দেহে দ্রুত রক্তস্রোত বইছে। মাথার উপর যেন পর্ব্বতের ভার।

( দিলদারের প্রবেশ )

ঔরংজীব। [ চমকিয়া ] দিলদার?

দিলদার। জাঁহাপনা।

ঔরংজীব। এ সব কি দেখলাম ?—জানো ?

দিলদার। বিবেকের যবনিকার উপর উত্তপ্ত চিন্তার প্রতিচ্ছবি।—তবে আরম্ভ হয়েছে ?

ঔরংজীব। কি ?

দিলদার। অনুতাপ। জান্তাম, হ'তেই হবে। এতবড় অস্বাভাবিক আচরণ—নিয়মের এতবড় ব্যতিক্রম—প্রকৃতি কি বেশী দিন সয় ?—সয় না।

ঔরংজীব। নিয়মের কি ব্যতিক্রম দিলদার ?

দিলদার। এই বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করে' রাখা। জানেন জাঁহাপনা, আপনার পিতা আপনার নির্ম্মমতায় আজ উন্মাদ!—তার উপর উপর্য্যুপরি এই ভ্রাতৃহত্যা ? এতবড় পাপ কি অমনি যাবে ?

ঔরংজীব। কে বলে আমি ভ্রাতৃহত্যা করেছি ? এ কাজীর বিচার।

দিলদার। চিরকালটা পরকে ছলনা করে' কি জাঁহাপনার বিশ্বাস জন্মেছে যে, নিজেকেও ছলনা কর্ত্তে পারেন ? সেইটেই সকলের চেয়ে শক্ত। ভাইকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে পারেন। কিন্তু বিবেককে শীঘ্র টুঁটি টিপে মারতে পারেন না। হাজার তার গলা চেপে ধরুন, তবু তার নিম্ন, গভীর, আচ্ছাদিত ভগ্নধ্বনি—হৃদয়ের মধ্যে থেকে থেকে বেজে উঠবে—এখন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন।

ঔরংজীব। যাও তুমি এখান থেকে। কে তুমি দিলদার—যে ঔরংজীবকে উপদেশ দিতে এসেছো ?

দিলদার। কে আমি ঔরংজীব ? আমি মির্জ্জা মহম্মদ নিয়ামৎ খাঁ।

ঔরংজীব। নিয়ামৎ খাঁ হাজী! এসিয়ার বিজ্ঞতম সুধী নিয়ামৎ খাঁ!

দিলদার। হাঁ ঔরংজীব! আমি সেই নিয়ামৎ খাঁ। শোনো, আমি রাজনীতিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এসে, ঘটনাক্রমে এই পারিবারিক বিগ্রহের আবর্ত্তের মধ্যে পড়েছিলাম! সেই অভিজ্ঞতা লাভের জন্য জঘন্য বিদূষক সেজেছি, একবার একটা সামান্য চাতুরীতেও নেমেছি।—কিন্তু যে অভিজ্ঞতা নিয়ে আজ এখান থেকে বেরোচ্ছি—মনে হয় যে সেটুকু না নিয়ে গেলে ছিল ভালো।—ঔরংজীব! ভেবেছিলে যে আমি তোমার রৌপ্যের জন্য এতদিন তোমার দাসত্ব কচ্ছিলাম ? বিদ্যার এখনও এ তেজ আছে যে, সে ঐশ্বর্য্যের মস্তকে পদাঘাত করে। আমি চল্লাম সম্রাট্!

[ গমনোদ্যত।

ঔরংজীব। জনাব!—

দিলদার। না, আমায় ফেরাতে পার্ব্বে না ঔরংজীব!—আমি চল্লাম। তবে একটা কথা বলে' যাই। মনে ভাব্‌ছো যে, এই জীবন-সংগ্রামে তোমার জয় হয়েছে ?—না, এ তোমার জয় নয় ঔরংজীব! এ তোমার পরাজয়। বড় পাপের বড় শাস্তি!—অধঃপতন। তুমি যত ভাব্‌ছো উঠ্‌ছো, সত্যসত্যই তুমি তত পড়্‌ছো। তারপর যখন তোমার যৌবনের নেশা ছুটে যাবে, যখন সাদা চোখে দেখবে যে নিজের আর স্বর্গের মধ্যে কি মহা ব্যবধান খনন করেছো, তখন তার পানে চেয়ে তুমি শিউরে উঠ্‌বে।—মনে রেখো।

[ প্রস্থান।

( ঔরংজীব নতশিরে বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন। )

---

## ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—আগ্রার প্রাসাদ-অলিন্দ। কাল—অপরাহ্ণ
জাহানারা ও জহরৎ-উন্নিসা বসিয়া গল্প করিতেছিলেন

জাহানারা। জহরৎ-উন্নিসা! ঔরংজীবের মত এমন সৌম্য, সহাস্য, মনোহর পাষণ্ড তুমি দেখেচো কি মা!

জহরৎ। না। আমার একটা ভয় হয় পিসীমা! ভিতরে এত ক্রূর, বাহিরে এত সরল ; ভিতরে এত প্রবল, বাহিরে এত স্থির ; ভিতরে এত বিষাক্ত, আর বাহিরে এত মধুর!—এও কি সম্ভব। আমার ভয় হয়!

জাহানারা। আমার কিন্তু একটা ভক্তি হয়। বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হয়ে যাই যে, মানুষ এমন হাসতে পারে—সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্রের লোলুপ চাহনি চাহিতে পারে ; এমন মৃদু কথা কইতে

পারে—যখন সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে বিদ্বেষের জ্বালায় জ্বলে' যাচ্ছে; ঈশ্বরের কাছে এমন হাতযোড় কর্ত্তে পারে—যখন ভিতরে নূতন শয়তানী মতলব কর্চ্ছে।—বলিহারি!

জহরৎ। ঠাকুর্দ্দাকে এই রকম বন্দী করে' রেখেছেন, অথচ রাজকার্য্যে তাঁর উপদেশ চেয়ে পাঠাচ্ছেন। তাঁর সম্মুখে তাঁর পুত্রদের একে একে হত্যা কর্চ্ছেন—অথচ প্রতিবারই তাঁর ক্ষমা চেয়ে পাঠাচ্ছেন। যেন কত লজ্জা, কত সঙ্কোচ! অদ্ভুত!—ঐ যে ঠাকুর্দ্দা আস্‌ছেন।

( সাজাহানের প্রবেশ )

সাজাহান। দেখ কেমন সেজেছি জাহানারা, দেখ জহরৎ-উন্নিসা। ঔরংজীব এ রত্ন সব পাছে চুরি ক'রে নেয়, তাই আমি পরে' পরে' বেড়াচ্ছি! কেমন দেখাচ্ছে! [ জহরৎকে ] আমাকে তোর বিয়ে কর্ত্তে ইচ্ছে হচ্ছে না?

জহরৎ। আবার জ্ঞান হারিয়েছেন! উন্মত্ততা মাঝে মাঝে চন্দ্রের উপর শরতের মেঘের মত এসে চলে' যাচ্ছে!

সাজাহান। [ সহসা গম্ভীর হইয়া ] কিন্তু খবর্দ্দার। বিয়ে করিস্ না, [ নিম্নস্বরে ] ছেলে হ'লে তোকে কয়েদ করে' রেখে দেবে, তোর গহনা কেড়ে নেবে। বিয়ে করিস্ না।

জাহানারা। দেখছো মা! এ উন্মত্ততা নয়। এর সঙ্গে জ্ঞান জড়ানো রয়েছে। এ যেন একটা ছন্দে বিলাপ।

জহরৎ। জগতে যত রকম করুণ দৃশ্য আছে, জ্ঞানী উন্মাদের মত করুণ দৃশ্য বুঝি আর নাই। একটা সুন্দর প্রতিমা যেন ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে' রয়েছে।—উঃ বড় করুণ।

[ চক্ষে বস্ত্র দিয়া প্রস্থান।

সাজাহান। আমি উন্মাদ হই নাই জাহানারা! গুছিয়ে বল্‌তে পারি—চেষ্টা কর্লে গুছিয়ে বল্‌তে পারি।

জাহানারা। তা জানি বাবা!

সাজাহান। কিন্তু আমার হৃদয় ভেঙ্গে গিয়েছে! এত বড় দুঃখ ঘাড়ে করে' যে বেঁচে আছি, তাই আশ্চর্য্য। দারা, সুজা, মোরাদ, —সবাইকে মার্লে? আর তাদের একটা ছেলেও রৈল না প্রতিহিংসা নিতে!—সব মার্লে!

( ঔরংজীবের প্রবেশ )

সাজাহান। এ কে? [ সভীত বিস্ময়ে ] এ—এ যে সম্রাট্!

জাহানারা। [ আশ্চর্য্যে ] তাই ত' ঔরংজীব!

ঔরংজীব। পিতা!—

সাজাহান। আমার মণিমুক্তা নিতে এসেছ! দেবো না—দেবো না! এক্ষণই সব লোহার মুগুর দিয়ে গুঁড়ো করে' ফেল্‌বো!

[ গমনোদ্যত ]

ঔরংজীব। [ সম্মুখে আসিয়া ] না পিতা, আমি মণিমুক্তা নিতে আসি নি।

জাহানারা। তবে বোধ হয় পিতাকে বধ কর্ত্তে এসেছো। পিতৃ-হত্যাটা আর বাকি থাকে কেন!—হয়ে যাক্।

সাজাহান। বধ কর্ব্বে!—আমায় হত্যা কর্ব্বে! কর ঔরংজীব!—আমাকে হত্যা কর! —তার বিনিময়ে এইসব মণিমুক্তা তোমায় দেবো; আর—মর্ব্বার সময় তোমার এই অনুগ্রহের জন্য আশীর্ব্বাদ করে' মর্ব্ব। এই লোল বক্ষ খুলে দিচ্ছি। তোমার ছুরি বসিয়ে দেও।

ঔরংজীব। [ সহসা জানু পাতিয়া ] আমাকে এর চেয়ে আরও অপরাধী কর্ব্বেন না পিতা! আমি পাপী—ঘোরতর পাপী।—সেই পাপের প্রদাহে জ্বলে' পুড়ে যাচ্ছি। দেখুন পিতা—এই শীর্ণ দেহ, এই কোটরগত চক্ষু, এই শুষ্ক পাণ্ডুর মুখ। তা'রা সাক্ষ্য দিবে।

সাজাহান। শীর্ণ হয়ে গিয়েছে। সত্য, শীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

জাহানারা। ঔরংজীব! ভূমিকার প্রয়োজন নাই। এখানে একজন আছে—যে তোমায় বেশ জানে। নূতন কি শয়তানী মতলব করে' এসেছো বল! কি চাও এখানে?

ঔরংজীব। পিতার মার্জ্জনা।

জাহানারা। মার্জ্জনা! এটা ত' খুব নূতন রকম করেছো ঔরংজীব।

ঔরংজীব। আমি জানি ভগ্নী—

জাহানারা। স্তব্ধ হও।

সাজাহান। বল্‌তে দেও জাহানারা।—বল। কি বল্‌তে চাও। ঔরংজীব?

ঔরংজীব। কিছু বল্‌তে চাই না। শুদ্ধ আপনার মার্জ্জনা চাই।

(জাহানারা ব্যঙ্গ হাসি হাসিলেন।)

ঔরংজীব একবার জাহানারার পানে চাহিয়া পরে সাজাহানকে কহিলেন,—"যদি এ প্রার্থনা কপট বিবেচনা করেন, ত' পিতা আসুন আমার সঙ্গে; আমি এই দণ্ডে প্রাসাদদুর্গের দ্বার খুলে দিচ্ছি; আর আপনাকে আগ্রার সিংহাসনে সর্ব্বজনসমক্ষে বসিয়ে সম্রাট্‌ ব'লে অভিবাদন কর্চ্ছি। এই আমার রাজমুকুট আপনার পদতলে রাখলাম।

(এই বলিয়া ঔরংজীব মুকুট খুলিয়া সাজাহানের পদতলে রাখিলেন।)

সাজাহান। আমার হৃদয় গলে' যাচ্ছে, গলে' যাচ্ছে।

ঔরংজীব। আমায় ক্ষমা করুন পিতা!

[ চরণদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন ]

সাজাহান। পুত্র! [ ঔরংজীবকে ধরিয়া উঠাইয়া পরে নিজের চক্ষু মুছিলেন ]

জাহানারা। এ উত্তম অভিনয় ঔরংজীব!

সাজাহান। কথা কসনে জাহানারা! পুত্র আমার পা জড়িয়ে আমার ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছে। আমি কি তা না দিয়ে থাক্‌তে পারি?—হা রে বাপের মন! এত দিন ধরে' তোর হৃদয়ের নিভৃতে বসে' এইটুকুর জন্য আরাধনা কর্চ্ছিলি! এক মুহূর্ত্তে এই ক্রোধ গলে' জল হয়ে গেল!

ঔরংজীব। আসুন পিতা—আপনাকে আবার আগ্রার সিংহাসনে বসাই। বসিয়ে মক্কায় গিয়ে আমার পাতকের প্রায়শ্চিত্ত করি।

সাজাহান। না, আমি আর সম্রাট্‌ হয়ে বসতে চাই না। আমার সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। —এ সাম্রাজ্য তুমি ভোগ কর পুত্র! এ মণিমুক্তা মুকুট তোমার।—আর মার্জ্জনা!—ঔরংজীব—ঔরংজীব! না, সে সব মনে কর্ব্ব না! ঔরংজীব!—তোমার সব অপরাধ ক্ষমা কর্‌লাম।

[ চক্ষু ঢাকিলেন ]

জাহানারা। পিতা! দারার হত্যাকারীকে ক্ষমা!—

সাজাহান। চুপ!—জাহানারা! এ সময়ে আমার সুখে আর ঘা দিসনে। তাদের ত' আর ফিরে পাবো না।—সাত বৎসর দুঃখে কাটায়েছি, এতদিন বড় জ্বালায় জ্বলেছি। শোকে উন্মাদ হয়ে গিয়েছি। দেখ্‌ছিস্‌ ত'। একদিন সুখী হ'তে দে। তুইও ঔরংজীবকে ক্ষমা কর্‌ মা।—ঔরংজীব, জাহানারার ক্ষমা চাও।

ঔরংজীব। আমাকে ক্ষমা কর ভগ্নী।—

জাহানারা। চাইতে পার্চ্ছ?—পিতার মত আমার স্থবিরত্ব হয় নি। রাজদস্যু! ঘাতক! শঠ!—

সাজাহান। তোরই মত মাতৃহারা জাহানারা —তোরই মত বেচারী! ক্ষমা কর।—ওর মা যদি এখন বেঁচে থাক্‌তো, সে কি কর্ত্ত জাহানারা?—তার সেই মায়ের ব্যথা যে সে আমার কাছে জমা রেখে গিয়েছে।—কি জাহানারা? তবু নিস্তব্ধ! চেয়ে দেখ্‌, এই সন্ধ্যাকালে ঐ যমুনার দিকে—দেখ্‌, সে কি স্বচ্ছ। চেয়ে দেখ্‌ ঐ আকাশের দিকে—দেখ্‌, সে কি গাঢ়। চেয়ে দেখ্‌ ঐ কুঞ্জবনের দিকে—দেখ্‌, সে কি সুন্দর! আর চেয়ে দেখ—ঐ প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রু, ঐ অনন্ত আক্ষেপের আপ্লুত বিয়োগের অমর কাহিনী—ঐ স্থির মৌন নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মন্দির, ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ—সে কি করুণ! তাদের দিকে চেয়ে ঔরংজীবকে ক্ষমা কর্‌—আর ভাব্‌তে চেষ্টা কর্‌ যে—এ সংসারকে যত খারাপ ভাবিস্‌—সে তত খারাপ নয়। জাহানারা!

জাহানারা। ঔরংজীব! এখানে তোমার জয় সম্পূর্ণ হ'লো। ঔরংজীব—আমার এই জীর্ণ মুমূর্ষু পিতার অনুরোধে আমি তোমায় ক্ষমা কর্লাম।

[ মুখ ঢাকিলেন ]

( বেগে জহরৎ-উন্নিসার প্রবেশ )

জহরৎ। কিন্তু আমি ক্ষমা করি নাই ঘাতক। পৃথিবী শুদ্ধ যদি তোমায় ক্ষমা করে, আমি কর্ব্ব না। আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি; ক্রুদ্ধ ফণিনীর উষ্ণ নিঃশ্বাসে আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি। সে অভিশাপের

ভৈরবী ছায়া যেন একটা আতঙ্কের মত তোমার আহারে বিহারে তোমার পিছনে পিছনে ফেরে। নিদ্রায় সেই অভিশাপের পর্ব্বতভার যেন তোমার বক্ষে চেপে ধরে। সেই অভিশাপের বিকট ধ্বনি যেন তোমার সকল বিজয়বাদ্যে বেসুরা বেজে উঠে। তুমি আমার পিতাকে হত্যা করে' যে সাম্রাজ্য অধিকার করেছো, আমি অভিশাপ দেই, যেন তুমি দীর্ঘকাল বাঁচো, আর সেই সাম্রাজ্য ভোগ কর; যেন সেই সাম্রাজ্য তোমার কালস্বরূপ হয়; যেন সে একটা পাপ থেকে কেবল গাঢ়তর পাপে তোমায় নিক্ষেপ করে;—যাতে মর্ব্বার সময় তোমার ঐ উত্তপ্ত ললাটে ঈশ্বরের করুণার এককণাও না পাও।

(সাজাহান, ঔরংজীব ও জাহানারা তিন জনেই শির অবনত করিয়া রহিলেন।)

———

যবনিকা

# সিংহল-বিজয়

## কুশীলবগণ

### পুরুষ

| | | | |
|---|---|---|---|
| সিংহবাহু | ... | ... | বঙ্গেশ্বর |
| বিজয় | ... | ... | জ্যেষ্ঠ রাজকুমার। ( প্রথম পক্ষের ) |
| সুমিত্র | ... | ... | কনিষ্ঠ ঐ ( দ্বিতীয় পক্ষের ) |
| বিজিত | ... | ... | বিজয়ের বন্ধু ( রাজপুত্র ) |
| উরুবেল, অনুরোধ | | ... | বিজয়ের সহচর |

মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, ভৈরব, ডাকাত প্রভৃতি।

| | | | |
|---|---|---|---|
| কালসেন | ... | ... | নূতন লঙ্কেশ্বর |
| জয়সেন | ... | ... | কালসেনের প্রথম পক্ষের পুত্র |
| উৎপলবর্ণ | ... | ... | লঙ্কার পুরোহিত |
| বিশালাক্ষ | ... | ... | ঐ সেনাপতি |

বিরূপাক্ষ, তাপস প্রভৃতি

### স্ত্রী

| | | | |
|---|---|---|---|
| মহারাণী | ... | ... | বঙ্গেশ্বরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী |
| সুরমা | ... | ... | ঐ প্রথম পক্ষের কন্যা |
| লীলা | ... | ... | বিজয়ের পত্নী |
| বসুমিত্রা | ... | ... | লঙ্কার রাণী |
| কুবেণী | ... | ... | বসুমিত্রার কন্যা |
| জুমেলিয়া | ... | ... | কুবেণীর সখী |

নর্ত্তকী, পরিচারিকা প্রভৃতি।

# সিংহল-বিজয়

—*—

## প্রথম অঙ্ক

—*—

### প্রথম দৃশ্য

স্থান—বঙ্গরাজ সিংহবাহুর বিচারালয়

কাল—প্রভাত

মহারাজ সিংহবাহু সিংহাসনে আসীন। সম্মুখে—একদিকে বিজয়সিংহ, অপর দিকে অমাত্যগণ, কর্ম্মচারিগণ, এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকন্যা দণ্ডায়মান

সিংহবাহু। ব্রাহ্মণ! এই প্রকাশ্য দরবারে আমার পুত্র বিজয়ের বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ ব্যক্ত কর।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! ন্যায়বিচার কর্ব্বেন।

সিংহ। ন্যায়বিচার ব্রাহ্মণ! এ কথা জগতে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র নয় কি মন্ত্রি, যে বঙ্গেশ্বর সিংহবাহু বিচারে পাত্রাপাত্র ভেদ করেন না! সে বঙ্গবাসী ও বিদেশীকে একই চক্ষে দেখে।

মন্ত্রী। সে কি ব্রাহ্মণ, এ কথা কি তোমার অবিদিত যে, মহারাজের বিচার ঈশ্বরের বিধানের ন্যায়, নির্ম্মম, নিরপেক্ষ; স্বর্গে ইন্দ্রদেব, আর মর্ত্তে মহারাজ সিংহবাহু পরস্পরের দিকে চেয়ে আছেন আর পরস্পরকে হিংসা কর্চ্ছেন। ব্রহ্মাও তাঁদের পদতলে পড়ে' আছে।

সিংহ। বল ব্রাহ্মণ, রাজপুত্রের বিপক্ষে অভিযোগ নির্ভয়ে ব্যক্ত কর। আমাদের পক্ষে সে কথা যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন, কোন দ্বিধার কারণ নাই।

ব্রাহ্মণ। মহারাজের ন্যায় বিচারের যশ শুভ্র-কৌমুদীর মত সংসারকে ছেয়ে আছে। সেই ন্যায় বিচারের আজ পরীক্ষা হবে। মহারাজ—

সিংহ। বলে' যাও ব্রাহ্মণ! থাম্লে কেন—কোন ভয় নাই, বলে, যাও।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ, আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়সিংহ—

সিংহ। বলে' যাও।

ব্রাহ্মণ। মহারাজের এই বঙ্গরাজ্য সরিৎ-শীতল, শস্যশ্যামল, শান্তিময় সমৃদ্ধ জনপদ। এ সুখের আবাস, শান্তির লীলাভূমি। আর মহারাজের দৃঢ় কঠোর শাসন তাকে বুক দিয়ে ঘিরে রক্ষা কর্চ্ছে। কিন্তু—

সিংহ। কিন্তু?

মন্ত্রী। কিন্তু কি ব্রাহ্মণ! মহারাজের এ শাসনে 'কিন্তু' নাই।

ব্রাহ্মণ। বিজয়সিংহের ও তাঁর সহচরদিগের অত্যাচারে এই রাজ্যে বাস করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রকাশ্য রাজপথে পথিকের সম্পত্তিলুণ্ঠন, নিরীহ গৃহস্থের অন্তঃপুরে প্রবেশ, কুলাঙ্গনার লাঞ্ছনা—এইসব অত্যাচার অসহ্য হয়ে পড়েছে।—তাই আজ নিরুপায় হ'য়ে মহারাজের কাছে এসেছি।

মন্ত্রী। ব্রাহ্মণ! তুমি কার বিপক্ষে এই গুরুতর অভিযোগ কর্চ্ছ জান?

ব্রাহ্মণ। জানি। যুবরাজ বিজয়সিংহের বিপক্ষে। কিন্তু আপনি আমায় অভয় দিয়েছেন।

মন্ত্রী। যদি অভিযোগ সত্য না হয়—বঙ্গের রাজপুত্রের বিপক্ষে মিথ্যা অভিযোগ আনার কি শাস্তি জান ব্রাহ্মণ?

ব্রাহ্মণ। জানি। প্রাণদণ্ড।

মন্ত্রী। কিরূপে প্রাণদণ্ড, তা জান?

ব্রাহ্মণ। জানি। কুকুর দিয়ে খাওয়ান।

মন্ত্রী। তথাপি তুমি নির্ভয়ে এই অভিযোগ ব্যক্ত কর্ত্তে সাহস কর্চ্ছ ব্রাহ্মণ!

ব্রাহ্মণ। আপনিই ত' অভয় দিয়েছেন।

মন্ত্রী। অবশ্য—যদি অভিযোগ সত্য হয়।

সিংহ। ব্রাহ্মণ! যুবরাজের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের কোনও প্রমাণ আছে?

ব্রাহ্মণ। আছে মহারাজ! যুবরাজ সবলে আমারই অন্তঃপুরে প্রবেশ করে', আমারই সম্পত্তি লুণ্ঠন করে', আমারই যুবতী কন্যার লাঞ্ছনা করেছেন।

মন্ত্রী। সত্যই এ গুরুতর অপরাধ। এর সত্যই সুবিচার হওয়া উচিত।

সিংহ। কোথায় সে কন্যা?

ব্রাহ্মণ। এই সেই কন্যা। হা বিধি, কন্যার এ কলঙ্ক আজ জনসমাজে ব্যক্ত কর্ত্তে হ'ল! কিন্তু যখন বঙ্গের গৃহস্থের ঘরে ঘরে এই কীর্ত্তি, তখন —কি বল্‌বো মহারাজ—লজ্জায়, অপমানে আমার মাথা নুয়ে পড়্‌ছে। এখন মনে হচ্ছে, এ কথা গোপন কর্‌লেই ছিল ভাল।

সিংহ। বিজয়সিংহ! তোমার কিছু বল্‌বার আছে?

বিজয়। কিছু না।

সিংহ। এ কথা সত্য?

বিজয়। না। মিথ্যা।

মন্ত্রী। যুবরাজ, সত্যকথা বলুন। মহারাজ নিশ্চয়ই চপলমতি যুবরাজের এ উচ্ছৃঙ্খল আচরণ মার্জ্জনা কর্‌বেন।

সিংহ। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করি বিজয়! অভিযোগ প্রকৃত?

বিজয়। মহারাজ! আমার মুখের পানে চেয়ে দেখুন দেখি! আমাকে কি মিথ্যাবাদী ব'লে বোধ হয়?

সিংহ। অনেক পাষণ্ড ধর্ম্মের মুখোস পরে' হত্যা পর্য্যন্ত করে।

বিজয়। মহারাজ প্রকৃত কথাই বলেছেন।

সিংহ। কি প্রকৃত কথা বিজয়?

বিজয়। যে অনেকে ধর্ম্মের মুখোস পরে' হত্যা করে। আবার অনেকে ন্যায় বিচারের নাম করে' নিজের হিংসা-প্রবৃত্তিও চরিতার্থ করে।

সিংহ। তোমার গূঢ় অভিপ্রায় কি বিজয়?

বিজয়। আগে শুনি আপনার গূঢ় অভিসন্ধি কি মহারাজ?

সিংহ। আমার গূঢ় অভিসন্ধি!

বিজয়। হাঁ মহারাজ! কি মতলব নিয়ে ঐ সিংহাসনের উপর আপনি আজ বিচার কর্ত্তে বসেছেন? আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করাই যখন উদ্দেশ্য, তখন করুন। এ বিচারের ভাণ করার প্রয়োজন কি?

সিংহ। বিচারের ভাণ! তুমি কি বল্‌ছ বিজয়?

বিজয়। কেন? এ ত' বোঝা খুব শক্ত নয়—অতি সরল, অতি প্রাকৃত।

সিংহ। তুমি কি বল্‌তে চাও?

বিজয়। কিছু বল্‌তে চাই না মহারাজ। আমি যা বল্‌তে চাই, তা এখানে বল্লে রাজ্যের সব পিতা লজ্জায় মুখ ফেরাবে। পুত্রগণ ভয়ে পাংশুবর্ণ হয়ে যাবে, আর এই কৃত্রিম বিচারালয় বড় ছোট দেখাবে। মহারাজ! আর সে কথা শুনে সমস্ত জগৎ চেঁচিয়ে হেসে উঠ্‌বে?

সিংহ। কি বল্‌ছ বিজয়সিংহ?

বিজয়। হাঁ মহারাজ! জগৎ চেঁচিয়ে হেসে উঠ্‌বে। সেই মিলিত হাস্যের উচ্চরোলে তাঁদের মিলিত ব্যঙ্গ দৃষ্টির নীচে মহারাজকে বড় ছোট দেখাবে। আর মহারাজ—কিন্তু না। প্রকাশ কর্‌ব্ব না। পিতা পুত্রের মর্য্যাদা না রাখুন, পুত্র পিতার মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌ব্বে। কিছু বল্‌বো না।

সিংহ। বিজয়সিংহ! তুমি কি উন্মাদ?

বিজয়। না, উন্মাদ নই। আমার অপরাধ হয়েছে। আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হোক। পিতার সংসারের আপদ দূর হোক্।

সিংহ। পুত্র যদি পিতার আপদ হ'য়ে দাঁড়ায়, সে দোষ পিতার না পুত্রের?

বিজয়। পুত্রের। দোষ পুত্রের। বিশেষতঃ যদি সে পুত্রের মা না থাকে—আর তার জায়গায় বিমাতা অন্তঃপুরে এসে হানা দেয়! সে দোষ পুত্রের। শতবার—

সিংহ। বিজয়সিংহ! এই ব্রাহ্মণ—

বিজয়। আমায় রক্ষা করুন মহারাজ! পিতার দুর্ব্বল অবিচারের গূঢ় তত্ত্ব রাষ্ট্র কর্ত্তে আমায় আর উত্তেজিত কর্‌ব্বেন না। শেষে বড় অনুতাপ হবে।

সিংহ। কার?

বিজয়। উভয়ের। মন্ত্রী মহাশয়! আপনি জ্ঞানী, স্থবির, সরলপ্রকৃতি। আমায় কোল-পিঠে করে' মানুষ করেছেন। আপনিও এই অভাগা পিতৃ-মাতৃহীন বালকের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছেন? ধিক্!

সিংহ। পিতৃহীন কি রকম বিজয়? আমিই তোমার পিতা।

বিজয়। যে পিতা পুত্রের বিমাতাকে ঘরে

এনে তার কাছে মনুষ্যত্ব বিক্রয় কর্ত্তে পারে, সেইদিন থেকে সে আর তার পিতা নয়। পিতা —মহারাজ, আর আমায় ত্যক্ত কর্ব্বেন না!

সিংহ। বিজয়সিংহ! তোমার এই উদ্ধত আচরণ দেখে, আমি বড় দুঃখিত হলাম।

বিজয়। বলেন কি মহারাজ! পিতার চক্ষে পুত্রের জন্য ঐ দরবিগলিত অশ্রুধারা দেখ্‌ছি—না মহারাজ পাপ যা কর্চ্ছেন, প্রকাশ্যভাবে করুন—এই স্নেহের মুখোস ফেলে দিয়ে পুত্রের প্রতি চক্ষু রক্তবর্ণ করে' তর্জ্জন করে' বলুন—"পুত্র! তোর মহা অপরাধ যে তুই মাতৃহারা।" আমি অপরাধ স্বীকার কর্ব্ব, আর পিতার মৃত্যুদণ্ড মাথা পেতে নেব। কিন্তু —[ নিম্নস্বরে ] এ ভণ্ডামি! ওঃ অসহ্য!

মন্ত্রী। কি বল্লে যুবরাজ! মহারাজের ভণ্ডামি!

বিজয়। মহারাজের শ্রুতির জন্য ঐ শব্দটি উচ্চারণ করি নাই মন্ত্রী মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ করে' সে শব্দটি মহারাজের কর্ণে পৌঁছে দিয়েছেন, ভালই করেছেন। মহারাজ! আমি আমার অপরাধ স্বীকার কচ্ছি। দণ্ড দিন। এই বীভৎস কুৎসিত দৃশ্য থেকে আমায় অব্যাহতি দিন।

সিংহ। অপরাধ স্বীকার কর্চ্ছ?

বিজয়। কচ্ছি।

সিংহ। সৈনিকগণ! যুবরাজকে কারাগারে নিক্ষেপ কর।

বিজয়। মহারাজের জয় হোক্‌।

——

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজ-অন্তঃপুর। কাল—প্রদোষ

রাজকন্যা সুরমা ও বিজয়ের পত্নী লীলা কথোপকথন করিতে করিতে আসিতেছিলেন

লীলা। আমার কোনমতেই বিশ্বাস হয় না যে, আমার স্বামী এ কাজ কর্ত্তে পারেন।

সুরমা। কি কাজ লীলা?

লীলা। রমণীর প্রতি অত্যাচার। তিনি রাজ্যে অশান্তি আন্তে পারেন, দুর্দ্দান্তের প্রতি অত্যাচার কর্ত্তে পারেন, কিন্তু দুর্ব্বলের অঙ্গে হস্তক্ষেপ কর্ত্তে পারেন না।

সুরমা। কি রকমে জান্‌লি?

লীলা। আমি জানি।

সুরমা। অথচ তিনি তোর মুখদর্শন করেন না। তোর সঙ্গে তো তাঁর সেই একদিনের সাক্ষাৎ।

লীলা। একদিনের সাক্ষাৎ—সেই শুভদৃষ্টি।

সুরমা। তবে কিসে জান্‌লি যে তিনি এ কাজ কর্ত্তে পারেন না?

লীলা। সেই এক শুভদৃষ্টিতেই জেনেছিলাম।

সুরমা। একবার দেখেই?

লীলা। একবার দেখেই। একবার দেখেই আমি নিজের পতি চিনে নিলাম।

সুরমা। চিনে নিলি?

লীলা। হাঁ, চিনে নিলাম। আশ্চর্য্য হচ্ছ দিদি? তুমি ভাব কি যে সেই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ!

সুরমা। তার আগে সাক্ষাৎ হয়েছিল?

লীলা। হয়েছিল।

সুরমা। কবে?

লীলা। পূর্ব্বজন্মে।

সুরমা। তুই কি পাগল লীলা? পূর্ব্বজন্মে তিনি তোর কে ছিলেন?

লীলা। তিনি আমার স্বামী ছিলেন!

সুরমা। অবাক্‌ করেছিস্‌।

লীলা। তা নৈলে দেখেই কেন মনে হ'ল যে ইনি আমারই, আর কারো নন? সেই প্রশস্ত ললাট, সেই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সেই প্রসারিত বক্ষ, সেই গম্ভীর দৃষ্টি। এর নীচে কি ক্ষুদ্র হৃদয় লুকান থাক্‌তে পারে দিদি? প্রকৃতি নিজ বাসস্থান খুঁজে নেয়।

সুরমা। বাবা!—এত টান! তবু তিনি তোর পানে ফিরেও চান না।

লীলা। তাঁর সৌভাগ্য।

সুরমা। সৌভাগ্য!

লীলা। একবার যদি এদিকে ফিরে চান, আর কি অন্যদিকে চাইতে পার্ব্বেন? শুধু এই চোখ দুটোর পানে চেয়ে দেখ দেখি, আর কিছু দেখ্‌তে হবে না। এই চোখ দুটো—মীন, কি খঞ্জন, কি হরিণী, হঠাৎ বুঝে ওঠা কঠিন। তার পর এই নাকটা। এ রকম নাক দেখেছ কখন? আর হাসি [ হাসিয়া ] আমরি মরি!

সুরমা। ও বাবা! রূপের ভারি গুমর!

লীলা। এ ত' গেল রূপের গুমর, তার পর

যদি গুণের গুমর করি, তা'হলে তুমি বুঝতে পার দিদি যে, ব্যাপারখানা কি।

সুরমা। গুণের গুমর কি রকম একটা নমুনা দে দেখি।

লীলা। দেবো?—প্রথমতঃ বিদ্যা—অনায়াসে তোমার গুরুমশাইগিরি কর্ত্তে পারি।

সুরমা। বিদ্যা আছে বটে, স্বীকার করি।

লীলা। কর্ত্তেই হবে। তারপর গান—[সুর ভাঁজিয়া]

গীত।

ওরে আমার সাধের বীণা,
ওরে আমার সাধের গান,
(তোর ঐ) কোমল সুরে ব্যথা ঝ'রে,
আকুল করে আমার প্রাণ।
(ও তোর) শত তানে একই কথা,
শত লয়ে একই ব্যথা,—
(শুধু) নিরাশার কাতরতা, হতাশার অপমান
[কোরাস্]—পারো যদি জাগো বীণা,
ধর আরও উচ্চতান,
গায়িব আমি নূতন গানে
নূতন প্রাণে কম্পমান।
(যখন) বীণার সুরে গলা সেধে,
গাইতে যাই রে ফেলি কেঁদে,
(শুধু) মিশে যায় সে মনের খেদে—
আঁখির জলে অবসান;
(কোথায়) আনন্দেতে উঠবো নেচে,
মরা মানুষ উঠবে বেঁচে,
(আমি) পাই সুধা সাগর ছেঁচে—
ভাগ্যে শুধুই বিষপান।
[কোরাস্]—পারো যদি জাগো বীণা,
ধর আরও উচ্চ তান,
গায়িব আমি নূতন গানে—
নূতন প্রাণে কম্পমান।
(বীণা) পারো যদি জাগো তবে,
বেজে ওঠো উচ্চরবে,
(আজি) নূতন সুরে গাইতে হবে,
আমি সঙ্গে ধরি তান;
(ছেড়ে) লোক-লজ্জা, সমাজ ভয়,—
যাতে, সবাই আবার মানুষ হয়,
(এম্‌নি) গায়িতে পারি দয়াময়—
কর এই বরদান।

[কোরাস্]—পারো যদি জাগো বীণা
ধর আরও উচ্চতান,
গায়িব আমি নূতন গানে—নূতন প্রাণে কম্পমান।

এ রকম গলার আওয়াজ কখনও শুনেছ? যেন কোকিল আর বীণার আওয়াজ, আর সঙ্গে সঙ্গে দই খাওয়ার শব্দ। এই সুরে যদি একবার ডাকি "নাথ!" তা'লে ব্যাপার কি হয় বল দেখি। [পুনরায় সুর ভাঁজিলেন।]

সুরমা। তোকে আমি এতদিনেও বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লাম না বোন্।

লীলা। কেন?

সুরমা। দাদার এই বিপদ্, আর তুই অনায়াসে তান ধরে' দিলি।

লীলা। তারই জন্য ত' তান ধরে' দিলাম। নৈলে এ তান ধরে' দেবার কোন দরকার ছিল না।

সুরমা। তোর কোন ভাবনা হচ্ছে না?

লীলা। না। আমি যাঁর স্ত্রী, তাঁর আবার বিপদ্? আমি জানি যে যেখানে আমি কাছে আছি, সেখানে তাঁর কোন বিপদ্ নাই। আমার শুভেচ্ছার বর্ম্মে আমি তাঁকে ঘিরে রেখেছি। তাঁর কোন বিপদ্ নেই দিদি।

সুরমা। তিনি যে কারারুদ্ধ।

লীলা। মুক্ত হবেন।

সুরমা। কি রকমে?

লীলা। জানি না কি রকমে। কিন্তু মুক্ত হবেন। তাঁকে কেউ ধরে' রাখতে পার্ব্বে না।

সুরমা। কে বল্লে?

লীলা। আমি জানি।

সুরমা। মুখে হাসি চোখে জল। তোর কোন্‌টা তামাসা, কোন্‌টা ঠিক, আমি এখনও সব সময় বুঝে উঠতে পারি না।

লীলা। তাঁকে তারা কেন মিছে কারারুদ্ধ করেছে? তাঁর কোনও অপরাধ নাই, আর মহারাজ তাঁকে এত ভালবাসেন। পুত্রকে পিতা এত ভালবাসে তা পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই।

সুরমা। আমার কি মনে হয় জানিস্?—

লীলা। কি?

সুরমা। [অস্ফুট স্বরে] এ সমস্ত বিমাতার চক্রান্ত।

লীলা। কেন, তিনি ত' মার কাছে কোন অপরাধ করেন নি।

সুরমা। বিমাতার কাছে পুত্রকন্যারা জন্মাবধি অপরাধী ;—কিছু কর্ত্তে হয় না বোন্।

লীলা। [ সহসা ] দিদি! তুমি তাঁকে রক্ষা কর্ব্বে ?

সুরমা। কি রকমে ?

লীলা। তুমি জান।

সুরমা। আমি ঠিক জানি না বোন। আমার বিশ্বাস যে এ বিমাতার কীর্ত্তি। দাদার কোন অপরাধ নাই।

লীলা। আমি জানি তাঁর কোন অপরাধ নাই, এ চক্রান্তে তুমি তাঁকে রক্ষা কর দিদি।

সুরমা। ঐ মা আস্ছেন, চল্ ঐদিকে যাই।

[ উভয়ের প্রস্থান।

( কথা কহিতে কহিতে রাণী ও মন্ত্রীর প্রবেশ )

রাণী। অত সহজে ছেড়ে দেওয়া ভাল হয়নি মন্ত্রি! কারাগার! সে ত' কালির দাগ —ধুলেই গেল। রাজার গরম মেজাজ নরম হ'লেই এই বন্দিত্বের আয়ুঃশেষ। অত সহজে ছেড়ে ভাল হয়নি মন্ত্রি!

মন্ত্রী। নৈলে রাণি, আর কি প্রত্যাশা করেছিলেন ?

রাণী। আর কি প্রত্যাশা করেছিলাম? প্রত্যাশা করেছিলাম যে যুবরাজের প্রাণদণ্ড হবে।

মন্ত্রী। প্রাণদণ্ড!!

রাণী। কি, শিউরে উঠলে যে ?

মন্ত্রী। পিতা, পুত্রের প্রাণদণ্ড দিবে ?

রাণী। তুমি যে আকাশ থেকে পড়লে মন্ত্রি!

মন্ত্রী। মহারাণি! এও আপনি ভেবেছিলেন?

রাণী। আশ্চর্য্য কি ?

মন্ত্রী। রাজ্য থেকে বঞ্চিত করে' বন্দী করেও তৃপ্তি হয়নি!

রাণী। না, রাজাকে কি রকম ভাব ?

মন্ত্রী। কখনও বা স্নেহে অধীর, কখনও বা ক্রোধে অন্ধ, কখনও বা—

রাণী। তবে এই স্নেহ আবার ফিরে আস্তে কতক্ষণ ? এ ক্রোধ ত' মেঘের গর্জ্জন—মুহূর্ত্ত পরেই মিষ্ট জলধারা বর্ষণ করে। বুঝেছ ?

মন্ত্রী। বুঝেছি।

রাণী। বন্দী করেছ, মন্দ কর নাই। কাজ কতক এগিয়ে রেখেছ বটে। তারপর।

মন্ত্রী। তারপর!

রাণী। বাকিটুকু তোমায় কর্ত্তে হবে।

মন্ত্রী। কি কর্ত্তে হবে ?

রাণী। বুঝতে পার্চ্ছ না মন্ত্রি! এমন একটা কিছু, যা অন্ধকার—ভারি অন্ধকার! যে অন্ধকার ঠেলে মানুষ এক পা এগুতে পারে না —সেই অন্ধকার।

মন্ত্রী। অন্ধকার!

রাণী। তবু বুঝ্তে পার্চ্ছ না! যেখানে সব প্রতিহিংসার, সব কাকুতির, সব বিবেচনার শেষ। যা আর নড়ে না, চোখ মেলে না, হাসে না, কাঁদে না।

মন্ত্রী। স্পষ্ট করে' বলুন মহারাণি!

রাণী। স্পষ্ট করে' বল্‌বো ? তা পারি না। সে কাজ কর্ত্তে পারি, কিন্তু সে কথা উচ্চারণ কর্ত্তে পারি না। কৈতে গেলেই কে যেন হঠাৎ এসে আমার গলা চেপে ধরে। অতি সহজ। যা কর্ত্তে গেলে হাত কাঁপে, কর্লে আর পিছু হটা যায় না। অতি সহজ, অথচ অতি ভয়ঙ্কর! তবু বুঝ্তে পার্চ্ছ না। পুরুষ তুমি!

মন্ত্রী। পুরুষের বাবার সাধ্য নাই যে নারীর মনের মধ্যে সেঁধোয়।

রাণী। অথচ তোমরা রাজ্য চালাও, মন্ত্রণা দাও, আইন তৈরী কর। কি আশ্চর্য্য! শোন তবে স্পষ্ট ভাষায় বলি, এই রাজপুত্রকে কারাগারে ( চারিদিকে চাহিয়া ) রাত্রিকালে—এই ( ছুরিকাঘাতের অভিনয় )

মন্ত্রী। ( সবিস্ময়ে ) হত্যা!!!

রাণী। ওকি! চেঁচাও কেন ?

মন্ত্রী। ( নিম্নস্বরে ) হত্যা!!!

রাণী। বেশ উচ্চারণ কল্লে ত'! গলায় বাধলো না ? তুমিই পার্ব্বে। পুরুষ যা পারে নারী তা পারে না। সরবতে নারী বিষ মেশাতে পারে, কিন্তু তৃষিতের মুখে তা ধর্ত্তে পারে না। বলির মন্ত্র আওড়াতে পারে, কিন্তু নিজের হাতে বলি দিতে পারে না। তুমিই পার্ব্বে।

মন্ত্রী। না মহারাণি! তা পার্ব্ব না! মহারাণীর প্ররোচনায় সরল, দয়ালু, উদার রাজপুত্রকে ষড়্‌যন্ত্র করে' কারাগারে নিক্ষেপ করেছি, কিন্তু তার বেশী—না মহারাণি! আমায় কার্য্য থেকে অবসর দিন।

রাণী। ন', না, তা কি হয়? তোমাকেই এ কাজ কর্ত্তে হবে!

মন্ত্রী। আমি পার্ব্ব না।

রাণী। জেন—নারী স্বতঃই মৃদু, লজ্জাশীলা অন্তঃপুরচারিণী। পুরুষে যা বলে' তাই ক'রে যায়, কথাটি কয় না; প্রতিবাদ করে না, চোখ তুলে চায় না। কিন্তু এই নারী যদি একবার ফণা বিস্তার করে, তা হ'লে সে ভয়ঙ্কর, মনে রেখো। তোমার কাছে আমি আমার গূঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ করেছি। তোমায় এ মন্ত্রণার ভিতরে নিয়েছি; যদি এই রাজপুত্র বাঁচে, ত' তুমি মর্ব্বে। আমার হিংসার বাণ কদাপি বৃথা যাবে না। সাবধান! এতদূর যখন গিয়েছ, তখন আর বাকি থাকে কেন? তার পর—তুমি রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা, মনে থাকে যেন।

মন্ত্রী। [ করযোড়ে ] দোহাই মহারাণি! আমাকে এ মহাপাতকে লিপ্ত কর্ব্বেন না।

রাণী। শিশুর মত ক্রন্দন করে' নিষ্কৃতি পাবে না। তোমাকে এ কাজ কর্ত্তে হবে।—সম্মুখে রাজ্য, পশ্চাতে সর্ব্বনাশ। বেছে নাও।

মন্ত্রী। রাজপুত্রকে হত্যা কর্ত্তে হবে?

রাণী। হত্যা কর্ত্তে হবে।

মন্ত্রী। কি রকমে?

রাণী। তাও ব'লে দিতে হবে? পশ্চাদ্দিক থেকে—( ছুরিকাঘাতের অভিনয় )

মন্ত্রী। তা পার্ব্ব না মহারাণি! সে অত্যন্ত ভীষণ! তার সেই যৌবনমসৃণ, পরিচিত, বলিষ্ঠ অঙ্গ থেকে রক্ত ছুটবে তাই দেখব? পার্ব্ব না।

রাণী। এত দুর্ব্বল তুমি!

মন্ত্রী। আর কোনো উপায় বলুন মহারাণি—যা—যা—যা পার্ব্ব।

রাণী। তা জান না?

মন্ত্রী। জানি।

রাণী। কি বল দেখি?

মন্ত্রী। বল্‌তে পার্ব্ব না।

রাণী। প্রয়োজন নাই। পার?

মন্ত্রী। তা বোধ হয় পার্ব্ব।

রাণী। বোধ হয়, চাই না। পার্ব্বে?

মন্ত্রী। পার্ব্ব।

রাণী। মন দৃঢ় কর। বুকে হাত দিয়ে বল, পার্ব্বে?

মন্ত্রী। পার্ব্ব।

রাণী। শপথ কর্চ্ছ?

মন্ত্রী। শপথ কর্চ্ছি।

রাণী। কবে?

মন্ত্রী। আজ—না—কাল—না এক সপ্তাহ সময় দিন।

রাণী। সময় বড় বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রি।

মন্ত্রী। বিবেচনা কর্ব্বার—

রাণী। বিবেচনা মানুষকে ভীরু করে। ঠাণ্ডা হ'তে দিতে নাই।

মন্ত্রী। কবে এ কাজ সাধন কর্ত্তে হবে মহারাণি!

রাণী। আজই রাত্রে।

মন্ত্রী। [ ঈষৎ ইতস্ততঃ সহকারে ] উত্তম।

[ প্রস্থান।

রাণী। বিজয়কে সরাতে পার্‌লে—তার পর—ও কে? কে?

( সুরমার প্রবেশ )

সুরমা। আমি সুরমা।

রাণী। তুমি সুরমা? এতক্ষণ কোথা ছিলে? ও কি! একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে রয়েছ যে! কোথা ছিলে?

সুরমা। প্রাসাদেই ছিলাম।

রাণী। কোথায়?

সুরমা। অন্তঃপুরেই।

রাণী। শোন নি?

সুরমা। শুনেছি।

রাণী। কি শুনেছ?

সুরমা। দাদার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে।

রাণী। কে বল্লে?

সুরমা। কেন তুমি!

রাণী। কৈ, কখন্?

সুরমা। মা! বিমাতা হ'লে কি ভাল-বাস্‌তে নেই? রমণী স্নেহময়ী—রমণী কি কেবল নিজের গর্ভজাত সন্তানটিকে নৈলে আর ভাল-বাস্‌তে পারে না?

রাণী। কে বলেছে?

সুরমা। মা, আমার আর দাদার উপর তোমার এত ক্রোধ কেন? আমরা ত' তোমার কাছে কোন অপরাধ করি নি মা?

রাণী। কে বলেছে করেছ!

সুরমা। সেই কালরাত্রির কথা মনে পড়ে

মা! যেদিন আমার মা বাবার হাতে দাদাকে আর আমাকে সঁপে দিয়ে বাবার হাত দুখানি ধরে' হেসে মৃদুস্বরে বল্লেন 'এদের দেখ এখন থেকে তুমিই এদের মা।' বাবা চুপ করে' রৈলেন। মা আবার বল্লেন 'বল দেখ্‌বে, আমার মত করে' দেখ্‌বে? এমনি দেখ্‌বে যেন এরা মায়ের অভাব কখনও না বুঝ্‌তে পারে।' বাবা আস্তে বল্লেন 'দেখ্‌বো'। তারপর মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লেন, দুটি চক্ষুর অপাঙ্গ দিয়ে দুটি বিন্দু জল গড়িয়ে গেল। তারপর—

রাণী। কাঁদছিস কেন সুরমা?

সুরমা। কাঁদছি কেন? তাই আবার জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ মা! জান না? তোমারও ত' একদিন মা ছিল। তুমিও ত' একদিন মা হারিয়েছিলে। সেইদিনের কথা মনে আছে?

রাণী। কে বলে তোরা মা হারিয়েছিস? এক মা গিয়েছে আর এক মা এয়েছে। এই যে তোদের মা।

সুরমা। বল, বল, সেই কথা বল মা। বড় মধুর কথা শুনালে মা। বল, আর একবার বল। প্রাণভ'রে বল, প্রাণভ'রে শুনি।

রাণী। মহারাজ কোথায় জানিস্ সুরমা?

সুরমা। না, না, ঐ কথা আর একবার বল। বল 'আমিই তোদের মা।' বল 'তোদের সেই মার মতই তোদের বুক দিয়ে ঘিরে রাখ্‌ব, অকল্যাণের ছায়া তোদের কাছে ঘেঁষতে পার্ব্বে না।' বল, আবার বল। হয়ত বল্‌তে বল্‌তে তোমার হৃদয়ের দুয়ার খুলে যাবে। সত্যই আমাদের মা হবে। সত্যই আমাদের বুকে জড়িয়ে ধর্ব্বে। বল মা! আবার বল তুমিই আমাদের মা।

রাণী। আমি তোদের মা।

সুরমা। তবে মন্ত্রীমহাশয়কে ডাক। দাদাকে হত্যা ক'রো না।

রাণী। সে কি সুরমা!

সুরমা। ওকি মা! হঠাৎ ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক কেন? ঐ চক্ষু দুটি অনিমেষ কেন? ঐ মুখ পাংশু কেন?—বল দাদাকে হত্যা কর্ব্বে না, বল হত্যা কর্ব্বে না।

রাণী। আমি—আমি—বিজয়কে—হত্যা কর্ব্ব? কে বলেছে?

সুরমা। তুমি।

রাণী। আমি!!

সুরমা। তবে এখনই মন্ত্রীর কাছে ফুস্‌ফুস্ করে' কি বল্‌ছিলে?

রাণী। শুনেছিস্?

সুরমা। শুনেছি। তার কিছু কিছু কানে গিয়েছে।

রাণী। ও তাই। [ কাষ্ঠহাসি হাসিয়া ] ওরে এই মন্ত্রী বড় কূট। রাজ্যলাভের জন্য সে চক্রান্ত করেছে। বিজয়কে সে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়েছে। তাকে কারাগারে হত্যা কর্ব্বে মনস্থ করেছিল। আমি জান্তে পেরে তাকে ডাকিয়ে ভয় দেখিয়ে নিরস্ত কচ্ছিলাম।

সুরমা। মন্ত্রীমহাশয় দাদাকে হত্যা কর্ত্তে চান?

রাণী। হাঁ সুরমা।

সুরমা। তা বাবাকে বল না কেন? আমি বলে' দেবো।

রাণী। না আমিই বল্‌ব। বড় একটা হত্যার চক্রান্ত ধরেছি। রাজকুমারকে—আমার বিজয়কে বাঁচিয়েছি। শুনে মহারাজ বড় খুসী হবেন। আমি বল্‌ব।

সুরমা। আমিও বল্‌ব, তুমি যদি না বল।

রাণী। কি! আমায় সন্দেহ করিস্ সুরমা?

সুরমা। করি। আমার মনে হয় না মা। আমি কোনমতেই বিশ্বাস কর্ত্তে পাচ্ছি না মা! যে মন্ত্রীমহাশয় দাদাকে হত্যা কর্ব্বেন। এত বড় আস্পর্দ্ধা তাঁর হ'তে পারে না। তিনি দাদাকে কোলেপিঠে করে' মানুষ করেছেন। এত নির্ম্মম, এত ক্রূর, এত পৈশাচিক তিনি হ'তে পারেন না।

রাণী। কিন্তু আমি হ'তে পারি?

সুরমা। পার। তুমি যে বিমাতা। কৈকেয়ী রামকে বনে পাঠিয়েছিলেন। তুমিও হয়ত পার। বিমাতায় কি না পারে? তবু আমরা তোমায় মা বলে' ডেকেছি। আমাদের ভালবাস্‌তে না পার, হত্যা ক'রো না। আমাদের বাঁচ্‌তে দাও। [ করযোড়ে জানু পাতিলেন ]

( সুমিত্রের হাত ধরিয়া সিংহবাহুর প্রবেশ )

সিংহ। ওকি হচ্ছে সুরমা?

রাণী। সুরমা দিন দিন বড় অবাধ্য হচ্ছে। এমন স্পর্দ্ধার কথা বলে, এত গর্ব্বিত, এত উদ্ধত—

সিংহ। তাই দেখ্‌ছি।

সুরমা। বাবা! জানু পেতে ভিক্ষা চাওয়া কি গর্ব্বের লক্ষণ?

রাণী। দেখ্‌ছ কথার ভঙ্গিমা!

সুরমা। বাবা—

সিংহ। যাও—শুন্তে চাই না।

[ সুরমার প্রস্থান।

রাণী। দেখ্‌লে—চলে' যাবার ভঙ্গীটা দেখ্‌লে। রাজকন্যা বটে, কিন্তু তাই বলে' সংমার উপর দিবারাত্র চোখ রাঙ্গায়। সে শুধু মহারাজ তাকে বেশী আস্কারা দিয়েছেন বলে'। না হলে'—

সিংহ। ও কিছু মনে ক'রো না।—দেখ সুমিত্র কি কীর্ত্তি করেছে। দেখবে।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—লঙ্কার সমুদ্রতীর। কাল—প্রভাত

বালকবর্গ ও জয়সেন তরুতলে আসীন

বালকবর্গের গীত।

আজি, বিমল নিদাঘ-প্রভাতে,
কত, গীতে, সুগন্ধে শোভাতে,
আহা, যাইছে নিখিল ছাপিয়া।
আজি, স্নিগ্ধ মন্দ পবনে,
ঘন, মঞ্জু, কুঞ্জ ভবনে,
মরি, কি গান গাহিছে পাপিয়া।
আজি, প্রভাত কিরণ মহিমোজ্জ্বল,
শান্ত সুনীল গগন,—
তার, চরণে নিলীন মধুর ধরণী
কিরণ মুগ্ধ মগন,
আজি, কি ব্যথা উঠিছে জাগি' রে,
মম, হৃদয় কাহার লাগি' রে,
যেন, উঠিছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।

জয়সেন। কি সুন্দর!

১ম বালক। কি সুন্দর?

জয়সেন। এই গান শুন্তে শুন্তে আমার ঘুম আস্‌ছিল।

১ম বালক। ঘুম আস্‌ছিল?

জয়সেন। উপরে পাতাগুলো নড়্‌ছিল, সমুদ্র চিক্‌মিক্ কচ্ছিল, নীল আকাশ ডানা ছড়িয়ে পৃথিবীতে তা দিচ্ছিল, আর আমি ভাব্‌ছিলাম, কি ভাব্‌ছিলাম?

২য় বালক। কি ভাবছিলে?

জয়সেন। মনে হচ্ছে না ত'। ভাবছিলাম —না স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম, ঘুমোচ্ছিলাম—না জেগেছিলাম?

২য় বালক। তা বুঝতে পার্চ্ছ না?

জয়সেন। না। আচ্ছা মীনকেতু, এখনও আমি জেগে আছি, না ঘুমোচ্ছি?

৩য় বালক। কি বোধ হয়?

জয়সেন। এক একবার বোধ হয় ঐ গাছগুলো দেখছি, তোমাদের কথা শুন্তে পাচ্ছি, এই বাতাস এসে আমার গায়ে লাগছে। নিশ্চয়ই আমি বেঁচে আছি। তারপরে কিন্তু আবার সব কল্পনায় জড়িয়ে যায়। কিছুই ঠিক বুঝতে পাই না, ঠিক ধর্ত্তে ছুঁতে পারি না, মনে হয় যে সব একটা হেঁয়ালী, একটা ছায়া, একটা স্বপ্ন।

৪র্থ বালক। তোমার মাথা খারাপ। দস্তুরমত মাথার ব্যারাম হয়েছে, এর দস্তুরমত চিকিৎসা দরকার।

জয়সেন। আচ্ছা যদি স্বপ্নই হবে, তবে রোজই এ গাছটাকে সবুজ দেখি না কেন, আকাশকে রোজই নীল দেখি না কেন, কোকিলের গান প্রত্যহই কোকিলের গানের মত শোনায় কেন? একদিনও ত' কোকিল টিয়ার মত গায় না, একদিনও ত' সমূদ্রের জল লাল দেখায় না, একদিনও ত' আকাশ—

১ম বালক। কি! একদৃষ্টে উপরপানে চেয়ে রৈলে যে?

জয়সেন। সেই নীল, সেই অসীম, সেই—আশ্চর্য্য।

২য় বালক। কি আশ্চর্য্য?

জয়সেন। যদি স্বপ্ন হয়, ত' এমন জ্যান্ত স্বপ্ন কখনও দেখিনি ত'। তবু—তবু—কিছুই বুঝতে পারিনে, কিছুই ধর্ত্তে পারিনে, সব—সব যেন জড়িয়ে যায়। ভাবতে গেলেই জড়িয়ে যায়।

( উৎপলবর্ণের প্রবেশ )

৩য় বালক। এই যে রাজপুরোহিত ঠাকুর।

উৎপল। কি, আমাকে তোমাদের কোনও দরকার আছে বোধ হয়।

৪র্থ বালক। কৈ, না।

উৎপল। সে কি? অসম্ভব। নিশ্চয়ই কোন দরকার আছে, নৈলে—কোন দরকার নাই—আমি এদিক দিয়ে এলাম কেন? ভাবতে ভাবতে আমি অন্য দিক্ দিয়েও ত' যেতে পার্ত্তাম।

১ম বালক। কি ভাবছিলেন?

উৎপল। পূর্ব্বজন্মে এদের দেখেছিলাম। কোথায় যে দেখেছিলাম সেটা বুঝতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু দেখেছিলাম।

২য় বালক। তা কে অস্বীকার কর্চ্ছে? আমরা রাস্তাঘাটে বেড়াই, আপনিও—

উৎপল। না এখানে নয়, পূর্ব্বজন্মে। বেশ।—হয়েছে। একদিন আমি সকালবেলায় উঠে তামাক খাচ্ছিলাম, আর তোমরা—তুমি ত' তার মধ্যে ছিলেই—পুকুরের ধারে ব'সে খাপরা নিয়ে ছি-নি-নি-নি খেল্‌ছিলে—না?

৩য় বালক। আজ্ঞে না।

উৎপল। মিথ্যাকথা কও কেন বাপু। পূর্ব্বজন্মকার কাহিনী আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি। তুমি "না" বল্লেই হবে।

৪র্থ বালক। সে ছোকরাটা ছি-নি-নি-নি খেল্‌ছিল বটে।

উৎপল। হাঁ—

৪র্থ বালক। আজ্ঞে, সে আমি—

উৎপল। তুমি?—হাঁ তুমিই বটে। ঠিক। মনে পড়েছে। সেদিন শীতকালের সকালবেলায়—ঠিক—দেড়প্রহর আন্দাজ—সেই পূর্ব্বজন্মে—

৪র্থ বালক। কিন্তু সে ত' পূর্ব্বজন্মে নয়।

উৎপল। তবে? তার আগের জন্মে?

৪র্থ বালক। আজ্ঞে না। সে ত' পরশু—

উৎপল। পরশু? বালক, মিছেকথা ক'য়ো না। পরজন্মে ইঁদুর হ'য়ে জন্মাবে।

৩য় বালক। মিছেকথা কৈলে বুঝি ইঁদুর হয়ে জন্মায়?

উৎপল। হাঁ।

২য় বালক। কেন পুরোহিত মহাশয়! ইঁদুরে কি বড় মিছে কথা কয়?

৩য় বালক। আর সত্যকথা কৈলে কি টিকটিকি হ'য়ে জন্মায়?

উৎপল। কেন? সত্যকথা কৈলে টিকটিকি হ'য়ে জন্মাবে কেন?

৩য় বালক। ঐ যে টিকটিকি পড়লেই মা বলেন "সত্যি সত্যি।"

উৎপল। তুমি ঠাট্টা কর্চ্ছ বালক?

৩য় বালক। আচ্ছা ঠাট্টা কর্লে কি হ'য়ে জন্মায় পুরোহিত মহাশয়?

৪র্থ বালক। তেলাপোকা হ'য়ে জন্মায়। তেলাপোকা হঠাৎ যদি গায়ে ওঠে ত' সে বিষম ঠাট্টা।

৩য় বালক। আর গালাগালি দিলে গুবরে-পোকা হয়।

২য় বালক। আর চিম্‌টি কাটলে বিছে হয়ে জন্মায়। না ঠাকুর?

উৎপল। [করুণভাবে ঘাড় নাড়িয়া] তোমরা পূর্ব্বজন্ম মান না?

জয়সেন। আমি মানি পুরোহিত ঠাকুর।

উৎপল। এই দেখলে! রাজার ছেলে কিনা। ঠিক বুঝেছ। রাজপুত্র! কাল তোমায় আমি সন্দেশ কিনে এনে দেবো। আ হা হা পূর্ব্বজন্মে তুমি আমার কে ছিলে হে?

২য় বালক। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন। নৈলে এত আদর।

১ম বালক। শুনুন, আমাদের কথা আছে।

উৎপল। আছে? তা আমি পূর্ব্বেই জান্তাম, প্রাক্তন সংস্কার—কি বল?

২য় বালক। কথাটা হচ্ছে এই যে, এই রাজপুত্র—আপনার পূর্ব্বজন্মের স্ত্রী—ইহজন্মে একটি বদ্ধ পাগল হয়ে জন্মেছেন।

উৎপল। পাগল!

৪র্থ বালক। হাঁ আপনি এখন একটা উপায় কর্ত্তে পারেন?

উৎপল। ইহজন্মে ইনি কি করেন?

৩য় বালক। এই রকম হতাশ ভাবে বসে' ভাবেন।

৫ম বালক। এবং সন্দেশ খান।

উৎপল। ওঃ! সন্দেশ খান?

৫ম বালক। তা খান।

উৎপল। তবে আর কোন ভাবনা নেই। হতাশ ভাবে ভাবাটা বিয়ে হ'লেই সেরে যাবে 'খনি। আর সন্দেশ—তা খান। আমার কাজ শেষ হয়েছে বুঝতে পাচ্ছি। আমি এখন যাই।

[প্রস্থান।

১ম বালক। ঠিক বলেছে ঠাকুর।—তুমি একটা বিয়ে কর।

জয়সেন। বিয়ে কি।

১ম বালক। বিয়ে জান না? এমন নিরেট রাজপুত্রও ত' দেখিনি। বিয়ে জান না।

জয়সেন। না।

১ম বালক। পুরুষ জান?

জয়সেন। জানি।

১ম বালক। কি রকম বল দেখি?

জয়সেন। এই রকম পোষাক পরে। [স্বীয় পরিচ্ছদ দেখাইয়া]

১ম বালক। আর স্ত্রীলোক?

২য় বালক। যারা ঘাঘরা পরে।

[জয়সেন ইঙ্গিতে এ বাক্যের অনুমোদন করিল।]

৩য় বালক। তা হ'লে প্রাণিবৃত্তান্ত সম্বন্ধে জ্ঞানের খুব দৌড় হয়েছে বল্‌তে হবে।

জয়সেন। অনেক শিখেছি।

৪র্থ বালক। শিখেছ বৈ কি। রাজপুত্র কিনা! এখন যারা পোষাক পরে আর যারা ঘাঘরা পরে, তারা যখন চিরজীবন এক সঙ্গে থাক্‌তে চায় তখন তাদের প্রেম হয়। তখন তারা বিয়ে করে।

জয়সেন। প্রেম কি?

৪র্থ বালক। ভালবাসা।

জয়সেন। ভালবাসা কি?

৫ম বামক। প্রেম।

১ম বালক। বুঝেছ?

জয়সেন। বুঝেছি।

১ম বালক। তোমার গুষ্টির মুণ্ড বুঝেছ। তোমার কি কাউকে সদা সর্ব্বদা কাছে দেখতে ইচ্ছা হয়? তার সঙ্গে সর্ব্বদা কথা কৈতে, তার পানে চাইতে, তাকে স্পর্শ কর্ত্তে ইচ্ছা হয়? এরকম কেউ আছে?

জয়সেন। আছে।

১ম বালক। কে?

জয়সেন। এই রাজকন্যা।

৫ম বালক। এই মরেছে। রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লেই হয়েছে আর কি।

৪র্থ বালক। কেন?

৫ম বালক। রাজকন্যা কুবেনী? সেই ঝটিকাকে এই বেঁধে রাখবে? সেই চাহনির বিদ্যুৎ এই অবোধ বালক সহ্য কর্ব্বে।

১ম বালক। এই রাজকন্যাকে তোমার বিয়ে কর্ত্তে ইচ্ছা হয়?

জয়সেন। হয়।

২য় বালক। তা হ'লে মন্দ নয়। রাজার ওপক্ষের ছেলে ও রাণীর ওপক্ষের মেয়ের, তাঁদের এপক্ষের ছেলেমেয়ের সঙ্গে বনবে ভাল।

১ম বালক। তবে তুমি রাজকন্যাকে সে কথা বল না কেন?

জয়সেন। কি কথা?

১ম বালক। যে "আমি তোমায় বিয়ে কর্ব্ব," বল্‌তে পার্ব্বে?

জয়সেন। পার্ব্বো।

১ম বালক। বেশ ঐ তোমার বাবা আস্‌ছেন। আমরা যাই। বেলা হ'ল।

জয়সেন। তোমরা যাবে কেন? যেও না।

গীত

আমরা খাসা আছি—
হাস্য পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি।
তুলে চন্দ্রবদনখানি, গল্প গুজব কর্ত্তে জানি;
চন্দ্রমুখে আহার করি দুগ্ধ-সর-চাঁচি।
আবার হাস্য পেলেই হাস্য করি,
নৃত্য পেলেই নাচি।
দাঁড়িয়ে যদি থাক্‌তে পারি,
চলতে ফির্ত্তে বেজায় ভারি;
বস্‌তে পেলে দাঁড়াইনাক শুতে পেলেই বাঁচি।
আবার হাস্য পেলেই হাস্য করি,
নৃত্য পেলেই নাচি।

[সকলের প্রস্থান ও লঙ্কাধিপতি কালসেন তাঁহার মহিষী বসুমিত্রার সহিত গল্প করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন।]

বসুমিত্রা। রাজপুত্র জয়সেন—আমার মনে হয় একটু অর্থাৎ মাথা খারাপ।

কালসেন। তোমার তাই মনে হয় বসুমিত্রা! পাগল?

বসুমিত্রা। না পাগল নয় তবে—তবে কি এক রকম। একদৃষ্টে আকাশের পানে চেয়ে থাকে, গান শুন্তে শুন্তে চোখ বুজে ঢোলে, আর রাজকন্যার পানে হাঁ করে চেয়ে থাকে।

কালসেন। তা থাকে দেখেছি। কুবেনীর প্রতি অনুরক্ত বোধ হয়।

বসুমিত্রা। তোমারও তা বোধ হয়? কিন্তু তা কখনও মুখ ফুটে বলে না কেন?

কালসেন। আমিও তাই ভাবি। বলে না কেন? আর আমাকে বা আজ বল্‌তে গেল কেন।

[ উভয়ে কিঞ্চিৎদূরে অগ্রসর হইলেন ]

কালসেন। জয়সেনের সঙ্গে কুবেণীর বিয়ে দিলে কি রকম হয়?

বসুমিত্রা। আমি ত' তাই ভাবছিলাম। কিন্তু—

কালসেন। তবে তাই হবে। এ বিবাহ হবে। দিন স্থির কর।

---

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—দস্যুদের বন-প্রাঙ্গণ। কাল—রাত্রি
অগ্নি প্রজ্বলিত। দস্যুদল আগুন পোহাইতেছিল
( ভৈরবের প্রবেশ )

১ম দস্যু। এই যে সর্দ্দার। আমরা তৈরি হ'য়ে বসে' আছি।

২য় দস্যু। আজ কোন্ দিকে যাবি সর্দ্দার?

ভৈরব। আজ আর কোন দিকে যাব না। আজ ছুটি।

সকলে। সে কি সর্দ্দার?

ভৈরব। ডাকাতি ত' রোজই কচ্ছিস্? ছুটি ত', রোজই নেই।

৩য় দস্যু। ছুটি নিয়ে কি কর্ব্ব সর্দ্দার?

ভৈরব। তাঁকে ভাব, তাঁর কাছে হাত যোড় কর্। তাঁর পা ধরে' কাঁদ্।

৪র্থ দস্যু। কার কথা কইছিস্ সর্দ্দার।

ভৈরব। [ উপরে হাত দিয়া ] ঐ তার কাছে।

৪র্থ দস্যু। কে সে?

ভৈরব। তার নাম নেই, তার রূপ নেই—সে দুনিয়ার কিছু না, সেই দুনিয়ার সব।

১ম দস্যু। কে সে?

ভৈরব। জানি না।

২য় দস্যু। সর্দ্দার তোর মাথা খারাপ হয়েছে।

ভৈরব। মাথা থাকলেই মাঝে মাঝে খারাপ হয়। যাদের মাথা নেই তাদের খারাপ হবার কোন ভাবনা নেই।

১ম দস্যু। কি বল্‌ছিস্ সব আজ?

ভৈরব। আমিই জানি না।—দেখ আমি ডাকাতি করা ছেড়ে দেবো।

সকলে। সে কি সর্দ্দার।

ভৈরব। ছেড়ে দেবো।

২য় দস্যু। ছেড়ে দিবি?

ভৈরব। ছেড়ে দেবো। তোরাও ছেড়ে দে। লুট করা খারাপ।

৪র্থ দস্যু। কে বলে খারাপ?

[ ভৈরব উপরে দেখাইলেন ]

৫ম দস্যু। লুট কর্ব্ব না ত' খাব কেমন করে' সর্দ্দার?

ভৈরব। কেন চাষ কর্ব্বে—

৩য় দস্যু। চাষ কর্ব্ব সর্দ্দার! এ হাত দুখানা একবার দেখ দেখি সর্দ্দার। এ লোহার ডাণ্ডা দুটো কি চাষ কর্ব্বার জন্য তৈরি হয়েছে? দেখ দেখি এই হাত দুটো।

ভৈরব। বস্তা বৈবি।

৩য় দস্যু। বস্তা বয় পীঠ। মার খায় পীঠ, তাই পীঠ পিছন দিকে। হাত দুটো থাকতে বস্তা বৈব সর্দ্দার!

ভৈরব। কিন্তু এই লুট—

১ম দস্যু। লুট কে না কর্চ্ছে? দোকানী লুট কর্চ্ছে খদ্দেরকে রাজা লুট কর্চ্ছে প্রজাকে, মানুষ লুট কর্চ্ছে জানোয়ারগুলোকে। জানোয়ারগুলো লুট কর্চ্ছে ছোট জানোয়ারকে। দুনিয়াতে লুট কে না কর্চ্ছে সর্দ্দার? লাঠি যার মাটি তার।

ভৈরব। আচ্ছা এখন যা। ভাবতে দে।

২য় দস্যু। আজ কোন্ দিকে যাবি সর্দ্দার—

ভৈরব। ভাবতে দে।

[ দস্যুদিগের প্রস্থান।

ভৈরব। তাইত। বলেছে ত' ঠিক। বলেছে ত ঠিক্। লুট কে না কর্চ্ছে।—জোর যার মুলুক তার। ভয়ের উপর দুনিয়া চলেছে। হাত পাতার উপর—না। হাত পাতলে সমুদ্র মুক্তা দেয় না, ডুবতে হয়। হাত পাতলে মাটী শস্য দেয় না, চষতে হয়। লুট করা খারাপ?—কে বলে?—ঐ যে ( বক্ষে আঘাত করিয়া ) এখান থেকে কে বলে' উঠছে—লুট করা খারাপ। কে তুই ভেতর থেকে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠিস্। সরে' যা দূর হ'।

( সানুচর সুরমা। )

ভৈরব। কে তুই?

সুরমা। একি ভৈরব দাদা—

ভৈরব। কে তুই! রাজকন্যা না? দেখ ত' ভাল করে', ভুল দেখছি নাকি!

সুরমা। না ভৈরব দাদা। ভুল দেখছ না। আমি সুরমা।

ভৈরব। সুরমা!—সত্যি? দিদি!—দিদি আমার (হাত বাড়াইয়া অগ্রসর হইয়া পিছাইয়া) না, না, এ হাতে তোকে ছোঁব না। এ হাত রক্তমাখা!

সুরমা। সে কি ভৈরব দাদা?

ভৈরব। ই রাজকন্যা আর আমি—ডাকাত।

সুরমা। তুমি ডাকাত?

ভৈরব। ডাকাতের সর্দ্দার।

সুরমা। সে কি ভৈরব দাদা। তুমি ডাকাত?

ভৈরব। তুই কি ভেবেছিলি? ভেবেছিলি যে আমি ঋষি? বনে এসেছি তপ কর্ত্তে।—ভৈরব তোদের পুরোনো চাকর। তোর বাপের মত রাগলে যার জ্ঞান থাকৃত না, তোর বাপকে ছুরী মার্ত্তে গিয়েছিল; সে কি চাকরি ছেড়ে একদিনে ঋষি হ'য়ে যাবে? যাক্, তুই এখানে এলি কেমন ক'রে?

সুরমা। আমি ত এখানে আসিনি, আমি কালীর মন্দিরে পূজো দিতে এসেছিলাম।

ভৈরব। ঐ ভাঙ্গা মন্দিরে?

সুরমা। ঐ কালীর মন্দিরে। তার পর মনে হল' তোমার গলা শুনলাম। অনেক দিন পরে তোমার গলা শুনলাম। আর লুকিয়ে থাকৃতে পারলাম না। ভাবলাম একবার তোমায় দেখে যাই।

ভৈরব। তা বেশ করেছিস্ দিদি। অনেক দিন তোকে দেখিনি। আর তোকে দেখেই বা কি হবে? আর কোলে ত নিতে পাব না।

সুরমা। কেন?

ভৈরব। আমি যে ডাকাত।

সুরমা। সত্যি তুমি ডাকাত? না—মিছা কথা।

ভৈরব। ব্রজ ডাকাতের নাম শুনেছিস্?

সুরমা। হাঁ।

ভৈরব। আমিই সেই ব্রজ ডাকাত। কি! হাঁ করে চেয়ে রইলি যে! এখন হঠাৎ পূজো দিতে এইছিলি কেন শুনি দিদি!

সুরমা। দাদার মঙ্গল-কামনায় পূজা দিতে এসেছিলাম।

ভৈরব। কেন, তোর দাদার কি হয়েছে?

সুরমা। বাবা তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। মা তাঁকে বিষ খাইয়ে মার্ব্বেন। তাই পূজা দিতে এসেছিলাম। আমার যে আর কেউ নাই ভৈরব দাদা! তাই মা কালীর কাছে ছুটে এয়েছি।

ভৈরব। ও! বুঝেছি। বিজয় কারাগারে?

সুরমা। হাঁ ভৈরব দাদা।

ভৈরব। ক'দিন ধরে' সেখানে আছে?

সুরমা। আজ দুদিন। আজ দুপুরে মা তাকে বিষ খাওয়াবার মন্ত্রণা কচ্ছিলেন।

ভৈরব। মা বলিস্‌নে সুরমা! অমন ভাল কথাটার অপমান করিস্‌নে। মা বলিস্‌নে। বল্ শয়তানী। বিষ খাওয়াবে?

সুরমা। হাঁ ভৈরব দাদা।

ভৈরব। ঠিক! মা দুধ খাওয়ায়; সৎমা বিষ খাওয়ায়। ঠিক্!

সুরমা। তাই কালীমায়ের কাছে পূজা দিতে এসেছিলাম! বাবার কাছে বলতে গেলাম। বাবা তাড়িয়ে দিলেন। আমার যে আর কেউ নেই ভৈরব দাদা।

ভৈরব। কেউ নেই?

সুরমা। কেউ নেই ভৈরব দাদা!

ভৈরব। কোন ভয় নেই দিদি। আমি আছি।—মৃত্যুঞ্জয়!

(একজন দস্যুর প্রবেশ)

ভৈরব। সব ডাক।

[দস্যুর প্রস্থান।

ভৈরব। আমি আছি দিদি! আমি বেঁচে থাকৃতে তোর শয়তানী মা বিজয়ের কাছেও ঘেঁস্‌তে পার্ব্বে না।

(দস্যুগণের প্রবেশ)

দস্যুগণ। কি সর্দ্দার।

ভৈরব। জিজ্ঞাসা কচ্ছিলি না আজ কোন্ দিকে বেরোবি?

সকলে। হাঁ সর্দ্দার।

ভৈরব। ঠিক করেছি। সন্ধ্যার সময় সব তৈরী থাকিস্।

সকলে। বেশ।

[প্রস্থান করিল।

ভৈরব। ভয় পাচ্ছিস্ সুরমা! কোন ভয় নেই। এদের সর্দ্দার আমি। বিজয়ের জন্য

কোন ভয় নেই দিদি। আমি তাকে বাঁচাব। বাঁচিয়ে আবার তোর হাতে ফিরিয়ে দেবো। তার পর দুঃখ হ'লেই আমার কাছে আসিস্। তোর চোখের জল মুছিয়ে দেবো। বাড়ী ফিরে যা। কোন ভয় নেই। যাবার আগে আয় একবার বুকে ধরি। ( সুরমাকে বক্ষে ধরিয়া ) তোদের পুরানো চাকর আমি। তারপর বাড়ীতে কালসাপিনী এল। আর সেখানে রৈতে পার্লাম না। চোখে সৈল না। গায়ে জোর ছিল। ড'কাতের সর্দ্দার হ'লাম। তবে তোর আর বিজয়ের আমি সেই চাকরই আছি দিদি। যখন মনে পড়্‌বে আমার কাছে আসিস্। টাকা দিতে পার্ব্ব না, ভাল খেতে দিতে পার্ব্ব না—যা বাড়ীতে পাস্। কিন্তু আদর দিব—যা বাড়ীতে আর পাস্‌নে। চল্, তোকে পঁহুছে দিয়ে আসি।

---

## পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—কারাগার। কাল—রাত্রি

শৃঙ্খলিত বিজয়সিংহ আসীন

সম্মুখে মন্ত্রী পানপাত্রহস্তে দণ্ডায়মান;

পার্শ্বে প্রহরী।

বিজয়। মন্ত্রী মহাশয়! এই সর্ব্বৎ খাবার জন্য আমাকে বারবার ব্যর্থ অনুরোধ কর্চ্ছেন কেন? এ সর্ব্বতের সঙ্গে কি গূঢ় উদ্দেশ্য মেশান আছে বলুন ত'।

মন্ত্রী। সে কি কুমার!

বিজয়। এ ত বিষ নয়?

মন্ত্রী। না, না। তা কি হ'তে পারে!

বিজয়। নহিলে এতক্ষণ আপনি এক হতভাগ্য বন্দীর সঙ্গে নিষ্ফল কালক্ষেপ কর্চ্ছেন কেন? আর মাঝে মাঝেই বা আমাকে ঐ সর্ব্বৎ পান কর্ত্তে বল্‌ছেন কেন বলুন দেখি। এ কি বিষ?

মন্ত্রী। ন', না, তা কি হ'তে পারে?

বিজয়। হ'তে বেশ পারে। আমি রাজ্যের সর্ব্বনাশ, প্রাসাদে সর্প, পুরপথে মুক্ত ব্যাঘ্র। আমি পিতার আপদ আর তুমি তাঁর মন্ত্রী! হ'তে পার্ব্বে না কেন মন্ত্রী মহাশয়, সোজা উত্তর দাও, এ কি বিষ?

মন্ত্রী। না, বিষ নয়।

বিজয়। ও কি! আশপাশে চাইছ কেন মন্ত্রী মহাশয়! সোজা আমার পানে চাও।

[ হস্ত ধরিলেন ]

মন্ত্রী। যুবরাজ!

বিজয়। নির্ভীক উত্তর। তুমি রাজার যোগ্য মন্ত্রী বটে। তুমি নির্ভীক, প্রত্যুৎপন্নমতি। তুমি রাজ্য চালাবে ভাল। বেশ সোজা চাও [ হাত ধরিলেন ] আমি রাজপুত্র ভুলে যাও, আমি এ দেশের ভাবি রাজা সে কথা ভুলে যাও! শুধু মনে কর যে তুমি আমায় কোলে পীঠে করেছ, চুম্বন করেছ, বক্ষে ধরেছ! শুধু মনে কর যে, আমি পিতার স্নেহে বঞ্চিত, শুধু মনে কর, আমার জননী নাই। এইবার বল দেখি—এ ত বিষ নয়?

মন্ত্রী। এ সন্দেহ কেন যুবরাজ?

বিজয়। বল [ সঙ্গে সঙ্গে হস্ত ধরিয়া ] ও কি! চম্‌কালে কেন? বল এ কি বিষ?

মন্ত্রী। না, যুবরাজ।

বিজয়। তবে তুমি অর্দ্ধেক পান কর। [ পাত্র মন্ত্রীর মুখের কাছে ধরিলেন ]

মন্ত্রী। আমি!

বিজয়। [ বিষপাত্র রাখিয়া ] ও কি! সহসা ভগ্নস্বর, ভীত দৃষ্টি, বিকম্পিত কলেবর। কেন মন্ত্রী? না, না, তুমি বাঁচ; দীর্ঘজীবী হও; নৃপতির অবাধিত অনুগ্রহ ভোগ কর। তুমি কেন মর্ব্বে? না—দাও বিষ আমি পান কচ্ছি। কিসের ভয়? যখন পিতা পুত্রের মৃত্যুকামনায় বিষ পাঠাতে পারে, আর পুরাতন ভৃত্য সে গরল-আধার সরল অধরে অনায়াসে ধর্ত্তে পারে, তখন সংসারে কি না সম্ভব।—হে ব্রহ্মাণ্ডপতি! না কাকে ডাকছি?—দাও বিষ। মন্ত্রী মহাশয়! তোমার সম্মুখে আমি প্রাণত্যাগ কচ্ছি। সে সংবাদ রাজার কাছে নিয়ে যাও, পুরস্কার পাবে। তাঁকে ব'লো, যে জীবনে আমি তাঁকে বড় ভালবাস্‌তাম, এত ভালবাসা কোন পুত্র কোন পিতাকে বাসে নাই; আর মরণে তাঁরই নাম—কি আর বল্‌ব—জয় হোক মন্ত্রী মহাশয়! [ বিষপাত্র গ্রহণ ] রাজরাজেশ্বর হও। এই বিষপান কচ্ছি! [ পান করিতে উদ্যত ]

মন্ত্রী। পান ক'রো না [ সজোরে বিষপাত্র বিজয়ের হস্ত হইতে ফেলিয়া দিলেন ]

বিজয়। ও কি কর্লে ?

মন্ত্রী। ও বিষ।

বিজয়। না ও অমৃত। পিতা যদি পুত্রের অধরে বিষ দেয়, ত সে বিষ অমৃত। আমি চিরদিন পিতৃভক্ত পুত্র। পিতার কথার কখন অবাধ্য হইনি। নিয়ে এস নূতন বিষ। রাজ-অন্তঃপুরে তার অভাব নেই। নিয়ে এস, আমি অপেক্ষা কচ্ছি।

মন্ত্রী। [ করযোড়ে ] ক্ষমা কর যুবরাজ।

বিজয়। কৰ্ম্ম। নিয়ে এস হলাহল। কি সাহসে তুমি পিতা আর পুত্রের মাঝে এসে দাঁড়াও। আমার পিতার আজ্ঞা—নিয়ে এস বিষ।

মন্ত্রী। স্থির হও যুবরাজ। এ বিষ মহারাজ পাঠাননি। তিনি এর বিন্দু বিসর্গও জানেন না।

বিজয়। সে কি!—মিথ্যা কথা!

মন্ত্রী। স্বর্গে সাক্ষী দেবগণ। তোমার পিতা ক্রোধান্ধ বটে—ক্রূর নন; ক্রোধে তাঁর কাছে লুপ্ত নিখিল জগৎ. কিন্তু তিনি শয়তানীর কাছ ঘেঁষেও কখন যান নাই। তিনি দেন নাই বিষ।

বিজয়। কে দিয়েছে তবে ?

মন্ত্রী। মহারাণী।

বিজয়। [ উদ্‌ভ্রান্ত-ভাবে ] আর তুমি।

মন্ত্রী। প্রতিশ্রুত মাংসখণ্ড-প্রলুব্ধ কুক্কুর।—মনুষ্যত্ব বিক্রয় করেছি।

বিজয়। [ সভয়ে ] কি করেছি। কি করেছি।

মন্ত্রী। কি করেছ যুবরাজ ?

বিজয়। স্বর্গে দেবগণ। আমি মহাপাপী, আমায় ক্ষমা কর। ক্ষমা কর যে, পিতাকে এ দোষে দোষী করেছি। আর এমন বাপ—পুত্রস্নেহ-বিগলিত-স্তনধারসম। মেঘ কেটে যাবে। বাবা। ক্ষমা কর যে, স্বপ্নেও ভেবেছি যে এও সম্ভব। আমি হলাম কি—মন্ত্রী মহাশয়।

মন্ত্রী। না, না, আমার পানে ওরকম করে' চেয়ো না। আমি তোমার মার্জ্জনা চাই না। তার পথ রাখি নি। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত এক—এই।

[ স্বীয় বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া পতন ]

( সসৈনিক মহারাণীর প্রবেশ )

রাণী। কি কর্লে মূর্খ।

মন্ত্রী। পালাও। পালাও রাণী।

রাণী। এর শেষ না করে' নয়—সৈনিক। বধ কর।

মন্ত্রী। খবর্দ্দার।

রাণী। আমি রাজ্ঞী আমি আজ্ঞা কচ্ছি।—বধ কর।

মন্ত্রী। [ উঠিতে চেষ্টা করিয়া পুনরায় পতন ] সাবধান।

রাণী। কি। অচল অনড় পাষাণ প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে। সৈনিকগণ এ আজ্ঞা আমার। বধ কর।

( সৈনিকগণ মুক্ত তরবারি লইয়া বিজয়ের দিকে অগ্রসর হইল। )

বিজয়। আমায় হত্যা ক'রো না। তার আগে একবার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে দাও। একবার তাঁর চরণ ধরে' মার্জ্জনা চাইব। একবার—

রাণী। সৈনিকগণ অগ্রসর হও।

বিজয়। সৈনিকগণ। তোমরা সৈনিক। জল্লাদ নও, বধ কর্ত্তে চাও ত আমায় শৃঙ্খলমুক্ত কর, হাতে তরোয়াল দাও, তার পর শত সৈনিক এক সঙ্গে আমার বিপক্ষে দাঁড়াও। যুদ্ধে বধ কর। হত্যা করো না, মুক্ত করে' দাও।

রাণী। তুমি অপরাধী। বিচার-বন্ধনে তোমার যুক্তকর মুক্ত করে কার সাধ্য। অপরাধী তুমি, লও দণ্ড—প্রাণদণ্ড দিলাম তোমার।

( সুরমার প্রবেশ )

সুরমা। তুমি দণ্ড দেবার কে মহারাণি।

রাণী। আমি রাজ্ঞী।

সুরমা। যে রাজা সে বিচার করে।

রাণী। উদ্ধত বালিকা।—যাও।

সুরমা। না, আমি দাদাকে হত্যা কর্ত্তে দেবো না। তুমি যদি রাণী—আমি রাজকন্যা।

রাণী। ও কি শব্দ!—সৈন্যগণ। যদি আমার আজ্ঞা পালন না কর—আবার কোলাহল—আমায় জান—ও কি শব্দ। বধ কর—বধ কর।

( নেপথ্যে কোলাহল )

সুরমা। [ তরবারি খুলিয়া ] সৈন্যগণ! আমায় বধ না করে' দাদাকে স্পর্শ কর্ত্তে পার্ব্বে' না।—ঐ ভৈরবের কণ্ঠ, আর ভয় নাই!

রাণী। তবে আমায় এ কাজ কর্ত্তে হ'ল। তরবারি আমায় দাও। [ অগ্রসর হইলেন ]

সুরমা। আর ভয় নাই দাদা—ভৈরব, ভৈরব! এখানে, এখানে!

( দস্যুদলসহ ভৈরবের প্রবেশ )

ভৈরব। কৈ?—এই যে! রাণি!—

রাণী। ভৈরব!

ভৈরব। তাই ত! তারা ভাইয়ের হাত দুখানি বেঁধেছে।—সত্যই ত—খুলে দে।

( দস্যুদল শৃঙ্খল মোচন করিতে উদ্যত। )

ভৈরব। খবর্দ্দার সিপাহী সব! এক পা এগিয়েছিস্ কি গিয়েছিস্। ব্রজ ডাকাতের নাম শুনেছিস্? আমি সেই ব্রজ ডাকাত, ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্।

রাণী। তুই এখানে দস্যু?

ভৈরব। কোন ভয় নাই রাণী! আমি কারো কিছু লুঠ কর্ত্তে আসি নি। আমি চাকরি ছেড়েছি, ডাকাত হইছি; কিন্তু সুরমা আর বিজয়ের সেই ভাই-ই আছি। মনে রাখিস্ রাণী। আয় দিদি, আয় দাদা—আমার সঙ্গে আয়। কোন ভয় নাই।

---

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

**স্থান—শ্যামদেশ রাজগৃহ-প্রাঙ্গণ**

**কাল—প্রভাত। বিজয়, ভৈরব ও দস্যুগণ**

বিজয়। বন্ধুগণ, তোমরা আমায় মুক্ত করেছ। তোমাদের সাহায্যে আমি শ্যামদেশ জয় করেছি। এখন তোমরা দেশে ফিরে যাও। যাও ভৈরব! এদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

ভৈরব। কেন, দেশে ফিরে যাব কেন?

বিজয়। তোমরা আর এখানে কি কর্ব্বে?

ভৈরব। যা করি না কেন, সে খোঁজে তোমার দরকার কি।

বিজয়। দেশে ফিরে যাও।

ভৈরব। তোর কথায়?

বিজয়। কেন ভৈরব আর স্বদেশ ছেড়ে আমার সঙ্গে বিদেশে বিদেশে ঘুর্ব্বে?

ভৈরব। আমাদের খুসী, তোর তাতে কি?

বিজয়। তোমাদের সাহায্যে আর দরকার নাই।

ভৈরব। বেশ বল্লি, আমাদের আর দরকার কি? আমরা কি ছেঁড়া জুতো যে পুরোনো হ'লেই ফেলে দিতে হবে? আমাদের আর দরকার কি। নেমকহারাম বেটা! সাধে কি তোর বাপ তোকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে! বেশ করেছে।

বিজয়। আমারও তাই বোধ হয় ভৈরব?

ভৈরব। কি বোধ হয়?

বিজয়। ভৈরব, আগে কখন দেশ ছাড়ি নি। বুঝি নি যে দেশ কি জিনিস। ভাবতাম যে দেশ শুদ্ধ মাটী আর আকাশ। কিন্তু এখন বুঝেছি যে, জন্মভূমি মানুষ, সে কথা কয়, হাসে, কাঁদে, বুকে জড়িয়ে ধরে। তার চেয়েও বেশী। জন্মভূমি সাক্ষাৎ মা, গর্ভে ধরে, স্তন্য দেয়, বুকে জড়িয়ে ধরে। সেই দেশ ছেড়েছ তুমি আমার জন্য। দেশে ফিরে যাও ভৈরব।

ভৈরব। তবে তুই চল্।

বিজয়। দেশে আমার স্থান নাই। দেশের রাজা আমার প্রতি বিমুখ।

ভৈরব। দেশের রাজপুত্র তুই, তোকে আমরা রাজা কর্ব্ব। ভাবিস্ কি? আমার এই হাজার ডাকাত তোর জন্য প্রাণ দেবে। কি বলিস্ রে ভাই সব?

দস্যুগণ। আমরা যুবরাজের জন্য প্রাণ দেব।

বিজয়। না ভৈরব, সে কি কথা? দেশে ফিরে যাও।

ভৈরব। দেশে ফিরে যাব। কিন্তু তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তোকে রাজা কর্ব্ব। তার পর প্রাণ চায় আমাদের ডাকাত বলে' ঘৃণা করিস্, আমাদের ছেড়ে দিস্। চলে' যাব। তার আগে নয়। কি বলিস্ সব?

দস্যুগণ। তার আগে নয়।

বিজয়। কিন্তু—

ভৈরব। বিজয়! মিছে কেন বক্‌ছিস্‌। তোর মা নেই। তোর বাপ নেই। আছে এক বুড়ো পুরোনো চাকর। কিন্তু তার শরীরে শক্তি আছে। মনে তেজ আছে। আর বুকে ভালবাসা আছে—যা তোর নেই। সে চাকর বটে কিন্তু সে মানুষ।

বিজয়। কিন্তু ভৈরব—

ভৈরব। আমি আর কোন কথা শুন্তে চাই না। তোর কথা ত শুন্‌লাম। আমরা তোরে ছাড়্‌ব না। ব্যস্‌—চল লাঠিয়াল সব।

[ দস্যুসহ প্রস্থান।

বিজয়। এত স্নেহ! এক পুরোনো চাকর! তার এত স্নেহ! আর নিজের বাপ! —যাক্‌, সে কথা ভাব্‌ব না, পাগল হ'য়ে যাব। [ পাদচারণ ]

( বিজিতের প্রবেশ )

বিজিত। এই যে বিজয়। এখানে একা কি কর্চ্ছ?—ও কি! চোখে জল!

বিজয়। না কিছু না।

বিজিত। সৈন্য প্রস্তত বিজয়। এখন তুমি প্রস্তত?

বিজয়। বিজিত ভাই! দরকার নেই। ভেবে দেখলাম—দরকার নেই।

বিজিত। কি দরকার নেই?

বিজয়। পিতার সহিত যুদ্ধে। যাই হোক্‌ তিনি পিতা।

বিজিত। পিতা! যে পিতা—কি আশ্চর্য্য যুবরাজ! বাপ ছেলের প্রতি বিরূপ হয়? যে বাপের কাজ ছেলে মানুষ করে' তোলা, নিজের সুখ, শান্তি, স্বাধীনতা, ছেলের ভবিষ্যতের পায়ে বলি দেওয়া। সেই বাপ যখন ছেলের বিপক্ষে দাঁড়ায়, সে কি অস্বাভাবিক ব্যাপার বল দেখি বিজয়?

বিজয়। বাবার স্বভাবই ঐ রকম। নিমেষের অদর্শনে তিনি আমার জন্য ভেবে আকুল। কখনও বা তিনি ঝড়ের মত অন্ধ হন। আবার কখনও বা বৃষ্টির ন্যায় স্নেহে গলে' যান। তাঁর স্বভাবই ঐ।

বিজিত। কিন্তু ছেলের বিপক্ষে—

বিজয়। না, না, ছেলের বিপক্ষে তিনি কখন নন। বিজয় বল্‌তে তিনি অজ্ঞান।

বিজিত। তবে এই কারাগারে নিক্ষেপ—এই—

বিজয়। বিমাতা তাঁকে ঐ রকম করেছেন। তিনি ও রকম কখনও নন বিজিত।

বিজিত। সেই তোমার বিমাতার কবল থেকে তোমার বাবাকে মুক্ত কর্ব্বার জন্যই এই যুদ্ধ।

বিজয়। সন্তানকে শাসন কর্ব্বার অধিকার পিতার আছে। কিন্তু পিতাকে শাসন কর্ব্বার অধিকার—

বিজিত। এ ত শাসন নয়। এ পিতাকে বাঁচান, ব্যাধিমুক্ত করা—এই পূর্ণচন্দ্রকে রাহুর গ্রাস থেকে উদ্ধার করা।

বিজয়। তিনি কুপিত হয়েছিলেন। নিজের উপর প্রভুত্ব ছিল না—তাই, নহিলে তিনি স্নেহবান, বিজিত—বড় স্নেহবান্‌।

বিজিত। তা হ'তে পারে।

বিজয়। তা হ'তে পারে শুধু নয় বন্ধু, তাই ঠিক এক দিন আমি অভিমানবশে আহার করি নি। প্রাসাদ পরিত্যাগ করে' নদীতটে দেবদারু মূলে বসে আছি, শূন্য প্রেক্ষণে নদীর তরঙ্গক্রীড়া দেখছি, আকাশে বকের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছিল, সূর্য্যের কিরণ নদীবক্ষে নৃত্য কচ্ছিল, দূরে পর্ব্বতশ্রেণী পাহারা দিচ্ছিল—আমি চেয়ে চেয়ে তাই দেখছি। হঠাৎ পিছন দিক থেকে এক কোমল করস্পর্শ অনুভব কর্লাম—সে আমার বাবার করস্পর্শ। আমার গণ্ডদেশে এক কোমল চুম্বন এসে ছড়িয়ে পড়্‌ল—সে আমার বাবার সাদর চুম্বন। আমি ফিরে চাইলাম। অভিমানকম্পিত স্বরে ডাকলাম 'বাবা'। বাবা অমনি আমায় জড়িয়ে ধরে' বল্লেন 'বিজয় ফিরে আয়, আমি বলিছিলাম অন্যায় হয়েছে—ফিরে আয়। আর কি আমি থাকৃতে পারি বিজিত, কেঁদে উঠ্‌লাম। বাবা কেঁদে উঠলেন। তখন আমরা—সেই সমুদ্রতীরে, সেই মধ্যাহ্নে, সেই দেবদারুচ্ছায়ে, সেই—কি বল্‌ব বিজিত—যেন আমরা পিতাপুত্র নেই, আমরা দুই বন্ধু, দুই খেলার সাথী, খেলার ঝগড়া মেটাতে বসেছি। সেই মিলিত অশ্রুজলে আমাদের বিচ্ছেদ—

বিজিত। এখন আর তা ভেবে কি হবে? যুদ্ধে বেরিয়েছি যুদ্ধ শেষ করে' তখন সে কথা শুনব।

বিজয়। শোন বিজিত।

বিজিত। শোন্‌বার অবকাশ নাই।

[ প্রস্থান।

( জনৈক ব্যক্তির প্রবেশ )

বিজয়। তুমি বাঙ্গালী—

১ম ব্যক্তি। হাঁ আমি বাঙ্গালী। আপনি? আপনিও কি বাঙ্গালী?

বিজয়। হাঁ আমি বাঙ্গালী—আমার—আপনার নিবাস সিংহপুরে?

১ম ব্যক্তি। না মহাশয়, রাজধানীতেই আমার বাস নয়। আমার নিবাস নবদ্বীপে।

বিজয়। মহারাজ কেমন আছেন?

১ম ব্যক্তি। বেশ আছেন?

বিজয়। আর রাজপুত্র?

১ম ব্যক্তি। নির্ব্বাসিত।

বিজয়। নির্ব্বাসিত নয়। জ্যেষ্ঠপুত্র বিদ্রোহী আর কনিষ্ঠ পুত্র? যুবরাজ?

১ম ব্যক্তি। জানি না।

[ প্রস্থান।

বিজয়। বিদেশে স্বদেশীর মুখ এত প্রিয়—যার সঙ্গে কথা কইতে অবজ্ঞা কর্ত্তাম, তাকে ডেকে কথা কই। তার একটা কথায় কত কবিত্ব, কত সঙ্গীত, কত অর্থ। ঐ একটি বাঙ্গালী।

( দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রবেশ )

বিজয়। মহাশয় বাঙ্গালী?

২য় ব্যক্তি। হাঁ।

বিজয়। নিবাস?

২য় ব্যক্তি। সিংহপুরে।

বিজয়। মহারাজের সংবাদ জানেন?

২য় ব্যক্তি। জানি।

বিজয়। তিনি সুস্থ?

২য় ব্যক্তি। দেখে ত তাই বোধ হ'ল।

বিজয়। আপনার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল? তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়সিংহের কথা কিছু বলেছিলেন?

২য় ব্যক্তি। না। মহাশয় আমি আসি।

[ প্রস্থান।

( তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ )

বিজয়। এই যে একজন বাঙ্গালী—দাঁড়াও।—তুমি সিংহপুর হ'তে আসছ?

৩য় ব্যক্তি। আজ্ঞে না, আমি কাশী থেকে আস্‌ছি।

বিজয়। মহাশয়ের বাঙ্গালী পোষাক যে?

৩য় ব্যক্তি। আমার দুর্ভাগ্য।

বিজয়। দুর্ভাগ্য!

৩য় ব্যক্তি। দুর্ভাগ্য বৈ কি। আমাদের দেশের লোক একটু সভ্য হ'লেই বাঙ্গালীর চালচলন অনুকরণ করে।—তুমি কে?

বিজয়। আমি একজন বাঙ্গালী।

৩য় ব্যক্তি। তোমাদের রাজা সিংহবাহু?

বিজয়। হাঁ মহাশয়।

৩য় ব্যক্তি। যিনি রাণীর বশ হয়ে নিজের ছেলেকে নির্ব্বাসিত করেছেন?

বিজয়। তিনি নির্ব্বাসিত করেন নাই।

৩য় ব্যক্তি। বন্দী করেছিলেন। সেই নীচ নরাধম, পশুর—

বিজয়। সাবধান।

৩য় ব্যক্তি। চোখ রাঙ্গাচ্ছ? কিংবা তুমি প্রবাসী। সিংহবাহুর কীর্ত্তি শোন নাই। সেই রক্তপিপাসু, পুত্রঘাতী—

বিজয়। [ তাহার গলদেশ ধরিয়া ] সাবধান।

৩য় ব্যক্তি। ছেড়ে দাও।

বিজয়। না, না, মার্জ্জনা কর বিদেশী। আমার অন্যায় হয়েছে।

৩য় ব্যক্তি। শুধু অন্যায় হয়েছে? বেশ একটু অন্যায় হয়েছে। যাক্‌, এবার আপনাকে মাফ কর্লাম। কিন্তু ফের যদি মহাশয় ঐ রকম করেন, ত' আর মাফ কর্ব্ব না জানবেন। আমার মেজাজ বড় রুক্ষ।

[ প্রস্থান।

বিজয়। পিতার অখ্যাতি—আর আমিই তার কারণ। পিতা! আজ অপরিচিতের কাছে আপনার নিন্দাবাদ শুন্‌ছি, আর সে নিন্দাবাদ শরের মত এখানে বিঁধছে। এখন বুঝতে পাচ্ছি পিতা যে আপনাকে আমি কত—কত ভালবাসি, কত ভালবাসি।

( বিজিতের প্রবেশ )

বিজিত। মহারাজ সৈন্য প্রস্তত।

বিজয়। সব বিদায় দাও বিজিত।

বিজিত। সে কি মহারাজ!

বিজয়। আমি বিদ্রোহ কর্ব্ব না।

বিজিত। রাজ্যে ফিরে যাবেন না?

[ বিজয় নিরব রহিলেন ]

বিজিত। গৃহহীন প্রতাড়িত হয়ে চিরদিন বিদেশে যাপন কর্ব্বেন?

বিজয়। না, আমি পিতার কাছে ফিরে যাব। আমি গিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধর্ব্ব—তিনি গলে' যাবেন। জানি তিনি গলে' যাবেন।

বিজিত। কিন্তু সে অশ্রুজল আবার তোমার বিমাতার নিশ্বাসে উত্তপ্ত হয়ে উষ্ণ বাষ্প হয়ে উঠ্‌বে। যুবরাজ! যুক্তকর স্নেহ ও ভিক্ষার আকার ধারণ করে। তোমার পিতাকে দেখাও, যে তাঁর স্নেহদান ভিক্ষাদান নয়—এ ন্যায্য অধিকার। নৈলে—

( উরুবেল ও অনুরোধের প্রবেশ )

বিজয়। কি সংবাদ উরুবেল—ও ভেরীধ্বনি!

উরুবেল। বিপক্ষশিবির; বঙ্গরাজ সিংহবাহু আদেশ প্রচার কর্‌ছেন।

বিজয়। সত্য! সত্য! কি আদেশ? মহারাজ আমায় ক্ষমা করেছেন? তাঁর বক্ষে আবার আমায় ডাকছেন?

অনুরোধ। না যুবরাজ।

বিজয়। তবে?

অনুরোধ। মহারাজের আদেশ যে, যে যুবরাজের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে গিয়ে মহারাজকে দেখাতে পার্ব্বে, সে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক পাবে।

বিজিত। কি বিজয়! নীরব রৈলে যে?

বিজয়। এত দূর!—বিজিত আমার মাথা ঘুর্চ্ছে।

বিজিত। বিজয় দৃঢ় হও। এ দৌর্ব্বল্য তোমায় সাজে না। তুমি বীর। বভ্রুবাহন অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধে জ্ঞাতিত্ব নেই।

বিজয়। ঠিক বলেছ বিজিত।

বিজিত। ঐ শুন তুরীধ্বনি। যুবরাজ যুদ্ধে অগ্রসর হৌন।

বিজয়। যুদ্ধে অগ্রসর হও। কার্য্য চাই, কার্য্য চাই। না হলে' নিজের বেদনার ভারে নিজে নুয়ে পড়ব। আর পারি না। সৈন্য সাজাও, সৈন্য সাজাও।

—

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—লঙ্কা, সমুদ্রতীর। কাল—প্রভাত

কুবেণী ও সখীগণ

সখীগণের গীত

যাচ্ছে ভেসে সাদা সাদা নীরদ
সাঁঝের কিরণমাখা।
উড়ছে যেন বিশ্বশোভার
শুভ্ররঙ্গিন জয়-পতাকা।
আয়-লো মোরা সঙ্গে ভেসে,
চলে' যাই ঐ পরীর দেশে;
মলয় হাওয়ায় গা ঢেলে দেই,
নীল আকাশে মেলিয়ে পাখা।
দেখ না কেমন দেখ্‌তে মানুষ,
দেখ না কেমন দেখ্‌তে ধরা।
জীবনটা কি শুধুই ভাবা,
শুধুই নীরস কার্য্য করা?
কি হবে রে সে সব জেনে,
নে রে জীবন, ভোগ করে' নে,
নৈলে জগৎ শুধুই ধূলো,
জীবন শুধুই বেঁচে থাকা।

কুবেণী। সন্ধ্যার কিরণ আসি' চুম্বিছে ধরণী
তরঙ্গিত নীলসিন্ধু কাঁপিছে আলোকে।

জুমেলিয়া। সত্য সখি!

কুবেণী। সমুদ্রশীকরস্নিগ্ধ বহিছে বাতাস
শিহরিয়া কলেবর।

জুমেলিয়া। সুন্দর বাতাস!

কুবেণী। সুন্দর! সুন্দর সখি? বিষাক্ত বাতাস।

জুমেলিয়া। কেন সখি!

কুবেণী। না, না, এ ভ্রম। এ বাতাস নহে,
কণ্টকিত শূন্য স্থল, অলক্ষ্যে বিস্তৃত
বৃশ্চিক দংশন-জ্বালা!

জুমেলিয়া। কি আশ্চর্য্য সখি!

কুবেণী। কেন, কি আশ্চর্য্য সখি?

জুমেলিয়া। হতাশ প্রণয়ে
শুনি এইরূপ হয়; দাম্পত্য কলহে
এইরূপ হয় শুনি; অন্তিমে পাপীর
এইরূপ হয় শুনি। কিন্তু সুখে সুখে
কনকপালঙ্কে শুয়ে রাজভোগ সেবি'
নিষ্কর্ম্মার এইরূপ হয়—সে স্বজনি
প্রথম দেখলাম। এ নূতন ব্যাপার।

কুবেণী। বালিকা বয়সে হেন অনুভব আমি
কখনও করি নাই। একি অস্থিরতা—
একি ব্যাকুলতা—সখি বুঝতে না পারি।
ক্ষণে ক্ষণে যেন বা নিশ্বাস রোধ হয়ে'
আসে সখি।

জুমেলিয়া। কাহারে কি ভালবাসিয়াছ?

কুবেণী। ভালবাসিব! সে ধাতু দিয়ে গড়েন নি
বিধাতা আমারে। ভালবাসিব কাহারে?
কে আছে জগতে, পারে এ ভালবাসার
বহিতে উদ্দাম ভার? কে আছে জগতে,
সহিতে পারিবে তার প্রবল ঝটিকা?

জুমেলিয়া। কেহ নাই?

কুবেণী। কেহ নাই।

জুমেলিয়া। অসীম জগতে
কেহ নাহি পারে ভালবাসিতে কাহাকে?

কুবেণী। অসীম জগতে! এরে বল কি জগৎ?
এই এক ক্ষুদ্র দ্বীপ। এই দ্বীপটুকু,
তরঙ্গপ্রাচীরে ঘেরা এই কারাগার,
ইহারে জগৎ বল তুমি? ধিক্ সখি।

জুমেলিয়া। কি হেতু? আর কি চাও?

কুবেণী। কি চাই শুনিবে?
আমি চাই ছুটে যেতে অবারিত গতি
অসীম অনন্ত মুক্ত ব্যাপ্তির উপর দিয়া
অনন্ত কিরণে
চাই চলিয়া যাইতে।
দলিয়া চরণতলে অই ঘন নীল
প্রসারিত উদ্বেলিত স্ফীত সঙ্কুচিত
প্রশ্বাসিত সমুদ্রের তরঙ্গগর্জ্জন।
আমি চাই দেখিতে কি আছে পরপারে—
কি গুপ্ত সৌন্দর্য্যরাশি, বিচিত্র সঙ্গীত,
বিশাল আলোক ছন্দ, মৃদু গন্ধবহ—
কিন্তু হায়! সে বাসনা মরে গুমরিয়া
নিভৃত অন্তরে!

জুমেলিয়া। ঐ রাজপুত্র আসে।

কুবেণী। কে আসে?

জুমেলিয়া। কুমার।

কুবেণী। জয়সেন?

জুমেলিয়া। জয়সেন।

কুবেণী। আসুক, আসিতে দাও, প্রলাপ তাহার
ভাল লাগে। রাজপুত্র নিরীহ সরল।

জুমেলিয়া। তুমি সর্ব্বনাশ তার করিয়াছ সখি।

কুবেণী। কেন, আমি কি করেছি?

জুমেলিয়া। যাহা করিবার,
ঐ রূপ আঁকিয়াছ চিত্রপটে তার।

২য় সখী। তদবধি তার চক্ষে নিদ্রা নাই আর—

৩য় সখী। ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, কর্ম্ম নাই তার,
পাগলের মত চাহে, উন্মাদের মত
কথা কহে বাতুলের মত সদা হাসে,
রমণীর মত কাঁদে।

কুবেণী। কেন সহচরী?

৪র্থ সখী। হতভাগ্য পুরুষের স্বভাব স্বজনি!
যদি কোন রমণীর—অবশ্য যুবতী—
যুবতীর নাসা হয় তিলফুল সম
চক্ষু হয় নীলপদ্ম-পলাশ-সঙ্কাশ
আজানুলম্বিত ঘন কুঞ্চিত চিকুর
পক্কবিম্ব সম রক্ত সরস অধর
আর যাবি কোথা! তায় দেখিয়া স্বজনি
বায়ুবেগে যেন তার ঘূর্ণিত মস্তক
ঘন ঘন হৃৎকম্প, উন্মত্ত হইতে
সমুদ্যত—বিমূর্চ্ছিত।

কুবেণী। বুঝিতে পারি না
কি হেতু তাহার এই অবস্থা স্বজনি!

১ম সখী। তুমিই কারণ তার—

কুবেণী। আমিই কারণ?
কি প্রকার?

২য় সখী। তুমি হায় করিয়াছ তার
সর্ব্বনাশ সখি!

কুবেণী। আমি?

৩য় সখী। রূপবিদ্ধ করি'
তাহাকে—বেচারী।

৪র্থ সখী। আহা—নেহাৎ বেচারী।

কুবেণী। কি বলিলে জুমেলিয়া? এই জয়সেন—
ভালবাসে আমারে সে!—

১ম সখী। ভালবাসে সখী—

কুবেণী। কুগ্রহ তাহার তবে অতি সন্নিকট।

১ম সখী। কি হেতু?

কুবেণী। পতঙ্গ যবে চাহে ঝাঁপ দিতে
জলন্ত অনলে, তার কি ঘটে স্বজনি?

১ম সখী। মরণ?

কুবেণী। মরণ সখি! ভুবনে রমণী
আছে যারা, চায় শুদ্ধ—

(জয়সেনের প্রবেশ)

কুবেণী। কি সংবাদ জয়সেন?

জয়সেন। একটা শ্যামাপাখী এ গাছে বসে' ছিল।

কুবেণী। ছিল না কি? তার পর কি কর্ল? শিষ দিল না?

জয়সেন। উড়ে গেল।

কুবেণী। বেশ করেছে। আর কোনও সংবাদ আছে জয়সেন?

জয়সেন। আমি গান গাইতে জানি।

কুবেণী। জান? একটা গাও দেখি।

—জয়সেন একটি গীত আরম্ভ করিতেই কুবেণী তাহাকে থামাইয়া কহিলেন—"তোমার স্বর বেশ মিষ্ট—"

জয়সেন। (সাগ্রহে) মিষ্ট? আমায় গান শেখাবে?

কুবেণী। শেখাব। তুমি পড়াশুনো কখন কিছু করনি কেন?

জয়সেন। আমি তোমার কাছে শিখব।

কুবেণী। আমি কি তোমার গুরুমহাশয়?

জয়সেন। তুমি আমায়—তুমি আমায় ভালবাস না?

কুবেণী। বাসি বৈকি। আর তুমি?

জয়সেন। আমি? কুবেণী! জান কি—

কুবেণী। কি?

জয়সেন। তুমি আমার কুবেণী। ভাষায় প্রকাশ কর্ত্তে পার্চ্ছি না। আমি তোমার পানে চাইলে—তার উপরে অশিক্ষিত। কিন্তু শিখিয়ে নিও কুবেণী তোমার কাছে—কুবেণী তুমি আমায় বিয়ে কর্ব্বে?

[ কুবেণী উচ্চ হাস্য করিলেন ]

কুবেণী। তোমায় বিয়ে কর্ব্ব আমি? জয়সেন এ খেয়াল তোমার মনে এল কোথা থেকে? ওকি কাঁদছ কেন ভাই? এস চোখের জল মুছিয়ে দিই। যাও বাড়ী যাও, ছোট ভাইটি আমার। আমি বিয়ে কর্ব্বার জন্য তৈরি হই নাই।

( কালসেন ও বসুমিত্রার প্রবেশ )

বসুমিত্রা। কুবেণী এখানে? আমি সমস্ত দিবস অন্বেষণ করিতেছি তোমারে প্রাসাদে।

কুবেণী। কেন মা?

কালসেন। কুবেণী! তুমি রাজার নন্দিনী, নিতান্ত বালিকা নহ; সাজে না তোমার এ হীন আচরণ—

কুবেণী। [ উঠিয়া ] হীন আচরণ। মহারাজ—

কালসেন। অকস্মাৎ একি! উঠিলে যে
দলিতফণিনীসম ফণা বিস্তারিয়া?
হীন আচরণ আমি কহি পুনরায়।
বয়স্থা কুমারী তুমি, ছাড়িয়া প্রাসাদ
ভ্রম অবারিতগতি কান্তারে প্রান্তরে,
সাগরসৈকতে, বনে, পর্ব্বত-শিখরে।

কুবেণী। এইমাত্র! সত্য কথা, তাহাতেও আমি
তৃপ্ত নহি মহারাজ! দেহের বন্ধন
বাঁধিয়া রেখেছ মর্ত্ত্যে দৈহিক দৌর্ব্বল্য
আমারে করেছে বন্দী। নহিলে ভূপতি!
আমি চলে' যেতে চাই, দলি' পদতলে
ঐ মহানীল সিন্ধু, ভেসে যেতে চাই,
পক্ষ বিস্তারিয়া ঐ দূর নীলাকাশে—
যতক্ষণ চক্ষে মম এ ক্ষুদ্র পৃথিবী
নাহি লুপ্ত হয়ে যায়। ছুটে যেতে চাই,
নক্ষত্রমণ্ডল হ'তে নক্ষত্রমণ্ডলে;
জীবন হইতে মৃত্যু, মরণ হইতে
জীবনে; আবার জন্ম হ'তে জন্মান্তরে;
জান কি হে মহারাজ! নিয়ত আমার
জীবন, হৃদয়, প্রাণ—নিয়ত আমার—
দগ্ধ হ'য়ে যায় শ্বেতদীপ্ত বহ্নিসম
তীব্র আকাঙ্ক্ষায়, নিত্য ক্ষয় হয়ে যাই,
জান কি, জান কি? না না,
তুমি কি জানিবে?

কালসেন। শুদ্ধ হও। আসি নাই শুনিতে
হেথায় তোমার প্রলাপ।

কুবেণী। তবে?

বসুমিত্রা। কহিতে তোমায়
কর্ত্তব্য তোমার কন্যা—

কুবেণী। কর্ত্তব্য আমার!
বুঝিয়াছি পিতা। কহ কর্ত্তব্য আমার
বুঝিয়াছ যদি। আমি কিছু বুঝি নাই।

বসুমিত্রা। কুবেণী বিবাহ কর।

কুবেণী। বিবাহ! বিবাহ!!
বন্ধনের উপরে বন্ধন! সাধ করি'
যূপকাষ্ঠে গলদেশ বাড়াইয়া দিতে
অধম পশুর মত! ক্ষমা কর মাতা!
বদ্ধ আছি কারাগারে, তদুপরি বেড়ি
দিও না চরণে বাঁধি' দিও না জননি!

কালসেন। কি কহিছ রাজকন্যা!

কুবেণী। তুমি বুঝিবে না।

কালসেন। শুন কন্যা। তোমারি মঙ্গল কামনায়
কহি আমি, কর পরিণয়।
কুবেণী। কি কারণ?
মহারাজ! কি করেছি আমি—
কোন্ মহা অপরাধ?
কালসেন। কর পরিণয়। করিয়াছি পাত্র
স্থির।
কুবেণী। [ চমকিয়া ] পাত্র স্থির! কে সে
পাত্র?
কালসেন। যুবরাজ।—ও কি? হাস কেন?
কুবেণী। জয়সেনে বিবাহ করিব?
আমি রাজকন্যা। এ ত পরম কৌতুক—
কালসেন। কৌতুক কুবেণী—
কুবেণী। অতি, অতি, হাস্যকর।
কালসেন। কি হেতু কুবেণী?
কুবেণী। চেয়ে দেখ মহারাজ!
আমার মুখের পানে, আর তার পর—
তোমার পুত্রের পানে। তার পর যদি
কহিতে গম্ভীর ভাবে পার মহারাজ!
'এই জয়সেনে কর বিবাহ কুবেণী'
—বিবাহ করিব—সত্য বিবাহ করিব।
—একি হাস্যকর কথা!
কালসেন। কিসে হাস্যকর?
জয়সেন এ লঙ্কার ভাবী অধিপতি—
কুবেণী। যেইরূপ অধিপতি তুমি মহারাজ?
বসুমিত্রা। ছি কুবেণী! কি কহিছ?
ইনি পিতা তব।
কুবেণী। কি স্বত্বে জননি?
বসুমিত্রা। ধীরে ধীরে কথা কহ।
কুবেণী। পিতা কি পুত্রের সঙ্গে আপন কন্যার
বিবাহ প্রস্তাব করে? ইনি পিতা মম!
এই ক্ষুদ্র জীব, এই পথের ভিক্ষুক!
পথের কর্দ্দম হ'তে তুলিয়া যাহারে
বসায়েছ তব পার্শ্বে—ইনি পিতা মম!!
হইতে পারেন তিনি নরপতি তব
কিন্তু নয় মম পিতা—হয় না জননি!
কালসেন। আমার ক্ষমতা তুচ্ছ করিছ কুবেণী?
কুবেণী। ইহাই প্রকৃত কথা। এক পিতা
চিনি—যাঁহার আদেশ তুলে লইতাম
শিরে ঈশ্বরের আজ্ঞা সম, যাঁর উপদেশ
কৌস্তভ-রত্নের সম রাখিতাম হৃদে;
স্নেহের আহ্বানে যাঁর ছুটিয়া যাইয়া
ধরিতাম পদযুগ, যাঁর অশ্রু ছিল
আমায় বর্ষার রাত্রি, ছিল হাস্য যাঁর
শরতের রঞ্জিত প্রভাত, ছিল যাঁর
জ্ঞানগর্ভবাণী—সম সমুদ্র-সঙ্গীত;
তুষ্টস্বর মিষ্টতর—বসন্তের নব
পল্লবিত মৃদুতম মর্ম্মরের মত।
রূঢ় বাণী বজ্রাঘাত; সেই পিতা চিনি—
সেই এক পিতা চিনি। তিনি স্বর্গে।
আর—অন্য পিতা চিনিনাক; মানিব
না কভু।
কালসেন। চিন, নাহি চিন বালা, করিতে
হইবে—পালন আদেশ তার।
কুবেণী তার পূর্ব্বে রাজা
আমার গলায় দড়ি দিব।
কালসেন। অত্যুত্তম।
বসুমিত্রা। কন্যা তব অবাধ্য, স্পর্দ্ধায়
টানিয়া আনিছে রাণী মৃত্যু আপনার।
বসুমিত্রা। ক্ষান্ত হও মহারাজ। আমি বুঝাইব
—অবোধ কন্যায় প্রভু।
কুবেণী। মা। আজি প্রথম
শুনিলাম এই রাজ-ভিক্ষুকের কাছে
কাতর কম্পিত এই কাকুতি তোমার।
তবে কি সত্যই তুমি দাসী এ প্রাসাদে,
আর প্রভু এই তব নূতন ভূপতি?
—কি! নীরব রহিলে যে?—ওহো,
বুঝিয়াছি,—বুঝিলাম কর্ত্তব্য আপন।
বসুমিত্রা। বুঝিয়াছ—
বুঝিয়াছ প্রাণাধিকা দুহিতা আমার?
কুবেণী। থাকুক—উচ্ছ্বাসে কাজ নাই
মহারাণী! বুঝিয়াছি কর্ত্তব্য আপন।
এত দিন জানিতাম তুমি রাজ্ঞী। আজ
বুঝিলাম, গিয়াছে সে পদ তব। আজ
তুমি দাসী আপন প্রাসাদে। তবে
রাজ্ঞী বলে' ডাকি, শুদ্ধ সৌজন্যের
জন্য—শূন্য সম্বোধন। জানিলাম
কর্ত্তব্য আপন।
কালসেন। বুঝিয়াছ—
পালন করিতে হবে আদেশ আমার?
কুবেণী। না—বুঝি নাই, তবে বুঝিয়াছি
স্থির, এখানে আমার স্থান নাই।

বসুমিত্রা। সে কি কন্যা।

কুবেণী। পিতৃহীনা আমি মাতা, ভাবিয়া-
ছিলাম মাতা আছে, তাঁর ক্রোড়ে
পাইব আশ্রয়, তাঁর বক্ষে সিক্ত মুখ
লুকায়ে কাঁদিব। ভাবিয়াছিলাম, তবু
আছে একজন আমার সংসারে, পারি
কহিতে যাহারে নিভৃতে প্রাণের কথা।
দেখিলাম নাই, কেহ নাই সংসারে আমার।
পিতা নাই—ছিল মাতা, তাও নাই।
জানো কি জননি—জানো কি? না,
তুমি কি জানিবে? এত ভালবাসিতে
না কভু, ভালবাসিতে শিখনি—
কৌমার্য্যে হারাওনি এক সঙ্গে পিতা মাতা।
বিলাসে জনম তব, বিলাসে বর্দ্ধিতা,
বিলাসে বিবাহ তব, বিলাসে বিধবা,
বিলাসের আদরিণী তুমি, কি বুঝিবে
এ মুহূর্ত্তে আমার যে মরমের ব্যথা!

বসুমিত্রা। ক্রুদ্ধ হইও না—

কুবেণী। না না, ক্রুদ্ধ হইব না;
উদ্ধতের প্রতি ক্রোধ সম্ভবে জননি!
ক্রোধ না সম্ভবে অতি পতিতের প্রতি।
তোমার উপরে ক্রোধ—জানো কি জননি!
তোমার এ দাম্ভ দেখিতেছি, মন্ত্রমুগ্ধ
উচ্চফনা ফণিনীর ধূল্যবলুণ্ঠিত
দেখিতেছি এই শির, আর মরিতেছি
মর্ম্মে মর্ম্মে গুমরিয়া।

কালসেন। কি করিলে স্থির?
পালিবে কি পালিবে না
আদেশ আমার?

কুবেণী। তোমার আদেশে এই পদাঘাত করি।
তোমার আদেশ! ক্ষমা কর মহারাজ!
কিন্তু কেন বৃথা কর উত্তেজিত মম
শৃঙ্খলিত ক্রোধের শার্দ্দূলে। মানিব
না তোমার আদেশ কভু; যাহা ইচ্ছা কর।

কালসেন। রাখিব তোমারে বন্দী
করিয়া বালিকা।

কুবেণী। আমারে করিবে বন্দী! [ হাস্য ]
শুনিয়াছ কভু
কেহ বাঁধিয়াছে সিন্ধু-তরঙ্গ নর্ত্তনে,
কেহ করিয়াছে বন্দী দীপ্ত দামিনীর
প্রলয় মেঘের রোল—ঝঙ্কার গর্জ্জনে?
লঙ্কার রাজ্ঞীর পতি! তোমার এ আস্ফালন
তুচ্ছ জ্ঞান করি। কিন্তু রহিব না আমি
আগুলিয়া ক্রোধভরে তোমার সম্পৎ—
তোমার সুখের পথ। দেখিবে না আর
কুবেণীর কৃষ্ণছায়া লঙ্কার প্রাসাদে।

বসুমিত্রা। সে কি কন্যা? কোথা যাবে?

কুবেণী। কোথায় জানি না।
কিন্তু জানি—
নহে আর লঙ্কার প্রাসাদে।

বসুমিত্রা। সে কি বৎসে!

কুবেণী। জননী বিদায় তবে।

বসুমিত্রা। সে কি কুবেণী; আমারে ছাড়িয়া
কোথায় যাবে অবোধ বালিকা?
গৃহে চল বালা—

কুবেণী। গৃহ, গৃহ নহে আর যেথা স্নেহ নাই।
যেইখানে স্নেহ নাই, জন্মভূমি নহে
জন্মভূমি—আর; যেইখানে স্নেহ নাই,
মাতা নহে মাতা।—জননি! বিদায় দাও।
[ প্রস্থান।

——

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—কারাগার। কাল—মধ্যাহ্ন

সিংহবাহু ও অনুরোধ

সিংহবাহু। আমি কার বন্দী বল্লে?

অনুরোধ। মহারাজ বিজয়সিংহের।

সিংহবাহু। মহারাজ বিজয়সিংহ! কোথাকার মহারাজ?

অনুরোধ। বঙ্গদেশের মহারাজ।

সিংহবাহু। বঙ্গদেশের মহারাজ ত আমি।

অনুরোধ। আজ্ঞে—

সিংহবাহু। বল "মহারাজ"। বঙ্গদেশের মহারাজ একা আমি। ব্রহ্মাণ্ডের উপরে এক ঈশ্বর—দুই ঈশ্বর নাই। আকাশে এক সূর্য্য। রাজ্যের এক রাজা। গৃহের কর্ত্তা একজন, দুজন হয় না। যত দিন জীবিত আছি, বঙ্গদেশের রাজা একা আমি।

অনুরোধ। আর বিজয়সিংহ?

সিংহবাহু। দস্যু। যে এই সোনার বঙ্গভূমি লুট ক'রে নিয়েছে, আমার রাজ্য কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু মাণিক—এ চুরি গেলেও

সেই মাণিক, মাণিকই থাকে। আমি পরাজিত হই, পদচ্যুত হই, বন্দী হই, যা'ই হই—যত দিন বেঁচে আছি, একা আমি মহারাজ। বিজয়সিংহ নয়, মনে রেখ।

অনুরোধ। বিজয়সিংহ আপনার পুত্র।

সিংহবাহু। বাপ বেঁচে থাক্‌তে মহারাজের পুত্র মহারাজ হয় না,—যুবরাজ হয়। মহারাজ আমি।

অনুরোধ। উত্তম, পদবীর বিচার কর্ত্তে এখানে আসি নাই। মহারাজ বিজয়সিংহ বলে' পাঠিয়েছেন—

সিংহবাহু। বল যুবরাজ বিজয়সিংহ।

অনুরোধ। তিনি বলে' পাঠিয়েছেন—

সিংহবাহু। আগে বল যুবরাজ বিজয়সিংহ বলে' পাঠিয়েছেন; নৈলে, চলে' যাও। আমি তোমার কোন কথা শুন্তে চাই না। চলে' যাও—

অনুরোধ। আজ্ঞে আমি ভৃত্য মাত্র।

সিংহবাহু। আমার কাছে কেউ নাই যে এই ব্যক্তিকে কায়দা শেখায়? মহারাজের সঙ্গে কথা কৈতে, আগে জানু পেতে মহারাজ বলে' সুরু কর্ত্তে হয়। বল মহারাজ, যুবরাজ বিজয়সিংহ নিবেদন করে' পাঠিয়েছেন যে—তারপর বলে' যাও।

অনুরোধ। উত্তম, যুবরাজ বিজয়সিংহ বলে' পাঠিয়েছেন যে, তিনি একবার মহারাজের সাক্ষাৎ চান। যদি মহারাজ দয়া করে' একবার রাজসভায় আসেন—

সিংহবাহু। রাজসভায়?

অনুরোধ। অর্থাৎ যুবরাজের কাছে আসেন।

সিংহবাহু। কে যাবে? কার কাছে? মহারাজ যাবে;—যুবরাজের কাছে?—বলগে যুবরাজকে, যে এ রকম দস্তুর নাই। তার কিছু আবেদন থাকে, এখানে এসে প্রকাশ করুক।

অনুরোধ। এ কারাগার—

সিংহবাহু। আমি যেখানে থাকি, সেইখানেই আমার রাজত্ব। এই কারাগারই এখন আমার রাজ্য। আর এই সিন্দুক [ বসিয়া ] আমার সিংহাসন। এখানে বসে' আমি তার নিবেদন শুনবো।

অনুরোধ। তবে মহারাজ এইখানেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্বেন?

সিংহবাহু। এইখানেই।—যাও।—না—যাও, তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও। আমি তার বক্তব্য শুন্‌বো।

অনুরোধ। যে আজ্ঞে মহারাজ।

[ প্রস্থান ]

সিংহবাহু। এতদূর দর্প হয়েছে তার। এত দম্ভ! [ ক্রুদ্ধভাবে পরিক্রমণ ]

( সুরমার প্রবেশ )

সিংহবাহু। কে?

সুরমা। আমি সুরমা।

সিংহবাহু। সুরমা কে?

সুরমা। আপনার কন্যা সুরমা।

সিংহবাহু। ওঃ—এখানে কি প্রয়োজন?

সুরমা। কন্যা পিতার কাছে কি বিনা প্রয়োজনে আসে না?

সিংহবাহু। তোমায় তারা বন্দী করেনি?

সুরমা। ভাই ভগ্নীকে বন্দী কর্‌বে!

সিংহবাহু। না। শুধু পুত্র পিতাকে বন্দী কর্ব্বে। এই মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখে—না?

সুরমা। আপনি বন্দী?

সিংহবাহু। এই দেখ্, সুরমা। তারা আমার পায়ে শেকল পরিয়ে দিয়েছে, হাত বেঁধে দিয়েছে। [ অশ্রুগদ্‌গদ্‌স্বরে ] হাত বেঁধে দিয়েছে, এই দেখ্।

( রাণীর প্রবেশ )

রাণী। কাঁদ্‌ছ? মেয়ের গলা ধরে' শিশুর মত কাঁদ্‌ছ মহারাজ! ছেলে বাপের উপর চোখ রাঙায় আর বাপ কাঁদে—এই আমি প্রথম দেখ্‌লাম।

সুরমা। কার কুমন্ত্রণায় এই রকম হয়েছে মা?

রাণী। আমার?

সুরমা। নিশ্চয়ই; আমার তেমন দাদা নয়—বাবা বলে' অজ্ঞান। তুমি বাপকে ছেলের পর করেছ, ছেলেকে বাপের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে' তুলেছ, দুটো স্নেহার্দ্র হৃদয়কে আগুন করে' তুলেছ, ধন্য তুমি!

রাণী। মায়ের প্রতি কন্যার উপযুক্ত উক্তি বটে, উচিত আচরণ বটে! দুর্দ্দিনে সুকন্যা সান্ত্বনা দেয়, ভর্ৎসনা করে না।

সুরমা। সান্ত্বনা!—তাই দিতে এসেছিলাম,

আমার সমবেদনার অশ্রুজলে পিতার হৃদয়ের ক্ষত ধুয়ে দিয়ে স্নেহের প্রলেপ দিতে এসেছিলাম, কিন্তু বঙ্গের মহারাজের—আমার পরম স্নেহাস্পদ পিতার হাত বাঁধা দেখে আমার নিজের অশ্রু শুকিয়ে গেছে। বাবা—তোমার এ অপমান।

রাণী। এই পুত্র বল্‌তে মহারাজ চিরদিন যে অজ্ঞান! রাজ্যের ভিতরে তার দুর্দ্দান্ত উপদ্রবে রাজ্যকে অরাজক করে' তারপর —রাজ্যের বাহিরে গিয়ে সেই অরাজক রাজ্যকে ভেঙে চুরে ভাসিয়ে দিতে বসেছে। এ পুত্র না শত্রু?

সিংহবাহু। কথা কোয়ো না রাণী।

রাণী। কেন কৈব না—

সিংহবাহু। চুপ।

সুরমা। বাবা!

সিংহবাহু। চুপ সুরমা! আমার মধ্যে রক্তস্রোত টগ্‌বগ্‌—করে' ফুট্‌ছে, মাথায় আগুন ছুটেছে। আমি বিজয়ের কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠিয়েছি।

রাণী। সে কৈফিয়ৎ দেবে! সে এতক্ষণ দস্যু পরিবৃত হ'য়ে রাজ-সিংহাসনে বসে' বিজয়ের অট্টহাস্য ধ্বনিতে সভাগৃহ ধ্বনিত কর্চ্ছে; সে পিতৃহত্যার মন্ত্রণা কচ্ছে'।

সুরমা। অসম্ভব।

রাণী। [রাজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া] এ সম্ভব বিবেচনা করেছিলে? তোমার পিতার হাতে রজ্জু, পায়ে শিকল—এ সম্ভব ভেবেছিলে সুরমা!

সুরমা। মা তুমি আবার কি মন্ত্রণা কর্চ্ছ? আর কি সর্ব্বনাশ কর্ব্বে?

রাণী। আমি ত সর্ব্বনাশই কচ্ছি। আর তোমার গুণনিধি ভাই রাজ্যের ইষ্টদেব, পুণ্যের কল্পতরু—

সিংহবাহু। চুপ্‌—বিজয়সিংহ আসছে।

(অনুরোধ ও উরুবেলের সহিত
বিজয়সিংহের প্রবেশ)

সুরমা। দাদা! দাদা! এ কি?

বিজয়। কি সুরমা? দাঁড়াও।—বাবা—[প্রণাম]

রাণী। উত্তম অভিনয়।

বিজয়। কে মহারাণী! মহারাণী মহারাজের কক্ষে কেন অনুরোধ? মহারাণীকে কক্ষান্তরে নিয়ে যাও উরুবেল।

উরুবেল। আসুন মহারাণী।

সুরমা। দাঁড়াও। দাদা! এ সব কি? তোমার দ্বারা এও কি সম্ভব?

বিজয়। কি সম্ভব নয় সুরমা? যে একটা দুঃখাচ্ছন্ন পরিবারের শনি হ'য়ে প্রবেশ করে, যে মাতৃহীন অভাগা পুত্রের কাছে থেকে তার বাপকে ছিনিয়ে নেয়, পুত্রের অন্ধকারে সেই এক দীপ, তাও নির্ব্বাণ করে', তাকে অন্ধ করে' দেয়, যে বাপকে ছেলের পর করে, তার প্রতি কি অন্যায় আচরণ হয়েছে ভগ্নী।

সুরমা। কিন্তু—

বিজয়। দাঁড়াও।—হাঁ সমুচিত আচরণ এখনও হয়নি। দেখ্‌বে। পরে দেখ্‌বে—এখনও হয়নি।

সুরমা। কিন্তু মহারাজের প্রতি?—

বিজয়। বিদ্রোহ করেছি? কেন না, দেখেছি ভিক্ষা নিস্ফল।

সুরমা। কিন্তু তাঁকে এই কারাগারে নিক্ষেপ করে' তাঁর হাতে পায়ে শিকল পরানো!—

বিজয়। [সাতিবিস্ময়ে] সে কি! [নিরীক্ষণ করিয়া) তাই ত'! কে বাবার হাত বেঁধে দিয়েছে—অনুরোধ?

অনুরোধ। আমি বুঝেছিলাম—যুবরাজের আজ্ঞাক্রমে সে কাজ হয়েছে।

বিজয়। আমি আজ্ঞা দেবো বাবাকে বাঁধতে! অনুরোধ! এতদিনে আমায় চেননি?

অনুরোধ। যুবরাজ এ আজ্ঞা দেননি?

বিজয়। আমি আজ্ঞা দিয়েছিলাম, রাণীকে বাঁধতে। বাবা! কোন মহাভ্রমে এ কাজ হয়েছে। আমি নিজে এ বন্ধন খুলে দিচ্ছি। (উক্তবৎ কার্য্য) এই বেড়ী মহারাণীকে পরিয়ে দাও সুরমা।

সুরমা? সে কি দাদা?

বিজয়। তুমি বাবাকেও জানো—দাদাকেও জানো। যা গোঁ তা কর্ব্বই। দাও পরিয়ে দাও।

সুরমা। এ কাজ আমা দ্বারা হবে না।

বিজয়। তবে আমাকেই এ কাজ কর্ত্তে হলো [বন্ধন পরাইয়া দিলেন] এখানেই শাস্তির শেষ নয় মহারাণী। কাল প্রজাবর্গ সমক্ষে মহারাণীর মস্তক মুণ্ডন করে' সহরের

বাহির করে' দেওয়া হবে। নিয়ে যাও মহারাণীকে।

[ অনুরোধ মহারাণীকে লইয়া গেল ]

বিজয়। এখন, বাবা, আমার নিবেদন আছে।

সিংহবাহু। বন্দী অবস্থায় আবেদন শোনা দস্তুর আছে কি বিজয়সিংহ?

বিজয়। মহারাজ বন্দী নন। মহারাজ পূর্ব্বে যেরূপ মুক্ত ছিলেন, আজিও তেমনি মুক্ত। শুদ্ধ মহারাণীর সমক্ষে যাবার অধিকার নাই।

সিংহবাহু। কার আজ্ঞায়?

বিজয়। আমার আজ্ঞায়।

সিংহবাহু। আমার চক্ষের সম্মুখে তোমার হুকুম খাটাচ্ছ বালক। স্পর্দ্ধা বটে। যে পিতার হাত পা বাঁধতে পারে, সে কি না পারে?

বিজয়। আমার আজ্ঞায় কি জ্ঞাতসারে এ কাজ হয়নি। আমায় বিশ্বাস করুন মহারাজ।

সিংহবাহু। হোক্ না হোক্, একই কথা।

বিজয়। আমায় মার্জ্জনা করুন।

সিংহবাহু। তার পর?

বিজয়। আমার আবেদন শুনুন।

সিংহবাহু। বঙ্গের মহারাজ সিংহাসনে বসে' আবেদন শোনে।

বিজয়। উত্তম, তবে তাই শুনবেন। বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করে' বসি নাই—রাজ্যে আমার স্পৃহা নাই। শুদ্ধ এক অধিকার চাহি। সে অধিকার থেকে কেউ আমায় বঞ্চিত কর্ত্তে পাবে না। মহারাজ নিজেও নয়।

সিংহবাহু। বিজয়সিংহ, তুমি রাজদ্রোহী। তার বিচার কর্ব্ব। তারপর তোমার আবেদন শুনবো।

বিজয়। উত্তম, বিজিত। মহারাজ মুক্ত ও স্বেচ্ছাগতি। প্রণাম মহারাজ।

[ প্রস্থান।

সিংহবাহু। সেই দর্প। সেই অভিমান। আমার পশুত্ব গলে' যাচ্ছে। আমার হৃদয় গলে' যাচ্ছে—আমার পুত্র বটে। সুরমা। কন্যা আমার।

সুরমা। বাবা। দাদা মহৎ, তাঁকে ক্ষমা করুন।

সিংহবাহু। রাগ জল হয়ে' গেল—জল হ'য়ে গেল।

---

## চতুর্থ দৃশ্য

কালসেন ও বিরূপাক্ষ কথোপকথন করিতেছিলেন।

কালসেন। কুবেণীর কোন সন্ধান পাও নাই?

বিরূপাক্ষ। না মহারাজ।

কালসেন। খোঁজ করেছ?

বিরূপাক্ষ। করেছি। নগরে, প্রান্তরে, পর্ব্বতে, গ্রামে, অরণ্যে, সর্ব্বত্র খোঁজ করেছি।

কালসেন। যাও।—না, শোন। হারীতকে সপরিবারে ধরে' আন।

বিরূপাক্ষ। যে আজ্ঞে মহারাজ।

কালসেন। তাকে সপরিবারে শূলে দেবো। তার গচ্ছিত সম্পত্তির সন্ধান এবার দেয় কি না দেখি। যাও ধরে' নিয়ে এস।

বিরূপাক্ষ। যে-আজ্ঞা।

[ প্রস্থান।

কালসেন। প্রজাদের স্পর্দ্ধা চূর্ণ কর্ব্ব। কুলবধূদের কলঙ্কিত কর্ব্ব। গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে' দেবো। চরম রাজত্ব কচ্ছি। কে? জয়সেন?

( উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে জয়সেনের প্রবেশ )

কালসেন। জয়সেন! এ বেশ!

জয়সেন। তাই ত মহারাজ। বদ্‌লে আসি।

[ গমনোদ্যত।

কালসেন। দাঁড়াও—শোন জয়সেন। তোমার দিন দিন পাণ্ডুর মুখ, শীর্ণ তনু, অপাঙ্গে কালিমা—তোমার হয়েছে কি?

জয়সেন। কৈ। কি হয়েছে?

কালসেন। খেতে পাও না?

জয়সেন। পাই বৈ কি? মহারাজ। কুবেণীর সন্ধান পেয়েছি।

কালসেন। সে কি! কোথায় কুবেণী?

জয়সেন। জলধির তলে।

কালসেন। সে কি?

জয়সেন। দেখেছি। কাল সন্ধ্যাবেলায় সমুদ্রের কূলে দাঁড়িয়েছিলাম—তাকে দেখ্‌লাম।

( দূরে বসুমিত্রার প্রবেশ )

কালসেন। সে কি!

জয়সেন। কুবেণী সিন্ধু থেকে সূর্য্যের মত

উঠল। তারপর সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে এসে আমার হাত ধর্ল, আমার পানে অনেকক্ষণ চেয়ে রৈল। তার পর ধীরে ধীরে গিয়ে জলধির জলে আবার মিলিয়ে গেল। তারপর আকাশ পানে চাইলাম। সেখানে দেখ্‌লাম, উজ্জ্বল কনকবেশে ভূষিত কুবেণী—শেষে আকাশে মিশে গেল।

কালসেন। কি বল্‌ছ জয়সেন। প্রলাপ বোকো না।

জয়সেন। সত্য দেখ্‌লাম।

কালসেন। যাও, বেশ পরিবর্ত্তন করে' এস।

জয়সেন। মহারাজ। স্পষ্ট দেখলাম।

কালসেন। যাও জয়সেন।

[ জয়সেন ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

কালসেন। শুন্‌লে বসুমিত্রা ?

বসুমিত্রা। (অগ্রসর হইয়া আসিয়া) কুমার উদ্‌ভ্রান্ত—প্রেমে।

কালসেন। অসম্ভব।

বসুমিত্রা। অসম্ভব নয় প্রিয়তম। তুমি প্রেমের গতি বুঝবে কি—যে কখন ভালবাসোনি।

প্রেম গোষ্পদের বারি
নহে মহারাজ, প্রেমে গৈরিক নির্ঝর।
প্রেম নহে ক্ষণিকের প্রমোদ উল্লাস,
প্রেম নিত্য কর্ত্তব্যে তীর্থ দরশন।

কালসেন। বটে, তুমি আমায় সেই রকম ভালবাস ?

বসুমিত্রা। বাসি না ? বাসি। নৈলে তোমায় আমার সর্ব্বস্ব অর্পণ কর্ত্তে পার্ত্তাম না।

কালসেন। বটে।—কি দিয়েছ ?

বসুমিত্রা। (উত্তেজিত ভাবে) কি দিয়েছি জানো না। প্রাণ, মন, দেহ, আত্মা, লোকলজ্জা, ধর্ম্মভয়, বিভব, সম্পৎ, স্বর্ণলঙ্কা,—সব তোমার পায়ে ঢেলে দিয়েছে। তার পর আবার জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ কি দিয়েছ ?

কালসেন। এত।

বসুমিত্রা। তার পর—এই আমার জাতির উপর—এই তুমি রাজত্ব কর্চ্ছ, তাদের পদতলে দলিত কর্চ্ছ, তাদের ঘন আর্ত্তনাদ—একটা জাতির আর্ত্তনাদ, আমি কান পেতে শুন্‌ছি, তাদের জননী আমি—সেই আর্ত্তনাদ শুন্‌ছি, শিশুর চক্ষে জননীর প্রতি সেই সজল নিষ্ফল যাচ্ঞা দেখছি, আর কিছু, কর্ত্তে পার্চ্ছি না। সে দুঃখ—যে জননী, সেই বুঝে।

কালসেন। কেন আমার হাতে এ রাজ্য দিয়েছিলে রাণী ?

বসুমিত্রা। কেন ? কেন ? কেন ? তাই আমি বারবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,—প্রভাতে সন্ধ্যায় আপনাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করি; অমনি হৃদয় থেকে একটা আত্মগ্লানির বুদ্‌বুদ্‌ উপর দিকে উঠে গলা টিপে ধরে। নিশীথে কৃষ্ণ আকাশের পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করি, কেন ? অমনি বিশ্ব জুড়ে অট্ট হাহাধ্বনি উঠে আর বুকের মধ্যে রক্তের সমুদ্র ঢেউ খেলে যায়। তুমিও জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ কেন।

কালসেন। এত যদি অনুতাপ হয় ত রাজ্য ফিরে নাও, দিচ্ছি। ফিরে নাও।

বসুমিত্রা। তা কি যায় মহারাজ। রমণী যা একবার দেয়,—তা কি আর ফিরে নেওয়া যায় মহারাজ। সে যা হারায়—জন্মের মত হারায়।

কালসেন। সেটা হচ্ছে কি ?

বসুমিত্রা। ধর্ম্ম। আমি ধর্ম্ম হারিয়েছি। ধিক্‌, শত ধিক্‌ আমাকে।

কালসেন। অনুতাপ হচ্ছে ?

বসুমিত্রা। প্রথম যৌবনে একাকিনী অসহায়া যুবতী বিধবা,—অঙ্গে অঙ্গে তরল যৌবন ছুটে যাচ্ছে, ঐশ্বর্য্যের মদভরে মত্ত কামনা মদিরা পানে জ্বালাময়, অর্দ্ধেক উন্মাদ আমি—একসঙ্গে সব হারিয়ে বসে' আছি। তার পর—

কালসেন। তার পর ?

বসুমিত্রা। এখন আর বলে' কি হবে মহারাজ। তার পর আমার এক সম্পত্তি—আমার শেষ সম্পত্তি বল্‌তে অলস জিহ্বা জড়িয়ে আসে—আমার একমাত্র সন্তান, আমার মৃত পতির একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন;—শেষরত্ন, মুমূর্ষুর হরিনাম—সেই কন্যাও আমার কামের অনলে আহুতি দিয়েছি।—ওঃ [ ঘাম মুছিলেন ]

কালসেন। সুন্দর। নিজের পাপের এমন বিস্তৃত ব্যাখান—মুখস্থ পাঠের মত এমন আবৃত্তি পূর্ব্বে কখনও শুনিনি।

বসুমিত্রা। সব গেছে। সব নাও। শুধু মহারাজ। আমার কন্যা ফিরে দাও। এক কন্যা নিয়ে বৈধব্য-সমুদ্রে ভাসলাম;—তার পর কূল পেলাম—ভুজঙ্গবেষ্টিত ক্রুর গহ্বরসঙ্কুল

অরণ্য। সে কন্যাটিকে সাপে কামড়াল, ছট্‌ফট্‌ করে' সে মারা গেল, আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখলাম।

কালসেন। অনুতাপ হচ্ছে?

বসুমিত্রা। না, না—কি বল্‌ছি! উন্মাদিনী! যা গিয়েছে যাক্‌। তুমি থাক। তোমার ভুজঙ্গ-পিচ্ছিল গলদেশ জড়িয়ে থাকি! শূন্য চেয়ে তাও ভাল, তাও ভাল! [ক্রন্দন]

কালসেন। কাঁদ, চিরদিন কাঁদ। এ জন্মে এ রোদন আর থাম্‌বে না। তুমি কিছু শুনেছ প্রেয়সী?

বসুমিত্রা। কিছু না। লঙ্কা সমুদ্রের জলে ডুবে যাক্‌, এস নাথ! আমরা প্রেমের ভরে আকাশে বিচরণ করি! যা হবার তা হবে।

কালসেন। কি বল্‌ছ প্রিয়ে?

বসুমিত্রা। ডুবতে বসেছি, ডুব্‌ব, তুমিও ডুব্‌বে—আমিও ডুব্‌ব। এত জাতির রক্তের উষ্ণ ঢেউয়ে দুজনেই ডুব্‌ব! এস ডুবি। এস, এই সম্পদের পর্ব্বতশিখর থেকে হাত ধরাধরি করে' নাচ্‌তে নাচ্‌তে গভীর গহ্বরে নেমে যাই। যাক্‌ লঙ্কা—রসাতলে যাক্‌।

(উৎপলবর্ণের প্রবেশ)

কালসেন। কি সংবাদ পুরোহিত?

উৎপল। মহারাজ! আজ আমি পুরোহিত রূপে তোমার কাছে আসিনি।

কালসেন। তবে? কি রূপে এসেছ?

উৎপল। জাতির প্রতিভূরূপে আজ প্রজাদের দীন আবেদন জানাতে এসেছি।

কালসেন। কি আবেদন?

উৎপল। তোমার স্বেচ্ছাচার সংবরণ কর। রাজ্যের পিতার মত রাজ্য শাসন কর। রাজ্যের আর নিজের সর্ব্বনাশ করো না।

কালসেন। কেন? আমি করেছি কি?

উৎপল। তুমি রাজ্যে দস্যুর অধম ব্যবহার করেছ, লঙ্কার ললনার প্রতি ব্যাভিচার করেছ, শিশুপূর্ণ তরণীর নির্মজ্জিত করে' মজা দেখেছ; আর নগরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে, সেই দৃশ্য দেখে হাততালি দিয়ে প্রেতের ন্যায় নৃত্য করেছ।

কালসেন। মিথ্যা কথা।

উৎপল। সাবধান মহারাজ! সময় থাকৃতে এর প্রতিকার কর; নৈলে এর প্রতিকার ভগবান কর্ব্বেন।

কালসেন। কি বল্‌ছ উন্মাদ!

উৎপল। না, আমি উন্মাদ নই, আমি শুধু কালের পৃষ্ঠায় নিয়তির অক্ষর পড়ে যাচ্ছি, তোমাদের যার বর্ণ-পরিচয় হয় নি, সাবধান, এইটুকু বলে যাচ্ছি আর বেশী বল্‌বো না।

---

## পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—বঙ্গের রাজসভাস্থান। কাল—প্রভাত

বিজয়সিংহ সিংহবাহুর হাত ধরিয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন।

বিজয়। মহারাজ! এই আপনার সিংহাসনে বসুন। আমি বঙ্গের সিংহাসন অধিকার কর্ব্বার জন্য এ যুদ্ধ করি নাই। আমি সিংহাসন চাই না। শুদ্ধ আমি আপনার হৃদয়ে নিজের সিংহাসন দাবী করি। সে সিংহাসন আমার। তা থেকে কেউ আমায় বঞ্চিত কর্ত্তে পারে না—মহারাজ নিজেও না।

সিংহবাহু। তুমি দাবী কর বিজয়সিংহ—আশ্চর্য্য তোমার দম্ভ! এখনও সেই দর্পিত দৃষ্টি, স্ফীত বক্ষ, উদ্ধত শির!

বিজয়। আমি আপনারই ত' পুত্র।

সিংহবাহু। আমার পুত্র বটে—

বিজয়। হাঁ আপনারই পুত্র। নৈলে, এই বাহুতে এত বল কোথা থেকে এল? অন্তরে এই দর্প, এত স্নেহ কোথা থেকে এল মহারাজ! আপনার পুত্র না হলে' রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হ'য়ে সে রাজ্য আপনার পদে দান ক'রে আপনার স্নেহভিক্ষা করি?

সিংহবাহু। দান! বিজয়সিংহ! আমি সিংহাসন এই মুহূর্ত্তে ত্যাগ কর্চ্ছি। পারি ত' এই বাহুবলে উদ্ধার কর্ব্ব। নহিলে বনে যাব। পুত্রের দান!

বিজয়। পুত্রের অর্ঘ্য। মহারাজ! সিংহাসনে বসুন।

সিংহবাহু। কদাপি না।

বিজয়। মিনতি করি [করযোড়ে]।

সিংহবাহু। পুত্রের দান শিরে বহন কর্ব্বে সিংহবাহু?

বিজয়। পুত্রের অর্ঘ্য কোন পিতা চরণে ঠেলে না।

সিংহবাহু। তার পূর্ব্বে মৃত্যু শ্রেয়ঃ। দান

বিজয়। পুত্রের দান কি তুচ্ছ মহারাজ। পিতা যে পুত্রের জন্মদান করে, আশৈশব অন্নবস্ত্র দান করে, স্নেহদান করে, পুত্রের শিক্ষাদান করে, সে সব কি পুত্র ভিক্ষাদান স্বরূপ গ্রহণ করে মহারাজ। সে সকল কি তার প্রাপ্য নয়? আবার বৃদ্ধ মরণোন্মুখ পিতাকে যখন পুত্র আহার, আশ্রয়, শক্তি, ভক্তি দান করে—সেই বা কি ভিক্ষা দান? এ প্রকৃতির সাম্যতাজন্য পরিশোধ। মহারাজ, এ পুত্রের দান—দেবতা যেমন ভক্তের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করে—তদ্রূপ আপনিও গ্রহণ করুন। সিংহাসনে বসুন।

সিংহবাহু। তার পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা কর যে, আমার আজ্ঞা রাজার আজ্ঞা বলে' গ্রহণ কর্ব্বে।

বিজয়। নিশ্চয়। চিরদিন যা মাথায় করে' বহন করেছি, হৃদয়ে ধারণ করেছি, আজ তা পেশীর বল হয়েছে বলে'—রক্তের তেজ হয়েছে বলে' কি ছুড়ে ফেলে দেব? দিতে পারি। বিজয়সিংহ চিরদিনই আপনার প্রজা, চিরদিনই আপনার পুত্র, চিরদিনই আপনার ভৃত্য।

সিংহবাহু। তবে শোন বিজয়সিংহ। তোমার বিপক্ষে যে গুরুতর অভিযোগ তার কৈফিয়ৎ চাই।

বিজয়। কিসের কৈফিয়ৎ মহারাজ।

সিংহবাহু। তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হ'য়ে কারাগার ভেঙে পালিয়েছ। তার পর এ রাজ্যের প্রজা হ'য়ে এই রাজ্যের রাজার বিরুদ্ধে কলিঙ্গের পঙ্গপাল নিয়ে বিদ্রোহের ডঙ্কা বাজিয়ে এই রাজ্য আক্রমণ করেছ। এ গুরুতর অপরাধ। এর উত্তর চাই।

বিজয়। এর কৈফিয়ৎ দিব। কিন্তু তার পূর্ব্বে পুত্র একবার পিতার সহিত সাক্ষাৎ ভিক্ষা করে।

সিংহবাহু। তার অর্থ?

বিজয়। তার অর্থ এই যে, এই মন্ত্রী, এই ভৃত্যদের, এই পরিসদবর্গদের বিদায় দিন। এই ঘরে একবার নিভৃতে পিতা পুত্রের সাক্ষাৎ হোক্। করযোড়ে মহারাজ বলে' ডাক্‌বার পূর্ব্বে একবার তোমার গলাটি জড়িয়ে গালের উপর গাল রেখে একবার 'বাবা' বলে' ডাকি। আপনার প্রাণে আমার রাজ্য, আমার অধিকার আমি বুঝে নেই, ঐ প্রসারিত বক্ষে একবার প্রাণের উচ্ছ্বাসে, আবেগে মুখ লুকিয়ে কাঁদি, তার পর কৈফিয়ৎ দিব।

সিংহবাহু। ভণ্ড তপস্বী—

বিজয়। না, আমি ভণ্ড নই। আমি উদ্ধত হ'তে পারি মূঢ় হ'তে পারি নরহন্তা হ'তে পারি। শুধু আমি ভণ্ড নই। রাজা। আমি তোমায় বড় ভালবাসি।

সিংহবাহু। তার প্রমাণ যথেষ্ট দিয়েছ। এখন কৈফিয়ৎ দাও, রাজদ্রোহ গুরুতর অপরাধ।

বিজয়। এ গুরুতর অপরাধ স্বীকার করি।

সিংহবাহু। তার উত্তর?

বিজয়। মহারাজের ক্ষমা ভিক্ষা করি।

সিংহবাহু। ক্ষমা। রাজার বিচারে ক্ষমা নাই।

বিজয়। তবে কার বিচারে ক্ষমা আছে মহারাজ। অশক্তের ক্ষমার মূল্য কি? যে অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে পারে না, সে ক্ষমা করুক বা না করুক, সংসারের কি যায় আসে? যে শাস্তি দিতে পারে, যে আততায়ীর পদাঘাতের ঋণ সেই আততায়ীর রক্ত দিয়ে ধৌত করে' দিতে পারে, সে যদি সেই পদাঘাত ক্ষমা করে, সেইখানেই ক্ষমার প্রয়োজন—সেইখানেই ক্ষমার মাহাত্ম্য। মহারাজ। যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্তপদে কারাগারে ছিলেম, তখন আমি মহারাজের ক্ষমা চাই নাই। মহারাজ এখন আবার বাঙ্গালার সিংহাসনে, এখন ইচ্ছা কর্লে, আমার শিরশ্ছেদের আজ্ঞা দিতে পারেন। এখনই ত' মহারাজের ক্ষমার সময়, ক্ষমার ক্ষমতা।

সকলে। সাধু বিজয়সিংহ।

সিংহবাহু। বিজয়সিংহ। আমি ক্ষমা জানি না। আমি পূর্ব্বেই তোমার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলাম। সে দণ্ড প্রত্যাহার কর্লাম। কিন্তু আমি তোমায় দেশ থেকে চিরনির্ব্বাসন দণ্ড দিলাম।

বিজয়। দণ্ড মাথা পেতে নিচ্ছি পিতা। আর মহারাজের রাজ্যে বিজয়সিংহের নাম কেউ শুন্তে পাবে না। আমি যাচ্ছি, আপনায় ছেড়ে, দেশ ছেড়ে, জন্মের মত যাচ্ছি—তবে তার আগে একবার আমায় তেমনি করে' বক্ষে টেনে নিন, যেমন আগে নিতেন, আমায় স্নেহ-গদ্‌গদস্বরে তেমনি করে', বিজয় বলে' ডাকুন, যেমন আগে ডাকৃতেন—একবার, একবার—বাবা—

সিংহবাহু। দূর হও ভণ্ড।

বিজয়। বাবা [ পদধারণ ]।

সিংহবাহু। আমি তোমায় বিষচক্ষে দেখি, দূর হও।

[ পদাঘাত ও প্রস্থান।

বিজয়। এতদূর! শেষে মহারাণী তোমারই জয়! আমারই পরাজয়, উঃ কি পরাজয়! পিতার স্নেহভিক্ষা করে' তার পর পদাঘাত! আমার অগাধ স্নেহের এই প্রতিদান—জগদীশ! এ হৃদয়ে এত স্নেহ দিয়েছিলে কেন? পিতার পদাঘাত! পিতার পদাঘাত!! উঃ—সর্ব্বাঙ্গে অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে, মাথা ঘুর্চ্ছে—কি পরাজয়!—কি পরাজয়! উঃ—ভগবতী বসুন্ধরে! দ্বিধা হও! একি! মাথা ঘুর্চ্ছে! একি! [ মূর্চ্ছিত ]

উরুবেল। যুবরাজ! যুবরাজ! হো অনুরোধ! জল নিয়ে এসো। যুবরাজ মূর্চ্ছিত। জল নিয়ে এসো—শীঘ্র।

[ অনুরোধের প্রস্থান।

বিজিত। যুবরাজ!

( জল লইয়া অনুরোধের প্রবেশ )

বিজিত। [ মুখে জল দিয়া ] যুবরাজ!

( ভৈরবের প্রবেশ )

ভৈরব। কৈ, আমার বিজয় কৈ?

বিজিত। মূর্চ্ছিত।

ভৈরব। মূর্চ্ছা গিয়েছে? বিজয়—দাদা!

বিজয়। বাবা! বাবা! [ চারিদিকে পর্য্যবেক্ষণ। বাবা কৈ?

ভৈরব। বাবা! কোথায় তোর বাবা? তোর দাদা আছে, বাপ নাই! তুই আমার দাদা, আমি তোর দাদা; সংসারে বাবা কেউ নেই।

বিজয়। [ উঠিয়া ] ভৈরব! ভৈরব! কেন এসে আবার দাদা বলে' ডাক্‌লে? আমার হেন সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। বাবা যেন স্নেহে গলে' গিয়ে আমায় বাবা বলে' ডাক্‌ছেন, আর স্বর্গে যেন বীণা বেজে উঠলো, মর্ত্ত্যভূমে স্বর্গের আলোক ছেয়ে গেল। তার পর, তার পর—

বিজিত। বিজয়!

ভৈরব। ভাই, তুই বীর! এত অধীর হওয়া কি তোর সাজে?

বিজয়। না ভৈরব! তবে দেশ ছেড়ে যাই। স্বদেশ আমার! প্রিয় জন্মভূমি! এখন একা তুমিই আমার মা! তোমাকেও ছেড়ে যেতে হ'ল!—তবে বিদায় দাও মা! বৃথাই তোমার দুরন্ত ছেলেকে তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, তোমার ফলমূল, তোমার মিষ্টরস দিয়ে মানুষ করে' তুলেছিলে। কিছু কর্ত্তে পার্লাম না। আজ আমি পিতৃমাতৃহীন, গৃহহীন, লক্ষ্যহীন যুবক। আমার কেউ নেই। বিদায় দাও মা!

ভৈরব। দেশ ছেড়ে যাবে কেন বিজয়? বহির্দ্বারে পঞ্চসহস্র তরবারি তোমার এক ইঙ্গিতের অপেক্ষা কর্চ্ছে। বল—আজ্ঞা দাও, এই রাজ্য তোলপাড় করে' দিয়ে, ভূমিসাৎ করে' দিয়ে চলে' যাই। তার উন্মাদ রাজাকে বন্দী করে' রেখে দেই। তুমি আবার নূতন রাজ্য স্থাপন কর। দেশ ছেড়ে যাবে কেন বিজয়?

বিজয়। না ভৈরব! পিতা সাক্ষাৎ দেবতা।

বিজিত। এই পিতা?

বিজয়। সন্তান পিতা বেছে নিতে পারে না বিজিত! চল, বিজিত, রাজ্য ছেড়ে যাই।

ভৈরব। রাজ্য ছেড়ে যেতে যাবি কেন রে বিজয়! আয় আমার কুঁড়ে ঘরে রেখে দেবো—কেউ টের পাবে না। আমার বুকের মধ্যে রেখে দেবো—কেউ টের পাবে না!

বিজয়। না ভৈরব! পিতা সাক্ষাৎ দেবতা। আমি দেশ ছেড়ে যাবো। বন্ধুগণ! বিদায় দাও।

বিজিত। বিদায় দিব? না বিজয়! তোমাকে বিদায় দেব না! তুমি এখানে থাক্‌তে না চাও, আমি তোমায় ছাড়ব না! তুমি যেখানে যাবে, আমি সঙ্গে যাবো।

বিরূপাক্ষ। আমরা তোমায় ছাড়ব না।

বিশালাক্ষ। আমরা কেউ তোমাকে ছাড়ব না।

বিজয়। আমার সঙ্গে যাবে!

বিশালাক্ষ। যাব ভাই।

বিজয়। আমি কোথায় চলেছি জানো?

বিরূপাক্ষ। যেখানে হয়, কিছু যায় আসে না।

বিজয়। আমি যেখানে চলেছি, সেখানে মানুষ নাই, আনন্দ নাই, মৃত্যুভয় নাই। যেখানে কেউ হাসে না, কাঁদে না, ভালবাসে না। ওঃ—সংসারে কি বিশাল ভ্রম! কি ভয়ানক শক্তির অপচয়! মানুষ! কাকে বিশ্বাস কর্‌ব—যখন বাপ ছেলেকে পদাঘাত করে—সে ছেলে, যে সেই বাপের স্নেহের জন্য

পাগল। সংসারে সব চোর। সব পর্ব্বতের মত স্বার্থমগ্ন, সমুদ্রের মত স্বেচ্ছাচারী, আকাশের মত উদাসীন, ঈশ্বরের মত কঠিন। ন্যায়, মমতা, ভক্তি, বিশ্বাস কিছু নাই। তবে চল সবাই, সমুদ্রের তরী ভাসিয়ে দেই।

——

## ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—বঙ্গরাজপ্রাসাদ।

সুরমা ও লীলা

সুরমা। শুনেছ বোন্?

লীলা। শুনেছি।

সুরমা। স্বদেশ থেকে চিরনির্ব্বাসন! এত বড় দণ্ড!—

লীলা। তার আর অন্যায় কি হয়েছে? তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন, মহারাজ বিদ্রোহীর দণ্ড দিয়েছেন। অন্যায় কিছু হয়নি।

সুরমা। সে কি বলিস্ লীলা!—এত স্নেহের বিনিময়ে—

লীলা। রাজার বিচারে স্নেহের স্থান নাই। পাত্রাপাত্রের ভেদ নাই। এই ত' বিচার।

সুরমা। সে কি! তুই খুব সন্তুষ্ট হয়েছিস্?

লীলা। অত্যন্ত। এমন কি, এ সময়ে যুবরাজের স্ত্রীর যদি নাচা প্রথা থাক্‌ত, ত' হয় ত' আমি নাচতাম।

সুরমা। তুই যে বলেছিলি যে,—তুই কাছে থাক্‌তে কেউ তার কিছু কর্ত্তে পার্‌বে না।

লীলা। তা বলেছিলামই ত'।

সুরমা। কিন্তু এ নির্ব্বাসন দণ্ড থেকে ত' তাকে রক্ষা কর্ত্তে পার্লি নে?

লীলা। না, তা পার্লাম না। কিন্তু—আমি কিন্তু বলিনি—কেউ তাঁহাকে নির্ব্বাসন কর্ত্তে পার্ব্বে না। আমি বলেছিলাম যে, কেউ তাঁকে ধরে' রাখ্‌তে পার্ব্বে না। তা কেউ পার্ল?

সুরমা। তুই যেন দেখাচ্ছিস্ যে, এই নির্ব্বাসন দণ্ডে তুই খুব খুসী।

লীলা। খুসীই ত—

সুরমা। এ নির্ব্বাসন দণ্ড ভাল হয়েছে?

লীলা। মন্দ কি!—

সুরমা। তোকে আমি বুঝ্‌লাম না।

লীলা। কাল বুঝবে।

[ প্রস্থান।

সুরমা। কি আশ্চর্য্য প্রকৃতি!

( সুমিত্রের প্রবেশ )

সুমিত্র। দিদি! দাদা কোথায়?

সুরমা। দাদা দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন।

সুমিত্র। কোথায়?

সুরমা। জানি না। সুমিত্র! কাল থেকে দাদাকে দেখতে পাবিনে, দাদা জন্মের মত দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন।

সুমিত্র। আমিও সঙ্গে যাবো।

সুরমা। অবোধ বালক! কিছু জানে না, যে, তাকে এ রাজ্যের রাজা কর্ব্বার জন্য এই মন্ত্রণা।

সুমিত্র। আমি এ রাজ্যের রাজা হব না, যদি দাদা দেশ হ'তে যায়। আমি মাকে গিয়ে বল্‌ছি। [ প্রস্থানোদ্যত ]

সুরমা। তোর মা সেই কথা শুনলেন আর কি!

সুমিত্র। শুন্তে হবে। স্পষ্ট কথা বলি শোন দিদি। আমি মায়ের চেয়ে দাদাকে ভালবাসি।

সুরমা। ঐ যে বাবা আর বিমাতা আস্‌ছেন। কি মন্ত্রণা কর্চ্ছেন শুনি।

( সিংহবাহু ও রাণীর প্রবেশ )

সিংহবাহু। পূর্ব্বেই জান্তাম।

রাণী। বিদ্রোহ কর্ত্তে পারে।

সিংহবাহু। তা পারে। অর্দ্ধেক প্রজা ত' ক্ষেপেছে।

রাণী। বিদ্রোহ কর্ব্বে বলে' বোধ হয়?

সিংহবাহু। বোধ কিছু হয় না রাণী!—কিন্তু একটা কথা ঠিক যে, চোখ রাঙ্গানিতে আমি ভয় পাই না। তবে—

রাণী। তবে?

সিংহবাহু। না—সে কথা যাক্। যখন দণ্ড দিয়েছি—দিয়েছি; যা হবার হবে।

( বিজয়সিংহের প্রবেশ )

বিজয়। প্রণাম হই মহারাজ।

সিংহবাহু। কে? বিজয়।

বিজয়। [অগ্রসর হইয়া] হাঁ বাবা, আমি।

সিংহবাহু। কবে যাচ্ছ?

বিজয়। এই দণ্ডেই তরণী প্রস্তুত।

[প্রস্থানোদ্যত]

সুমিত্র। আমি তোমায় যেতে দেব না দাদা। [পথ আগলাইলেন। বিজয় চলিয়া গেলেন।]

সুরমা। বাবা! আপনি কি করেছেন?

সিংহবাহু। কি করেছি?

সুরমা। এই নির্ব্বাসন দণ্ড প্রত্যাহার করুন।

সিংহবাহু। প্রত্যাহার কর্ব্ব?

সুমিত্র। দাদাকে ফিরিয়ে আনো বাবা! নইলে—

সুরমা। এখনও দাদা দেশে আছেন। কাল সন্ধ্যায় আর তাঁকে খুঁজে পাবেন না। মাথা খুঁড়লেও পাবেন না,—এখনও সময় আছে। দণ্ড প্রত্যাহার করুন।

সিংহবাহু। এখনও সময় আছে!

রাণী। কি বল্‌ছ সুরমা? এ বিচার; পিতা পুত্রের কলহ নয়। এখানে থেকে চলে' যাও।

সুরমা। কাল তাকে মাথা খুঁড়লেও আর পাবেন না। দাদা বড় অভিমানী। আর সে ফিরে আস্‌বে না। চিরজীবন কাঁদতে হবে। চিরজীবন অনুতাপ কর্ত্তে হবে। চিরজীবন—

রাণী। চলে' যাও বালিকা!

সুরমা। মা! রাজ্য নাও—প্রাসাদ নাও—স্বর্গ নাও। দাদাকে ফিরিয়ে দাও। তিনি রাজ্য চান না।

রাণী। উদ্ধত বালিকা! চলে' যাও এখান থেকে।

সুরমা। বাবা!

সিংহবাহু। [ধীরে] যাও।—এদিকে এস্। [সুমিত্রের হাত ধরিয়া ধীরে প্রস্থান।

[রাণী তাহার অনুবর্ত্তিনী হইলেন।]

সুরমা। [জানু পাতিয়া] পরমেশ্বর! দয়াময়! দাদাকে ফিরিয়ে দাও। দাদাকে ফিরিয়ে দাও।

(বালকবেশিনী লীলার প্রবেশ)

লীলা। দেখ দেখি কেমন দেখাচ্ছে দিদি!

সুরমা। এ আবার—কি!

লীলা। দেখাচ্ছে কেমন?

সুরমা। লীলা! একি তোর ছেলেমানষি কর্ব্বার সময়?

লীলা। এস দিদি কথা আছে।

—

## সপ্তম দৃশ্য

স্থান—বিজয়সিংহের শিবির। কাল—প্রভাত

বিজিত, উরুবেল ও অনুরোধ

বিজিত। মহারাজ বিজয়কে দেশ থেকে নির্ব্বাসিত করেছেন!

উরুবেল। হাঁ, যুবরাজ।

বিজিত। মাথা খারাপ!—এ পরিবারের সব পাগল।

অনুরোধ। কুমার মহারাজের পায়ে ধরে মার্জ্জনা ভিক্ষে করেছিলেন।

বিজিত। বিজয়?

অনুরোধ। হাঁ, যুবরাজ!

বিজিত। বুঝতে পার্‌লাম না!—এত গর্ব্বী, এত অভিমানী পুত্র—

অনুরোধ। কুমারের সেই অশ্রুগদ্গদ প্রার্থনায় সভায় একজনও ছিল না যে কাঁদেনি।

বিজিত। এখন কি কর্ব্বে?

উরুবেল। তিনি দেশ ছেড়ে চলে' যাবেন।

বিজিত। কোথায়?

উরুবেল। জানি না।

বিজিত। কবে?

উরুবেল। আজই।

বিজিত। মাথা খারাপ।

অনুরোধ। প্রজারা কিন্তু তাঁকে যেতে দিতে চায় না।

বিজিত। তারা কি বলে?

অনুরোধ। বলে—"বিদ্রোহী কর্ব্ব", তারা বল্‌ছে "বঙ্গের মহারাজ সিংহবাহু নয়। বঙ্গের মহারাজ কুমার বিজয়সিংহ।"

বিজিত। তাতে বিজয় কিছু বল্‌ছে?

অনুরোধ। কুমার তাদের বোঝাচ্ছেন।

বিজিত। মাথা খারাপ।

অনুরোধ। ঐ যে কুমার আস্‌ছেন।

বিজিত। তাই ত'! তারই ত' গলা।

অনুরোধ। সঙ্গে প্রজাবর্গ। কুমার তাদের বোঝাচ্ছেন।

বিজিত। এই যে বিজয়!

( বিজয়ের প্রবেশ )

বিজয়। এই যে বিজিত!

বিজিত। তুমি নাকি দেশ ছেড়ে যাচ্ছ বিজয়!

বিজয়। হাঁ, বিজিত।

বিজিত। তুমি ক্ষেপেছ ?

বিজয়। কেন বিজিত ? মহারাজ আমাকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়েছেন। দেশে থাকবার আর আমার অধিকার কি ?

বিজিত। মহারাজ যখন তাঁর ভার্য্যার অধীন, তখন মহারাজ আর মহারাজ নহেন।

বিজয়। তার উপরে তিনি পিতা।

বিজিত। যে পিতা এমন স্নেহময় পুত্রকে ত্যজ্যপুত্র করেছেন!

বিজয়। পিতা চিরদিনই পিতা।

( বালকবেশিনী লীলার প্রবেশ )

বিজিত। এ কে আবার ?

বালক। আমি একজন পিতৃমাতৃহীন বালক।

বিজয়। এখানে কি চাও ?

বালক। আমায় একটা চাকরি দিতে পারেন।

বিজয়। তুমি চাকরি কর্ব্বে ?

বালক। তা ছাড়া কোন উপায় দেখছি না। তবে চাকরিই করি।

বিজয়। কার ?

বালক। এই ধরুন যে আপনার—

বিজয়। আমি কে বল দেখি ?

বালক। মানুষ। তার চেয়ে বেশী চাইনে। তার চেয়েও কম হলে', তোমার চাকরি কর্ত্তাম না। আপনি—আপনি ত' মানুষ ?

বিজয়। না—আমি নিতান্ত হতভাগ্য।

বালক। আমিও তাই। তা হলে' আপনার কাছেই ঠিক পোষাবে।

বিজয়। তুমি এই বয়সে চাকরি খুঁজতে বেরিয়েছ ?

বালক। আজ্ঞে ঠিক ধরেছেন।

বিজয়। তুমি কি জানো ?

বালক। আমি এমন একটা বিদ্যা জানি, যাতে আপনি খুসী না হয়ে থাকতে পার্ব্বেন না।—একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র।

বিজিত। বটে। সে কি বিদ্যা ?

বালক। খোসামোদ।

বিজিত। খোসামোদ কর্ত্তে পার ?

বালক। খুব।

বিজিত। কি রকম। একটা নমুনা দেখাও দেখি বালক ?

বালক। দেখবেন ? আচ্ছা, ধরুন প্রথমতঃ আপনি ত' খুব বিশ্রী দেখতে—

বিজিত। খুব বিশ্রী।

বালক। অত্যন্ত।

বিজিত। কে বল্লে ?

বালক। সকলেই বলবে।

বিজিত। এই রকম করে বুঝি তুমি খোসামোদ কর্ব্বে ?

বালক। আগে শেষ পর্য্যন্ত শুনুন। আপনি ত' বেশ লোক মহাশয়। ভদ্রতা জানেন না ?

বিজিত। বেশ খোসামোদ কর্চ্ছ ত' বালক।

বালক। খোসামোদ আমি খুব কর্ত্তে পারি। আপনি কবিতা লেখেন ?

বিজিত। লিখি।

বালক। সেগুলো কিছুই হয় না।

বিজিত। কেমন করে' জান্‌লে ?

বালক। আপনার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ঐ চেহারায় কখন কবিতা হয় ?

বিজিত। এ চেহারায় বুঝি কবিতা লেখা চলে না ?

বালক। আচ্ছা, আপনি যখন যুদ্ধ করেন, তখন তরোয়ালের কোন্ দিক্‌টা ধরেন ?

বিজিত। দামাটটা।

বালক। কোন বিশেষত্ব নেই। প্রতিভার কোন লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না।

বিজিত। কেন ?

বালক। তলোয়ারের দামাট ত' সকলেই ধরে। আপনি যখন লেখেন, তখন কলমের কোন্ দিক্ দিয়া লেখেন ?

বিজিত। আগা দিয়ে।

বালক। যে দিক্‌টা কালিতে ডোবান ?

বিজিত। হাঁ।

বালক। কোন বিশেষত্ব নেই। আপনি অত্যন্ত সাধারণ ব্যক্তি। এই দেখুন আপনার

কোনই গুণ নেই ত'। এখন খোসামোদের জোরে আপনাকে কি করে' তুল্‌তে পারি দেখুন। প্রথমতঃ যদি বলি যে আপনি দেখতে চমৎকার! আপনি কিছুতেই বিশ্বাস কর্ব্বেন না। টক্ করে' একটা উদ্দেশ্য ধরে' ফেল্‌বেন। আমি কি রকম করে' আরম্ভ কর্ব্ব জানেন?

বিজিত। কি রকম করে'?

বালক। প্রথমতঃ ক্রমাগত আপনার মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌তে হবে। আপনি আমার দিকে চাইলেই চোখ নামাতে হবে। তার পর, আর একজনকে দিয়ে আপনার কাছে বল্‌তে হবে যে, আমি বল্‌ছিলাম যে, আপনি দেখতে নব কার্ত্তিকটি। এ রকম উত্তরসাধক যত জোটাতে পারি—ততই আমার জয়।

বিজিত। ওরা কারা আসে?

বিজয়। আবার! মেলা লোক।

( প্রজাবর্গের প্রবেশ )

বিজিত। এরা কারা বিজয়?

বিজয়। রাজ্যের প্রজা।

১ম প্রজা। আমরা তোমায় ছাড়ছিনে, তুমি যাই বল।

২য় প্রজা। আমাদের ছেড়ে তুই যাবি কোথায় রাজা।

৩য় প্রজা। তুই এখানে থাক্। দেখি কার বাবার সাধ্যি যে, তোকে দেশ থেকে তাড়ায়।

বিজয়। প্রজাগণ!

৪র্থ প্রজা। আমরা ছেড়ে দেবো না।

৫ম প্রজা। যাবি কোথা?

২য় প্রজা। আমরা তোকে রাজা কর্ব্ব।

১ম প্রজা। তুমিই বঙ্গের মহারাজ! আমরা অন্য রাজা মানি না।

বিজয়। ভাই সব! পিতার আজ্ঞা—

৩য় প্রজা। আমরা জানিনে।

৪র্থ প্রজা। আমরা তোকে যেতে দেব না। সোজা কথা।

বিজয়। এ রাজার আজ্ঞা—

৫ম প্রজা। তুই-ই আমাদের রাজা! আমরা অন্য রাজা মানি না—

সকলে। জয় মহারাজ বিজয়সিংহের জয়—

বিজয়। বন্ধুগণ! আমার কথা শোন—তার পর তোমাদের যা ইচ্ছা তাই ক'রো।

৫ম প্রজা। আচ্ছা, শোন শোন!

বিজয়। ভাই সব! ভগবান্ রামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞায় বনে গিয়েছিলেন! পুরু পিতার জরা নিজে যেচে নিয়েছিলেন। পিতার আজ্ঞা—সে ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, পিতার আজ্ঞার বিচার করবার অধিকার পুত্রের নাই। পুত্র পিতার আজ্ঞা ঘাড় পেতে নেবে। এই সংসারের নিয়ম। পুত্র পিতার উপর যে দিন বিচার কর্ত্তে বস্‌বে—সে দিন সূর্য্য পশ্চিম দিকে উঠবে, সংসার উল্টে যাবে, মানুষ আবার পশুত্বের দিকে অগ্রসর হবে; গৃহে অশান্তি, রাজ্যে অরাজকতা, উচ্ছৃঙ্খল অহঙ্কারে সংসার ছেয়ে যাবে। পিতা পরম গুরু। যিনি আমাদের এই সুন্দর সংসারে এনেছেন, যাঁর জন্য ঐ নীল আকাশ, ঐ প্রভাতে অরুণচ্ছটা, মানুষের স্বর্গীয় মুখমণ্ডল দেখতে পাচ্ছি, যাঁর প্রসাদে মায়ের মধুর স্নেহ অনুভব করি, যিনি শৈশবে পালক, যৌবনে শিক্ষক; দুঃখে বন্ধু, পীড়ায় বৈদ্য, বিপদে সহায়, দৈন্যে আশ্রয়; বার্দ্ধক্যে যাঁর স্নেহমুখচ্ছবি আর দেখতে পাই না, যতদিন আছেন,—তিনি ভ্রান্ত হোন, মত্ত হোন, ততদিন—তিনি পরম গুরু, তাঁর আজ্ঞা ঈশ্বরের আজ্ঞা। পিতার আজ্ঞা পালন কর্ব্ব! তা কর্ত্তে যদি চক্ষে জল আসে, কেঁদে পৃথিবী ভাসিয়ে দেবো—যদি বুক শতখান হয়ে ভেঙ্গে যায়—যাক্। পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলা কর্ব্ব না,—পাপ হবে। তোমরা আমায় পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলা কর্ত্তে বোলো না, তোমাদেরও পাপ হবে।

১ম প্রজা। ঠিক বলেছেন যুবরাজ! পাপ হবে, পাপ হবে।

২য় প্রজা। তবে আমরা তোমার সঙ্গে দেশ ছেড়ে যাবো—

বিজয়। সে কি!

৩য় প্রজা। আমরা তোমায় ছাড়বো না।

বিজয়। তোমরা কোথায় যাবে?

৪র্থ প্রজা। যেখানে তুমি যাবে রাজা।

বিজয়। আমি রাজা নই।

৪র্থ প্রজা। আমরা অন্য রাজা মানি না। এখানে না হোক, চল, অন্য কোনখানে চল, সেখানে নূতন রাজ্য তৈরি কর্ব্ব, তোকে সেখানকার রাজা কর্ব্ব।

বিজয়। কিন্তু—

৫ম প্রজা। আমরা শুন্‌বো না। কোন কথা

শুন্‌বো না। আমরাও তোর সঙ্গে যাবো রাজা।

বিজয়। বিজিত। তুমি এদের বোঝাও।

বিজিত। আমার মনে হচ্ছে, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

বিজয়। সে কি।

অনুরোধ ও উরুবেল। আমরাও যাবো।

বিজয়। তোমরা কি বল্‌ছ সব।

বালক। এদের কথা শুনবেন না, যুবরাজ। এরা ষড়যন্ত্র করেছে।

প্রজাবর্গ। আমরা—তোমায় ছাড়বো না। আমরা সঙ্গে যাবো—

বালক। কিন্তু তোমাদের স্ত্রীরা যদি ঐ বায়না ধরে যে, আমরা তোমাদের ছাড়বো না। তা হলে'?

বিজয়। স্ত্রীপুত্র ছেড়ে কোথায় যাবে?

বালক। হুঁ', যুবরাজ যেন স্ত্রীর কোন ধার ধারেন না, কিন্তু তোমরা ত' স্ত্রীর ধার ধারো।

১ম প্রজা। তারাও সঙ্গে যাবে।

২য় প্রজা। আমরা সপরিবারে যাবো।

বালক। এ ভাল কথা। তবে যুবরাজ আর আপত্তি কল্লে' চল্‌ছে না।

বিজয়। তবে তাই চল। কিন্তু—

বালক। আর এতে কিন্তু নেই—

বিজিত। রাজ্যের প্রজাবর্গ রাজ্যের যুবরাজকে এত ভালবাসে, এ কখন দেখিনি, শুনিনি। বিজয়, তুমি সত্যই মহারাজ; তুমি মানুষের হৃদয়রাজ্যের রাজা। এতবড় রাজ্য কার আছে?

বালক। তবে এসো ভাই সব—সমুদ্রে তরী ভাসিয়ে দেই।

——

### অষ্টম দৃশ্য

স্থান—শূন্য সমুদ্রতীর

সিংহবাহু। ঐ জাহাজ যাচ্ছে—বিজয়। বিজয়। ফিরে আয় বাবা,—ফিরে আয়।

সুমিত্র। দাদা। দাদা।

[ জাহাজ অদৃশ্য হইল। ]

——

# তৃতীয় অঙ্ক

—•—

### প্রথম দৃশ্য

স্থান—সমুদ্রবক্ষে তরণী। কাল—প্রত্যূষ

তরণী সম্মুখে কুবেণী একাকিনী

কুবেণী। আন্দোলিত বারিধির দিগন্তবিস্তৃত
অগাধ ভীষণ এই লবণাম্বুরাশি;—
প্রকৃতির কি প্রকাণ্ড অপচয়। তবু—

( নাবিকের প্রবেশ )

কুবেণী। আমরা কি কুমারিকা অন্তরীপ ছাড়িয়ে এলাম নাকি?

নাবিক। বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

কুবেণী। কি বোধ হয়?

নাবিক। ছাড়িয়ে আস্‌বার ত' কথা নয়। সেতুবন্ধ ধরে' ক্রমাগত ত' উত্তরমুখে চলে' এসেছি। কুমারিকা ছাড়িয়ে আস্‌বার ত' কথা নয়।

কুবেণী। তবে এতদিনে কূল পাচ্ছি না কেন?

নাবিক। বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে—এ দিকে খাবার আর জল ফুরিয়ে এল।

কুবেণী। তাই ত'। আচ্ছা, ওপারে যারা আছে, তারা যক্ষ না রাক্ষস?

নাবিক। না, তারা মানুষ।

কুবেণী। মানুষ? মানুষ কি রকম দেখতে নাবিক?

নাবিক। আমাদেরই মত মা। তবে চেহারার কিছু প্রভেদ আছে।

কুবেণী। আমি সেই মানুষ দেখ্‌ব। নাবিক, কূলে চল।

নাবিক। তাই ত বরাবরই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু কূল পাচ্ছিনে যে।

কুবেণী। মেঘ করে' আসছে।

নাবিক। হ্যাঁ, ঝড় উঠ্‌বে বোধ হয়—দেখি।

[ কক্ষান্তরে প্রস্থান।

কুবেণী। বাতাস উঠেছে। কালো মেঘের ছায়া সমুদ্রের বুকের উপর এসে পড়েছে। কি বিরাট্‌। কি ভীম। কি সুন্দর। উঃ।

ঢেউ উঠ্‌ছে দেখ। যেন এক একটা ছোট পাহাড়। আবার নেমে যাচ্ছে। কি ভীম তাণ্ডব নৃত্য। কে আছ গো ওপারে? ঐ মাঝিরা গাইছে। সঙ্গে আমিও গাই—

গীত

কে আছ ওপারে গো, কে আছ দাও না সাড়া।
অকূল এ সিন্ধু-মাঝে আমি যে দিশেহারা।
উঠিছে চারিদিকে সমুদ্র-ঝঞ্ঝনা,
গভীর প্রশ্বাস' প্রসারি' কোটি ফণা
জ্বলছে বিদ্যুৎ—খেলছে অনলকণা—
হানছে অশনি—নামছে মুষলধারা॥

বাহবা! কি গান! কি সঙ্গীত! প্রাণ নেচে উঠছে। "কে আছ গো ওপারে"—উত্তর দাও। ওঃ! মাঝিরা চীৎকার কর্চ্ছে কেন?

( নাবিকের পুনরায় প্রবেশ )

কুবেণী। কি নাবিক! তোমরা চীৎকার কর্চ্ছিলে কেন?

নাবিক। তুমি চেঁচাচ্ছিলে কেন মা? ভয় পেয়েছ?

কুবেণী। ভয়? কিসের জন্য নাবিক! তুমি চীৎকার কর্চ্ছিলে না?

নাবিক। এ কি! জাহাজ ঘুর্চ্ছে কেন?

কুবেণী। ঘুর্চ্ছে কেন?

নাবিক। বুঝ্‌তে পাচ্ছি না—এ ঘূর্ণি ঝঞ্ঝা। একি হ'ল মা?

কুবেণী। কি হ'ল?

নাবিক। এই সমুদ্রের মাঝখানে ঘূর্ণিতে প'ড়ে গেলাম! বুঝি বা এবার—কপালে কি আছে? কে জানে।

[ দ্রুত প্রস্থান।

কুবেণী। কি ভীম তরঙ্গরাশি চারিদিকে ঐ করিছে তাণ্ডব নৃত্য, ভীষণ কল্লোল। —যেন কোটি ফণী, কোটি ফণা বিস্তারিয়া, বেষ্টিয়া নিশ্বাসে তারে, করিছে গর্জ্জন।

( নাবিকের পুনঃ প্রবেশ )

নাবিক। মা! মা!

কুবেণী। কি নাবিক?

নাবিক। বুঝি আর রক্ষা নাই—ভগবানের নাম কর মা! যিনি এই অকূল সমুদ্রের কাণ্ডারী—তাঁকে ডাক।

কুবেণী। তাই ত' ডাক্‌ছিলাম।

নাবিক। কাকে?

কুবেণী। ওপারে যে আছে তাকে। তাকে ডাক্‌ছিলাম—যদি ওপার থেকে কেউ উত্তর দেয়।

নাবিক। ওপার থেকে কে উত্তর দেবে?

কুবেণী। যদি কেউ দেয়। যদি দিত, তা হ'লে কি রকম একটা ব্যাপার হয়ে যেত নাবিক! এপার থেকে ওপারে ডাক্‌ছে, ওপার থেকে এপারে ডাক্‌ছে, মধ্যে প্রকাণ্ড ঢেউ বয়ে' যাচ্ছে। পরস্পর শুন্তে পাচ্ছে, কিন্তু কেউ এক পা এগোতে পাচ্ছে না। আর একদিন ডেকেছিলাম মনে আছে? সেদিন ডেকেছিলাম এপার থেকে—

[ নেপথ্যে মাঝিদিগের চীৎকার ]

নাবিক। ঐ আবার! আমি যাই।

[ প্রস্থান।

কুবেণী। কে আছ ওপারে গো—আজ ডাক্‌ছি সমুদ্রের মাঝখান থেকে। এই অন্ধকারে, এই গভীরে, এই অকূলে, এই বিপদে, এই বারিরাশির উদ্বমিত গর্জ্জনে, এই মৃত্যুর মত পরিত্যক্ত ভীষণ নির্জ্জনে—ডাক্‌ছি কে আছ গো ওপারে? উত্তর দাও।

নাবিক। নৌকা ডোবে মা!

কুবেণী। ডোবে যদি ডুবুক।

নাবিক। মৃত্যু সম্মুখে!

কুবেণী। বেশ! এই ত' চাই! কুবেণী—এক সামান্য বালিকার মত—ঘরের মধ্যে বিছানার উপরে শুয়ে, ছোট, তুচ্ছ, সাধারণ মরণ মরে! তার চেয়ে এই উদার আকাশের নীচে, উদার সমুদ্রের বক্ষে, এই প্রকাণ্ড নর্ত্তনে দুল্‌তে দুল্‌তে, এই প্রলয়-সঙ্গীত শুন্‌তে শুন্‌তে, গান গাইতে গাইতে মরে। আমিও গাই—

কে আছ ওপারে গো, কে আছ দাও না সাড়া। কেউ নেই ওপারে, নৈলে ডাক শুনে আস্‌তই।

নাবিক। ঐ দূরে আর একখানা জাহাজ বুঝি! হাঁ তাই ত'; জাহাজই ত'।

কুবেণী। তবে আমার ডাক শুন্‌তে পেয়েছে। ঐ আস্‌ছে। ঐ আমার বর আস্‌ছে—আমায় নিতে। নিশ্চয় আমার বর—গলায় মালা, হাতে মালা, চন্দনচর্চ্চিত

ললাটে, পীতবাসে, নূপুর-ঝঙ্কারে—ঐ আমার বর আস্‌ছে।

নাবিক। আরো কাছে, আরো কাছে।

[ নেপথ্যে—মাঝিরা। সামাল, সামাল। ]

নাবিক। নৌকা ডোবে—আর একটু কাছে, আর একটু কাছে।

কুবেণী। ঐ যে! ঐ যে! ঐ যে আমার বর! ঐ জাহাজের মাস্তুলের উপর থেকে চারিদিক্ চেয়ে দেখ্‌ছে—এই দিকে—এই দিকে চেয়েছে, আর ভয় নেই! বর এয়েছে, বর এয়েছে, বাদ্যি বাজা, শাঁখে—

[ নেপথ্যে—সামাল, সামাল ]

দূরে বিজয়। ভয় নেই—

কুবেণী। ঐ আমার বর এয়েছে—তার ডাক শুনেছি।

[ ঝম্প প্রদান ]

নাবিক। মা! কি কর্লি মা!

[ দূরে বিজয়সিংহ অপর জাহাজ হইতে সমুদ্রে ঝম্প দিলেন। ]

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—সমুদ্রবক্ষে বিজয়ের তরণী। কাল—প্রত্যুষ উরুবেল একাকী

উরুবেল। ঝড়ের বেগ বাড়ছেই। সমস্ত সমুদ্রটাকে যেন তোলপাড় ক'রে তুলেছে। আর রক্ষা নাই, চারিদিকে মেঘ—উঃ।

( অনুরোধের প্রবেশ )

অনুরোধ। উরুবেল। উরুবেল। বিজয়সিংহ কোথায়?

উরুবেল। কেন? ঐ ঘরে।

অনুরোধ। ঘরে ত' নেই—

উরুবেল। অসম্ভব।

অনুরোধ। না, এসে দেখ।

উরুবেল। সে কি?

অনুরোধ। কোথাও তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি না।

[ উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

( বিজিত ও অন্যান্য সৈন্যগণের প্রবেশ )

বিজিত। কোথাও খুঁজে পেলে না?

সৈন্যগণ। কৈ না।

বিজিত। ভাল করে' দেখ। তন্ন তন্ন করে' দেখ। জাহাজের প্রত্যেক কোণ, প্রত্যেক গর্ত্ত, প্রত্যেক খোপ খুঁজে দেখ। তাতেও যদি না পাও, তবে জাহাজের তলদেশ চিরে দেখ। বিজয়কে চাই।

প্রথম সৈন্য। সব জায়গায় খুঁজেছি, আর কোথায় খুঁজবো?

বিজিত। উদ্ধত সৈনিক! যাও, আজ্ঞা পালন কর। নৈলে এই তরবারি দেখ্‌ছ?

সৈনিক। তরবারির ভয় কি দেখাচ্ছ বিজিত? [ তরবারি নিষ্কাশন ]

অন্যান্য সৈনিক। খবর্দ্দার। [ তরবারি নিষ্কাশন ]

দ্বিতীয় সৈন্য। আমরা সব জায়গায় খুঁজেছি মহাশয়।

বিজিত। সব জায়গায় খুঁজেছ, তবে এস আমার সঙ্গে, সমুদ্রের জলে খুঁজি [ তরবারি ফেলিয়া দিয়া বেগে প্রস্থানোদ্যত ] ওকি! ঐ ত' বিজয়ের স্বর। ঐ ত' সমুদ্রের জলের ভেতর থেকে আওয়াজ বেরোচ্ছে। গেছে, বিজয় সমুদ্রের জলে ডুবে গেছে। কে আমার সঙ্গে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দেবে এস। [ উদ্‌ভ্রান্তভাবে নিষ্ক্রমণ ]

তৃতীয় সৈনিক। সর্ব্বনাশ! বিজিত ক্ষেপে গিয়েছে—ধর, ধর—[ পশ্চাৎ গমন ]

চতুর্থ সৈনিক। ঐ যে মহারাজের স্বর! ঐ আবার। এ কি ভৌতিক ব্যাপার! ঐ যে আবার—

( উদ্‌ভ্রান্ত বিজিতকে ধরিয়া অনুরোধ ও উরুবেলের প্রবেশ )

অনুরোধ। ক্ষিপ্ত হ'য়ো না বিজিত। এই অন্ধকার, এই প্রবল ঝটিকায় অতল সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছ বিজয়কে খুঁজতে।

বিজিত। আমি তার স্বর শুনেছি—সমুদ্রের নীচে থেকে ডাকছে। ঐ শোন—আমি তাকে রক্ষা কর্ব্ব, ছেড়ে দাও। [ ছাড়াইবার চেষ্টা ]

উরুবেল। উঃ! কি গর্জ্জন! কি ঝড়! আজ কি প্রলয়ের প্রভাত! ছিঃ বিজিত, কথা শোন।

বিজিত। ছাড় ভীরু, কাপুরুষ বিদ্রোহী! ঐ যে শুনছ না? এত উচ্চ স্বর শুনতে পাচ্ছ না?

( সকলে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। )

নেপথ্যে। দড়ি ফেল শীগ্‌গির।

অনুরোধ। ঐ যে—

উরুবেল। ঐ ত'।—নাবিক!—[ প্রস্থানোদ্যত ] চল; চল

[ সকলের প্রস্থান।

( সিক্ত বসনে বিজয় ও সৈনিকগণের প্রবেশ )

( স্কন্ধে এক সিক্ত কন্যা—অজ্ঞান অবস্থায় )

বিজয়। বন্ধুগণ! দেহ উদ্ধার করেছি। কিন্তু বুঝি মরে' গেছে।

সকলে। কে এ!

বিজয়। স্থির হও! শোন! এ বেচারীর জাহাজ জলমগ্ন হয়েছে। মাঝিরা সব মরেছে।

সকলে। সে কি! সে কি!

বিজয়। চেঁচিও না! দাঁড়াও। শেষ পর্য্যন্ত শোন। তাদের মধ্যে বেঁচেছে একজন—এই মেয়েটা। বেঁচে আছে কি না জানি না। তবে তার শরীর উদ্ধার করেছি। আর কাউকে উদ্ধার কর্ত্তে পার্লাম না।

বিজিত। তুমি তবে এতক্ষণ—

বিজয়। বল্‌ছি, দাঁড়াও। আমি মাস্তুলের উপর উঠে সমুদ্রের ঐ আন্দোলিত বারিরাশির ঘর্ষণে উত্থিত বিদ্যুজ্জাল দেখ্‌ছিলাম—আর তার গভীর গর্জ্জন শুন্‌ছিলাম। তার পরে সেই গর্জ্জন ছাপিয়ে আর্ত্ত চীৎকার শুনলাম! দূরে জাহাজ থেকে সেই চীৎকার আস্‌ছিল। আমি—তাড়াতাড়ি নেমে চারজন মাঝি ডেকে নিয়ে এই জাহাজের একখানি নৌকা করে' সেই জাহাজের দিকে ভাস্‌লাম, কিন্তু অর্দ্ধপথে যেতে যেতে সে জাহাজ জলমগ্ন হ'ল। চক্ষে শূন্য দেখ্‌লাম! সমুদ্র আমার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে করতালি দিয়ে অট্টহাস্য কর্ত্তে লাগ্‌ল। তার পর একটা কি যেন নৌকায় এসে ঠেক্‌ল। তুলে দেখি, এই নারীর দেহ, মৃত কি জীবিত বুঝ্‌তে পার্লাম না।

[ কেহ কেহ সেই শরীর পরীক্ষা করিয়া কহিল, 'বেঁচে আছে', কেহ কেহ কহিল,—না, মরে' গিয়েছে।' ]

বিজিত। বেঁচে আছে বিজয়! ঐ যে চোখের পাতা নড়ছে।

বিজয়। দেখ, তোমরা ওকে বাঁচাও। কার কাছে ওকে রেখে যাই?

বালক। আমার কাছে রেখে যাও যুবরাজ! আমি শুশ্রূষা করে' তাকে বাঁচাব। ঠিক বাঁচাব। আমার মত শুশ্রূষা কেউ কর্ত্তে পার্ব্বে না।

বিজয়। তুমি বালক।

বালক। এও বালিকা। আপনি যান, ভিজা কাপড় বদলান। তোমরা সবাই যাও।

বিজয়। কিন্তু—

বালক। কোন চিন্তা নাই যুবরাজ, আমায় বিশ্বাস করুন।—যান।

[ কুবেণী ও বালক ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

বালক। সুন্দরী! অপূর্ব্ব সুন্দরী! ঘনকৃষ্ণ-সলিলসিক্ত কেশদাম বটের জটার মত পৃষ্ঠ বেয়ে জানুর নীচে এসে পড়েছে। দর্পণস্বচ্ছ ললাট—যেন ভৃত্যে প্রভুসম আদেশ কর্চ্ছে। দীর্ঘ নেত্র দুটি সায়াহ্নে পদ্মপলাশের মত মুদে রয়েছে। তার ভিতরে কি দৃষ্টি নিহিত আছে, কে বল্‌তে পারে। সমুন্নত নাসা! তার নীচে অধর-রাজ্জী দর্পিত হাস্যকে আচ্ছাদন করে রয়েছে। তার নীচে চিবুক—সুধাপাত্র সম সে বিগলিত হাস্য ধর্ব্বার জন্য উদ্যত রয়েছে। উন্নত বঙ্কিম গ্রীবায় তার দর্পিত ভঙ্গিমা এখনও প্রকট। গৌর তনুখানি, কুঞ্চিত সিক্ত বসনের তলে জলদজড়িত প্রত্যূষের মত শুয়ে আছে। ঐ সূর্য্য উঠ্‌ছে, তার স্বর্ণকররাশি এ সমুদ্রজলে ছড়ায় পড়ল। চোখ মেলেছে। সূর্য্য উঠেছে, আর কি চোখ দুটি ঘুমিয়ে থাক্‌তে পারে?

কুবেণী। আমি কোথায়?

বালক। নিরাপদ তুমি ভগ্নী।

কুবেণী। তুমি কে?

বালক। কোন চিন্তা নাই। উঠতে পার্ব্বে?

[ কুবেণী উঠিলেন।

বালক। এস।

কুবেণী। কোথায়—?

বালক। আমার সঙ্গে। কোন চিন্তা নাই।

[ উভয়ের প্রস্থান।

—

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—বঙ্গরাজ সিংহবাহুর প্রাসাদ-ভবন

কাল—প্রভাত

সিংহবাহু ও সুরমা দণ্ডায়মান

সিংহবাহু। বিজয়ের কোনই সংবাদ পেলে না সুরমা?

সুরমা। না বাবা!

সিংহবাহু। "না বাবা।" রোজ ঐ এক উত্তর "না বাবা"—না, তোমার দোষ কি? দোষ আমার—যাও সুমিত্রকে একবার ডেকে দাও।

সুরমা। বাবা!

সিংহবাহু। [কঠোর স্বরে] যাও।

[সুরমার প্রস্থান।

সিংহবাহু। যাক্, পরম স্নেহবান্ পুত্রকে দেশত্যাগী করে' পরমানন্দে আছি। পুত্র অবনত শিরে দোষ স্বীকার করে' মার্জ্জনা চেয়েছিল—দিই নাই। স্নেহভিক্ষা করেছিল—দিই নাই। বাড়ী থেকে কুকুর তাড়া ক'রে বিদায় দিয়েছি। ক্রোধ কি বিষম শত্রু! কি অন্ধ! ঐ গাঢ় অন্ধকারের চেয়েও অন্ধ—বিজয়! বিজয়!

(সুমিত্রের প্রবেশ)

সুমিত্র। বাবা!

সিংহবাহু। কে? সুমিত্র?

সুমিত্র। আমায় ডেকেছিলেন?

সিংহবাহু। ডেকেছিলাম—হাঁ ডেকেছিলাম, কিন্তু—না, যা ফিরে যা।

সুমিত্র। বাবা।

সিংহবাহু। ফিরে যা।

[সুমিত্র নীরবে অবনতমুখে রহিল]

সিংহবাহু। না, না—তোরই বা কি অপরাধ? তুই কি কর্ব্বি—ওরে পশু! ভিতরে আবার গর্জ্জাচ্ছিস্? থেমে যা।—না সুমিত্র! তোর কোন অপরাধ নাই। দোষ আমার। সুমিত্র! বিজয় তোকে ভালবাসত?

সুমিত্র। বাস্‌তেন বাবা! তিনি আমায় বড় ভালবাস্‌তেন।

সিংহবাহু। আমাকেও বাস্‌ত। তেমন ভাল বুঝি কোন ছেলে কোন বাপকে বাসেনি—হেন পুত্রকে আমি নির্ব্বাসিত করেছি—সেই সুন্দর, সেই মহৎ, উন্নত ললাট, সেই শৌর্য্য—বিস্ফারিত বক্ষ—সেই উদার! হেন পুত্রকে—বিজয়! বিজয়!!

সুমিত্র। বাবা! [হাত ধরিলেন]

সিংহবাহু। না, তুই কি কর্ব্বি? তোর দোষ নাই, [অর্দ্ধ স্বগত] তার পরিবর্ত্তে এই ভীরু, এই চকিতদৃষ্টি, এই নারী-কোমল লোল মাংসপিণ্ড, এই অসার! না—তোর দোষ কি; দোষ আমার, আমার, আমার। [বক্ষে করাঘাত]

সুমিত্র। ও কি কর্চ্ছেন বাবা!

সিংহবাহু। সরে' যা,—না, না; ওকি কর্চ্ছি? না, না, রাজকুমার! তোমার তরোয়াল কৈ?

সুমিত্র। এই যে।

সিংহবাহু। বা'র কর।

[সুমিত্র বাহির করিলেন]

সিংহবাহু। আয়, তরোয়াল খেলা শিখাই; [শিখাইতে লাগিলেন] এই রকম করে' মাথা রক্ষা কর্ত্তে হয়—এই খোঁচ দিতে দিতে মাথা রক্ষা কর্ত্তে হ'লে, এই রকম করে' ঘুরে যেতে হয়, ঘোর। না হ'ল না। এই; তার পর—

সুমিত্র। পা রক্ষা কর্ত্তে হয় কি রকম করে' বাবা?

সিংহবাহু। পা রক্ষা কর্ত্তে হবে না। পা দুখানা আছে, একখানা গেলে ক্ষতি নেই; কিন্তু মাথা মোটে একটা। বিপক্ষের প্রধান লক্ষ্য, ঐ তোর মাথাটার দিকে।

সুমিত্র। মাথাটার দিকে?

সিংহবাহু। হাঁ ঐ মাথাটা। পা গেলে কাঠের পা হয়; কিন্তু মাথা গেলে কাঠের মাথা হয় না। মাথা বাঁচিয়ে তার পর আর সব—

সুমিত্র। বিপক্ষকে আক্রমণ কর্ত্তে হয়ত এমনি করে'?

সিংহবাহু। হাঁ, কিন্তু নিজের মাথা বাঁচিয়ে।

সুমিত্র। বাবা! আপনি যে সেদিন বল্লেন, যে আত্মরক্ষা এই রকম করে' কর্ত্তে হবে, যাতে আত্মরক্ষা থেকেই সহজে আক্রমণ করা যায়।

সিংহবাহু। সে সব ভুল শিখিয়েছি, তা সব ভুলে যা। নূতন রকম শিখাচ্ছি। এই—এই—

( সুরমার প্রবেশ )

সুরমা। বাবা! বাবা!

সিংহবাহু। তার পর, তরোয়াল—এই—

সুরমা। বাবা! দাদার সংবাদ পেয়েছি।

সুমিত্র। বাবা! দিদি কি বল্‌ছে শোন।

সুরমা। দাদা জীবিত!

সিংহবাহু। মিথ্যাকথা!

সুরমা। না বাবা! মিথ্যাকথা নয়। তিনি—

সিংহবাহু। বেরো বল্‌ছি।

[ সুরমার প্রস্থান।

সিংহবাহু। ঘোরা—দাঁড়িয়ে রৈলি যে!

সুমিত্র। বাবা—

সিংহবাহু। ঘোরা! মাথা বাঁচা, নৈলে বধ কর্ব্ব।

সুমিত্র। কর বধ। [ তরবারি ফেলিয়া দিলেন ]

সিংহবাহু। কি!—ভেবেছিস্ পার্ব্ব না? পার্ব্ব না? সে আমার পায়ে ধ'রে মার্জ্জনা চেয়েছিল। আমি তাকে পদাঘাতে দূর করেছি—বাপ হয়ে!—ওরে বোকা ছেলে! আমি কে জানিস্? আমি সিংহবাহু। সিংহ আমার বাপ। সিংহ সন্তানের রক্তপান করে জানিস্? নে, তরোয়াল নে, বীরের মত যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে মর্।

সুমিত্র। [ করযোড়ে ] বাবা!

সিংহ। চোপ্‌রাও, আমার মন গলাবি ভেবেছিস্? সেও বাবা বলে' ডেকেছিল,—কিছু সে কর্ত্তে পারে নি। আমার নাম সিংহবাহু—নে তরোয়াল নে।

( মন্ত্রীর প্রবেশ )

মন্ত্রী। মহারাজ!

সিংহবাহু। মন্ত্রী!

মন্ত্রী। মহারাজ! [ অভিবাদন ]

সিংহবাহু। ভিষক্ ডাকো, যুবরাজের বিকার হয়েছে! মৃত্যুর বেশী বিলম্ব নেই! [ কঠোর স্বরে ] যাও।

[ মন্ত্রীর প্রস্থান।

সুমিত্র। ভগবান্! এত স্নেহময় পিতা, এত স্নেহময়! তাঁকে ক্ষিপ্ত ক'রো না। দাদাকে ফিরিয়ে দাও—আমার অভিমানী, মহৎ, উদার দাদাকে ফিরিয়ে দাও। বড় অভিমানী—কিন্তু বড় স্নেহময়। ভগবান! [ রুদ্ধকণ্ঠে ] বাবা! আমায় বধ কর, কিন্তু জ্ঞান হারিও না। [ সিংহবাহুর গলদেশ ধরিয়া ] বধ কর্ত্তে চাও বাবা!

সিংহবাহু। [ তরবারি ফেলিয়া দিয়া ] আয় কোলে আয় বাছা! আহা! কি শীতল স্পর্শ। আমার পশুপ্রবৃত্তি জল হয়ে গেল! ওরে অবোধ বালক! আমার ভিতরে কি হচ্ছে জানিস্—তাকে পদাঘাত করে' তাড়িয়ে দিয়েছি—ও হো হো হো [ ক্রন্দন ] আর একদিন ছিল, যখন তার—তার নিমিষের অদর্শনে মনে হোত, বুঝি বাছা আমার নাই—ক্ষণিকের বিচ্ছেদের পর পুনর্ম্মিলনে মনে হোত, যেন এ হারানো ধন ফিরে পেলাম। সে ত' শুধু ছেলে ছিল না, সে যে আমার খেলার সাথী, আমার প্রাণের প্রাণ, আমার ইহজীবনের সব! তাকে আমি কুকুর তাড়া করেছি। ও হো হো হো—

( সেনাপতির প্রবেশ )

সেনাপতি। মহারাজ! ভৈরব ডাকাত ধরা পড়েছে।

সিংহবাহু। শূলে দাও। না, সে বিজয়কে বাঁচিয়েছিল। তাকে পেটভরে' খাইয়ে ছেড়ে দাও।

সেনাপতি। সে একবার মহারাজের সাক্ষাৎ চায়।

সিংহবাহু। সাক্ষাৎ চায়?—কেন?

সেনাপতি। কিছু বল্‌তে চায়—

সিংহবাহু। কি বিষয়ে?

সেনাপতি। মহারাণীর সম্বন্ধে—

সিংহবাহু। দরকার নাই—

সেনাপতি। বিজয়সিংহের বিষয়ে—

সিংহবাহু। চল।

[ প্রস্থান।

সুমিত্র। বাবার এ রকম হ'ল কেন, এ রকম হ'ল কেন? [ জানু পাতিয়া ]! ভগবান্! বাবাকে রক্ষা কর। দাদাকে ফিরিয়ে দাও—

( রাণীর প্রবেশ )

সুমিত্র। মা!—মা!—

রাণী। সুমিত্র! মহারাজ কোথায়?

সুমিত্র। জানি না ত' মা।—মা! বাবা কি রকম হয়ে গিয়েছেন—

রাণী। তিনি এখানেই ত' ছিলেন?

সুমিত্র। ছিলেন। তারপর—ভৈরব ডাকাত এসেছে বলে' মন্ত্রী মহাশয় তাঁকে নিয়ে গেলেন, ও কি মা!—ও রকম করে' চেয়ে রয়েছ কেন মা।

রাণী। তার পর?

সুমিত্র। তার পর বাবা হঠাৎ তাঁর সঙ্গে চলে' গেলেন।

রাণী। সর্ব্বনাশ!—

সুমিত্র। কি মা?

রাণী। তিনি কতক্ষণ হ'ল এখান থেকে গিয়েছেন?

সুমিত্র। এই কতক্ষণ।—মা! বাবা কেন এমন হলেন?

রাণী। জানি না।

[ দ্রুত প্রস্থান।

সুমিত্র। আশ্চর্য্য!

( মন্ত্রী ও ভিষকের প্রবেশ )

মন্ত্রী। রাজকুমার! মহারাজ কোথায়?

সুমিত্র। মন্ত্রীমহাশয়! বাবা হঠাৎ এ রকম হলেন কেন, আপনি কিছু জানেন?

ভিষক্। রাজকুমার! হাত দেখি? [ পরীক্ষা ]

সুমিত্র। কেন? [ হাত বাড়াইলেন। ভিষক নাড়ী দেখিলেন ]

ভিষক্। জিভ।

[ সুমিত্র জিভ দেখাইলেন ]

ভিষক্। তাই ত'!

মন্ত্রী। কি দেখ্‌লেন।

ভিষক্। অবস্থা খারাপ।

মন্ত্রী। কেন! কেন মহাশয়?

ভিষক্। আর কেন! [ করুণভাবে মাথা নাড়িলেন ] রাজকুমার! তোমার অবস্থা খারাপ।

সুমিত্র। কেন?

ভিষক্। রাত্রে ঘুম হয় না ভাল—না?

সুমিত্র। চমৎকার ঘুম হয়।

ভিষক্। কিন্তু যদি ঘুম ভাঙে, তখন ত' ঘুম হয় না? আর—আর ক্ষুধা—?

সুমিত্র। আজ্ঞে, ক্ষুধা বেশ হয়।

ভিষক্। বেশ ত' হবেই। কিন্তু যখন ক্ষুধা হয়—তখন খেতে ইচ্ছা হয়?

সুমিত্র। তা হয়।

ভিষক্। খারাপ। ক্ষুধা হলে' খেতে ইচ্ছে হওয়াটা—উঁহু—খারাপ। আর একবার নাড়ীটা দেখি। [ পরীক্ষা ] হুঁ—বাপু হে তোমার বিকার।

সুমিত্র। বিকার।—সে কি?

ভিষক্। বিকার।—জ্বর-বিকার।

সুমিত্র। কৈ। আমি ত' বুঝতে পার্চ্ছিনে।

ভিষক্। ঐ ত' খারাপ।—আরে বাপু, বুঝতেই যদি পার্ব্বে, তা হ'লে ত' সোজা জ্বর! কিন্তু ঐ যে বুঝতে পার্চ্ছ না, ঐ ত' খারাপ!

সুমিত্র। আজ্ঞে আমার জ্বর হ'ল!

ভিষক্। বাপু হে। আমি চিকিৎসক, আমি বলছি তোমার জ্বর। তুমি ত' এ শাস্ত্র পড়নি।

সুমিত্র। কিন্তু—

ভিষক্। তর্ক করো না—তোমার জ্বর-বিকার। শোও গে যাও। ঔষধের ব্যবস্থা আমি কাচ্ছি। তুমি শোও গে যাও।

নেপথ্যে সিংহবাহু। [ ক্রুদ্ধস্বরে ] রাণী কোথায়; ডাক তাঁকে।

মন্ত্রী। ঐ যে মহারাজ আস্‌ছেন।

( ক্রুদ্ধভাবে সিংহবাহুর প্রবেশ )

সিংহবাহু। এ কি! ভিষক্ এখানে! রাজ-অন্তঃপুরে?

ভিষক্। মহারাজের অনুমান ঠিক্। কুমারের বিকার হয়েছে।

সিংহবাহু। বাতুল! বাতুল!

ভিষক্। বাতুল বটে—কুমার আবোল তাবোল বক্‌ছেন।

সিংহবাহু। আবোল তাবোল তুমি বক্‌ছ মূর্খ!

মন্ত্রী। ভিষক্ কি উন্মাদ হয়েছে?

ভিষক্। মহারাজ!

সিংহবাহু। বার করে' দাও।

মন্ত্রী। মহারাজ!

সিংহবাহু। আগে একে বার করে' দাও, তার পর কথা ক'য়ো।

ভিষক্। আমি ঔষধের—

সিংহবাহু। বেরোও।

[ ভিষকের প্রস্থান।

মন্ত্রী। মহারাজ কিন্তু ভিষক্‌কে—

সিংহবাহু। এরা আমায় পাগল না করে' ছাড়বে না, বেরোও বৃদ্ধ—

[ মন্ত্রীর প্রস্থান।

সিংহবাহু। আর তুমি দাঁড়িয়ে রৈলে যে? ভেবেছ রাজ্য পাবে? তা পাচ্ছ না। তার আগে রাজ্য ভেঙ্গেচুরে, পুড়িয়ে, ভস্ম করে' দিয়ে, সেই ভস্ম রাণীর মুখে ছড়িয়ে দেবো।— না—না, রাণী কোথায়? রাণী কোথায়? দৌবারিক!

( দৌবারিকের প্রবেশ )

সিংহবাহু। রাণীকে খবর দেও, বল এই মুহূর্ত্তে আমি তার সাক্ষাৎ চাই, এই মুহূর্ত্তে।

[ দৌবারিকের প্রস্থান।

সিংহবাহু। আজ রাণীর রাজ্য গেল! রাণী গেল, রাজা গেল, রাজপুত্র গেল—আজ আমি আর তুই পুত্র—এ কি। আমার পশু-প্রকৃতি আবার জেগে উঠ্‌ছে—হুঙ্কার দিচ্ছে—না কোন ভয় নেই পুত্র। দাঁড়াও, আমি স্থির হয়ে নিই। বিচার কর্ব্ব। [ পরিক্রমণ ] আমি এ ত' ভাবিনি! কিন্তু কেন যে ভাবিনি তা জানিনে—এই যে রাণী!

( রাণীর প্রবেশ )

সিংহবাহু। দাঁড়াও রাণী! আমার সম্মুখে দাঁড়াও। হাতজোড় ক'রে দাঁড়াও।

সুমিত্র। বাবা!

সিংহবাহু। চুপ; রাণী! এতদিন পরে সমস্ত চক্রান্ত, কথা ক'য়ে উঠেছে, রণতূরীর শব্দে চেঁচিয়ে উঠেছে।

রাণী। চক্রান্ত!

সিংহবাহু। জান না? পাপ এমন সুন্দর মুখোস পরতে পারে! আশ্চর্য্য! পাপীয়সী! —না ভুল হচ্ছে—ধীরভাবে বিচার কর্ব্ব। ধীর ভাব—যতদূর সম্ভব। বিধাতঃ! এই কর, যেন দণ্ড দেবার আগে আমি ক্ষেপে না যাই—দৌবারিক!

( দৌবারিকের প্রবেশ )

সিংহবাহু। জল্লাদকে ডাক।

[ দৌবারিকের প্রস্থান।

সিংহবাহু। আজ তোমায় কুকুর দিয়ে—না ধীরভাবে বিচার কর্ব্ব। রাণী! দাঁড়াও, হাতযোড় কর, কম্পিত হও। তোমার বিপক্ষে কি অভিযোগ উপস্থিত হয়েছে জান?

রাণী। আমার বিপক্ষে!

সিংহবাহু। হাঁ, তোমার বিপক্ষে। বোস, স্থির হয়ে নিই [ পরিক্রমণ ] এ কখনও ভাবিনি; কিন্তু ভাবিনি কেন, তা জানি না। রাণী! দাঁড়াও, আমার সম্মুখে অপরাধীর মত হাতযোড় করে' দাঁড়াও। [ সপদদাপে ] দাঁড়াও। [ রাণী উক্তবৎ দাঁড়াইলেন ]

সিংহবাহু। শোন, আমার পুত্র বিজয়-সিংহের বিরুদ্ধে তোমার ষড়যন্ত্র প্রমাণ হয়েছে! তুমি এই অভিযোগ আনিয়েছিলে—

রাণী। [ সাশ্চর্য্যে ] আমি!

সিংহবাহু। একেবারে আকাশ থেকে পড়লে যে?

রাণী। আমি কুমার বিজয়সিংহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছি?

সিংহবাহু। হাঁ রাণী!

রাণী। প্রমাণ?

সিংহবাহু। প্রমাণ চাও? প্রহরী! ব্রাহ্মণকে ডাক—

( ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিল )

সিংহবাহু। প্রমাণ এই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ! কে তোমায় এ অভিযোগ আনতে বলেছিল?

ব্রাহ্মণ। মন্ত্রী।

সিংহবাহু। মন্ত্রী কার মন্ত্রণায় এ অভিযোগ এনেছিল জান?

ব্রাহ্মণ। জানি—

সিংহবাহু। কার প্ররোচনায়?

ব্রাহ্মণ। মহারাণীর।

সিংহবাহু। প্রমাণ শুনলে রাণী!

রাণী। উত্তম! এই এক দরিদ্র ভিক্ষুক—মহারাজ! প্রকৃতিস্থ হোন্! আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানি না।

সিংহবাহু। দাঁড়াও, আরও আছে। তার পর তুমি যুবরাজকে হত্যা কর্ব্বার জন্য মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেছিলে।

রাণী। কি রকম করে'?

সিংহবাহু। বিষ দিয়ে।

রাণী। তারও কি প্রমাণ—

সিংহবাহু। এই দরিদ্র ভিক্ষুক নয়, তার প্রমাণ মন্ত্রী; মৃত্যুশয্যায় সে আমার কাছে তা স্বীকার করে' গিয়েছে। আমি কিন্তু তখন তা বিশ্বাস করিনি—কি! মুখ যে পাথরের মত হয়ে গেল।

রাণী। তার পর?

সিংহবাহু। তার পর তুমি নিজে যুবরাজকে হত্যা কর্ত্তে গিয়েছিলে, তার প্রমাণ—এই ডাকাত—ভৈরব।

( ভৈরবের প্রবেশ )

সিংহবাহু। তার প্রমাণ এই ভৈরব—[ ভৈরবকে সম্মুখে ধরিলেন ]

রাণী। উত্তম! বঙ্গের মহারাণীর বিপক্ষে অভিযোগ—মহারাজের পুত্রহত্যার চেষ্টা; তার সাক্ষী—এক ভিক্ষুক, এক বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী, আর এক ডাকাত!—এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি একটা রাজ্য শাসন কর—[ অবজ্ঞায় ফিরিলেন ]

সিংহবাহু। দাঁড়াও। আমার কথা শেষ হয়নি। শোন; আমি বিচার করি শোন—ব্রাহ্মণ! তোমার কন্যা গিয়েছে, আমার পুত্র গিয়েছে,—আমরা সমদুঃখী। কিন্তু বঙ্গের যুবরাজের বিপক্ষে মিথ্যা অভিযোগ আনার শাস্তি কি জান? কাঁপছ কেন ব্রাহ্মণ! তোমায় বেশী শাস্তি দেবো না। তোমায় রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত কর্লাম। মন্ত্রী শাস্তির বাহিরে। আর ভৈরব ডাকাত! তুমি আমার পুত্রকে রক্ষা করেছ, তুমি আজ থেকে আমার রাজ্যের সেনাপতি।

ভৈরব। মহারাজ মার্জ্জনা কর্ব্বেন—আমি মহারাজের হস্তে কোন পুরস্কার নেবো না শপথ করেছি।

সিংহবাহু। যেরূপ তোমার ইচ্ছা—আর মহারাণী! বঙ্গের যুবরাজের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রের শাস্তি কি জান?

রাণী। প্রাণদণ্ড।

সিংহবাহু। জল্লাদ।

( জল্লাদের প্রবেশ )

রাণীকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও। যাও, আমার আজ্ঞা।—

( জল্লাদ রাণীকে বাঁধিল )

সুমিত্র। বাবা!

সিংহবাহু। সুমিত্র!

সুমিত্র। বাবা মাকে মেরো না।

সিংহবাহু। আচ্ছা, তবে তোমার প্রাণদণ্ডের বিনিময়ে এই দণ্ড দিলাম।—জল্লাদ! তপ্ত লৌহ-শলাকা দিয়ে এই নারীকে অন্ধ করে' পুরপথে ছেড়ে দাও।—না, আর একবার আমার কাছে নিয়ে এস।—একবার দেখ্‌ব কি চেহারা হয়।—নিয়ে যাও।

[ রাণীকে লইয়া জল্লাদ প্রস্থানোদ্যত ]

সিংহবাহু। আর শোন্! তার আগে ওর—জিভ কেটে দিবি। জিভ থাক্‌তে স্ত্রীলোককে বিশ্বাস নেই—সে এত মিথ্যাকথা কৈতে পারে। যাও, নিয়ে যাও।—রাণী! তুমি আমার প্রিয়তম পুত্রকে আমার পর করে' দিয়েছ, আমার চোখ থাক্‌তে আমায় অন্ধ করেছ, আমি যদি বিনিময়—

সুমিত্র। বাবা! বাবা! মাকে মার্জ্জনা কর।

সিংহবাহু। কি? পুত্র? তোকে এই রাজ্যের রাজা করে' যাব ভেবেছিস? তা মনেও করিস্ না। ঐ রাক্ষসীর গর্ভে মানুষ জন্মায় না, রাজা ত' দূরের কথা, তোকেও ওর সঙ্গে নির্ব্বাসিত কর্ব্ব। বেরো বেটা।

সুমিত্র। বাবা! ক্রোধে ক্ষিপ্ত হবেন না।

সিংহবাহু। ক্রোধে! না, না, কর্চ্ছি কি? না—কিছু না—কিন্তু ওঃ!—যাকে পথের কর্দ্দম হ'তে তুলে এনে, গোলাব-জলে স্নান করিয়ে, সিংহাসনে আমার পাশে বসিয়েছিলাম, তার এই উচিত প্রতিদান বটে! ঠিক শাস্তি দিয়েছি।

সুমিত্র। ঐ মা আর্ত্তনাদ কর্চ্ছেন! মা মা—!

[ দৌড়িয়া পলায়ন।

রাজা! ঐ—ঐ—আহা হা! বেচারী! ওরে অন্ধ করে' দিস্ না—অন্ধ করে' দিস্ না। ( দৌড়িয়া যাইতে উদ্যত হইয়াই সহসা নিবৃত্ত হইয়া ) না, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। আশ্চর্য্য! না, আর না। পদাঘাতে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে।

( অন্ধ রাণীকে লইয়া জল্লাদের প্রবেশ )

সিংহবাহু। অন্ধ করে' দিয়েছিস্? [ দেখিয়া সভয়ে মুখ ফিরাইয়া ] ওকি! এ কে? এ কি রাণী!—কি ভয়ানক!—দুঃখ! কোন দুঃখ নাই। এখন আমরা দুজনাই অন্ধ—আমি চোখ থাক্‌তে অন্ধ, আর তুমি!—হাঃ, হাঃ, হাঃ,

বেশ হয়েছে। বেশ হয়েছে।—পিশাচী! শয়তানী। [ কেশ ধরিলেন ]

( সুরমার প্রবেশ )

সুরমা। বাবা! বাবা! কি কর্চ্ছেন?

সিংহবাহু। কেন? কি কর্চ্ছি? [ ছাড়িয়া দিলেন ]

সুরমা। এও কি আপনার দ্বারা সম্ভব বাবা।

( সিংহবাহু লজ্জায় অধোমুখ হইলেন )

সুরমা। বাবা এমন নিষ্ফল ক্রোধ করে' কি হবে? পুত্র ত' আর ফিরে পাবেন না।

সিংহবাহু। কি অন্যায় করেছি? রাজা আমি, বিচার করেছি। তাকেও পুত্র বলে' রেয়াৎ করি নি, একে রাণী বলে' রেয়াৎ কর্ব্ব? আমি মহারাজ সিংহবাহু—বিনাদোষে পুত্রকে নির্ব্বাসিত করেছি। নিয়ে যাও এই পিশাচীকে —দেশ থেকে নির্ব্বাসিত করে' দাও।

সুরমা। তা হ'লে আমিও চল্লাম বাবা!

সিংহবাহু। যা না, কে তোকে ধরে' রাখ্‌ছে?

সুরমা। এস মা অভাগিনী। আজ তোমার সব অপরাধ ক্ষমা কর্ল্লাম। আজ আমি তোমার মা হ'লাম। এসো মা। [ পিতাকে প্রণাম করিয়া রাণীকে লইয়া প্রস্থান ]

সিংহবাহু। ব্যস, ব্যস। পুত্র গেল, কন্যা গেল, স্ত্রী গেল। রাজ্য যাক্। আর কেন? আমিও যাই। বম্ ভোলানাথ।

---

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—লঙ্কার উপকূল। কাল—সন্ধ্যা
বিজয় একাকী;

বালক সমুদ্রতীরে গান গাহিতেছিল।
বিজয় দূরে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায়
তাহাই শুনিতেছিলেন

( গান )

বরষা আইল ওই ঘনঘোর মেঘে
দশদিক তিমিরে আঁধারি।
আকুল বেদনা আর হৃদয় আবেগে
রাখিতে—রাখিতে নাহি পারি॥
চমকে চপলা, চিত চমকে সঘন ঘন
গরজনে কাঁপে হিয়া সখিরে—
ঝর ঝর অবিরল ঝরে জলধারা,
ঝর ঝর চোখে বহে বারি॥
সঘন আঁধার ওই ঘনাইয়া আসে,
বিষাদে হৃদয় আসে ছেয়ে,
বাতাস মিশায়ে যায় সজল বাতাসে
শূন্য-নয়নে রহি চেয়ে—
কত না নিহিত ব্যথা, নিহিত যাতনা কত,
হৃদয়ে জাগিয়ে উঠে সখিরে—
মরম ভেদিয়া উঠে গভীর নিরাশা,
ধিক্ ধিক্ জনম আমারি॥

বিজয়। কি আশ্চর্য্য!

[ গাইতে গাইতে লীলা বিজয়ের কাছে আসিলেন ]

বিজয়। বালক! এত কিশোর বয়সে কি দুঃখ তোমার? এই তরুণ বয়সে তুমি কি কাউকে ভালবেসেছ?

লীলা। কে বল্লে? আমার দুঃখ। আমার অপার সুখ।

বিজয়। তবে দুঃখের গান গাইছিলে যে—

লীলা। দুঃখের গানের মত মিষ্ট গান আছে?

বিজয়। ঠিক বলেছ ভাই।

লীলা। আচ্ছা, তুমি কি ভাবছিলে ভাই?

বিজয়। বিশেষ কিছু নয়।

লীলা। আমার মনে হচ্ছে, যে, বিশেষ কিছু।

বিজয়। কেন?

লীলা। আমি চিরকাল দেখে এসেছি যে, যখনই কোন যুবা পুরুষমানুষ, কি 'ভাবছিলে'র উত্তরে বলে, 'এঁ্যা—এমন বিশেষ কিছু নয়', তখনই তারা বিশেষ কিছুই ভাবছে।

বিজয়। কে বল্লে? কখন না।

লীলা। অত রাগ কেন? বল্লেই ত' হয়—'এই স্ত্রীর কথা ভাবছিলাম'; তা ভাব্‌লে কেউ তোমায় দোষ দিতে পার্ত্ত না; কিংবা—"ভাবছিলাম—পশু চার পায়ে হাঁটে, আর মানুষ দু পায়ে হাঁটে কেন।" সে সমস্যাটার মীমাংসা এতদিন কেউ কর্ত্তে পারিনি—কিন্তু—না—তা—এমন কি—হাঁ—তা বিশেষ কিছু—এঁ্যা" এর একটা নিগূঢ় অর্থ আছে।

বিজয়। তুমি এখন যাও।

লীলা। তুমি কি ভাবছিলে—আমি বল্‌বো ?

বিজয়। কি ? বল দেখি।

লীলা। তুমি ভাব্‌ছিলে, যে, দুই আর দুইয়ে চার হয় কেন ? কখন পাঁচ হয় না কেন ?

[ বিজয় হাসিলেন ]

লীলা। তার উত্তর কি বল্‌বো ?

বিজয়। [ সহাস্যে ] কি ?

লীলা। তার উত্তর—চিরকাল তাই হয়ে এসেছে, অন্য রকম হবার যো নেই, কি কর্ব্বে বল।

বিজয়। না। [ হাসিলেন। ]

লীলা। এটা কিন্তু কাষ্ঠহাসি।—কেমন ধরেছি কি না ?—আচ্ছা বন্ধু ! তুমি এত গম্ভীর কেন ?

বিজয়। আমি কি অত্যন্তই গম্ভীর ?

লীলা। ভয়ানক ! সংসারে এসে এত গম্ভীর ! যে সংসারের দিকে—চেয়ে দেখি—একটু যদি ভাবি—অমনি ভয়ানক হাসি পায়।

বিজয়। খুব বেশী হাসি পায় নাকি ?

লীলা। ভয়ানক। আমার মনে হয়, মানুষ পরস্পরের পানে চেয়ে দেখেও কি রকম করে' গম্ভীর হয়ে থাকে।

বিজয়। গম্ভীর হয়ে থাকা কি ভারি শক্ত ?

লীলা। ভারি শক্ত। এ যে ভয়ানক বেশী জোরে হাস্‌বার বিষয় !

বিজয়। কি রকম ?

লীলা। এই দেখ বন্ধু ! মানুষ কাপড়-চোপড় জড়িয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, মাথা উঁচু করে' দেখায় যে, সে মানুষ। কিন্তু ভিতরে সে পশু।

বিজয়। পশু কেন ?

লীলা। নগ্ন অবস্থায় চারপায়ে হাঁটলেই সে পশু। দ্বিতীয়তঃ, যা নিকট, যা ধ্রুব, যা মুষ্টিগত, যা সহজ, তা ছেড়ে, যা দূর, যা অজ্ঞেয়, যা অস্পষ্ট, তার পিছনে ছুটেছে। তাই, সে ঘরের লক্ষ্মীকে ছেড়ে পরের লক্ষ্মীর দিকে ধেয়ে যায়, দীপ ছেড়ে জোনাকি ধর্ত্তে ছোটে। তাই, সে এমন সুন্দর, সরল, প্রত্যক্ষ জগৎ ছেড়ে, অবোধ্য, অন্ধকার, নিগূঢ় ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামায়। ঐ আকাশের পিছনে কি আছে, মৃত্যুর পরপারে কি আছে—সেই চিরন্তন "কি ?" আর "কেন"র পিছনে ছুটেছে, যা—জান্‌বার যো নাই।

বিজয়। বালক ! তুমি কে ? আমি সত্য সত্যই আশ্চর্য্য হই যে—

লীলা। আশ্চর্য্য হবার কথা বটে !

বিজয়। যে—তুমি এই কিশোর বয়সে বাড়ী ছেড়ে একদল গৃহহীন ডাকাতের সঙ্গে সঙ্গে ঘুর্চ্ছ কেন ?—আশ্চর্য্য।

লীলা। আশ্চর্য্য বটে—

বিজয়। কেন ঘুর্চ্ছ ?

লীলা। কৌতূহল মাত্র।

বিজয়। মিথ্যাকথা।

লীলা। ঠিক বলেছ—মিথ্যা কথা। বন্ধু ; তুমি অন্তর্য্যামী।

বিজয়। কিসে ?

লীলা। কিংবা মিথ্যাকথা তোমার এত পরিচিত যে দেখলেই তাকে চিন্তে পার। তোমার সঙ্গে কথা কইতে ভয় হয়।

বিজয়। কেন ?

লীলা। পাছে সত্য কথাগুলি মিথ্যা হয়ে যায়।—একে মিথ্যা কথা কহা অভ্যাস আমার —তার উপরে ঐ শোন ঘুঘু ডাকে।

বিজয়। তুমি এক প্রহেলিকা।

লীলা। ঠিক বুঝেছ ?

বিজয়। কি বুঝেছি ?

লীলা। যে আমি এক প্রহেলিকা—ঠিক —এত বুদ্ধি।

বিজয়। যেহেতু বুঝেছি যে তুমি প্রহেলিকা ?

লীলা। তাই কয়জন জানে ? মানব-জীবনই যে এক মহা প্রহেলিকা। কে কাকে জানে বন্ধু ? কতটুকু জানে ? আপনাকেই বা কে জানে ? তথাপি মানুষ, কে সৎ, অসৎ, সরল, উদার, কুট, তাই বিচার কর্ত্তে বসে—আস্পর্দ্ধা বটে। জান কি বন্ধু যে, সম্পদে যে সাধু, দারিদ্র্যে হেন কত "সাধু" চোর হয়, আর কত শত চোর প্রাচুর্য্যে "সাধু" নামে খ্যাত হ'তে পার্ত্ত। জান কি হে বন্ধু—যাকে আজ অবজ্ঞা কর, যার সঙ্গে কথা কৈতে ঘৃণা কর—সে যদি তোমার প্রভু হয়ে বসে, তবে তার সঙ্গে একটি কথা কৈবার জন্য তুমি লালায়িত হ'তে ? শুধু আমি প্রহেলিকা ? না মনুষ্যজীবনই এক প্রহেলিকা—এ বিশ্বসংসারই এক মহা প্রহেলিকা। মূর্খ ভাবে বুঝেছি—জ্ঞানী ভাবে কিছু বুঝি নাই—তাই সে জ্ঞানী।

বিজয়। এ সব কোথায় শিখলে বালক ?

লীলা। [ মস্তকে হাত দিয়া ] এইখানে —তুমি যে উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছ? যাও নিজের কাজ কর। এক বালকের প্রলাপ শুনে, আলস্যে এ দীপ্ত প্রভাত কাটিয়ে দিচ্ছ। লজ্জা করে না? কর্ম্ম কর, নহিলে এ দীর্ঘ জীবন কাট্‌বে কিসে? কর্ম্ম কর্ব্বার যা আছে, তার পক্ষে এ জীবন অতি ক্ষুদ্র, যে কর্ম্ম না করে, তার পক্ষে এ জীবন অতি দীর্ঘ। যাও বীর কর্ম্ম কর।

[ প্রস্থান।

বিজয়। কি আশ্চর্য্য! এত ক্ষুদ্র বালক—সংসারের কিছু জানে না—কিন্তু এত প্রাজ্ঞ! কখন কখন তার কথোপকথন ক্ষুদ্র তটিনীর তরল কল্লোলের মত অলস-মধুর। আর কখন কখন তার সরল বিজ্ঞান মর্ম্মে গিয়ে আঘাত করে—হৃদয়ের নিহিত ঝঙ্কারকে গিয়ে আলোড়িত করে। মাঝে মাঝে মনে হয়, যে সে প্রাণের কোন নিহিত ব্যথা গোপন করে' আছে। তার হাসি-হাসি মুখ, নত চক্ষু, বিকম্পিত স্বর। তথাপি তার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় অনেক শান্তি পাই।

( অনুরোধের প্রবেশ )

অনুরোধ। মহারাজ!

বিজয়। [ চমকিয়া ] কে—অনুরোধ! কি সংবাদ?

অনুরোধ। বন্দীর প্রতি কি আজ্ঞা হয়েছে?

বিজয়। বন্দী! কোন্ বন্দী?

অনুরোধ। মেহুরার মহারাজ।

বিজয়। ওঃ! তাকে মুক্ত করে' দাও!

অনুরোধ। যে আজ্ঞা।

বিজয়। সুন্দর সুনীল ওই প্রগাঢ় আকাশ,
সুন্দর এ শৈলতট—নিস্তব্ধ নির্জ্জন
কিন্তু, এ হৃদয়ে এক অশান্তি গভীর।
সুন্দর সে মুখখানি! কি মহিমাময়!

( উরুবেল ও বিজিতের প্রবেশ )

বিজিত। বিজয়! তুমি এ স্থান পরিত্যাগ কর্ব্বার আদেশ দিয়েছ?

বিজয়। দিয়েছি।

বিজিত। আবার কোথায় যাব?

বিজয়। জানি না, পাল তুলে দাও, যেখানে গিয়ে পড়ি।

বিজিত। বিজয়! তোমার মাথার ঠিক নাই।

বিজয়। আমারও তাই বোধ হয়।

বিজিত। কি বোধ হয়?

বিজয়। যে আমার মাথার ঠিক নাই।

বিজিত। সেটা বুঝেছ? তা হলে' একেবারে মাথার ঠিক্ নাই বলি কেমন করে'? যদি বা মাসাধিক কাল পরে একটা উপকূলে এসে পড়লে, দুর্জ্জয় বাহুবলে সেই মেহুরা জয় করে' মহারাজ হয়ে বস্‌লে, তিনদিন না যেতে যেতেই আবার মেহুরা ছাড়বার সঙ্কল্প করে' বস্‌লে!

বিজয়। আর ভাল লাগে না।

বিজিত। কোথায় যাবে বিজয়! দেখ, এই সুন্দর রাজ্য—একটা শান্তিময় শ্যামল সুন্দর রাজ্য—এমন রাজ্যের রাজা হয়ে বস্‌তে পার। না আবার ছুট্‌তে চলেছ।

বিজয়। এত শান্তি, এত সৌন্দর্য্য, এত সেবা সহ্য হচ্ছে না—তাই যেতে চাই বন্ধু।

বিজিত। কোথায়?

বিজয়। যেখানে অরাজক, অত্যাচার, উচ্ছৃঙ্খল, উৎপীড়ন, প্রাণঘাতী ক্রোধ। যেখানকার রাজা—'কে আমার অংশ কেড়ে খেতে এলো?' বলে' মার্ত্তে ধেয়ে আসে, যেখানে অগ্নিবর্ণ চক্ষু আর উদ্যত তরবারি আর সরল শত্রুতা। ঢাকাঢাকি নাই, ধূর্ত্ততা মাথামাথি নাই, সোজা সরল শত্রুতা পাই।

বিজিত। কিন্তু দশ দিন এক জায়গায় স্থির থাক্‌তে পার না?

বিজয়। পারি কেমন করে' বন্ধু?

বিজিত। আমি পারি কেমন করে' বিজয়?

বিজয়। তুমি! হুঁ—তুমি কখন নিজের বাপকে ক্রমে ক্রমে অপরিচিতের ন্যায়, শেষে শত্রুর ন্যায় ব্যবহার কর্ত্তে দেখেছ? বাপের কোলে উঠ্‌তে গেলে, বাপ তোমায় কখন লাথি মেরেছে? যে তোমায় হাতে করে' মানুষ করেছে, সে কি তোমার অধরে বিষপাত্র ধরেছে? তুমি কি—না আমার এ জীবন-সমুদ্র মন্থন করে' কি হবে? গরল উঠ্‌বে বৈ ত' নয়।

বিজিত। চাকা ঘুরে যেতে পারে।

বিজয়। ভাগ্যের দয়ার উপর নির্ভর করে' থাক্‌বার লোক বিজয়সিংহ নয়।

বিজিত। তবে কি কর্ব্বে?

বিজয়। নূতন দেশ আবিষ্কার কর্ব্ব, নূতন রাজ্য স্থাপন কর্ব্ব; নূতন ধর্ম্ম প্রচার কর্ব্ব।

বিজিত। কি ধর্ম্ম ?

বিজয়। যে—সংসারে ভাই নাই, বাপ নাই, মা নাই। সব মায়া। সব ভ্রান্তি। সব মিথ্যা। সব শ্বেততপ্ত মস্তিস্কের ধূমায়িত কল্পনা। সংসার মায়া, স্বজন মায়া, স্নেহ মায়া, ভক্তি মায়া।

বিজিত। তবে সব সত্য ?

বিজয়। নিষ্ঠুরতা, মিথ্যাবাদ, ধাপ্পাবাজি-শয়তানী। পরমেশ্বর যদি থাকেন—থাকুন। অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত থাকুন। তাঁর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই।

বিজিত। আমরা কি এক উন্মাদের পিছনে ছুটেছি।

বিজয়। তাই কি তোমার বোধ হয় ?

বিজিত। তাই ত' বোধ হচ্ছে।

বিজয়। তবে তোমরা বাড়ী ফিরে যাও।

বিজিত। যাব, তোমাকে নিয়ে।

বিজয়। পার্ব্বে না।

বিজিত। চেষ্টা ত' করি।

বিজয়। নিস্ফল প্রয়াস। আগে ভেবে-ছিলাম আর লোকালয়ে মুখ দেখাব না। অকূল গভীর সমুদ্রে তরী ভাসিয়ে দিয়ে—চলে' যাই—যেখানে বাতাস ও ঢেউয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। তার পর তোমরা আমার সঙ্গ নিলে।—কেন নিলে,—ভগবান্ জানেন।

বিজিত। আমরা তোমায় ভালবাসি বলে'—

বিজয়। তোমার তাই বোধ হয় ?

বিজিত। বোধ হয় কি রকম।

বিজয়। আমার ত' তা ঠিক বিশ্বাস হয় না।

বিজিত। আমার ব'য়ে গেল।

বিজয়। আচ্ছা—এরা না হয় গৃহহীন দস্যু; এরা আমার শক্তির পরিচয় পেয়েছে—লুটের আশায় আমার পশ্চাৎ নিয়েছে। কিন্তু তুমি—রাজপুত্র তুমি—না, এ বেশ একটু খট্‌কা।

বিজিত। তা হোক। এখান থেকে আজই যেতে হবে ?

বিজয়। হাঁ।

বিজিত। কিন্তু—

বিজয়। দোহাই বিজিত! আপত্তি ক'রো না, আমি আর থাক্‌তে পার্ব্ব না। যাও প্রস্তুত হও গে।

[ বিজিতের প্রস্থান।

বিজয়। উত্তাল সমুদ্র করে প্রবল আঘাত
মেহ্‌রার শৈলতটে মেঘমন্দ্রসম;
উঠিছে সে মেহ্‌রায় ঘন আর্ত্তনাদ,
তথাপি সিন্ধুর অন্ধ অস্থির হৃদয়ে
দয়া নাই, অনুকম্পা নাই—কি অসীম,
কি অস্থির, কি গম্ভীর, ঐ পারাবার।

( অলক্ষ্যে কুবেণীর প্রবেশ )

বিজয়। কে।—ওঃ।

কুবেণী। বঙ্গ-যুবরাজ।
করিতেছ পরিত্যাগ মেহ্‌রার শৈলতট ?

বিজয়। সত্য কথা দেবি!

কুবেণী। কোথায় যাইবে ?

বিজয়। কোন লক্ষ্য নাই দেবি।
তরণী ভাসায়ে দিব অকূল সাগরে।
তারপর তরঙ্গ ও বায়ু যেথা ল'য়ে যায়।

কুবেণী। কোথায় যাইব আমি ?

বিজয়। যথা অভিলাষ।

কুবেণী। যাইতে ছাড়িয়া মোরে
পারিবে কুমার ?

বিজয়। কেন পারিব না দেবি ?

কুবেণী। পারিবে না তুমি।
আমি ভালবাসিয়াছি তোমারে কুমার।
নীরব কি হেতু ? আমি ছাড়িয়া দিব,
না তোমারে কুমার আর পাইয়াছি
খুঁজি নিজ অধিকার আজ।

বিজয়। বিবাহিত আমি।

কুবেণী। না, তাহার নহ তুমি, তুমি যে আমার—
—বুঝিলাম সে মুহূর্ত্তে, যে মুহূর্ত্তে
আমি দেখিলাম তোমারে কুমার।
আমারে ছাড়িয়া যাবে ?
সাধ্য কি তোমার।

বিজয়। বিবাহিত আমি দেবী।

কুবেণী। চেয়ে দেখ দেখি
আমার এ মুখপানে। শুধু একবার
ভাল করে' চেয়ে দেখ তার পর তুমি
পার যদি যেও যুবরাজ। চেয়ে দেখ।

বিজয়। অনিন্দ্যসুন্দরী তুমি, হেন রূপ কভু
দেখি নাই—কিন্তু দেবী।

কুবেণী। আর 'কিন্তু' নাই।—
আর চিন্তা নাই। তুমি
আমার—আমার।
বাখানি কন্যার রূপ—বিবাহপ্রস্তাবে—

কহিতেন মাতা গর্ব্বে—কন্যারত্ন তাঁর
অতুল সুন্দরী বিশ্বে। স্বজন বান্ধবী
উন্মত্ত, আনন্দে অন্ধ, করিত বন্দনা,
হই নাই উদ্বেলিত কেন আজ তবে,
শুনিয়া তোমার মুখে রূপের ব্যাখ্যান,
আনন্দে অধীর আমি শোন প্রিয়তম!
এ রূপ তোমারে আমি ভিক্ষাদান করি।
লহ, ধন্য হও।

বিজয়। দেবি, বিবাহিত আমি।

কুবেণী। কহিয়াছি একবার যথা ইচ্ছা তব
যাও। দেখি সাধ্য তব।

[ বাহুদণ্ড তুলাইলেন।

বিজয়। কে তুমি সুন্দরী?

কুবেণী। পরিচয়ে প্রয়োজন? যাও দেখি বীর।

বিজয়। উত্তম, বিদায় দাও দেখি—

কুবেণী। সাবধান।
অন্ধকার করিও না তব অহঙ্কারে
তব ভবিষ্যৎ।

বিজয়। দেবি! যেই অন্ধকার
মম বর্ত্তমান, তার চেয়ে গাঢ়তর
অন্ধকার অসম্ভব!—

কুবেণী। কি দুঃখ তোমার?

বিজয়। নহিলে ভাসায়ে দেই মম বর্ত্তমান
লবণাম্বু পারাবারে?

কুবেণী। বিজয়! তোমার
কি দুঃখ আমারে বল।—করিব মোচন।

বিজয়। সাধ্য নাই বন্ধু তব।

কুবেণী। তথাপি, তথাপি—
কি দুঃখ আমারে বল; বল প্রিয়তম।

বিজয়। শুনিবে বান্ধবী?

কুবেণী। কহ।

বিজয়। দেশ-নির্ব্বাসিত
আমি! আর—আর সেই নির্ব্বাসনদাতা—
প্রিয়তম পিতা মম—যাঁহারে—জগতে
এত ভালবাসি নাই জীবনে কাহারে—
সেই পিতা—সেই পিতা!—না, না, কাজ
নাই, পিতা তিনি বটে কিন্তু তিনি মহারাজ,
করেছেন সুবিচার। কোন দোষ নাই,
সব দোষ—অপরাধ—আমার, আমার।

কুবেণী। বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি। আর যুবরাজ!
আমাদের ভবিষ্যৎ জড়িত গোপনে
একসঙ্গে। এ জীবনে অভেদ্য আমরা।
কুবেণী আমার নাম। ভূত লঙ্কেশ্বর
পিতা মোর। পিতৃহীন আমি প্রিয়তম!
জননী বিবাহ করি' নব লঙ্কেশ্বরে
হয়েছেন সন্তানের পর। বল দেখি,
সে কি দুঃখ সন্তানের,—যখন—যখন
জননী জননী নহে আর! তারপর,
এই নব লঙ্কেশ্বর; নির্ব্বাসিত আমি।
এই রাজকন্যা আমি, পিতৃমাতৃহীনা,
কিশোরী—বিশাল বিশ্বে কেহ নাহি মোর!
পিতা নাই, মাতা নাই, গৃহ নাই! তুমি
সমুদ্রের গ্রাস হ'তে করিলে উদ্ধার।
এস নাথ! কর মম রাজ্যের উদ্ধার,
সিংহাসন ফিরে দাও। ফিরে দাও দেব!
আমার পৈতৃক স্বত্ব, জন্ম—অধিকার।

---

## পঞ্চম দৃশ্য

### স্থান—লঙ্কা

### উৎপলবর্ণ ও তাপস

উৎপলবর্ণ। সেই একই পুরাণো কথা—শুদ্ধ নূতন আকারে। মানবজীবন চক্রের মত ঘুরে যাচ্ছে! যা ঘটেছে, তাই আবার নূতন করে' ঘট্‌ছে, আবার ঘট্‌বে। তাই মাঝে মাঝে জন্মান্তর হ'তে ভাবী ঘটনার দুই একটা সঙ্কেত পাই। স্মৃতির নীরব তন্ত্র বেজে ওঠে। পূর্ব্ব জন্মের নিবিড় কাহিনী স্বপ্নাবেশে ভেসে আসে। তারপর মোহের আলস্যে আবার ঘুমিয়ে—

তাপস। তা বুঝেছি পুরোহিত। কিন্তু এ স্বর্ণলঙ্কা যক্ষের। মানুষের কখনও হবে না।

উৎপল। যক্ষের আগে এ স্বর্ণলঙ্কা রাক্ষসের ছিল, তাপস!

তাপস। তবু আমি বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না যে, এ দ্বীপ মানুষ এসে জয় কর্ব্বে।

উৎপল। বিশ্বাস শীঘ্রই কর্ত্তে হবে। যে জয় কর্ব্বে, সে এসেছে।

তাপস। কে?

উৎপল। বিজয়সিংহ। আমি তার গভীর বিজয়ভেরী শুনেছি।

তাপস। অসম্ভব।

উৎপল। এসেছে। আজই এক অদ্ভুত

ব্যাপার দেখ্‌বে। সাতশত সৈন্য নিয়ে বিজয় লঙ্কাজয় কর্ব্বে।

তাপস। সাতশত মাত্র সৈন্য নিয়ে। অসম্ভব—উৎপলবর্ণ!

উৎপল? যখন ভিতর ক্ষয় হয়ে যায়, তখন সুমেরু-পর্ব্বতশৃঙ্গও বাতাসের এক মৃদু নিশ্বাসে ভূমিসাৎ হয়।—ঐ দেখ আস্‌ছে। অন্তরালে এসো। [ উভয়ের অন্তরালে গমন ]

( কথা কহিতে কহিতে অনুরোধ ও উরুবেলের প্রবেশ )

অনুরোধ। আমাদের দেশ থেকে যে বিশেষ তফাৎ, তা ত' বোধ হচ্ছে না।

উরুবেল। কৈ। সেই নীল আকাশ, সেই চষা ধানক্ষেত, সেই গাছপালা।

অনুরোধ। গরুগুলো ঠিক্ গরু।

উরুবেল। বোধ করি দুধও দেয়।

অনুরোধ। উঃ। লঙ্কার বিষয়ে কতই শুনেছিলাম—যে তার মাঠে সোনা ফলে, গাছে হীরে ঝোলে।—এ সবই ত' আমাদের দেশের মত।

উরুবেল। তবে একটু বেশী জঙ্গুলে।

অনুরোধ। আর বেশ ঠাণ্ডা।

উরুবেল। ভারি নিস্তব্ধ।

অনুরোধ। মায়াময়। যেন থাক্‌তে থাক্‌তে ঘুম আসে।

উরুবেল। কিন্তু বেজায় জলকষ্ট। দু'ক্রোশের মধ্যে একটা সরোবর নেই।

অনুরোধ। এরা বোধ হয় জল খায় না।

উরুবেল। তাই ত'। এরা সব ফেরে না কেন?

অনুরোধ। চল এগিয়ে দেখি।

[ উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

( উৎপলবর্ণ ও তাপস বাহির হইয়া আসিলেন )

তাপস। এদের কথা কিছুই বোঝা গেল না।

উৎপল। একে প্রাকৃত ভাষা বলে।

তাপস। তুমি এ ভাষা জান?

উৎপল। জানি।

তাপস। এরাই লঙ্কা জয় কর্ব্বে?

উৎপল। অবিকল।

তাপস। অসম্ভব।

[ প্রস্থান।

উৎপল। [ তাপসের পানে চাহিয়া ] বেচারী পূর্ব্বজন্মের কিছুই জানে না—ঐ বিজয় আস্‌ছে।

( বালকের সহিত বিজয় পদচিহ্ন লক্ষ্য করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন )

বিজয়। তাদেরই পদচিহ্ন। ঠিক্। কিন্তু এইখানে যে শেষ। আর ত' দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

বালক। তাই ত'।

বিজয়। এর মানে কি বালক?

বালক। এইখানেই কেউ তাদের হত্যা করেছে, কিংবা—

বিজয়। 'কিংবা' কি?

উৎপল। এসেছ বিজয়?

বিজয়। কে আপনি?

উৎপল। এ কি। তোমাকে যে চিনি বিজয়সিংহ!

বিজয়। সে কি। আপনি আমার নাম জান্‌লেন কেমন করে'?

উৎপল। নাম?—তোমার নাড়ী-নক্ষত্র সব জানি।

বিজয়। আপনি আমায় চেনেন?

উৎপল। বেশ চিনি। ঠিক্ সেই গর্ব্বিত শিরঃ-সঞ্চালন, সেই চিন্তাকুল উদাস দৃষ্টি।—ঠিক্ সেই বটে।

বিজয়। আপনি আমায় পূর্ব্বে দেখেছেন?

উৎপল। দেখেছি।

বিজয়। কোথায়?

উৎপল। পূর্ব্বজন্মে। তুমি আমায় কিছু চিন্তে পার্চ্ছ না?—কি। আশ্চর্য্যভাবে আমার মুখপানে চেয়ে রয়েছ যে। চিন্তে পার্চ্ছ না?

বিজয়। না।

উৎপল। কিন্তু আমার বেশ মনে আছে। বেশ মনে পড়ে—তুমি এক বণিকের পুত্র ছিলে, আর আমি এক গৃহস্থপুত্র ছিলাম। বাণিজ্যে তোমার আসক্তি ছিল না, আমারও সংসারে স্পৃহা ছিল না। আমরা দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলাম।—কিছু মনে পড়ে না?

বিজয়। না।

উৎপল। আমরা দুজনে দিনের মধ্যে একবার না দেখলে থাক্‌তে পার্ত্তাম না। একদিন মনে আছে, আমরা দুজনে নীলাচলমূলে বেড়াচ্ছিলাম, তুমি দেশ-দেশান্তরের কথা আমায়

শোনাচ্ছিলে। বেড়াতে বেড়াতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। আমি বল্লাম—'চল বাড়ী যাই।' তুমি বল্লে—'আগে চাঁদ উঠুক্।' তারপর অন্ধকার হয়ে এলো ; পরে চাঁদ উঠ্‌লো ; তখন আমরা বাড়ী ফির্লাম—কিন্তু এক অপরিচিত পথ দিয়ে।—মনে পড়ে না ?

বিজয়। কৈ ?

উৎপল। তারপর একটা জঙ্গলে এসে পড়লাম। একটা বাঘের ডাক শুন্‌লাম। আমি ভয় পেলাম। তুমি কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে পূর্ব্ববৎ গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে চল্লে। তার পর—

বিজয়। তার পর ?

উৎপল। একটা বাঘ বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আমায় আক্রমণ কর্ল। তুমি ক্ষিপ্রহস্তে তরবারি খুলে তার গলায় বসিয়ে দিলে ; বাঘ আমায় ছেড়ে তোমায় আক্রমণ কর্ল। এখনও মনে পড়ে—ব্যাঘ্রের সেই উন্মত্ত গর্জ্জন, তোমার সেই স্থির রক্তাক্ত দেহ, কাতর দৃষ্টি, মৃত্যু—

বিজয়। আমার মৃত্যু!

উৎপল। ঠিক্ মনে আছে।

বালক। সত্যই এ মায়ার দেশ, সবই অদ্ভুত!

উৎপল। এ বালকটি কে? পূর্ব্বজন্মে দেখেছি বলে' ত' মনে হচ্ছে না।

বিজয়। পূর্ব্বজন্মের কথা আপনার এত মুখস্থ?

উৎপল। পরীক্ষা দিতে পারি।

বালক। যাক্—সে বিষয়ে আপনাকে পরীক্ষা কর্ব্বার লোকের অভাব! আপাততঃ এ জন্মে আপনি কে ?

উৎপল। আচার্য্য!

বালক। তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।—এ কোন্ দেশ ?

উৎপল। লঙ্কা। এ নগরের নাম তাম্রপর্ণী।

বালক। রাবণ তবে এই লঙ্কার রাজা ছিলেন ?

উৎপল। হাঁ বালক।—পূর্ব্বজন্মে তুমি কি ছিলে বল দেখি ?

বালক। পূর্ব্বজন্মে আমি হতাশ-প্রণয়িনী ছিলাম।

উৎপল। বটে। বটে—কাকে ভালবাস্‌তে?

বালক। এই বিজয়সিংহকে। বন্ধু তোমার মনে নেই? সেই যে—একটি ব্রাহ্মণের ছোট মেয়ে ছিল। ধূলার প্রাসাদ তৈরী করে' ভেঙ্গে ফেল্‌তো, খাবার পেলে তোমাকে অর্দ্ধেক এনে দিত ?

উৎপল। দিত নাকি ?

বালক। না দিয়ে খেত না। বিজয়কে যখন তাঁর বাপ বেত মার্ত্তেন—

বিজয়। কি! আমায় বেত মার্ত্তেন ?

বালক। আমি সে আঘাত পিঠ পেতে নিতাম। উঃ। এখনও তার বেদনা কিছু কিছু অনুভব কচ্ছি যেন। তারপর, বিজয়ের বাপ যখন বিজয়কে তাড়িয়ে দিলেন—

বিজয়। পূর্ব্বজন্মেও আমার বাপ আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন ?

বালক। আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফির্ত্তাম। বিজয় আমায় দেখ্‌ত না।

উৎপল। বিজয়কে তোমার প্রেম—

বালক। না—

উৎপল। ঠিক্।

বালক। "ঠিক্" কি ?

উৎপল। তুমিই বটে।

বালক। এখন চিন্তে পার্চ্ছেন ?

উৎপল। না, তোমায় কখন দেখিনি। তবে—

বালক। তবে ?—

উৎপল। বিজয় তোমার কথা আমায় কখন কখন বল্‌ত।

বালক। বল্‌তেন ? বাঁচলাম।

উৎপল। বিজয় তোমায় ভালোবাস্‌তো।

বালক। বাস্‌তেন ? আহা! সে কথাটা যদি পূর্ব্বজন্মে জান্তাম।

বিজয়। তোমরা দুজনে একটা ষড়যন্ত্র করেছ নাকি ? মহাশয়। সে সব পূর্ব্বজন্মে আমি যা-ই ছিলাম, তাতে আপাততঃ কিছু যাচ্ছে আস্‌ছে না। এখন আমার সঙ্গীরা কোথায় বলতে পারেন ? তাঁরা এই দিকেই এসেছিলেন।

উৎপল। ক'জন ?

বিজয়। সাত শ' জন।

উৎপল। ঠিক্।

বালক। পূর্ব্বজন্মের সঙ্গে মিলে গেল নাকি ?

উৎপল। রোস, তোমায় মায়ার অভেদ্য করে' দেই। [ হস্তে সূত্রবন্ধন ]

বালক। আবার—বাঁধে যে!

[ উৎপল মন্ত্র পড়িয়া বিজয়ের গায়ে জল ছিটাইয়া দিলেন। ]

বিজয়। ও আবার কি?

উৎপল। তুমি লঙ্কাজয় কর্ব্বে।

বিজয়। এ কি! আমায় উন্মাদ পেলেন নাকি? [ কঠোর স্বরে ] আমার সঙ্গীরা কোথায়? শীঘ্র বলুন। নইলে—[ তরবারি নিষ্কাশন করিলেন।

উৎপল। অত উৎকট নয় ভাই। তরবারির ব্যবহার কর্ত্তে হবে—কিন্তু এখন নয়।—তোমার সঙ্গীদের বন্দী করে' রেখেছে।

বিজয়। কে?

উৎপল। লঙ্কার অধিপতি।

বিজয়। কি রকমে?

উৎপল। মায়াবলে। এই যক্ষ মায়াবলে অজেয়। কিন্তু যক্ষকন্যা কুবেণী তার মায়াবলে তাদের উদ্ধার করেছে। আমি মায়াবল জানি না! কিন্তু মায়াবল প্রতিরোধ কর্ত্তে জানি। ঐ দেখ, তোমার সঙ্গীরা আসছে।

( বিজয়ের সঙ্গিগণের প্রবেশ )

সঙ্গিগণ। জয় যুবরাজ বিজয়সিংহের জয়!

উৎপল। তুমি এই সাত শ' সেনা নিয়েই লঙ্কাজয় কর্ব্বে। পূর্ব্বেও এইরূপ হয়েছিল। এবারও হবে। তুমি লঙ্কার রাজা হবে, কুবেণী লঙ্কার রাজ্ঞী হবে। যাও বিজয়! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওগে, কাল যুদ্ধ।

[ বিজয় ও বালক ভিন্ন সকলে নিষ্ক্রান্ত ]

লীলা। বন্ধু! আমার কিন্তু ভারি হাসি পাচ্ছিল।

বিজয়। কেন?

লীলা। একটা কথা মনে করে'।

বিজয়। সেটা হচ্ছে কি?

বালক। সেটা হচ্ছে যুদ্ধ।

বিজয়। যুদ্ধ হাস্যকর?

বালক। হাস্যকর নয়? একটা গরু ঘাস খাচ্ছে, পাশের জমিতে আর একটা গরু ঘাস খাচ্ছে। এ গরুটা তাই দেখলে। আর সৈল না। সে বল্লে, আমি নিজের ঘাস খাব না, ওর ঘাস খাব। কেন? না, ও ঘাস বেশী মিষ্টি। ও গরুটা যদি বলে, তবে তোমার ঘাস আমি খাই? না, আমি এ-ও খাব, ও-ও খাব। দুটোই খাব। তুমি খেতে পাবে না। শুদ্ধ আমি বাঁচি। তোমার বাঁচার ত' কোন দরকার নাই।

বিজয়। ঠিক বলেছ বালক!

বালক। তবে আমার গলা টিপে ধর।

বিজয়। কেন?

বালক। তোমার জোর বেশী। অপ্রিয় সত্যকথা বল্‌বার আমার অধিকার কি?

বিজয়। সত্য বালক। কে তুমি? আপন মনে কি বলে যাও—যেন পাগলের পাগলামি। কিন্তু তা ত' নয়। এর ভিতরে একরাশ মানে। —কে তুমি বালক? [ হস্ত ধরিলেন ]

[ বালক সর্পদষ্টবৎ হাত সরাইয়া লইলেন ]

বিজয়। কি লেগেছে?

বালক। লেগেছে, বড় লেগেছে, কিন্তু হাতে নয়—( বক্ষে হাত দিয়া ) এখানে, এখানে। কেন আমায় তুমি স্পর্শ কর্লে? কি কর্লে! কি কর্লে!

বিজয়। কেন, কি করেছি?

বালক। আর ত' পারি না। এই নির্জ্জন সমুদ্রতীর, এই মধুর সন্ধ্যা, আকাশে ঐ চাঁদ উঠছে।—প্রিয়তম!—প্রাণাধিক!—না, না—রাজাধিরাজ! আমার কোন বাসনা নাই। ক্ষমা কর। [ প্রস্থান।

বিজয়। কি আশ্চর্য্য!

——

## ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—লঙ্কার প্রাসাদ। কাল—সন্ধ্যা

কালসেন ও জয়সেন

কালসেন। যুদ্ধের সংবাদ কি জয়সেন!

জয়সেন। জানি না পিতা!

কালসেন। তুমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আসছ না?

জয়সেন। না, পিতা।

কালসেন। তবে এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

জয়সেন। প্রাসাদশিখরে।

কালসেন। প্রাসাদশিখরে!—সেখানে কি কর্‌ছিলে?

জয়সেন। যুদ্ধ দেখছিলাম।

কালসেন। যুদ্ধ দেখ্‌ছিলে!—ও কি! কাঁপছ কেন?

জয়সেন। পিতা! এ সমরে আমাদের পরাজয় নিশ্চিত।

কালসেন। কে বল্লে?

জয়সেন। বিজয়সিংহ দেবরাজ ইন্দ্রের মত যুদ্ধ কর্চ্ছে! লঙ্কার সৈন্য তাকে আক্রমণ কর্ত্তে যাচ্ছে, আর তার শরাঘাতে ভস্মের মত উড়ে যাচ্ছে। বিজয়সিংহ সাক্ষাৎ কালান্তক যম। হেন ভীষণ মূর্ত্তি কখন দেখি নি। সে কি ভয়ানক! লঙ্কার পরাজয় হবে।

কালসেন। তাই কাঁপছ? ভীরু! তুচ্ছ মানুষের সঙ্গে যুদ্ধে যক্ষের পরাজয় হবে! কি প্রলাপ বক্‌ছ? তুচ্ছ মানুষের সঙ্গে।—

( উৎপলবর্ণের প্রবেশ )

উৎপল। স্বয়ং ভগবান্ মানুষেরই আকারে লঙ্কাধামে এসেছিলেন মহারাজ!

কালসেন। কিন্তু বঙ্গের বিজয়সিংহ ভগবান্ নয়।

উৎপল। মহারাজ কালসেনও শমনজয়ী দশানন নয়—রাজপুত্র জয়সেনও ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ নয়।

কালসেন। কিন্তু সাত শ' সৈন্য—

উৎপল। মহারাজ! যখন কালপূর্ণ হয়, তখন সব অসম্ভবই সম্ভব হয়। লঙ্কায় যক্ষের রাজত্বের পরমায়ু শেষ হয়েছে—মানুষের যুগ এসেছে।

কালসেন। কে বল্লে?

উৎপল। আমি দেখেছি।

কালসেন। কি দেখেছ পুরোহিত?

উৎপল। এই ভবিষ্যদ্বাণী

কালসেন। দেখেছ? কোথায়?

উৎপল। অনল অক্ষরে লেখা।

কালসেন। কোথায়?

উৎপল। ঐ আকাশের ঘন আস্তরণে।
ঐ শোন—ঐ শোন মানুষের জয়ধ্বনি!
ও কি—ও কি লঙ্কেশ্বর! কেন পাংশু ভয়ে?
রক্ষা নাই—রক্ষা নাই—হও সাবধান!

[ প্রস্থান।

কালসেন। আবার ও মানুষের জয়ধ্বনি!—এ
কি? দেখি অন্ধকার! কেন কম্পিত
চরণ! আবার, আবার সেই সমুচ্চ
নিনাদ—মানুষের জয়ধ্বনি।—কে আছে
কোথায়? রক্ষা কর, রক্ষা কর।

নেপথ্যে বসুমিত্রা। পালাও। পালাও।

( বসুমিত্রার প্রবেশ )

কালসেন। কে—কে তুমি?

বসুমিত্রা। চল, চল—পলাইয়া যাই।

কালসেন। কোথায়?

বসুমিত্রা। সমুদ্রে, ঘন গহনে, পর্ব্বতে; যেখানে হয়, পালাই।

কালসেন। পালাবো!

বসুমিত্রা। হাঁ. চল।

কালসেন। রক্ষা কর বিরূপাক্ষ!

বসুমিত্রা। কারো সাধ্য নাই যে, তোমায় এ সঙ্কটে রক্ষা করে!

কালসেন। কেন! স্পষ্ট করে' বল। ও কি! বারবার বিপক্ষের জয়ধ্বনি! ও কি বসুমিত্রা! পাষাণ-প্রতিমা মত স্থিরমূর্ত্তি—কেন নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে আছ বসুমিত্রা?

বসুমিত্রা। মহারাজ! যাই চল।—নয় রক্ষা নাই!

কালসেন। কেন?

বসুমিত্রা। কুবেণীকে মনে পড়ে মহারাজ!

কালসেন। সে ত' মরে' গেছে।

বসুমিত্রা। মরে নাই মহারাজ! কাল রাত্রিকালে তাকে দেখেছি।

কালসেন। কোথায়?

বসুমিত্রা। স্বপ্নে। দেখলাম, সে বিজয়-সিংহের পাশে দাঁড়িয়ে। পরিধানে রণবেশ; স্বর্ণ উষ্ণীষের নীচে আলুলায়িত কেশদাম, দীপ্ত বদন-মণ্ডল, অপাঙ্গে গভীর কালিমা। সে বল্লে, "মা পালিয়ে এসো।" আমি যাইতে চাইলাম না। অমনি সে নিমেষে আকাশের সঙ্গে মিশিয়ে গেল। কিন্তু বিজয় দাঁড়িয়ে রৈল। চল পালাই।

কালসেন। শুধু নারীর স্বপ্ন।

বসুমিত্রা। শুধু স্বপ্ন নয়, তার পর ঘুম থেকে উঠে আমি ভাব্‌ছি—চক্ষু তুলে দেখি সম্মুখে কুবেণী। আমি তাকে জড়িয়ে ধর্লাম। আমার হাত ধ'রে বল্ল, "মা, চ'লে এস।" আমি বল্লাম, "না, যাব না।" অনেক সাধ্‌ল, আমি তবু গেলাম না। তার পর—তার পর সে চলে' গেল।

কালসেন। তুমি গোপনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছ?

বসুমিত্রা। করেছি। কি। তোমার মুখ হঠাৎ সাদা হয়ে গেল কেন? এস, এস পালাই।

[ হাত ধরিলেন ]

কালসেন। [ ধীরে হাত ছাড়াইয়া ] বসুমিত্রা! এ তোমার কাজ।

বসুমিত্রা। কি কাজ আমার?

কালসেন। তুমি এই বৈরীদল লঙ্কায় ডেকে এনেছ।—ও কি! আবার বিপক্ষের জয়ধ্বনি। তুমি—তবে—

বসুমিত্রা। না, না, আমি নই। আমার কন্যা।

কালসেন। একই কথা। আমি পালাব না। আমি মর্ত্তে এসেছি, মর্ব্ব। তুমিও মর্ব্বে।

বসুমিত্রা। সে কি!—

কালসেন। তোমায় হত্যা কর্ব্ব। [ তরবারি খুলিয়া বসুমিত্রার গলদেশ ধরিয়া ভূপাতিত করিয়া ] প্রস্তুত হও।

বসুমিত্রা। হত্যা ক'রো না—আমি নির্দ্দোষী।

কালসেন। দোষী কি নির্দ্দোষী, তা বিচার কর্ব্বার অবসর নাই। তবে—[ তরবারি উঠাইয়া ]

বসুমিত্রা। রক্ষা কর। রক্ষা কর। কে আছ কোথায়—রক্ষা কর।

কালসেন। এই কর্চ্ছি। [ তরবারি দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত ]

( রণবেশে বিজয়সিংহ ও কুবেণীর প্রবেশ )

কুবেণী। এই যে এখানে, মহারাজ। মহারাণী কোথায়?

কালসেন। মহারাণী! কোথাকার মহারাণী?

কুবেণী। লঙ্কার জননী।

কালসেন। কেন?

কুবেণী। যেন তাঁর আর্ত্তস্বর শুন্‌লাম।

কালসেন। শুনেছ?

কুবেণী। শুনেছি—কে যেন বল্ল, "হত্যা ক'রো না,—রক্ষা কর।" সেই স্বর। মহারাণী কোথায়?

কালসেন। ঐখানে। ঐ কোণে। ঐ স্থির মাংসপিণ্ড।

কুবেণী। [ অগ্রসর হইয়া ] মা। মা। উত্তর নাই যে। মা। এ কি? রক্ত।

কালসেন। সব বাক্য স্তব্ধ হয়েছে।

কুবেণী। কি করেছ মহারাজ।

কালসেন। হত্যা করেছি।

কুবেণী। হত্যা করেছ? তুমি—

কালসেন। আমি হত্যা করেছি।

বিজয়। [ অগ্রসর হইয়া ] লঙ্কেশ্বর। তুমি নারীহত্যা করেছ? অস্ত্র বা'র কর।

কালসেন। কে তুমি?

বিজয়। আমি বিজয়সিংহ। যুদ্ধ করে' মর—কাপুরুষ!

[ উভয়ের যুদ্ধ ও কালসেনের পতন ]

কুবেণী। [ বসুমিত্রার উপর পড়িয়া ] জননী! জননী!

---

# চতুর্থ অঙ্ক

—:*:—

## প্রথম দৃশ্য

স্থান—লঙ্কার একটি বিজন প্রান্তর

কাল—সন্ধ্যা

বিরূপাক্ষ ও বিশালাক্ষ

বিরূপাক্ষ। বিজয়সিংহ তা হলে' রাজা হয়ে বসেছেন?

বিশালাক্ষ। বসেছেন বৈ কি।

বিরূপাক্ষ। যখন এই বিজয়ী বীর লঙ্কার সিংহাসনে বস্‌লেন, তখন লঙ্কার অধিবাসীরা কি ভাবে তা নিলে?

বিশালাক্ষ। বিজয়সিংহ লঙ্কার সেই পুরাতন মণিখচিত স্বর্ণ-সিংহাসনে বস্‌লেন। তাঁর অনুচরবর্গ উচ্চস্বরে বলে' উঠল—"জয় লঙ্কাধিপতি বিজয়সিংহের জয়।" অমনি প্রাসাদ-মঞ্চে জয়বাদ্য বেজে উঠল। দুর্গশিরে বঙ্গের শুভ্রপতাকা উড়িয়ে দিল। সভাসদ্‌গণ জয়ধ্বনি কর্ল।

বিরূপাক্ষ। প্রজাগণ সে জয়ধ্বনিতে যোগ দেয় নি?

বিশালাক্ষ। দিয়েছিল।

বিরূপাক্ষ। ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনি হয়নি?

বিশালাক্ষ। হয়েছিল।

বিরূপাক্ষ। পুরোহিতবর্গ উপস্থিত ছিল?

বিশালাক্ষ। ছিল।

বিরূপাক্ষ। কেউ কিছু বলেছিল?

বিশালাক্ষ। একজন তরুণ তাপস বলেছিল। সে বলেছিল—"জয় মহারাজ জয়সেনের জয়।"

বিরূপাক্ষ। সত্য? কে সে তাপস?

বিশালাক্ষ। জানি না।

বিরূপাক্ষ। ধন্য তাপস! তা'তে কেউ কিছু বলেছিল?

বিশালাক্ষ। না, বঙ্গের বিজয়সিংহ একবার তার পানে চেয়ে দেখেছিলেন। অমনি তাঁর দীপ্ত মুখমণ্ডল সহসা গম্ভীর হ'ল। তারপর পূর্ব্ববৎ তিনি তাঁর প্রিয় অনুচরদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কৈতে লাগলেন।

বিরূপাক্ষ। তারপর আর কিছু?

বিশালাক্ষ। আজ প্রভাতে রাজ্ঞী কুবেণীর সঙ্গে বিজয়সিংহের বিবাহ হয়ে গিয়েছে।

বিরূপাক্ষ। [ গম্ভীরভাবে ] হুঁ!

বিশালাক্ষ। রাজকুমার জয়সেন সে বিবাহে এসে বাধা দেন। রাজ্ঞী তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন।

বিরূপাক্ষ। কি অপরাধে?

বিশালাক্ষ। জয়সেন উন্মত্তবৎ বিবাহ-সভায় বিজয়সিংহকে হত্যা কর্ত্তে যান। রাজ্ঞী উন্মাদ বলে' তাঁকে রুদ্ধ করেছেন।

বিরূপাক্ষ। উত্তম। তারপর?

বিশালাক্ষ। আজ রাত্রিকালে রাজদম্পতির বিবাহ উৎসব।

বিরূপাক্ষ। হুঁ! এখন কি কর্ব্বে ঠিক করেছ বিশালাক্ষ।

বিশালাক্ষ। কি আবার কর্ব্ব?

বিরূপাক্ষ। এই শত্রুর সেনাপত্য কর্ব্বে?

বিশালাক্ষ। কেন কর্ব্ব না? যখন লঙ্কা স্বাধীন ছিল, যুদ্ধ করেছি। লঙ্কাজয়ের পর, আর বিবাদ করা পাপ।

বিরূপাক্ষ। এক বাঙ্গালীর দাসত্ব কর্ব্বে—লঙ্কার অধিবাসী! মানুষের দাস্ত কর্ব্বে—যক্ষ!

বিশালাক্ষ। মানুষ! কিন্তু মানুষের মত মানুষ। এই বিজয়সিংহকে দেখে তোমার ভক্তি হয় না?

বিরূপাক্ষ। কি বল্লে বিশালাক্ষ? ভক্তি! কথাটা বেশ উচ্চারণ কর্লে ত'? মানুষকে ভক্তি!

বিশালাক্ষ। বিরূপাক্ষ বৃথা এই আস্ফালন। যক্ষের যুগ গিয়াছে। এখন মানুষের যুগ এসেছে। অবশ্য, সে মানুষের মত মানুষ যদি হয়।

বিরূপাক্ষ। সেনাপতি! যদি যক্ষের যুগ গিয়ে থাকে, ত' আমিও তার সঙ্গে যাব! জ্যোৎস্নার বিলয়ে, নির্লজ্জ কলঙ্কী চাঁদের মত, আকাশে ভয়ে পাংশু হয়ে, দাঁড়িয়ে সূর্য্যের দিকে চেয়ে থাক্‌ব না।

বিশালাক্ষ। রাজ্যশাসন কর্ত্তে অক্ষম, অত্যাচারী কালসেনের উচ্ছৃঙ্খল রাজত্ব ত' যাবেই। বিজয়সিংহ কেবল বিধাতার হুকুম তালিম করেছে। তার জয় হোক।

বিরূপাক্ষ। উত্তম! আজ থেকে আমি তোমার শত্রু!

বিশালাক্ষ। বিবেচনা কর বিরূপাক্ষ।

[ হাত ধরিলেন ]

বিরূপাক্ষ। যাও, [ হস্ত ছাড়াইয়া দ্রুত প্রস্থান ]

বিশালাক্ষ। বৃথা আস্ফালন, বিরূপাক্ষ! নূতনের কাছে পুরাতন টেঁকে না,—কি রাজ্যে, কি শিল্পে, কি ধর্ম্মে। আকাশে মেঘ ছেয়ে এসেছে। অথচ বৃষ্টি নাই, বাতাসের একটা উচ্ছ্বাসও নাই। কি গ্রীষ্ম!

( কথা কহিতে কহিতে উৎপল ও তরুণ তাপসের প্রবেশ )

তাপস। তবে তুমি এই বঙ্গের বিজয়সিংহকে এই লঙ্কায় টেনে এনেছ পুরোহিত।

উৎপল। আমি নয়—ভাগ্য।

তাপস। ভাগ্য?—মিথ্যাকথ্য! ভাগ্য? মানুষ আপনার ভাগ্য আপনি গড়ে।

উৎপল। তোমার তাই বিশ্বাস? অহঙ্কার চিরদিন অহঙ্কার করে যে, সে একা নিজে নিজের ভবিষ্যৎ গঠন করে। কিন্তু সে এই গণ্ডীর ভিতর আছে। বাইরে যাবার সাধ্য নাই। এ বিজয়সিংহ এ অবস্থায় চিরদিন এসেছিল, আজ এসেছে, চিরদিন আস্‌বে।

তাপস। আর তুমি তাকে বরণ করে' এনে ঘরে তুল্‌বে?

উৎপল। আমি ভাগ্যের অধীন।

তাপস। ভাগ্যের অধীন! না বিশ্বাসঘাতক।

উৎপল। হাঁ, আমি বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু এই ভাগ্য!—আমি কি কর্ব্ব বল? আমি জান্তাম যে, আমি বিশ্বাসঘাতক হব। বিজয় লঙ্কা জয় কর্ব্বে। তুমি নিষ্ফল আস্ফালন কর্ব্বে। এ ললাটলিপি আমি যে পড়েছি। যা যা হচ্ছে, সব—জান্তাম।

তাপস। আর যা যা হবে?

উৎপল। সব জানি।

তাপস। জান, যে তোমার মৃত্যু তোমার সম্মুখে?

উৎপল। বহুদূরে। আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি। বহুদূরে—

তাপস। না এই দণ্ডে।

উৎপল। বহুদূরে।

তাপস। তবে এই মুহূর্ত্তে! এই দেখ— [গলদেশ ধরিয়া কুক্ষি হইতে ছুরি বাহির করিয়া উৎপলবর্ণকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তৎক্ষণাৎ বিশালাক্ষ আসিয়া তাপসের হাত ধরিয়া কহিলেন, "সাবধান!"]

তাপস। কে তুমি?

বিশালাক্ষ। পুরোহিত হত্যা ক'রো না। [হস্ত হইতে ছুরিকা সবলে কাড়িয়া লইয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন]

তাপস। তোমায় মার্ত্তে পার্লাম না।

উৎপল। তা পূর্ব্বেই জান্তাম!

[সকলের প্রস্থান।

———

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—লঙ্কা

বালকবেশিনী লীলা ও কুবেণী

বালক। কি ভাব্‌ছ মহারাণী!

কুবেণী। গাঢ় ভবিষ্যৎ।

বালক। তা আর ভেবে কি হবে মহারাণী! এই গাঢ় ভবিষ্যৎ—গাঢ় অন্ধকারে! কেউ প্রবেশ কর্ত্তে পারে না। তবু, আশ্চর্য্য মহারাণী! মানুষ ভবিষ্যৎ ভেবে আকুল। শুধু সময় অপব্যয়।

কুবেণী। নহিলে আর কি ভাব্‌ব? অতীত?

বালক। মন্দ কি?

কুবেণী। যা অতীত তা অতীত।

বালক। তথাপি ভবিষ্যতের চেয়ে সে ভাল গুরুমহাশয়। অতীত তবু কিছু শিক্ষা দিতে পারে।

কুবেণী। অতীত বিজ্ঞান। কিন্তু ভবিষ্যৎ কবিত্ব।

বালক। অতীত মাতা, ভবিষ্যৎ পত্নী। অতীত করুণার মত স্নেহের সরল বেষ্টনে জড়িয়ে ধরে' কাঁদে, শীর্ষে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করে' কাঁদে, আর ভবিষ্যৎ শুধু চায়, শুদ্ধ দাবী করে—

কুবেণী। অতীতের স্মৃতির মূল্য আছে। এ অতীত পতিতের নিকটে মধুর—হায় রে সেদিন!

বালক। সেদিন চিরকালই হায় রে সে দিন। মানুষ বর্ত্তমান সুখের মধ্যে চিরকালই অতীতের দিকে তাকিয়ে বলে হায়, রে সেদিন! অকৃতজ্ঞ মানুষ।

কুবেণী। কেন?

বালক। চিরদিন অনুযোগ করা তার স্বভাব। নিজের নিয়ে কেউ সুখী নয়। বর্ত্তমান তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বিগত শৈশব চিরকালই —"হায় রে সেদিন।" আমি ত' মনে করি, শৈশব একেবারেই সুখের নয়।

কুবেণী। কেন?

বালক। রোজ রোজ নূতন পড়া মুখস্থ করা বড় সুখের বলে' ত' বোধ হয় না। বাড়ীতে বাবা আর এক বিদ্যালয়ে গুরুমহাশয়। এ এক দিকে বাঘ. আর একদিকে সমুদ্র, যাই কোন দিকে স্থির কর্ত্তে না পেরে ইচ্ছা হয় যে, রাস্তায় একটা ছাতি নিয়ে বসে' থাকি—

কুবেণী। তোমার গুরুমহাশয় তোমায় মার্ত্তেন?

বালক। উঃ—তাইতেই ত' দেশ ছেড়ে পালালাম।

কুবেণী। আর তোমার বাবা?

বালক। তিনি মার্ত্তেন না—চোখ রাঙ্গাতেন।

কুবেণী। আচ্ছা—তোমার মা আছেন?

বালক। না।

কুবেণী। বিয়ে হয়নি?

বালক। হয়েছিল বোধ হয়, ঠিক মনে নেই।

কুবেণী। কিছু মনে নেই?

বালক। কিছু মনে নেই।

কুবেণী। আশ্চর্য্য ত'।

বালক। ভারি আশ্চর্য্য।

কুবেণী। বিজয়সিংহের সঙ্গে তোমার কত দিন থেকে আলাপ?

বালক। পূর্ব্বজন্ম থেকে। পূর্ব্বজন্মে আমি তাঁর স্ত্রী ছিলাম।

কুবেণী। স্ত্রী ছিলে?

বালক। স্ত্রী ছিলাম।

কুবেণী। পূর্ব্বজন্মে তিনি তোমায় ভালবাস্‌তেন?

বালক। তিনি আমার মুখদর্শন কর্ত্তেন না।

কুবেণী। কেন?

বালক। বোধ হয় আমি দেখ্‌তে খারাপ বলে'।

কুবেণী। না—তুমি ত' দেখ্‌তে বেশ?

বালক। মন্দ কি।

কুবেণী। না। এই বিজয়সিংহ ভালবাস্‌তে জানেন না। ভালবাসা কাকে বলে, তা তিনি জানেন না।

বালক। কেন? তিনি ত তোমার বেশ পোষ মেনেছেন।

কুবেণী। তিনি যাদুমন্ত্রে আমার বশ। এই যাদু-দণ্ডে তাঁকে চালাচ্ছি। ভালবাসা নহে।

বালক। চালাচ্ছ ত'।

কুবেণী। তাতে তৃপ্তি হয় না।

বালক। কেন?

কুবেণী। এ অন্তরে ক্ষুধা। ভালবাসা সম্বন্ধে তুমি কি জান্‌বে বালক।

বালক। আমি কতক জানি।

কুবেণী। তুমি।

বালক। পরীক্ষা করে' নেন।

কুবেণী। বল দেখি ভালবাসা কি?

বালক। ভালবাসা দু'রকম আছে।

কুবেণী। কি রকম?

বালক। এক ভালবাসা আছে, যা সর্ব্বদা প্রিয়জনকে আপনার ক'রে নিতে চায়—যে সাহচর্য্য, প্রতিপক্ষ-প্রণয় সহ্য কর্ত্তে পারে না; যে প্রেম, তার পুষ্প কোমল ক্ষীণ বাহুর বন্ধনে একটা জগৎকে আঁকড়ে ধর্ত্তে চায়—বক্ষের মধ্যে একটা অগাধ অস্থির সমুদ্রকে বেঁধে রাখ্‌তে চায়।

কুবেণী। ঠিক বলেছ বালক। আমার সেই প্রেম সর্ব্বগ্রাসী, অধীর, অসহ্য, অস্থির প্রেম। বিশ্বে আর কিছু জানি না, মানি না—চাই না—শুধু তাকেই চাই। ঐ চাঁদ, ঐ সমুদ্র, এই উৎসবসজ্জা—এ সব চোখের সামনে দিয়ে ছবির মত ভেসে যাচ্ছে। মস্তিষ্কে এক চিন্তা, হৃদয়ে এক ভাব, জীবনে এক লক্ষ্য, ইহকালে এক সুখ—তার ভালবাসা।

বালক। জানি, তুমি প্রতিদানের জন্য ব্যাকুল। কিন্তু আর এক ভালবাসা আছে জেনো মহারাণী! যা নিত্য বিশ্বের কল্যাণে আপনাকে জাগিয়ে তোলে, যা আপনাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়; সুখী করে' সুখী হয়। তার ভালবাসা এককণা পাই, ত' আপনাকে ধন্য জ্ঞান করি, কিন্তু যদি না পাই, ক্ষতি নাই—কারণ, সে ভালবাসার আশা করি না। সেই রকম ভালবাসা একবার বাস দেখি মহারাণী। দেখবে, যে আর ভয় নাই, দ্বিধা নাই, উদ্বেগ নাই, চিন্তা নাই।

কুবেণী। সে কথার কথা।

বালক। যদি তাই হয়, তবু সেই মন্ত্র জপ কর। কামনাহীন প্রেম জপ কর।

কুবেণী। শুধু কামনাহীন প্রেম! একটা কথা—শব্দমাত্র।

বালক। যদি তাই হয়, তবু তার কি মূল্য নাই? কথা—শব্দ—ধ্বনি মাত্র—কাণের ভিতর নিত্য যেতে যেতে যদি বা কখন কোন শুভ মুহূর্ত্তে অন্তরের দ্বার খোলা পেয়ে সেখানে প্রবেশ করে। আমাদের দেশের লোক নিত্য জপ করে—শুদ্ধ জপ করে। মনে হয়, তার মধ্যে গূঢ় অর্থ আছে। হয়ত বা সেই নিরাকার, নিত্য, নিরঞ্জন, সেই হরিনাম, কখন কোন্ সুযোগে আকার ধারণ করে,' হয়ত বা সেই শব্দেই একখানি হৃদয়ের বীণা বেজে উঠে—নিশ্চয় এ রকম হয়েছে, নৈলে তারা করে কেন।

কুবেণী। বালক। তুমি কে?

বালক। ঐটেই এতদিনে বুঝতে পারিনি মহারাণী। আপনি কে, তা, কতকটা বুঝতে পারি—কিন্তু আমি কে, সেইটে বুঝতে পারলেম না। আমি কে? এ সংসারে এসেছি কেন? কেনই বা দেশ ছেড়ে বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি? কি চাই? কেন ভালবাসি? ভাল না বাসলেই বা তার কি আস্‌ত যেত? সে কি আমায় কখন বুঝতে পার্ব্বে?

কুবেণী। কে সে? কাকে তুমি ভালবাস বালক?

বালক। ছি ছি ছি! কি বলেছি, কি বলেছি! মহারাণী! সে তোমার! আমার কেউ নয়! কেউ নয়!

[ প্রস্থান।

( ধীরে ধীরে বিজয়ের প্রবেশ )

কুবেণী। ঐ আমার প্রিয়তম আসছেন (দৌড়িয়া গিয়া) এস এস আমার প্রাণেশ্বর—নাথ—বল্লভ—সর্ব্বস্ব—কি বলে' তোমায় ডাকব, তা জানি না—তুমি আমায় ভালবাস?

বিজয়। এখানে বালকটি এখনি ছিল না?

কুবেণী। সে চিন্তা কেন নাথ। যে ছিল, সে ছিল—তুমি এসেছ, আর কেউ নাই! কেবল তুমি আর আমি আছি,—আর কেউ নাই; কিছু নাই, চন্দ্র সূর্য্য নাই, নক্ষত্র আকাশ নাই, সাগর পর্ব্বত নাই। কানন প্রান্তর নাই। কেবল তুমি আর আমি! দুইটি জগৎ—দুইটি বাসনা—দুইটি চেতনা; দুইটি সৃষ্টি, দুইটি প্রলয়, দুইটি স্বর্গ, দুইটি নরক।

বিজয়। কুবেণী। তুমি উন্মাদ?

কুবেণী। উন্মাদ! আমি তোমার প্রেমোন্মাদ! বিজয়! আমি তোমায় বড় ভালবাসি!

বিজয়। সে ত' অনেকবার বলেছ।

কুবেণী। তৃপ্ত হয়নি। আর কিছু বল্‌তে চাইনে, পারি না, আর কিছু মধুর লাগে না। আর যা কিছু জান্তাম, তা ভুলে গেছি। আমার অভিধানে আজ এ এক শব্দ আছে—"ভালবাসি" "ভালবাসি"। সে শব্দে কত যে মধু, কত যে মাধুরী, কত নিবিড় আনন্দ, কত ভাব, কত ছন্দ, কত নব নব নিহিত নিগূঢ় অর্থ, কত রত্নধন, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, শান্তি, কত পুণ্যরাশি, কত জন্ম-জন্মান্তর—নাথ! পৃথিবীতে আর কি আছে? ঐ শব্দটি কেড়ে নাও। দেখ দেখি, পৃথিবীতে আর কি থাকে? ছাই আর ভস্ম।

বিজয়। কুবেণী! তুমি এত উদ্দাম-প্রবৃত্তি—এত অস্থির! তুমি এক প্রহেলিকা।

কুবেণী। কেন?

বিজয়। যেদিন আমার সঙ্গে প্রথম কথা কইলে, আমায় কি বলেছিলে মনে আছে?

কুবেণী। কি বলেছিলাম?

বিজয়। রাজ্ঞীর মত ঘাড় বেঁকিয়ে তর্জ্জনী হেলিয়ে বলেছিলে—"আমি তোমায় এই রূপ দান কচ্ছি—ভিক্ষুক। ভিক্ষা নাও।" আর আজ তোমার এত কাতর নিবেদন। ভিক্ষুকের মত দীন প্রার্থনা!

কুবেণী। তোমায় সব দিয়েই ত' আমি ভিখারিণী হয়েছি। একদিন গর্ব্ব করে' বলেছিলাম, আমি বিবাহ কর্ব্ব। কাকে? আমার সমতুল্য জগতে কে আছে, যাকে আমি বিবাহ কর্ত্তে পারি। তারপর তোমায় দেখলাম। মনে হ'ল, যে এই সেই। যাকে সেই দেখেছিলাম—নিদাঘের ভীম রৌদ্রে, শরতের রঞ্জিত প্রভাতে, প্রাবৃটের নব জলধরে। এ সেই, যার স্বর শুনেছি—জলধি-নির্ঘোষে, মুরজমন্দ্রে, মেঘের গর্জ্জনে, উল্লাসের উচ্চহাস্যে, ভক্তের কীর্ত্তনে। এ সেই, যাকে হৃদয়ে অনুভব করেছি—সত্যের আলোকে, সরল বিশ্বাসে, ত্যাগীর সন্ন্যাসে। তোমায় দেখলাম—চিন্‌লাম—তোমায় একক্ষেপে আমার সব দিলাম।

বিজয়। কেন দিলে? কে চেয়েছিল?

কুবেণী। কেন দিলাম? জানি না। আশ্চর্য্য বটে। কেন দিলাম!—সেই আমি আর এই আমি।

বিজয়। কি ভাবছ কুবেণী?

কুবেণী। বাল্যকালেই উদ্দাম প্রবৃত্তি ছিলাম। বনে, পর্ব্বতে, সৈকতে, অস্থির বাসনায় অবারিতগতি ছুটে বেড়াতাম। যেন কেউ ডাঙ্গস মেরে চালাচ্ছে। ক্রোধে মত্ত, সুখে তৃপ্ত, বাসনায় অন্ধ, দুঃখে জ্বালাময়, আনন্দে অধীর। এই কুবেণীর পৃষ্ঠব্যাপী ইতিহাস। তারপর—

বিজয়। তারপর—

কুবেণী। না, না, আমি ভিক্ষাদান করি নি। আমার রাজাকে রাজকর দিয়েছিলাম। অশান্ত বাঘিনী কোন যাদুমন্ত্রে নিজের প্রভু চিনে নিল, আর নুয়ে তার চরণতলে লুটিয়ে পড়ে' গেল। উদ্বেল-প্রবৃত্তির দুর্ব্বার উচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হ'ল। এই ক্ষুব্ধ সমুদ্র ঝটিকার পর শান্ত হ'য়ে সূর্য্যের অর্চ্চনা কর্ত্তে বসল। কি কর্লে? কি কর্লে বিজয়?

বিজয়। কি করেছি?

কুবেণী। সব দিয়েছি। রূপ, যৌবন, স্বদেশ, সিংহাসন, ভূতগরিমার স্মৃতি—বাপ মা—

আত্মপরিজন—সব দিয়েছি। একক্ষেপে সব দিয়েছি, রাজপুত্রী আমি দাসী হয়েছি। আর আমিই না মাতাকে ভৎর্সনা করেছিলাম। —জননী! জননী! ক্ষমা কর। ক্ষমা কর।

[ করযোড়ে জানু পাতিয়া বসিলেন ]

বিজয়। কুবেণী! যদি আক্ষেপ হয়, সব ফিরে নাও। আমি চলে' যাই।

কুবেণী। না, না; যেও না। যেও না। 'যাব ব'লো না—ছেড়ে দিতে পার্ব্ব না। আমি তোমায় যেতে দেব না। নাও, নাও, সব নাও। যা আছে, তা নাও, যা নেই, তার জন্য ক্ষমা করো। এ কি ছার রূপ। যদি এ রূপ শতগুণ হ'ত ত' অর্ঘ্যসম তোমার চরণে ঢেলে দিতাম। আর এ দ্বীপ বড় ক্ষুদ্র। তোমার উপযুক্ত নয়। আর ক্রোধ নাই, অভিমান নাই, দুঃখ নাই, সুখ নাই, ইচ্ছা নাই, ক্ষুধা নাই!—এক অনন্ত উল্লাস—অনন্ত ক্রন্দন—অনন্ত নরক।

বিজয়। নরক।

কুবেণী। কি বল্‌ছি। শুনো না—শুনো না। আমি আজ প্রলাপ বক্‌ছি। আমার মাথা খারাপ হয়েছে। বিকার। বিকার। অনন্ত দাহ!—সব দিয়েছি। আরও থাক্‌ত ত' আরও দিতাম। আমার ভালবাসা ক্ষুধিতের গ্রাস—খাদ্য এসে সে ক্ষুধার কণ্ঠরোধ করে! আমি উন্মত্ত হয়েছি। শুনো না। আমি গাই শোন।

বিজয়। গাও প্রিয়ে!

কুবেণী। তার আগে, আমার তৃষিত অধরে তোমার চুম্বনসুধা দাও, আমি পান করে,'—অমর হই। দেশ যাক্, পিতামাতারা যাক্, আমি যাই। এখন আমি গান গাই।

বিজয়। গান কর, গান কর, থেমো না; আমায় চিন্তার হাত থেকে উদ্ধার কর।

কুবেণী। কিসের চিন্তা।

বিজয়। তা তুমি কি বুঝবে। এ তোমার স্বদেশ। তার ক্রোড়েই দোল খাচ্ছ। কিন্তু আমি আমার স্বদেশ ছেড়ে—

কুবেণী। স্বদেশকে এতদিনে ভুল্‌তে পারলে না।

বিজয়। স্বদেশ কি ভোলা যায়। সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, আলোকে অন্ধকারে, গৌরবে লাঞ্ছনায়, স্বদেশ চিরদিনই স্বদেশ।

কুবেণী। এ স্বদেশ তোমায় নির্ব্বাসিত করেছে।

বিজয়। স্বদেশের তিরস্কার—সে জননীর তিরস্কার—তাও মিষ্ট।

কুবেণী। এ লঙ্কাপুরী তোমার ভাল লাগ্‌ল না? এর এত স্নেহ, এত তৃপ্তি, এত সৌন্দর্য্য, ভাল লাগল না!

বিজয়। কুবেণী! আমি তোমার দ্বীপের নিন্দা করি না। এ অপূর্ব্ব দ্বীপ। ফলে ফুলে, প্রান্তরে পর্ব্বতে, উপত্যকায় উপবনে—এ অপূর্ব্ব দেশ। এ যেন এক মায়ার পুরী। গভীর জলধি এর প্রাকার বেষ্টন করে' ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের মত পাহারা দিচ্ছে। এর পবনে লবঙ্গলতার সুগন্ধ ভেসে আসছে; এর আকাশ চিরস্নিগ্ধোজ্জ্বল; এখানে চির বসন্ত বিরাজ কর্চ্ছে। কিন্তু—

কুবেণী। কিন্তু—

বিজয়। কিন্তু বিমাতা পরম স্নেহবতী হলেও বিমাতা।—কুবেণী! শৈশবেই আমি মাতৃহারা। জননীর স্নেহ ঠিক্ আজ মনে নাই। তবু যেন মাঝে মাঝে তাঁর সেই মৃদু সকরুণ স্নেহ-উচ্ছলিত ঘুম পাড়ানিয়া গান মনে পড়ে; এই অতীত বর্ষগুলির কুজ্ঝটিকা দিয়া দূরাগত বংশীধ্বনির মত ভেসে আসে। মা শৈশবে ছেড়ে গেলেন। সেই অবধি এই জন্মভূমিই আমার মা। সেই দিন থেকে—

কুবেণী। কি। বল্‌তে বল্‌তে থেমে গেলে যে!

বিজয়। আমার মত দুঃখী জগতে আর কেউ আছে কুবেণী! দুই মা-ই হারিয়েছি। জানো কি কুবেণী! গভীর নিশীথে যখন তুমি সুখে নিদ্রিত, যখন তোমার ঐ গৌরতনুখানি—সাগরসৈকতে জ্যোৎস্নার মত শুভ্র শয্যা' পরে ছড়িয়ে রয়েছে, যখন দূরে থেকে বাঁশীর গান সুপ্তিহীন প্রাণে ভেসে আসে, তখন আমি হর্ম্ম্যমঞ্চে গিয়ে আলুসের উপর বাহুর ভর দিয়ে ঐ অশান্ত দিগন্ত-বিস্তৃত কৃষ্ণসমুদ্রের পানে চেয়ে দেখেছি; আর আমার চিত্তপটের উপর দিয়ে বাঙ্গালার মধুর ছবি মধুর স্বপ্নের মত ভেসে গিয়েছে;—বাঙ্গালার সেই শ্যামল ক্ষেত্র, বাঙ্গালার সেই ধূসর নদী; বাঙ্গালার সেই নীল নির্ম্মল আকাশ, সেই দীপ্ত রৌদ্র; সেই সুস্নিগ্ধ মলয় পবনহিল্লোল, সেই কোকিলের ঝঙ্কার।

বাঙ্গালা মাঝির সেই গান, যেন অনুভব করেছি, আর চক্ষে ক্ষুদ্র বর্ত্তমান লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। স্বদেশ কি ভোলা যায় কুবেণী! আর এ হেন স্বদেশ—যার পবনে সুগন্ধ, নিকুঞ্জে সঙ্গীত, বৃক্ষে অমৃত, নির্ঝরে জননীর স্তনধার; গগনে দেবতার আশীর্ব্বাদ; সেই কৃষকের ধান্যভরা প্রাঙ্গণ, সতীর মুখভরা হাসি, মাতার বুকভরা স্নেহ, পিতার—

কুবেণী। কি! সহসা অধোমুখ কি হেতু নাথ?

বিজয়। না, গাও, গাও—নৃত্য কর, কোলাহলে বর্ত্তমান ডুবিয়ে দাও।—

কুবেণী। নৃত্য কর নর্ত্তকীবৃন্দ!

বিজয়। দাও সুরা! [সহচরী সুরা তাঁহার অধরে ধরিল। বিজয় পান করিলেন]

বিজয়। না, গান গাও! কোলাহলে বর্ত্তমান ডুবিয়ে দাও। তুমি গাও প্রিয়তমে!

(কুবেণী গাইলেন)

যাও হে সুখ পাও যেখানে সেই ঠাঁই,
আমার এ দুঃখ আমি দিতে তো পারি না;
(তুমি) রহিলে সুখে নাথ, পূরিবে সব সাধ,
নিরাশা কভু (যদি) ললাটে ঘিরে—
তখনই এই বুকে আসিও ফিরে,
তখনই এই বুকে আসিও ফিরে।
হয়ত দিতে পারে অপর কেহ,
আমার চেয়ে যদি মধুর স্নেহ,
মিটিলে সব সাধ, ভাঙ্গিলে অবসাদ,
প্রাণের নিরাশায় গভীর দুঃখে—
যদি বা প্রাণ চায় এস এ বুকে;
এ হৃদি—যাও চলি চরণে দলি তায়,
অথবা তুলে ধর আমার বলি' তায়,
রবে সে চিরদিন, তোমারি পরাধীন,
যখনি মনে পড়ে অভাগিনীরে—
তখনি এই বুকে আসিও ফিরে।

[এই গানের মধ্যে বিজয় নিদ্রিত হইলেন]

কুবেণী। নীরব যে নাথ!—ঘুমিয়ে পড়েছেন! বহ বহ—সুমন্দ সুগন্ধ গন্ধবহ। প্রিয়তমের শ্রান্তি দূর কর!—বিজয়! বিজয়সিংহ! দয়িত! বল্লভ! কেন এত ভালবাস্‌লাম!—[নিরীক্ষণ] প্রদীপ নিভিয়ে দেই [নির্ব্বাণ] এ কি এ অদ্ভুত! প্রদীপের রক্তিম আভায় এমন শুভ্র চন্দ্রকররাশি সমাবৃত ছিল! জ্যোৎস্না ঘরের মধ্যে এসে যেন মানুষের পায়ে ধরে' সাধছে—ঐ বাইরের সৌন্দর্য্যের উৎসব দেখবার জন্য! সমুদ্র উন্মুক্ত উদার গরিমায় যেন দুলছে। উপরে সচন্দ্র শর্ব্বরী! কি সুন্দর!

(জুমেলিয়ার প্রবেশ)

জুমেলিয়া। মহারাণী!

কুবেণী। কি জুমেলিয়া? কি হয়েছে?

জুমেলিয়া। নীচে দরোজা খুলে রেখে এসেছিলে?

কুবেণী। কেন?

জুমেলিয়া। প্রাসাদে শত্রু প্রবেশ করেছে।

কুবেণী। কে বল্লে!

জুমেলিয়া। আমি তোমার শয়নকক্ষের পাশে অস্ফুট কণ্ঠধ্বনি, আর সতর্ক পদশব্দ শুনেছি!

কুবেণী। তুমি সেখানে কি কচ্ছিলে?

জুমেলিয়া। ঘুমোচ্ছিলাম। তার পর হঠাৎ জেগে উঠে শব্দ শুনলাম। যেন ধরাতল পাশ ফিরে শুলো, বাতাস যেন কথা ক'য়ে উঠ্‌ল। তার পর—

কুবেণী। চল দেখি—পার্শ্বরক্ষীরা কোথায়?

জুমেলিয়া। এই কক্ষের বাহিরে!

[উভয়ের প্রস্থান।

(ধীরে ধীরে বালকের প্রবেশ)

বালক। একা রেখে কোথায় গেলে রাণী! ততক্ষণ আমি তাঁকে রক্ষা কর্ব্ব। [বিজয়ের নিকট অগ্রসর হইয়া] গাঢ় নিদ্রিত। চাঁদের আলো মুখের উপর এসে পড়েছে। কি সুন্দর! —একবার জন্মের সাধ—না। শুধু চেয়ে দেখি। [অবলোকন]।

(দূরে কুবেণী ও জুমেলিয়ার প্রবেশ)

কুবেণী। ও তোমার কল্পনা। যাও, সুখে নিদ্রা যাও গে।—

বালক। একবার, কি দোষ?—আমারও ত' তিনি। একবার—[বিজয়সিংহকে চুম্বন]

কুবেণী। কে তুমি?

বালক। [জানু পাতিয়া] ক্ষমা করো। ক্ষমা করো! অন্যায় করেছি। কিন্তু পার্লাম

না। অভাগিনী আমি—[ হস্তদ্বয় দিয়া মুখ ঢাকিলেন ]

কুবেণী। সঙ্গে এস!

[ উভয়ের প্রস্থান ]

( পঞ্চসৈনিকসহ বিরূপাক্ষের প্রবেশ )

বিরূপাক্ষ। [ থমকিয়া দাঁড়াইয়া ] এই যে, এখানে।—গাঢ় নিদ্রিত। একাকী।—এত সহজ হবে, তা কখন ভাবিনি।—নিদ্রিত! এ ক্ষুদ্র নিরীহ যুবক, সমরে অজেয় বীর—আশ্চর্য্য! কি নিস্পন্দ। শুধু নীরবে বক্ষঃস্থল নিশ্বাসে প্রশ্বাসে আন্দোলিত হচ্ছে! কি গাঢ় নিদ্রিত! না, এ সুপ্ত সুকোমল দেহে অস্ত্রাঘাত কর্ত্তে পার্ব্ব না। যা কখন জীবনে করি নি। জাগাই। বিজয়সিংহ! বীরবর! উঠ।

বিজয়। [ উঠিয়া ] পিতা! এ কি! কোথা আমি? এ ত' পিতা নহে! এ ত' জন্মভূমি নহে!—স্বপ্ন! স্বপ্ন!—কে তুমি সৈনিক!

বিরূপাক্ষ। বিরূপাক্ষ!

বিজয়। কি চাও?

বিরূপাক্ষ। অস্ত্র লও। যুদ্ধ কর—

বিজয়। কেন?

বিরূপাক্ষ। তোমায় বধ কর্ব্বো—কিংবা মর্ব্ব। এই ভিক্ষা চাই। আর কিছু না।

বিজয়। কি হেতু?

বিরূপাক্ষ। হেতুর প্রয়োজন নাই। তোমায় হত্যা কর্ত্তে এসেছি। তার পর দেখ্‌লাম, তুমি সুপ্ত শিশুসম অসহায়, তার উপর লঙ্কার আকাশের জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। লঙ্কার বাতাসে তোমার বিকম্পিত শুভ্রায়িত কৃষ্ণ অলকগুচ্ছ। হত্যা কর্ত্তে পার্লাম না। চিরদিন যুদ্ধ করেছি। হত্যা কখন করিনি। পার্লাম না। অস্ত্র নাও বীর। [ নিজের তরবারি দান ও নিজে অপর এক সৈনিকের অস্ত্রগ্রহণ ]

বিজয়। উত্তম। প্রস্তুত আমি।

[ উভয়ের যুদ্ধ ; বিরূপাক্ষের পতন ]

বিরূপাক্ষ। উদ্ধার কর্ত্তে পার্লাম না। জননী, বিদায়!

( ত্রস্তা স্রস্তবাসা কুবেণীর প্রবেশ )

কুবেণী। এ কি! এ কি। নাথ!

বিজয়। [ ধীরে কুবেণীকে সরাইয়া ] বিরূপাক্ষ! বীরবর! বুঝেছি. তোমার জিনিস আমি ফিরিয়ে দেবো।

বিরূপাক্ষ। সে কি!

বিজয়। এতক্ষণ আমি কি দেখছিলাম জান—আমার জন্মভূমি আর তার পাশে দাঁড়িয়ে আমার পিতা। আর গৃহান্তরালে মুক্ত গবাক্ষে সজল নয়ন দুটি। এতদিনে তোমার জিনিস তোমায় ফিরে দেবো বীর।

বিরূপাক্ষ। তবে এ আমার সুখমৃত্যু।

বিজয়। আমায় ক্ষমা কর বীর! ক্ষমা কর কুবেণী!—ক্ষমা কর পরমেশ!

বিরূপাক্ষ। বাঙ্গালী বীর! এত মহৎ তুমি!

---

## তৃতীয় দৃশ্য

বনমধ্যে সিংহবাহু ও সুমিত্র

সিংহবাহু। এ নিবিড় জঙ্গলের যে আর শেষ নাই।

সুমিত্র। মাঝে মাঝে কেবল জলা আর নদী।

সিংহবাহু। বন্য বরাহ আহার, আর এই নোনা জলে স্নান, বৃক্ষতলে শয়ন—এ মন্দ নয়—সুমিত্র!

সুমিত্র। বাবা!

সিংহবাহু। রাত্রে চারিদিকে আগুন জেলে শুয়ে থাকি—তার বাহিরে বন্য পশু গর্জ্জন, উপরে বৃক্ষপত্রের দীর্ঘশ্বাস, আর সব ছাপিয়ে—অন্তরে এক অসীম ক্রন্দন—এর মাঝখানে এই দেহখানি বিছিয়ে শুয়ে থাকি। তাতেও নিদ্রা ত' হয়!

সুমিত্র। বাবা! রাত্রে মাঝে মাঝে আমার বড় ভয় করে; তোমার করে না? যখন সিংহের ডাক শুনি—

সিংহবাহু। ওরে বেটা! সিংহের ডাক শুনে ভয় করিস্? সিংহরাশিতে আমার জন্ম, সিংহ আমার বাপ; সেই সিংহ বধ করে' আমার রাজ্য। জানিস্ রে বেটা!

সুমিত্র। সে কি বাবা!

সিংহবাহু। এই বন্য সৌন্দর্য্যের মধ্যে শৈশব কাটিয়েছি—বন্যপশুদের রাজত্বে আমি নির্ভয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়িয়েছি, বন্যজাতিদের সঙ্গে তীর-ধনুক নিয়ে লড়েছি! আমার আবার ভয়! এই চেহারা দেখ্‌ছিস্? সিংহের মত—না?

সুমিত্র। বাবা! এখানে কিসের রক্ত?

সিংহবাহু। হুঁ রক্ত! মেষরক্ত, সিংহ তার ঘাড় মট্‌কেছে। রক্ত! রক্ত! আমি খাব। আমি খাব!

সুমিত্র। বাবা।

সিংহবাহু। খাব—রক্ত খাব!

সুমিত্র। ও কি বাবা! আমার ভয় কর্চ্ছে।

সিংহবাহু। সিংহ ব্যাঘ্র নিজের সন্তান খায় জানিস্?

সুমিত্র। শুনেছি বাবা—

সিংহবাহু। আমারও তাই খেতে ইচ্ছে করে। এক বেটাকে খেয়েছি। তোকেও—মাঝে মাঝে ভাবি—এই পেটের মধ্যে পুরি। আজ আমার—

সুমিত্র। আজ কি বাবা! বাবা! বাবা! অমন করে আমার পানে চাইছেন কেন বাবা?

সিংহবাহু। আজ এই ঘোর বনের মধ্যে এই ক্ষুদ্র কান্তারের রক্তাক্ত জমির উপর,—এই ভয়ানক, নির্জ্জনে, আমার মধ্যে এই বন্য জন্তু লাফিয়ে উঠেছে; আমার ক্ষিদে পেয়েছে। আমি আজ তোকে খাব, খাব! নে, তরোয়াল নে—যুদ্ধ কর্!

সুমিত্র। সে কি বাবা!

সিংহবাহু। বাবা, বাবা, করিস্‌নে। আমার মধ্যে মানুষ যা, তা পেটের মধ্যে মাথা গুঁজে আছে। আজ সে পাশব ক্ষুধা জেগে উঠেছে। সেই রক্ত—রক্ত চাই, রক্ত চাই। তরোয়াল বের কর্। যুদ্ধ করে' মর্ বেটা। স্বর্গে যাবি। [ তরবারি উত্তোলন ]

সুমিত্র। মেরো না, মেরো না বাবা।

[ সিংহবাহুর গলদেশ জড়াইয়া ধরিল ]

[ সিংহবাহুর হস্ত হইতে তরবারি স্খলিত হইল ]

সিংহবাহু। না রে না। এই কোমলস্পর্শে যে সব গলে' জল হ'য়ে গেল! আবার অনুকম্পায় আমার মধ্যে মানুষ জেগে উঠেছে। স্নেহের স্পর্শ এত শীতল!—মানুষের এত শক্তি! আয় রে বাপ্,—আমার বক্ষে আয়, আমার বক্ষ শীতল হোক্।

সুমিত্র। বাবা! বাবা আমার!

সিংহবাহু। গলে' গেল,—গলে' গেল! প্রাণ আমার স্নেহে গলে' গেল। তোর ঐ চোখের জলে আমার পশুত্ব সব ভেসে গিয়েছে!

সুমিত্র। ও কিসের শব্দ!

সিংহবাহু। তাই ত'!—ও—দস্যুর চীৎকার। বনের মধ্যে দস্যুরা কি ডাকাতি করে—ফলমূল?

সুমিত্র। ঐ আবার! কাছে!—ঐ যে, এই দিকেই আস্‌ছে।

সিংহবাহু। আসুক।

( দস্যুদলের প্রবেশ )

১ম দস্যু। ওরে এখানে মানুষ!

২য় দস্যু। তাই ত'!

১ম দস্যু। [ অগ্রসর হইয়া ] কে তোমরা?

সিংহবাহু। তোমরা কা'রা?

২য় দস্যু। আমরা ডাকাত।

সিংহবাহু। দাঁড়াও। বিচার কর্ব্ব।

১ম দস্যু। কে তুমি?

সিংহবাহু। আমি এ দেশের রাজা; ডাকাতির কি শাস্তি জানিস্?

২য় দস্যু। বেটা পাগল।

সিংহবাহু। না, যেতে দেবো না। আমার রাজ্যে ডাকাতি! শাস্তি দিব!—সুমিত্র!—পুত্র!—পাকড়াও।

[ সুমিত্র তরবারি লইয়া দস্যুদের আক্রমণ করিলেন ]

১ম দস্যু। বা রে!

[ যুদ্ধ। দুইজন দস্যুর পতন ]

সিংহবাহু। সাবাস পুত্র!—এমন পুত্র যার, সে সত্যই রাজা! ধন্য পুত্র! প্রাণে মেরো না! আহত কর; বন্দী কর; আমি রাজা—বিচার কর্ব্ব।

[ অন্য দস্যুদের সহিত সুমিত্রের যুদ্ধ ]

সিংহবাহু। সাবাস!

[ দস্যুরা সুমিত্রকে ঘেরিল ]

সিংহবাহু। সরে' দাঁড়া। যুদ্ধ দেখতে দে।

সুমিত্র। [ ভিতর হইতে ] বাবা!

সিংহবাহু। এই যে যাচ্ছি বাবা! [ তরবারি নিষ্কাশন করিয়া ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ।—অন্যান্য দস্যুর পতন ও যখন সেই স্থান কতক পরিষ্কার হইল, দেখা গেল যে, সুমিত্র ভূপতিত, পার্শ্বে জানু পাতিয়া সিংহবাহু ]

সুমিত্র। বাবা! আমি মরি।

সিংহবাহু। বিষম আহত হয়েছ পুত্র!

১ম দস্যু। একেও সাবাড় কর—

২য় দস্যু। বেশ কথা।

সুমিত্র। বাবা! বাবা! ডাকাতরা তোমায় আক্রমণ কর্ত্তে আস্‌ছে, নিজেকে রক্ষা কর।

সিংহবাহু। তুই চলে' গেলে, আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি?—বৎস আমার [ সুমিত্রকে জড়াইয়া ধরিলেন। ]

[ দস্যুরা সুমিত্রকে ছাড়িয়া সিংহবাহুকে আক্রমণ করিল ]

সিংহবাহু। আয় তোরা! দেখি একবার—এ সিংহবাহুতে এখনও কত শক্তি আছে। যুদ্ধ কর্—

সুমিত্র। বাবা! বাবা! সাবধান! আমি আস্‌ছি। [ তরবারির উপর ভর দিয়া উঠিয়া সিংহবাহুর দিকে অগ্রসর হইলেন। ]

১ম দস্যু। এ আবার ওঠে যে।

২য় দস্যু। দে ওকে সাবাড় করে'।

[ উভয়ে সুমিত্রের উপরে তরবারি উঠাইল ]

সুমিত্র। বাবা! বাবা!

সিংহবাহু। এই যে আসছি বাবা! [ দৌড়িতে গিয়া পদস্খলিত হইয়া পতিত ও তরবারিচ্যুত হইলেন। সিংহবাহু গড়াইয়া গিয়া সুমিত্রকে জড়াইয়া ধরিলেন। ]

সুমিত্র। বাবাকে বধ ক'রো না, বাবাকে বধ ক'রো না! বাবা! আমায় ছেড়ে দাও।

[ দস্যুরা তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, ভৈরব আসিয়া হস্ত উত্তোলন করিয়া কহিল, "সবুর!" উদ্যত খড়্গগুলি সেইরূপই রহিল। ]

ভৈরব। সুমিত্রের গলা শুন্‌লাম না?—কে? মহারাজ! প্রণাম। আমি ভৈরব ডাকাত!

সুমিত্র। ভৈরব দাদা!

ভৈরব। আমায় দাদা বলে' ডেকেছিস্, আর ভয় নেই। ভাই সব! তরোয়াল নামাও। —এদের কুঁড়েয় নিয়ে চল।

—

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—লঙ্কার কারাগার

বালকবেশে লীলা

বালক। সেদিন প্রথমে—প্রথমদিন—ক্ষীণ মুহূর্ত্তে, অতর্কিতে, নিজের প্রভুত্ব হারিয়েছিলাম। আমার সাধনাকে কামনায় পঙ্কিল করেছিলাম। তার শাস্তি জগদীশ্বর দিয়েছেন। তোমার জয় হোক—এ কি! পার্শ্বে আবার এক কক্ষ!—এ কে?

( দ্বার খুলিয়া জুমেলিয়ার প্রবেশ )

জুমেলিয়া। এ কে আবার! তুমি কে?

বালক। আমিও তাই ভাবছিলাম।

জুমেলিয়া। তুমি যে নারী! তুমি এখানে কেন?

বালক। তাই ত'!

জুমেলিয়া। তোমাকে তারা বন্দী করেছে?

বালক। সেই রকম ত' এখন বুঝ্‌ছি।

জুমেলিয়া। আগে বুঝ্‌তে পার নি?

বালক। কেউ ত' তা পূর্ব্বে বলে নি।

জুমেলিয়া। প্রহরী কি বল্ল?

বালক। প্রথমে এসেই আমার হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে দিল। আমি প্রথমে ভাব্‌লাম, যে বুঝি বিয়ে দিতে নিয়ে যাচ্ছে।

জুমেলিয়া। ভাব্‌লে বিয়ে দিতে নিয়ে যাচ্ছে!—হাতকড়ি দিয়ে?

বালক। তার আর আশ্চর্য্য কি! এও হাতকড়ি, সেও হাতকড়ি। তবে এ হাতকড়ি খোলে, আর সে হাতকড়ি জীবনে খোলে না। —এই তফাৎ!

জুমেলিয়া। বটে! তার পর?

বালক। তার পর আমায় বরাবর এইখানে নিয়ে এল। এনে আমায় বল্লে যে, তুমি আপাততঃ এইখানে বাস কর। আমি জিজ্ঞাসা কর্লাম, কেন, আমি অন্যত্র বাস কর্লে কি কারও আপত্তি আছে? তা বল্লে, 'আছে।' তখন বুঝ্‌লাম আমি বন্দী!

জুমেলিয়া। তবে তুমি বন্দী!

বালক। সে বিষয়ে বোধ হয় আর সন্দেহ নেই!

জুমেলিয়া। না।

বালক। বাঁচা গেল।

জুমেলিয়া। কেন?

বালক। আমার অবস্থাটা জান্‌বার জন্য আমার একটু ভাবনা হয়েছিল। এখন নির্ভাবনা হওয়া গেল।

জুমেলিয়া। তোমায় তারা বন্দী কর্ল কেন?

বালক। সেইটে এখন কেউ বুঝিয়ে দেয়নি।

জুমেলিয়া। কেন, জান না?

বালক। না।

জুমেলিয়া। কেন—বোধ হয়?

বালক। বোধ হয়, আমার চেহারা খারাপ বলে'।

জুমেলিয়া। তোমার চেহারা ত' বেশ।

বালক। আপনার তাই বোধ হয়?

জুমেলিয়া। হাঁ, আমার ত' তাই বোধ হয়—

বালক। দেখুন, এই বন্দী অবস্থা শেষ হলেই, আপনার আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রৈল।

জুমেলিয়া। কেন?

বালক। আমার চেহারাখানা ভাল শুনে আমার বড় আনন্দ হচ্ছে। কার না হয়? অথচ এর জন্য আমার নিজের কোন বাহাদুরী নেই। আমি মুক্ত হ'লেই, আপনি বরাবর আমার বাড়ী যাবেন,—বিজিতপুরে—সমুদ্রের ধারে তেতালা বাড়ী—নীল রং। আপনি এখানকার ব্যবস্থা সব জানেন বোধ হয়, লঙ্কার এটা কারাগার?

জুমেলিয়া। হাঁ।

বালক। বেশ কারাগার ত'। এ দ্বীপে সবই অদ্ভুত,—সবই মায়াময়,—হাঁ,—এখানে এরা খেতে দেয় কি রকম?

জুমেলিয়া। মন্দ নয়।

বালক। নেংড়া আম দেয় ত'? সেটা নৈলে আমার বড় অসুবিধা হবে। সকালে উঠেই আমার পাঁচটা নেংড়া আম চাই।

জুমেলিয়া। রোজ।

বালক। রোজ—তা কি গ্রীষ্ম কি শীত। অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

জুমেলিয়া। শীতকালে নেংড়া আম কোথা থেকে পেতে?

বালক। কি কর্ব্ব? অভ্যাস।

জুমেলিয়া। বালিকা! তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

বালক। শুনে সুখী হলাম।

জুমেলিয়া। সুখী হলে'।—কেন?

বালক। তা'হলে এতদিনে বুঝলাম যে, আমার মাথাটা আছে। নৈলে খারাপ হবে কোথা থেকে।

জুমেলিয়া। তোমার কি বিশ্বাস ছিল, যে তোমার মাথা নেই?

বালক। সেই রকম বিশ্বাস ছিল।—আপনার চেহারা ত' বেশ।

জুমেলিয়া। তোমার কি তাই মনে হয়?

বালক। মনে? খুব হয়। আপনি সাঁতার জানেন?

জুমেলিয়া। না।

বালক। জানেন না? আমি শিখিয়ে দেবো'খনি।

জুমেলিয়া। তুমি মনুষ্য?

বালক। দস্তুরমত। আপনি বোধ হয় যক্ষ?

জুমেলিয়া। আমি যক্ষ।

বালক। তা হলে' আরো ভালো। আপনার কাছে অনেক শেখা যাবে।—আচ্ছা, আপনারা হাত দিয়েই খান?

জুমেলিয়া। হাঁ।

বালক। বেশ করেন। তারপর—আপনারা লম্বা হয়েই শোন্?

জুমেলিয়া। তা শুই বৈ কি।

বালক। ও প্রথাও ঠিক্।—স্বপ্ন দেখেন?

জুমেলিয়া। দেখি।

বালক। আর দেখবেন না।—বেশ খেতে ত'?

জুমেলিয়া। কি?

বালক। এই আখ। লঙ্কায় আখ বেশ হয়, কিন্তু সব চেয়ে ভাল এই নেংড়া, যা আমার খাওয়া অভ্যাস—এ বেশ কারাগার ত'?

জুমেলিয়া। কেন।

বালক। কেমন জলকল্লোল শোনা যাচ্ছে।—এ ঘরের চারিদিকেই জল?

বালক। ওগুলি কি?

জুমেলিয়া। বাতাস আসবার ফোকোর।

বালক। বেশ ত'। এ আকাশ দেখা যাচ্ছে না?

জুমেলিয়া। হাঁ।

বালক। এখান দিয়ে বুঝি বাহিরে যাবার পথ?

জুমেলিয়া। হাঁ।

বালক। আর এঁরা বুঝি পাহারা?

জুমেলিয়া। হাঁ।

বালক। বেশ ত' বন্দোবস্ত।—আপনি এখানে হঠাৎ এলেন কেন?

জুমেলিয়া। আমাদের মহারাণী আস্‌ছেন।

বালক। তিনি কোথায়?

জুমেলিয়া। আস্‌ছেন।—ঐ যে, আমি তবে আসি।

[ প্রস্থান।

( কুবেণীর প্রবেশ )

লীলা। এই যে মহারাণী।

কুবেণী। কি আশ্চর্য্য। এই ক্ষুদ্র, ক্ষীণ, সামান্য জীব। এর জন্য—বালিকা। তুমি মন্ত্র জান?

লীলা। মহারাণী।

কুবেণী। কি মন্ত্রে তুমি বিজয়কে বশ করেছ বল।

লীলা। বশ করেছি?

কুবেণী। বল অধম যাদুকরী। নহিলে—এই ছুরিকা দেখছ?

লীলা। আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না, মহারাণী।

কুবেণী। নেকী সেজো না, তুমি সব জান; সত্য কহ—প্রশ্ন করি।

লীলা। করুন।

কুবেণী। তুমি বিজয়সিংহের অনুরাগিণী?

লীলা। স্বচক্ষে দেখেছেন। আর জিজ্ঞাসা কর্চ্ছেন কেন?

কুবেণী। বিজয়সিংহ তোমার অনুরাগী?

লীলা। কে বল্লে?

কুবেণী। তুমি জান না?

লীলা। আমি জানি না, কিন্তু—না, অসম্ভব। আমি যে নারী, তা পর্য্যন্ত তিনি অবগত নন।

কুবেণী। মিথ্যাবাদিনী।

লীলা। মহারাণী। আমি স্বয়ং হাতে হাত দিয়ে তোমাদের বিবাহ দিয়েছি। আমার কৌস্তুভরত্ন নিজের বক্ষ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে তোমার বক্ষে পরিয়ে দিয়েছি।—আর কি চাও? তোমাদের ক্রীড়া-কৌতুকে, হাস্যপরিহাসে আমি হেসেছি—যখন শরীরের মধ্যে রক্তের তপ্তস্রোত ব'য়ে গিয়েছে। তোমাদের মিলন-সম্ভোগ দাঁড়িয়ে দেখেছি—মাথা ঘুরে পড়ে যাইনি। আর কি চাও?

কুবেণী। আর কি চাই? আমি আমার বিজয়সিংহকে চাই।

লীলা। পেয়েছ ত'।

কুবেণী। পেয়েছি। তাকে আমি যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ করে' রেখে দিয়েছি। আমি ছলে তাকে অধিকার করে' রেখে দিয়েছি। কিন্তু আমি তাকে পাইনি। তুমি তার হৃদয় অধিকার করে' বসে' আছ—রাক্ষসী। একখানি শূন্য, শ্লথ, প্রাণহীন আলিঙ্গন নিয়ে কি কর্ব্ব? সে তোমার, আমার নয়।

লীলা। মহারাণী। আমি সত্য বলছি—ভগবান্ সাক্ষী, তিনি এখনও জানেন না যে, আমি নারী।

কুবেণী। আবার মিথ্যাকথা? ছদ্মবেশিনী গণিকা।

লীলা। ( ধীর গম্ভীরে ) মহারাণী। আমি তাঁর গণিকা নই।

কুবেণী। তবে?

লীলা। আমি কুলবধূ।

কুবেণী। কুলবধূ। তুমি কি তবে বিজয়-সিংহের সঙ্গে—

লীলা। বেরিয়ে এসেছি।

কুবেণী। তুমি তাঁর প্রণয়িনী?

লীলা। তার চেয়ে একটু বেশী।

কুবেণী। বেশী?—

লীলা। আমি তাঁর স্ত্রী। আমি যে বাঁধা মাহিনার চাকর। আমি কি তাঁকে ছাড়্তে পারি?

কুবেণী। তুমি তাঁর স্ত্রী?

লীলা। আমি তাঁর স্ত্রী?

কুবেণী। [ ইতস্ততঃ করিয়া ] মিথ্যাকথা।

লীলা। রাণী। আমার মুখের পানে চাও দেখি। আমায় মিথ্যাবাদিনী বলে' মনে হয়? গণিকা যদি হ'তাম ত', লাঞ্ছিত, দেশনির্ব্বাসিত, পিতৃপদাহত এক দরিদ্র হতভাগ্যের সঙ্গে, দীন-দুঃখী বেশে, দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতাম? গণিকা—যখন গাড়ী উপর দিকে ওঠে, তখন সে সেই গাড়ী ধরে' থাকে, নীচের দিকে যখন নামে, তখন সে লাফিয়ে পড়ে। গণিকা শুধু সম্পদে সহচরী—বিপদে নয়।

কুবেণী। তুমি তাঁর স্ত্রী, অথচ তিনি তোমায় ছদ্মবেশে চিনেন নি। এ কি হ'তে পারে?

লীলা। তিনি কদাপি বিবাহিতা স্ত্রীর মুখাবলোকন পর্য্যন্ত করেন নি।

কুবেণী। কেন?

লীলা। স্ত্রীলোকের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ। তাই আমি বালকবেশ ধরে' তাঁর অনুসরণ করেছি।

কুবেণী। তাই ঘর ছেড়ে, তুমি কুলবধূ—ঘর ছেড়ে ছদ্মবেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ।

লীলা। মহারাণী! সতীর কাছে তার স্বামীই ঘর, স্বামীই সর্ব্বস্ব। সীতা শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে বনবাসিনী হয়েছিলেন। নারীর মরণ নেই, তাই—নহিলে, যে তাকে দেখ্তে পারে না, তার হাতে-পায়ে ধরে' জীবনধারণ করে। ধিক্।

কুবেণী। বালিকা! তুমি আমায় ভালবাস?

লীলা। বাসি।

কুবেণী। কেন?

লীলা। আমার বিজয় যে তোমায় ভালবাসেন; আমি ভাল না বেসে থাক্তে পারি?

কুবেণী। তবে তোমায় এক কাজ কর্ত্তে হবে।

লীলা। কি।

কুবেণী। তুমি দেশে ফিরে যাও।

লীলা। কেন মহারাণী।

কুবেণী। আর তুমি বিজয়সিংহের মুখ-দর্শন কর্ত্তে পাবে না।

লীলা। মহারাণী। তবে কি দেখ্ব? জগতে আর কি দেখ্বার আছে? সেই যে——শত ইন্দুবিনিন্দিত ম্লান মুখখানি; কে যেন সুধা নিংড়ে তাতে ঢেলে দিয়েছে, সেই যোগীর সাধনার ধন, সেই এই বিশ্বসৌন্দর্য্যের সেরা সৌন্দর্য্য—তা দেখ্তে পাব না?—হ'তে পারো রাণী? তুমিও ত' সে মুখখানি দেখেছ। এখন আর না দেখে থাক্তে পার? সত্য বল। পার?

কুবেণী। আমি পারি কি না, তোমার জানার প্রয়োজন নাই। তোমায় এই কাজ কর্ত্তে হবে।

লীলা। আমি পার্ব্ব না।

কুবেণী। কর্ত্তে হবে, নৈলে—

লীলা। আমায় বধ কর।

কুবেণী। না, তোমায় অন্ধ করে' দেবো। প্রতিজ্ঞা কর—

লীলা। সে প্রতিজ্ঞা কর্ব্ব কেমন করে' মহারাণী! যে প্রতিজ্ঞা রাখ্তে পার্ব্ব না—সে প্রতিজ্ঞা কর্ত্তে পার্ব্ব না।

কুবেণী। নৈলে তোমায় অন্ধ করে' দেবো, জেনো বালিকা।

লীলা। না, না, আমায় অন্ধ করে' দিও না মহারাণী! আমায় পূর্ণ বিকলাঙ্গ করে' দাও—শুদ্ধ আমায় অন্ধ ক'রো না। শুদ্ধ তাঁকে দেখ্তে দাও। বিধাতা! আমার সমস্ত অঙ্গ,—তোমার বিরাট কারখানায় গলিয়ে, শুদ্ধ দু'টি চক্ষু তৈরি করে' দাও। অনন্ত—অনন্ত যুগ তাঁকে নয়ন ভরে' দেখি।

কুবেণী। তুমিই বলেছিলে না, যে—দেখার ভালবাসা ভালবাসা নয়। কিছু চায় না,—দিয়েই সুখী। দেখি, তুমি সেই ভালবাস্তে পার কি না।

লীলা। বলেছিলাম। কিন্তু পারি কৈ? সেই আমার সান্ত্বনা, কিন্তু আমি অবলা। ঈশ্বরের কাছে দিবারাত্রি সেই বর চাই যে, সেই ভালবাসা আমায় শেখাও দয়াময়—কিন্তু হৃদয়ে সে বল নাই।

কুবেণী। নারী! বৃথা বাক্যে সময় অপব্যয় কর্ত্তে পারি না। এই প্রতিজ্ঞা কর।

লীলা। পার্ব্ব না।

কুবেণী। এই তোমার স্থিরসংকল্প?

লীলা। না—পারি না, তা কর্ব্ব কি করে' মহারাণী?

কুবেণী। পার কি না দেখ্ছি। যাও, দীপ্ত লৌহশলাকা নিয়ে এসো।

(রক্ষিণীর প্রস্থান ও দীপ্ত লৌহশলাকা লইয়া প্রবেশ)

কুবেণী। তবে প্রস্তুত হও।

লীলা। মহারাণী। মার্জ্জনা কর। আমায় অন্ধ করে' দিও না। আমার সর্ব্বস্ব তোমার হাতে সঁপে দিয়েছি। শুধু তাঁকে দেখ্বার অধিকার থেকে আমায় বঞ্চিত ক'রো না। আর কিছু চাই না। তাঁর চরণের তলে আমায় বেঁধে রেখে দাও। আমি শুধু দেখ্ব। এখনও দেখা শেষ হয় নি। আমায় অন্ধ ক'রো না।

কুবেণী। অনুনয় কর্চ্ছ কার কাছে বালিকা। আমি বধির। কিছু শুন্তে পাচ্ছি না। প্রস্তুত হও।

লীলা। দয়া কর।

কুবেণী। দয়া মায়া নাই। তবে—

[লৌহশলাকা দিয়া বালিকাকে অন্ধ করিতে উদ্যত—এমন সময় বিজয় আসিয়া কহিলেন—"ক্ষান্ত হও।" কুবেণী ক্ষান্ত হইয়া বিজয়ের মুখপানে চাহিলেন।]

বিজয়। কে তুমি?

কুবেণী। তোমার প্রণয়িনী।

লীলা। তোমার বিবাহিতা পত্নী।

—

## পঞ্চম দৃশ্য

স্থান লঙ্কা

বিজিত। কি বিজয় এই দ্বীপ পরিত্যাগ কর্ব্বার আদেশ দিয়েছে ?

অনুরোধ। হাঁ কুমার।

বিজিত। আশ্চর্য্য মানুষ।

উরুবেল। তাঁকে কিছু বুঝতে পারি না কুমার। যুদ্ধে হেন দুর্জ্জয় বীর। বক্ষ প্রসারিত, মুখমণ্ডল দীপ্ত, চক্ষুর্দ্বয় দিয়ে স্ফুলিঙ্গ বেরোচ্ছে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলে' আবার সেই দীন সঙ্কুচিত মূর্ত্তি, ম্লান নিষ্প্রভ মুখ।

অনুরোধ। লঙ্কার রাজকুমারীর সঙ্গে বিবাহের পর দিনকতক সম্ভোগের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে তারপর এই কয়দিন আবার সেই চিন্তাকুল, শূন্যদৃষ্টি যেন নিজের শরীর ছেড়ে, তার মন ঐ সমুদ্রের পরপারে ভেসে গিয়েছে। ডাক্‌লে সাড়া পাইনে।

বিজিত। আমিও লক্ষ্য করেছি।—ঐ যে বিজয় আস্‌ছে। তোমরা এখন যাও।

[ অনুরোধ ও উরুবেলের প্রস্থান।

( বিপরীত দিক হইতে বিজয়ের প্রবেশ )

বিজিত। বিজয়! তুমি নাকি এ দ্বীপ ত্যাগ কর্ত্তে আদেশ দিয়েছ ?—বিজয়!—

বিজয়। কে ?

বিজিত। আমি বিজিত। চিন্তেই পার্চ্ছ না! বিজয়! তুমি কেন এমন হয়ে গেলে ?

বিজয়। কেমন ?

বিজিত। তুমি নাকি এ দ্বীপ ত্যাগ কর্ব্বার আদেশ দিয়েছ ?

বিজয়। হাঁ বিজিত।

বিজিত। তুমি যে শেষে ক্ষেপে গেলে।

বিজয়। [ ম্লান হাস্যে ] বোধ হয়।

বিজিত। এ লঙ্কাপুরী তোমার আর ভাল লাগে না ?

বিজয়। ভাল লাগ্‌বে! এ ভয়ানক জায়গা। এখানে ঘুম আসে, বড় ঘুম আসে! এরা মন্ত্র জানে! পালাও—পালাও!

বিজিত। বিজয়! তোমার মনের মধ্যে কি একটা বিরাট দুঃখ জাগ্‌ছে ?

বিজয়। [ সহসা ] এই জায়গায়! এই জায়গায়! [ বিজিতের হস্ত লইয়া নিজের বক্ষের উপর রাখিলেন ] উঃ! দিবারাত্রি কর্ কর্ করে' কাট্‌ছে। আমি শুন্তে পাচ্ছি। [ কান পাতিয়া ] ঐ, ঐ বেশ শুন্তে পাচ্ছি।

বিজিত। দেশে ফিরে চল।

বিজয়। [ সহসা বিজিতের স্কন্ধে করতল স্থাপন করিয়া ] বিজিত!

বিজিত। [ চমকিয়া ] কি!

বিজয়। তুমি—তোমরা সব দেশে ফিরে যাও।

বিজিত। কেন ?

বিজয়। সেখানে ফিরে যাবার আমার অধিকার নাই। আমি যে নির্ব্বাসিত। নিজের দেশের রাজা,—আমার দেবতা—আমায় পরিত্যাগ করেছেন।

বিজিত। পিতার উপর কি এই অভিমান সাজে ভাই! দেশে ফিরে চল।

বিজয়। না, দেশে যাব না।

বিজিত। কেন ?

বিজয়। কেন এক হতভাগ্য দিগ্বিদিক্‌জ্ঞান-শূন্য উন্মাদের সঙ্গে ঘুরে মর্চ্ছ ? দেশে যাও, বিবাহ কর, সুখী হও।

বিজিত। সে কথা ত' অনেকবার বলেছ।

বিজয়। কেন এই শুষ্ক পঞ্জরখানা তোমাদের অসীম স্নেহ দিয়ে ঘিরে আছ ? গায়ে হাড় ফুট্‌ছে না ?—যাও।

[ নীরবে প্রস্থান

( উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে জয়সেনের প্রবেশ )

জয়সেন। এ কি!

বিজিত। কে ? জয়সেন!

জয়সেন। শীঘ্র এস! শীঘ্র এস!

বিজিত। কোথায় ?

জয়সেন। আমার সঙ্গে।

বিজিত। কোথায় ?

জয়সেন। ঐ বনের ভিতর। এক বিপন্না নারীকে রক্ষা কর।

বিজিত। কি হয়েছে তার ?

জয়সেন। তাকে জ্যান্ত দাহ কর্চ্ছে।

বিজিত। কে ?

জয়সেন। মহারাণী!

বিজিত। কেন ?

জয়সেন। জানি না। আগে এসো,—তাকে বাঁচাও। তারপর জিজ্ঞাসা ক'রো।

বিজিত। ঠিক্ বলেছ কুমার। নারী বিপন্না। এই যথেষ্ট! আর জিজ্ঞাসা কর্ব্বার কিছু নাই!—চল।

[ নিষ্ক্রান্ত।

( বিজয় ও সুমিত্রের প্রবেশ )

বিজয়। আশ্চর্য্য। আমার প্রথমে মনে হ'ল যে, আমি স্বপ্ন দেখছি নাকি। এইখানে ব'স। জিজ্ঞাসা করি। কত কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বার আছে।—বাবার কুশল ত'? কি, নীরবে রৈলে যে। তবে কি পিতা ইহজগতে নাই! শীঘ্র বল।

সুমিত্র। বাবা বেঁচে আছেন।

বিজয়। তারপর—

সুমিত্র। তিনি রাজ্যচ্যুত বনবাসী।

বিজয়। সে কি। কেন?

সুমিত্র। অঙ্গরাজ বঙ্গজয় করেছেন।

বিজয়। এঁ্যা—

সুমিত্র। ও কি। ও রকম করে' চেয়ো না দাদা।

বিজয়। না।—তারপর।—বিমাতা?

সুমিত্র। দাদা। তাঁকে ক্ষমা কর।

বিজয়। সাধ্য নাই।—বিমাতা! কোথায়?

সুমিত্র। মৃত্যুর পরপারে [ ঊর্দ্ধে দেখাইয়া] ঐখানে। তাঁকে ক্ষমা কর দাদা।

বিজয়। বাবার শরীর সুস্থ?

সুমিত্র। সুস্থ।—মাকে ক্ষমা কর দাদা!

বিজয়। সুমিত্র। ভাই! আমি দেবতা নই, আমি মানুষ—সামান্য মানুষ। মানুষে যা পারে, তা আমি পারি। কিন্তু মানুষে যা পারে না, তা আমি পারি. না। যে বিমাতা—না ভাই। তোমার মনে কষ্ট দেবো না—তার পর—বাবা? তিনি আমার নাম করেন?

সুমিত্র। তাঁর মুখে আর কোন কথা নেই দাদা। দিবারাত্র এক নাম "বিজয়। আর বিজয়।" মুমূর্ষু যেমন হরিনাম করে।

বিজয়। কি বল্লি। এ সত্য? সত্য?—বল্, আর একবার বল্।

সুমিত্র। কেঁদে কেঁদে তাঁর চক্ষু দুটি অন্ধ হয়ে গিয়েছে। সমুদ্রের ধারে একখানি কুটীর বেঁধে বসে' আছেন। প্রতি সন্ধ্যায় অন্ধনেত্রে সাগরতটে বসে' দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকেন, ঢেউ গর্জ্জে ওঠে, আর তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন—'ঐ আমার বিজয় আস্‌ছে।'

বিজয়। [ উন্মত্তভাবে ] বিজিত। বিজিত।

সুমিত্র। ও কি দাদা! [ ধরিলেন ]

বিজয়। ছেড়ে দাও।—নৌকা খুলে দাও বিজিত। দেশে চল। বাবা। আমি আস্‌ছি। আমি আস্‌ছি। বিজিত। বিজিত।

[ নিষ্ক্রান্ত ]

---

## দৃশ্যান্তর

( বিজয়ের সঙ্গিগণের গীত )

যেদিন সুনীল জলধি হইতে
উঠিলে জননি। ভারতবর্ষ।
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব,
সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ।
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার
প্রভাত হইল গভীর রাত্রি,
বন্দিল সবে, "জয় মা জননি!
জগত্তারিণি! জগদ্ধাত্রি।"

( কোরাস )—
ধন্য হইল ধরণী তোমার
চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ,
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি!
জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

সদ্যঃস্নান-সিক্তবসনা-চিকুর-সিন্ধুশীকরলিপ্ত!
ললাটে গরিমা,
বিমল হাস্যে অমল-কমল আনন দীপ্ত;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে—
তপন তারকা চন্দ্র;
মন্ত্রমুগ্ধ, চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্র।

( কোরাস )—
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি।
জগজ্জননি। ভারতবর্ষ।"

শীর্ষে শুভ্র তুষারকিরীট,
সাগর ঊর্ম্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা,
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার—পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে;
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে,
ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।

( কোরাস )
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি!
জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

উপরে পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি' অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়িছে পিক-কলরবে,
চুম্বি' তোমার চরণ-প্রান্ত ;
উপরে, জলদ হানিয়া বজ্র, করিয়া প্রবল-সলিলবৃষ্টি
চরণে তোমার, কুঞ্জকানন কুসুমগন্ধ করিছে সৃষ্টি !
( কোরাস )—
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি !
জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"
জননি, তোমার বক্ষে শান্তি,
কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন,
চরণে তোমার বিতর মুক্তি ;
জননি ! তোমার সন্তান তরে
কত না বেদনা কত না হর্ষ ;
জগৎপালিনি ! জগত্তারিণি !
জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !
( কোরাস )—
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি !
জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

——

## ষষ্ঠ দৃশ্য

সম্মুখে প্রজ্বলিত অগ্নি

( প্রহরিণী-বেষ্টিত রক্তাম্বরা লীলা ও সম্মুখে কুবেণী )

কুবেণী। না জুমেলিয়া! আমি কোন কথা শুন্‌ব না! আজ চক্ষের সম্মুখে বিজয়ের প্রণয়িনীর সৎকার কর্ব্ব।

জুমেলিয়া। তাতে কি হবে মহারাণী!

কুবেণী। কিছু হবে না! আমার সুখের সংসার পুড়ে গিয়েছে। আজ সকলের ঘর উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে চলে' যাব। আমার সর্ব্বনাশ করে' বিজয় সুখী হবে! তার সুখ নির্ম্মূল করে' দিই।

জুমেলিয়া। মহারাণী! এ কাজ কর্ব্বেন না, আমি বার বার বল্‌ছি।

কুবেণী। কেন কর্ব্ব না? আমার আর কি বল।

জুমেলিয়া। কিন্তু এতে কি হবে?

কুবেণী। এই যা সুখ—অন্য সকল সুখের আশা যখন গিয়েছে!

জুমেলিয়া। কিন্তু এখনও তার পথ আছে।—এতে সে পথ তোমার সম্মুখে চিরদিনের জন্য বন্ধ হবে।

কুবেণী। যাক্, উড়ে পুড়ে সব ছারখার হয়ে যাক্। গেছে যখন, তখন সব যাক্।

জুমেলিয়া। কিন্তু লাভ কি হবে?

কুবেণী। লোকে লাভ কি হবে বলে' লোকসান হিসাব করে' কি হাসে, কাঁদে, হিংসা করে, ক্রুদ্ধ হয়? এই বিজয়সিংহ চলে' যাবে—যাক্! কিন্তু—ওঃ! যদি তার গতি রোধ কর্ত্তে পার্ত্তাম!—বিজয় যায় যাক্, কিন্তু আমার ভোগ্যকে যে এ ভোগ কর্ব্বে, তা দিব না।

জুমেলিয়া। কিন্তু এ অন্ধ প্রবৃত্তি।

কুবেণী। সব প্রবৃত্তিই অন্ধ।—সব প্রস্তুত পুরোহিত?

তাপস। প্রস্তুত।

কুবেণী। অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর। নাঃ তার পূর্ব্বে একবার আমার কাছে নিয়ে এসো।

[ তাপস লীলাকে কুবেণীর কাছে লইয়া আসিলেন ]

কুবেণী। কি বিজয়সিংহের প্রণয়িনী! ঐ অগ্নিকুণ্ডে তোমায় পুড়ে মর্ত্তে হবে।

লীলা। তা জানি মহারাণী!

কুবেণী। ভয় কর্চ্ছে?

লীলা। [ সব্যঙ্গ হাস্যে ] ভয়, মহারাণী! ভয়! হিন্দুসতী যে স্বামীর মৃতদেহ ক্রোড়ে জড়িয়ে ধরে' হাস্‌তে হাস্‌তে জ্বলন্ত চিতায় ওঠে, তার এই আগুন দেখে ভয়!—তবে এ একটু—একটু—[ হাসিয়া ] তাড়াতাড়ি হ'ল।

কুবেণী। কি! তুমি হাস্‌ছ?

লীলা। ওটা আমার একটু স্বভাব! কায়দাদুরস্ত নয়। পাড়াগেঁয়ে মেয়ে! আদব-কায়দা শিখিনি। ক্ষমা কর্ব্বেন।—আচ্ছা মহারাণী, আমি যদি এখন একটা গান গাই, ত' আপত্তি আছে?

কুবেণী। গান—গাইবে!

লীলা। গাইলামই বা! আমার বোধ হয়, মৃত্যুদণ্ড তামিল কর্ব্বার সময় একটা সঙ্গীতের প্রথা প্রচলিত করা মন্দ নয়। দণ্ডিত ব্যক্তি, গান শুন্তে শুন্তে একটু সুখে মরে। তার

আত্মা সেই গানের মূর্চ্ছনার সঙ্গে আবেগে, আনন্দে, কাঁপতে কাঁপতে এ নীল আকাশে মিশিয়ে যায়।

কুবেণী। বধ কর, নৈলে আমায় যাদু কর্ব্বে।

লীলা। কিছু কর্ব্ব না দিদি!

কুবেণী। নিয়ে যাও।

লীলা। কারো নিয়ে যেতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি। স্বামীকে ভালবাসার শাস্তি ঘাড় পেতে নিয়েছি। কোন দুঃখ নাই—শুধু যদি মর্ব্বার আগে একবার তাঁর মুখখানি শেষ দেখ্‌তে পেতাম; দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোখ বুজতাম—স্বর্গে যেতাম। না পাই, তাঁর ছবি এইখানে আছে। চোখ বুজে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মর্ব্ব।—দিদি—

কুবেণী। শুন্তে চাই না। যাদু কর্ব্বে। নিয়ে যাও, দাহ কর।

লীলা। এই যাচ্ছি বোন্। তুমি মহারাণী হ'লেও তুমি আমার ছোট বোন্। বিজয়সিংহকে যেন তুমি পাও, ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে এই শেষ প্রার্থনা করি। যাও দিদি, সুখিনী হও—যশস্বিনী হও।

[ কুবেণী পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া রহিলেন। লীলা নির্ভীকভাবে চিতার কাছে গিয়া করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন ] "হে দেবাদিদেব মহাদেব! আমি কাছে থাকলে, স্বামীর কোন অমঙ্গল হবে না, এটা আমি ধ্রুব জানি। কিন্তু আজ তাঁকে ছেড়ে চলে' যাচ্ছি। তোমার হাতে সমর্পণ করে' চলে গেলাম। দেখো প্রভু!"

[ পরে সগর্ব্বে অগ্নিকুণ্ডের উপর আরোহণ করিলেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল। কুবেণী সেই দিকে মুখ ফিরাইলেন ও চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"রক্ষা কর—রক্ষা কর"; এই সময়ে বিজিত আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াই, চিতার মধ্য হইতে লীলাকে টানিয়া বাহির করিলেন। ]

কুবেণী। কে তুমি! কার আজ্ঞায় তুমি এই নারীকে রক্ষা করেছ?

বিজিত। [ বক্ষে হাত দিয়া ] এর আজ্ঞায়।

কুবেণী। আমি ওর মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি। আমি রাজ্ঞী।

বিজিত। আমি তার চেয়েও বড়। আমি মানুষ।

---

## সপ্তম দৃশ্য

### কুবেণী ও জুমেলিয়া

কুবেণী। আজ আমার শেষ রাত্রি। বড় অনুনয় করে, ভিক্ষা করে'—লঙ্কার রাজ্ঞী আমি—ভিক্ষা করে'—এক রাত তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি। জুমেলিয়া—এ রাত্রি যেন বৃথা না যায়।

জুমেলিয়া। হায় মহারাণী!

কুবেণী। ও রকম করে' আমার পানে চাসনে জুমেলিয়া। তুইও বল—যেতে দেবো না।—বল্ তাকে ধরে' রাখ্‌ব।

জুমেলিয়া। এ বিশ্বের ভিতর কে কাকে ধরে' রাখ্‌তে পারে মহারাণী! কে কবে স্নেহের বশ হয়েছে? সখি! প্রবৃত্তি প্রবল, স্বার্থ প্রবল, নিয়তি প্রবল; কেবল এক স্নেহ দুর্ব্বল—অতি দুর্ব্বল।

কুবেণী। ও কথা বলিস না। তুই আজ আমার সহায় হ',—লঙ্কার স্বর্ণভাণ্ডার খুলে দে। স্বর্ণ যা ক্রয় কর্ত্তে পারে, একটা জাতি যা ত্যাগ কর্ত্তে পারে, সব তার পায়ে ঢেলে দেবো।—সে কি মানুষ নয়?—দেখি পারি কি না। সজ্জিত কক্ষে নিয়ে গিয়ে রত্ন-সিংহাসনে তাকে বসাব। সে মানুষ ত'?—সব প্রস্তুত করে' রেখে দে,—সুরা, সঙ্গীত, আলোক, সুগন্ধ। দেখি পারি কি না! যা জুমেলিয়া!—

[ জুমেলিয়ার প্রস্থান।

কুবেণী। চলে' যাবে! আমায় ছেড়ে চলে' যাবে! এত রূপ—এত প্রেম—এত ক্ষমতা—এত ঐশ্বর্য্য—এত সম্ভোগ—ছেড়ে সে চলে' যাবে! সেই দুর্জ্জয় বীর, যে এতদিন আমার তর্জ্জনীর সঞ্চালনে কলের পুতুলের মত বসেছে, উঠেছে, হেসেছে, কেঁদেছে! সে কিনা—না, যেতে দেবো না—তবে এসো আজ স্বর্গের নন্দনকানন—মর্ত্ত্যে নেমে এসো! চন্দ্রমা! স্নিগ্ধতম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভাসিয়ে দাও। স্বর্ণ-লঙ্কা। আজ ঐশ্বর্য্যে জ্বলে' ওঠ! আর তুমি লঙ্কার রাজ্ঞী—রূপের তড়িৎ খেলিয়ে দিয়ে এর

উপর দিয়ে চলে' যাও। আর এই পুষ্পহারসম ক্ষীণ বাহুবন্ধ আজ মৃত্যুর নিগড়ের মত কঠিন হোক্। আমার যাদুদণ্ড কৈ?—আমি তাকে যেতে দেবো না।

( লীলার প্রবেশ )

কুবেণী। এই যে বালিকা! আমার বিজয় কোথায়?

লীলা। আসছেন।

কুবেণী। তুমি এখানে কেন?

লীলা! কেন বোন্! তোমার কাছে কি আমার আস্‌তে নাই! তুমি যে আমার ছোট বোন্।

কুবেণী। পিশাচী! শয়তানী!—তুই আমার বিজয়সিংহকে কেড়ে নিয়েছিস্! ফিরিয়ে দে রাক্ষসী!

লীলা। আমি নিই নাই বোন্। তোমার বিজয় তোমারই আছে।

কুবেণী। মিথ্যাকথা—

লীলা। সত্যবাণী। যে বিজয় বালককে ভালবাস্‌ত, সে বালিকাকে ঘৃণা করে।—রাজ্ঞী! বিজয় আমায় প্রত্যাখ্যান করেছে।

কুবেণী। সত্যকথা?

লীলা। শুধু তাই নয়। আমার এই দগ্ধ গণ্ডচর্ম্ম দেখে তিনি ভীত হয়ে সরে' গেলেন, আর আমি লজ্জায় মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে গেলাম।

কুবেণী। সত্য?

লীলা। সত্যকথা মহারাণী! ভালই হয়েছে, আমার প্রেমের মোহ কেটে গিয়েছে। অগ্নিপরীক্ষায় আমার মালিন্য পুড়ে গিয়েছে। এখন আমার যা আছে, তা শিশিরের মত পবিত্র—ঐ নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল!

( জুমেলিয়ার প্রবেশ )

কুবেণী। তুমি কি বল্‌ছ বালিকা!

লীলা। এতদিন আমার প্রেমে প্রতিদানেচ্ছা ছিল; রূপের গর্ব্ব ছিল, সুখে অতৃপ্তি ছিল। আর নাই। বিজয়সিংহ আমার অন্তরে। বাহিরের বিজয়কে তোমায় দিলাম। আমি একবার শেষবার—বিজয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে'—জন্মের মত বিদায় নিয়ে যাব—তারপরে এ সংসারে আমারে কেউ দেখ্‌তে পাবে না।

[ প্রস্থান।

কুবেণী। জুমেলিয়া কিছু বুঝ্‌তে পার্লি?

জুমেলিয়া। পার্লাম।

কুবেণী। কি বুঝ্‌লি?

জুমেলিয়া। এ বালিকা ক্ষিপ্ত। আমি ভয়ে সরে' যাচ্ছিলাম দেখ্‌ছিলে না।

কুবেণী। কেন?

জুমেলিয়া। পাছে কামড়ায়। এসো রাজ্ঞী! সব প্রস্তুত।

[ প্রস্থান।

কুবেণী। তবে এ বালিকা নয়। স্বদেশ তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তবে এ দ্বন্দ্ব কুবেণীতে আর এ বালিকাতে নয়। দ্বন্দ্ব স্বদেশে আর স্বর্গে। তবে, না—বিশ্বাস হয় না। ও ত' বাতাস নয়, পাথর নয়, উদ্ভিদ নয়, রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ ত', নারী ত', হ'তে পারে না, সব ছল, সব প্রতারণা। আমি তোমার হাতে বিজয়কে দেবো না। দেখি, কি করে' ছিনিয়ে নাও। আচ্ছা, এত অনুনয় কিসের জন্য? যাক্ না বিজয়। সে বিজয় নৈলে কি আর আমি বাঁচি না? যাক্‌ই না। কিসের জন্য আক্ষেপ? যে জগতে বিজয়সিংহ নাই, সেখানে কি কেউ বাঁচে না? যাক্!—কৈ, জয়সেন এখনও এল না। তাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছিস্ ত'?

জুমেলিয়া। ঐ আস্‌ছেন কুমার।

( জয়সেনের প্রবেশ )

কুবেণী। জয়সেন! তুমি আমায় ভালবাস?

জয়সেন। জান না কি কুবেণী—

কুবেণী। এত ক্ষীণস্বর! এ কি! তুমি যে কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছ?

জয়সেন। তুমিই আমার এই দশা করেছ কুবেণী!

কুবেণী। অন্যায় করেছি। এবার আমি হৃদয়েশ্বর কর্ব্ব।

জয়সেন। ব্যঙ্গে প্রয়োজন কি কুবেণী!

কুবেণী। না, সত্যকথা জয়সেন! তোমায় যদি হৃদয়েশ্বর কর্ত্তাম, হয়ত একরকম সুখে কেটে যেত। এই শান্ত হ্রদের স্বচ্ছসলিল ছেড়ে, অকূল সমুদ্রে আমার তরীখানি ভাসিয়ে দিলাম কেন?

জয়সেন। আমায় ভালবাস কুবেণী—আমি তোমার ক্রীতদাস হয়ে থাক্‌ব।

কুবেণী। এই রাজত্ব ছেড়ে পরের দ্বারে

ভিক্ষা কর্ত্তে গিয়েছি। ধিক আমায়! তোমায় ভালবাস্‌ব জয়সেন! পার্ব্ব না?—কেন পার্ব্ব না?

জয়সেন। পার্ব্বে। আমি তোমার শৈশবের বন্ধু, তোমার স্বজাতি—

কুবেণী। প্রেমের এ কি প্রকৃতি যে, সমতল উপত্যকায় বিচরণ কর্ত্তে চায় না,—পর্ব্বতের শিখর থেকে লাফিয়ে পড়তে চায়।

জয়সেন। কুবেণী!

কুবেণী। পার্ব্ব। তোমায় আমি ভালবাস্‌ব জয়সেন! তোমায় লঙ্কার সিংহাসনে বসাব। যাক্‌ বিজয়সিংহ দেশে ফিরে যাক্‌। কে বিজয়? কোথাকার বিজয়? কে তাকে চায়? এস জয়সেন!

জয়সেন। কুবেণী! তোমায় আমি বড় ভালবাসি। [ চুম্বন করিতে উদ্যত ]

কুবেণী। কৈ। স্বরে মাদকতা নাই ত',—স্পর্শে রোমাঞ্চ নাই ত',—নিশ্বাসে নন্দনসৌরভ নাই ত',—ঐ বিজয় আস্‌ছেন। ঐ আমার প্রিয়তম আস্‌ছেন, কি তীক্ষ্ণদৃষ্টি। কি গম্ভীর মূর্ত্তি!

( বিজয়ের প্রবেশ )

বিজয়। কোথায় কুবেণী? –

কুবেণী। কি মধুর স্বর—এই আর ঐ! না, না, পার্ব্ব না, পার্ব্ব না, যাও জয়সেন! এই মুহূর্ত্তে—নইলে হয়ত তোমায় ঘৃণা কর্ব্ব। ঐ আর এই!—এসো প্রিয়তম!

[ বিজয়ের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান।

জয়সেন। এতদূর! কুবেণী! তোমায় হত্যা কর্ব্ব।

---

## অষ্টম দৃশ্য

আলোকিত সজ্জিত কক্ষ

নর্ত্তকীবৃন্দ

( গীত )

ঢালো অমিয়া ঢালো কিশোর সুধাকর,
আকুল তৃষা অতি অধীরা;
উঠুক শিহরিয়া তপ্ত ধমনীর রক্ত ঢেউ—
ঢালো মদিরা।
ঢুলাও চামর বসন্ত সিক্ত সুগন্ধ চঞ্চল পবনে,
বাজো সুললিত মৃদঙ্গ মন্দিরা মুরলী নন্দন-ভবনে;
গাও বিকম্পিত করি' দিগন্ত বিমুগ্ধ অপ্সরা রমণী,
নৃত্য কর মদমত্ত, মন্মথ হৃদয়ে বিঁধ শর অমনি।

( সসহচরী কুবেণী ও সসহচর বিজয়ের প্রবেশ )

বিজয়। এ কি! এ যে স্বর্গ!

কুবেণী। স্বর্গ কখনও দেখেছ কি নাথ!

বিজয়। না।

কুবেণী। আমি দেখেছি।

বিজয়। কোথায়?

কুবেণী। [ বিজয়কে আলিঙ্গন করিয়া ] এই আমার স্বর্গ। ও কি। মুখ ফেরাচ্ছ কেন নাথ। ক্রমে ক্রমে নিজেকেই এই ভুজপাশ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছ কেন নাথ! আমি তোমায় যেতে দেবো না!

বিজয়। ঝটিকার গতিকে কে রোধ কর্ত্তে পারে কুবেণী? আজ বিদায় দাও কুবেণী।

কুবেণী। আশ্চর্য্য পুরুষ জাতি। অনায়াসে হাস্যমুখে অনাসক্তভাবে রমণীর মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ কর। তার পর খাদ্য মুখে রোচে? নিদ্রাও হয়? [ স্বর কাঁপিতে লাগিল ]

বিজয়। কুবেণী ক্রুদ্ধ হয়ো না।

কুবেণী। না। সহচরীগণ! তোমাদের প্রভু দেশে ফিরে যাচ্ছেন। উৎসব কর—

বিজয়। কুবেণী! তুমি দেবী। তাই আজ তুমি আমার আনন্দে যোগ দিতে এই মহোৎসবের আয়োজন করেছ।

কুবেণী। এ আয়োজন লঙ্কেশ্বরের উপযুক্ত নয়। এমন আনন্দের দিনে—

[ হস্তে মুখ ঢাকিলেন্ ]

বিজয়। ও কি কুবেণী!

কুবেণী। কিছু না—গাও, নৃত্য কর—সহচরীগণ! তোমাদের প্রভু কাল তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন। এ জন্মে তাঁকে আর দেখতে পাবে না। অনেকবার তাঁর মনোরঞ্জন করেছ। আজ শেষ রাত্রি। আজ আমাদের শেষ রাত্রি।

বিজয়। কি! কুবেণী! কাঁদছ?

কুবেণী। না—আজ শেষ রাত্রি! আজ আমি গাইব—আমি নাচব।

বিজয়। গাও, উৎসব কর—আমি কাল স্বদেশে ফিরে যাচ্ছি। এর যোগ্য উৎসব কর!

( নৃত্যগীত )

কুবেণী। দেখ! দেখ নাথ!

( সহসা নর্ত্তকীগণের সজ্জার পরিবর্ত্তন হইল )

বিজয়। চমৎকার! চমৎকার! [ পান ]

( নৃত্য চলিল )

বিজিত। আর পান ক'রো না বন্ধু!

বিজয়। কি বল্‌ছ বিজিত! আজ মহোৎসব, বাবা আমার জন্য কেঁদেছেন। আজ মহোৎসব, কাল প্রত্যূষে তরী স্বদেশের দিকে ভাসিয়ে দেবো। নাচ গাও। [ পান ]

বিজিত। [ বিজয়ের হাত ধরিয়া ] আর পান করো না।

বিজয়। বিরক্ত কর কেন বিজিত! নাচ গাও।—

[ নৃত্যগীত চলিল ; সঙ্গে সঙ্গে কুবেণী এক অদ্ভুত নৃত্যসহকারে বিজয়ের মস্তকোপরি যাদুদণ্ড দোলাইতে লাগিলেন ]

বিজয়। কি সুন্দরী তুমি প্রেয়সী! এ কি মায়ার রাজ্য—আমার চক্ষের সম্মুখে খুলে দিলে সুন্দরী! এ যে স্বর্গ! তুমি কি ইন্দ্রাণী? কুবেণী! আর না। এ মদিরা বড় মধুর, বড় তীব্র, আর সহ্য হয় না। [ পান করিতে উদ্যত ]

বিজিত। আর পান কর্ত্তে দেবো না।

[ হস্ত ধরিলেন ]

বিজয়। দূর হও বিজিত—

কুবেণী। দূর করে' দাও প্রহরিণী।

বিজিত। আমি যাব না।

কুবেণী। দূর করে' দাও। আমার রাজার আদেশ।

[ প্রহরী বিজিতের হাত ধরিল ]

প্রহরী। রাজার আদেশ—

বিজিত। অবনতশিরে বহন কর্চ্ছি।

[ অবনতশিরে প্রস্থান।

বিজয়। কুবেণী! কোথায় তুমি?

কুবেণী। এই যে নাথ! ঝুমেলিয়া [ ইঙ্গিত করিলেন ]

[ নর্ত্তকীগণ অন্তর্হিত হইল।
প্রদীপ নিভিয়া গেল ]

বিজয়। কুবেণী!—

কুবেণী। নাথ!

বিজয়। আমি কোথায়? স্বর্গে না মর্ত্ত্যে?

কুবেণী। এ স্বর্গও নয়, মর্ত্ত্যও নয়—এ কনককিরীটি লঙ্কা।

[ যাদুদণ্ড দুলাইলেন ]

বিজয়। কুবেণী! প্রেয়সী! কি সুন্দরী তুমি!

কুবেণী। নাথ! কাল দেশে ফিরে যেতে হবে মনে রেখো।

বিজয়। কোথায় দেশ—

কুবেণী। যাবে না বল। প্রতিজ্ঞা কর।

বিজয়। কুবেণী! তুমি আমার দেশ। তুমি আমার—

কুবেণী। প্রতিজ্ঞা কর। বাঙ্গালীর প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয় না। প্রতিজ্ঞা কর—আমায় ত্যাগ কর্ব্বে না।

বিজয়। তোমায় ত্যাগ কর্ব্ব! কুবেণী! কার জন্য?

কুবেণী। আর দেশে ফিরে যাবে না?

[ দ্রুত জয়সেনের প্রবেশ ও বিজয়কে তীব্র ছুরিকা আঘাত করিতে উদ্যত ; বিদ্যুতের মত আসিয়া লীলা নিজের বক্ষে সে আঘাত লইলেন ও ভূপতিত হইলেন ]

বিজয়। কে তুমি?

কুবেণী। এ কি কর্লে বালিকা! প্রহরী!

( প্রহরিগণ প্রবেশ করিল )

কুবেণী। [ জয়সেনকে দেখাইয়া ] বন্দী কর—

[ প্রহরিগণ জয়সেনকে বন্দী করিল। কুবেণী বালিকাকে সেবা করিতে উদ্যত হইলেন ]

বিজয়। এ কি রক্ত!

লীলা। না—সেবার প্রয়োজন নাই। এই মৃত্যুই আমি প্রার্থনা করেছিলাম।

বিজয়। এ কি! বালক না? এ বেশ!

কুবেণী। ও বালক নয়। ও তোমার স্ত্রী।

[ বিজয় উঠিয়া বজ্রাহতের মত দাঁড়াইলেন ]

লীলা। বালক বলে' আমায় ভালবাস্‌তে। নারী বলে' আমায় ঘৃণা ক'রো না প্রিয়তম!

বিজয়। এ কি স্বপ্ন! [ স্তম্ভ ধরিয়া দাঁড়াইলেন ]

কুবেণী। তুমি এ কাজ কেন কর্লে ভগ্নী?

লীলা। আমি যে ভালবাসি। নাথ! [ চরণ ধরিয়া ] তোমার হৃদয় চাই না। তা

তুমি কুবেণীকে দাও। আমায় তোমার চরণ দাও। [ হস্ত বাড়াইলেন ] এ আমার সুখমৃত্যু।

---

## নবম দৃশ্য

স্থান—সমুদ্রতীর। সিংহবাহু ও সুরমা

সিংহবাহু। কৈ? বিজয় ত' এল না।

সুরমা। কৈ আর এলেন তিনি বাবা।

সিংহবাহু। কিন্তু আস্‌বে। আজই আস্‌বে। স্বপ্নে দেখেছি আস্‌বে। সে আস্‌বেই।

সুরমা। স্বপ্ন কখনও সত্য হয়?

সিংহবাহু। কখন কখন হয়। এত দিন, এত বর্ষ, এই সমুদ্রের সৈকতে বসে' আমি তার অপেক্ষা কর্চ্ছি। কোনদিন ত' স্বপ্ন দেখি নি যে বিজয় এসেছে। কাল রাতে দেখলাম কেন? সে আস্‌বেই।

[ সুরমা নীরব রহিলেন ]

সিংহবাহু। কি স্বপ্ন দেখ্‌লাম জানিস্?

সুরমা। শুনেছি।

সিংহবাহু। না, আবার শোন। স্বপ্ন দেখলাম যে, বিজয় এসেছে! তার সেই শতচন্দ্র নিংড়ানো হাস হেসে, তার সেই জলদ-গম্ভীর স্বরে ডেকে, বল্ল' "বাবা এসেছি"—বলে' আমার পা জড়িয়ে ধর্ত্তে এল—ঠিক সেই দিনকার মত সুরমা! আমি পা দুটো পিছন দিকে সরিয়ে নিয়ে হাত বাড়িয়ে তাকে ধর্ত্তে গিয়েছি, এমন সময় পা পিছলে উপুড় হয়ে পড়ে' গেলাম। তারপর বিজয় আবার ডাক্‌ল বাবা।—তার পর আর মনে নাই। আচ্ছা, পড়ে' গেলাম কেন সুরমা বল্‌তে পারিস্?

সুরমা। সে ত' স্বপ্ন।

সিংহবাহু। স্বপ্ন? কি! এত স্পষ্ট, এত প্রকৃতবৎ স্বপ্ন জীবনে আর কখন দেখি নি কন্যা! এত প্রত্যক্ষ—ঐ সমুদ্র গর্জ্জন কর্চ্ছে। বাতাস উঠেছে বুঝি?

সুরমা। হাঁ বাবা।

সিংহবাহু। বৎসে!

সুরমা। বাবা!

সিংহবাহু। তা সমুদ্র ঠিক সেই রকম নীল স্বচ্ছ অসীম? ঠিক সেই রকম?

সুরমা। ঠিক সেই রকম।

সিংহবাহু। হায়! অন্ধ আমি! অন্ধ আমি! গিরি, নদী, বন, সমুদ্র, আকাশ, নক্ষত্র, আমার কাছে সব একাকার। অন্ধ আমি!—সুরমা!

সুরমা। বাবা!

সিংহবাহু। শুধু আজ অন্ধ নই। চিরদিন এমনি অন্ধ। বাসনায় অন্ধ, ক্রোধে অন্ধ, মদভরে অন্ধ, আজ শোকে অন্ধ।—আমার মত দুঃখী কে?—কন্যা!—কথা কচ্ছিস্ না যে?

সুরমা। কি কথা কৈব বাবা!

সিংহবাহু। আমি রাজ্য হারিয়েছি। তা'তে দুঃখ ছিল না, যদি এই সাম্রাজ্য—আমার পুত্র—থাকত কিন্তু আজ আমি পথের ভিখারী কিছু নাই—কেউ নাই।

সুরমা। এই যে আমি আছি বাবা।

সিংহবাহু। [ তাহাকে ধীরে সরাইয়া ] সে আমার বীরপুত্র, আমার—শুধু আমার স্নেহ চেয়েছিল—ধন নয়, রত্ন নয়, রাজ্য নয়, সিংহাসন নয়, শুধু স্নেহ। আমি দিই নাই। বিনিময়ে—স্নেহ না দিয়ে—সেই কৃতাঞ্জলি করপুটে ভস্ম ঢেলে দিয়েছিলাম। পুত্রের সেই করুণ কাতর চরণ ধারণে পদাঘাত করেছিলাম। [ সরোদনে ] পদাঘাত করেছিলাম।

সুরমা। এখন আর নিষ্ফল বিলাপ করে' কি হবে বাবা।

সিংহবাহু। সত্যকথা। তরুর মূলোচ্ছেদ করে' জলসেচন কর্লে আর কি হবে?—সুরমা।

সুরমা। বাবা।

সিংহবাহু। সূর্য্য অস্ত যায় নাই?

সুরমা। না।

সিংহবাহু। আমি রাজ্য হারিয়েছি। আমার বীর পুত্র থাক্‌ত, ত' রাজ্য হারাতাম না। —সুরমা। উত্তর দিচ্ছিস্ না যে? তুই এত কথা কস্?

সুরমা। কি কথা কৈব?

সিংহবাহু। আমায় সান্ত্বনা দে। আমায় সান্ত্বনা দে।

সুরমা। বাবা। আমার প্রাণ দিলেও যদি আপনার মনে এতটুকু শান্তি পান, আমি এক্ষুণি এ প্রাণ দিতে রাজি আছি।—কিন্তু—কি কর্ব্ব বাবা?

সিংহবাহু। না, না, তুই বড় ভালো মেয়ে। তোকে আমি তাড়া দিয়েছি—ভর্ৎসনাই করেছি। বিনিময়ে—তুই আমার অন্ধের যষ্টি হয়ে আছিস্। সুরমা! রাণীকে আমি অন্ধ করেছিলাম। ভগবান্

আমায় অন্ধ করেছেন। শোধ-বোধ। কেমন—শোধ-বোধ? সুরমা! কেমন?

সুরমা। আমি কি বল্‌ব বাবা!

সিংহবাহু। তা বটে!—আচ্ছা—তোর বোধ হয় বিজয় আসবে?—আসবে না?—সে যে বড় স্নেহবান্ পুত্র। সুমিত্রের মুখে শুনে, সে নিশ্চয় আস্‌বে। সে যে আমায় বড় ভালবাসে। পৃথিবীতে এত ভাল কেউ কাউকে বাসেনি।—এমন পুত্রকে আমি পদাঘাত করেছিলাম। [ক্রন্দন]

সুরমা। আবার!

সিংহবাহু। না, না—অনুশোচনার মত দুর্ব্বল কিছু নয়—কি হবে?—ও কিসের শব্দ!

সুরমা। সমুদ্র-গর্জ্জন। বাবা! ঝড় উঠছে।

সিংহবাহু। সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়েও ঝড় উঠ্‌ছে।—বিজয় কখন আস্‌বে সুরমা!

সুরমা। কৈ আর এলেন?

সিংহবাহু। না—সে আস্‌বে, সে স্নেহশীল।

সুরমা। কিন্তু বড় অভিমানী।

সিংহবাহু। হাঁ বড় অভিমানী।—বিজয় এলে এখন আমি কি করি জানিস্?

সুরমা। কি করেন?

সিংহবাহু। ছিঁড়ে খাই। না, না,—তাকে এই বুকে জোরে চেপে ধরি, যাতে সে নিশ্বাস আটকে মরে' যায়। বলি, "ওরে বিজয়, নে কত স্নেহ নিবি নে"—ওঃ! এত স্নেহ তখন কোথা লুকিয়েছিল সুরমা! কোথা ছিলি? কোথা ছিলি? [পুনঃ পুনঃ বক্ষে করাঘাত]

সুরমা। [নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়া] ও কি কর্চ্ছেন বাবা!—ও কি কর্চ্ছেন?

সিংহবাহু। তাই ত' ও কি কচ্ছি।

সুরমা। বাবা! ঝড় উঠল. বাড়ী চলুন।

সিংহবাহু। না, আমি এখানে দাঁড়িয়ে বিজয়সিংহের অপেক্ষা কচ্ছি।

সুরমা। আর অপেক্ষা করে' কি হবে বাবা! রাত হয়ে এল। আজ দাদা আস্‌বেন না।

সিংহবাহু। আসবে। আমি স্বপ্ন দেখেছি।

সুরমা। ঐ বজ্রনাদ। বাড়ী চলুন।

সিংহবাহু। খালিবুকে আমি বাড়ী ফিরে যাব না। বিজয় আসুক।

সুরমা। তিনি আসবেন না।

সিংহবাহু। যদি না আসে—ত' এই সৈকতে রাত্রিযাপন কর্ব্ব।

সুরমা। গম্ভীর—গম্ভীরতর সমুদ্র-গর্জ্জন!

সিংহবাহু। গভীর সঙ্গীত।

সুরমা। [সহসা] বাবা!

সিংহবাহু। কি?

সুরমা। ঐ বুঝি আস্‌চে।

সিংহবাহু। কৈ?

সুরমা। ঐ ঢেউয়ের উপর একখানি তরণী দেখছি—পাল তুলে দিয়ে ছুটে আস্‌ছে।

সিংহবাহু। কৈ?

সুরমা। ঐ যে—

সিংহবাহু। ভগবান্! একবার—মুহূর্ত্তের মত—চক্ষুদুটি ফিরে দাও। প্রাণ ভরে' দেখে নেই। তারপর আবার অন্ধ করে' দিও।—

সুরমা। ও কার কণ্ঠস্বর বাবা।

সিংহবাহু। বিজয়ের। নৈলে মেঘ-নির্ঘোষের মত ও কণ্ঠধ্বনি আর কার হ'তে পারে?—ঐ যে গান গাইছে—শোন্!

(দূরে গীত)

সিংহবাহু। ঐ যে আরও কাছে। বিজয় [নৃত্য] ঐ যে, ঐ যে আমার—বিজয়! বিজয়! বিজয়!—[সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া গেলেন ও একটি ঢেউ আসিয়া তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল]

সুরমা। বাবা!—বাবা!—সর্ব্বনাশ! [মুখ ঢাকিলেন]—ওঃ! [বসিয়া পড়িলেন]

(সদলে বিজিত, বিজয় ও সুমিত্রের প্রবেশ)

বিজয়। ঢেউয়ে কি কর্ব্বে—বিজিত। যখন সন্তান তার মায়ের বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে। —এই আমার জননী। সেই শান্তিময়। মা—মা!—এ কে! [সুরমাকে পরীক্ষা]

সুমিত্র। এ যে সুরমা!—

বিজয়। সে কি। তাই ত'। মূর্চ্ছিত না মৃত?—সুরমা। সুরমা!

সুরমা। কে?—এ কি!—দাদা না?

বিজয়। হাঁ, আমি দিদি!

সুরমা। [উঠিয়া] হাঁ, মনে পড়েছে। বাবা! বাবা!—[সমুদ্রের দিকে দৌড়িলেন]

বিজয়। ও কি সুরমা!—[হস্ত ধরিলেন]

সুরমা। দাদা! দাদা! [বিজয়ের বক্ষে মুখ লুকাইলেন] এত দেরী! বাবা!—

বিজয়। বাবা কোথায়?

সুরমা। ঐ সমুদ্রের তলে। ওঃ!

---

## পঞ্চম অঙ্ক

—*—

### প্রথম দৃশ্য

স্থান—লঙ্কা। জয়সেন ও তাপস

জয়সেন। তবে ইন্ধন প্রস্তুত?

তাপস। প্রস্তুত। কেরলরাজকেও এ ব্রতে দীক্ষিত করেছি।

জয়সেন। কিন্তু কেরলরাজ লঙ্কার সিংহাসনে বস্‌বে না?

তাপস। না। বিদেশী কেউ এসে লঙ্কার রাজা হবে না। লঙ্কার সিংহাসনে তুমি বস্‌বে।

জয়সেন। আর আমার বামপার্শ্বে কুবেণী—

তাপস। যুবরাজ! কুবেণীর আশা ত্যাগ কর।

জয়সেন। তা পারি না তাপস! আজ যে আমি কুবেণীকে সিংহাসনচ্যুত কর্ত্তে বসেছি, সে ঈর্ষ্যায়—ক্রোধে নয়।

তাপস। ঈর্ষ্যায়?

জয়সেন। ঈর্ষ্যায়। এই কুবেণীকে আমি শৈশব থেকে ভালোবেসেছি। বিনিময়ে—তার কাছ থেকে অবজ্ঞা পেয়েছি—আর কিছু নয়। তবু তাকে ভালোবেসেছি। কিন্তু সেদিন—সেই উৎসব-নিশীথে—যখন সে বিজয়সিংহকে দেখে আমায় বল্লে 'দূর হও,' সেদিন আমার প্রথম মনে হ'ল—

তাপস। কি?—থাম্‌লে যে যুবরাজ?

জয়সেন। মনে হ'ল—আমি কি কুক্কুরেরও অধম! চলে' এলাম। কিন্তু একেবারে চলে' যেতেও পার্লাম না, না। অন্তরালে দাঁড়িয়ে বিজয়সিংহের সঙ্গে এই কুবেণীর—প্রেমালাপ দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিক-দংশন-জ্বালা অনুভব কর্ত্তে লাগ্‌লাম। তার পরে আর থাক্‌তে পার্লাম না। উন্মত্তবৎ—ছুটে গিয়ে ছুরী মার্লাম, তা ম'ল—এক নিরীহ ব্রাহ্মণকন্যা!

তাপস। এই বিজয়সিংহকে যেন একটা দৈবশক্তি ঘিরে রক্ষা কর্চ্ছে।

জয়সেন। বিজয় আমায় বন্দী কর্লে। কিন্তু সে চলে' গেল, এই কুবেণী অবজ্ঞাভরে হেসে আমায় মুক্ত করে' দিলে—আমায় নির্ব্বাসিত কর্লে।—তার চেয়ে আমায় বধ কর্লে না কেন? এত অবজ্ঞা! এত!—আমি এবার তাকে সিংহাসন থেকে টেনে এনে আমার দাসী করে' রাখ্‌বো। দেখুক কুবেণী যে—

( বীরবলের প্রবেশ )

তাপস। এই যে কেরলরাজ!—আমরা আপনারই অপেক্ষা কর্চ্ছিলাম। এই যুবরাজ ত' অধীর হয়ে পড়েছেন।

বীরবল। ইনি লঙ্কার যুবরাজ?

তাপস। ইনি যুবরাজ জয়সেন।

বীরবল। কোন চিন্তা নাই যুবরাজ! আমি তোমার যুবরাজ পদবী ঘোচাবো। তোমায় লঙ্কার রাজা কর্ব্ব। কোন চিন্তা নাই।

জয়সেন। আমি রাজত্ব চাই না, কুবেণীকে চাই।

বীরবল। কুবেণী কে?

( অলক্ষিতে বিশালাক্ষের প্রবেশ )

তাপস। কুবেণীর নাম শুনেন নাই? তিনি লঙ্কার রাজ্ঞী।

বীরবল। ও! বিজয়সিংহের—[ ইঙ্গিত ]

তাপস। হাঁ মহারাজ!

বীরবল। বিজয়সিংহ যে নূতন বিবাহ করেছে।

তাপস। কাকে?

বীরবল। পাণ্ড্যরাজকুমারীকে। ভারি ঘটা!

তাপস। তার ত' কুবেণীর প্রতি এই গভীর প্রেম!

বীরবল। সে একটা নীচ ভণ্ড।

বিশালাক্ষ। সাবধান।

বীরবল। ( চমকিয়া ) কে তুমি?

বিশালাক্ষ। তবে এই শত্রুর বিবর খুঁজে বের করেছি।—যুবরাজ! এই চক্রান্তের ঊর্ণনাভে পড়ে, মারা যাবে। এ কুমন্ত্রণা তোমায় কে দিলে যুবরাজ!

বীরবল। তুমি কে?

বিশালাক্ষ। আমি বিজয়সিংহের সেনাপতি বিশালাক্ষ।

বীরবল। বন্দী কর।

বিশালাক্ষ। [ হাসিয়া ] বন্দী কর্ব্বে!

[ তরবারি নিষ্কাশন। অপর সকলে পরস্পরের দিকে চাহিলেন। বিশালাক্ষ ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ]

—

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বঙ্গের প্রাসাদ, অন্তঃপুর। কাল—প্রভাত

বিজয় একাকী

বিজয়। এখনও কুবেণীর কথা মনে পড়ে। সেই অশান্ত উদ্দামপূর্ণ যুবতী—প্রাতঃসূর্য্যের মত, পূর্ণ প্রস্ফুটিত স্থলপদ্মের মত। আমি তাকে ভালবাসি? না ভয় করি? ঠিক্ বুঝে উঠ্‌তে পারি নে।—সেই রাত্রির কথা মনে পড়ে, সেই চলে' আস্‌বার আগেকার রাত্রি। সেই উজ্জ্বল আলোকিত, ঝঙ্কারিত নৃত্যগীত।—কি আশ্চর্য্য! আর সেই সরল', মুগ্ধা, নতনেত্রী বালিকা, লজ্জাবতী লতার মত পবনহিল্লোলে সঙ্কুচিত।—কিপ্রভেদ! তবে—এই যে গুরুদেব।

( বুদ্ধদেবের শিষ্যের প্রবেশ )

শিষ্য। বিজয়সিংহ! তবে তুমি প্রস্তুত?

বিজয়। প্রস্তুত গুরুদেব।

শিষ্য। যাও বিজয়সিংহ! সিংহলে এই ধর্ম্ম প্রচার করগে যাও। বুদ্ধদেব তোমায় এই কার্য্যের ভার অর্পণ করেছেন।

বিজয়। জগদ্‌গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

শিষ্য। তুমি অশান্ত হৃদয়ে, উন্মত্তবৎ পৃথিবীময় ছুটে বেড়িয়েছ; সাগর, কানন, নগরী পরিভ্রমণ করে' বেড়িয়েছ, কর্ম্ম কর, শান্তিপাবে।

বিজয়। শান্তি পাবো আমি?—আমার দুঃখ আপনি জানেন?

শিষ্য। জানি বৎস! দুঃখীদিগের সান্ত্বনার জন্যই এই ধর্ম্ম। যারা সুখী, যারা বিলাসে মজে' আছে, ঐশ্বর্য্যে ডুবে আছে, পুত্রকন্যা সম্পদে, যারা সম্পৎশালী, যাদের দেহে বল, মনে তেজ, হৃদয়ে উল্লাস, তারা ধর্ম্ম চায় না। কিন্তু যারা বিপন্ন, ক্লিন্ন, দু'বেলা দু'মুটো যাদের আহার জোটে না, যাদের সংসারে কেউ নাই—বা যারা ছিল, তারা গিয়েছে, যারা প্রপীড়িত—নিস্তেজ, যাদের গণ্ডে দু'ধারে অশ্রু ব'য়ে যাচ্ছে, তাদের সান্ত্বনার জন্যই ধর্ম্মের সৃষ্টি, তারাই ধর্ম্মের মর্ম্ম বোঝে।

বিজয়। সত্য বলেছেন গুরুদেব!

শিষ্য। এই ধর্ম্ম একদিন জগৎ ছেয়ে ফেল্‌বে। কারণ, এ জগতে অনেকেই দুঃখী—সুখী ক' জন? সুখ ক'দিনের? আতসবাজীর আলো নিভে যায়, উৎসবের হাসি থেমে যায়, উল্লাসের গান উঠেই হাহাকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ জগতে অন্ধকারের রাজত্ব, শূন্যের বিস্তার, মরণের অবসাদ; স্তব্ধতার সাম্রাজ্যের অন্ত নাই। তার মধ্যে এই আলোক, এই আশা, এই জীবন, কতটুকু বৎস!

বিজয়। সত্যকথা।

শিষ্য। যাও বৎস। ধর্ম্ম প্রচার কর, তাই তোমার কর্ম্ম। বঙ্গের বুদ্ধদেবের মহান্ ধর্ম্মের প্রথম প্রচারক বঙ্গের বিজয়সিংহ। এর চেয়ে গৌরবের কথা আর কি আছে?

বিজয়। যে আজ্ঞা গুরুদেব [ প্রণাম ]

[ শিষ্য আশীর্ব্বাদ করিয়া গাহিতে গাহিতে নিষ্ক্রান্ত ]

বিজয়। তাই হোক্!

( সুরমা ও বিজিতের প্রবেশ )

সুরমা। দাদা। তুমি আবার সিংহলে ফিরে যাচ্ছ?

বিজয়। যাচ্ছি বৎসে—বুদ্ধদেবের আদেশ, জাহাজ প্রস্তুত।

সুরমা। আমাকে নিয়ে যাবে না?

বিজয়। নিয়ে গেলেই বা পারি কৈ? এখন কি আমায় ভালো লাগ্‌বে?—কি বল বিজিত। এখন একটা নূতন মুখ দেখতে দেখতে নিশি ভোর হয়ে যাবে। এখন জগৎকে একটু রঞ্জিত ভাবে, একটু ঘোরালো রকম দেখবে।

সুরমা। এখানে আমি আমার শূন্য জীবনে একটা কর্ত্তব্য খুঁজে পেলাম—একজনকে সুখী করা, একজনের পদতলে আমার ভবিষ্যৎ অবিশ্রান্তধারে ঢেলে যাওয়া—আর যদি পারি—

বিজয়। কি শুনছো বিজিত।

বিজিত। কৈ?

বিজয়। ঐ যে! বংশীধ্বনিবৎ কান উচ্চ করে' শুনছো কি!—নূতন স্ত্রীর কণ্ঠস্বর বড় মিষ্ট—বিশেষতঃ যখন সে বলে—"নাথ, আমি জগতের সকলের চেয়ে তোমাকে ভালবাসি"—যদিও নাথ ছাড়া জগতে আর কাউকে দেখিনি।—এই যে ভাই—

সুরমা। তুমি একে সঙ্গে নিয়ে যাও আর না যাও, কিন্তু তাঁকে ত' নিয়ে যাচ্ছ?

বিজয়। কাকে?

সুরমা। পাণ্ড্যরাজপুত্রীকে?

বিজয়। না।

সুরমা। সে কি?

বিজয়। তাকে নিয়ে গিয়ে কি হবে?

সুরমা। কি হবে! সরলা, বিশ্রব্ধা, কিশোরীকে বিবাহ করেছিলে, এখানে ফেলে রেখে যাবার জন্য?

বিজয়। তাকে বিবাহ করেছিলাম সুরমা, গুরুদেবের আদেশ—সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে—

সুরমা। কি রকম?

বিজয়। গুরুদেবের আদেশ, যে, আমায় লঙ্কার রাজা হ'তে হবে, আর লঙ্কার রাজা হ'তে হ'লে, রাজকন্যাকে বিবাহ করা চাই।

( সুমিত্রের প্রবেশ )

সুমিত্র। দাদা। আমায় ডাকছিলে?

বিজয়। হাঁ ভাই। তোমাকে স্ত্রী একটা দিয়ে যেতে পার্‌লাম না। সেটা তুমি নিজে দেখেশুনে নিও। কিন্তু তার চেয়ে বোধহয় বেশী দামী জিনিষ—রাজ্য দিয়ে গেলাম—যা নিজে দেখেশুনে নেওয়া একটু শক্ত।—তোমাকে বঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর করে' গেলাম।

সুমিত্র। তুমি আবার সিংহলেই যাচ্ছ?

বিজয়। এবার যুদ্ধে দেশ জয় কর্ত্তে যাচ্ছি না। হৃদয়রাজ্য জয় কর্ত্তে যাচ্ছি। কেড়ে নিতে যাচ্ছি না, দিতে যাচ্ছি।

সুমিত্র। কি দিতে যাচ্ছ?

বিজয়। বৌদ্ধধর্ম্ম।—সুমিত্র।—এই দেশ শত্রুর হাত থেকে পুনরুদ্ধার করে,' আমার মাকে তোমার কাছে রেখে গেলাম। দ্বিতীয় ইন্দ্রের মত বিক্রমে ও রামচন্দ্রের মত স্নেহে তাকে শাসন ক'রো। আর—ভাই।

সুমিত্র। দাদা।

বিজয়। আমরা দু'জনেই পিতৃমাতৃহীন। আর একবার জন্মের মত, যাবার আগে, তোকে একবার বক্ষে ধরি। বৎস। ভাই।

—

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—লঙ্কা

কুবেণী ও বিশালাক্ষ

কুবেণী। লঙ্কার সৈন্য বিদ্রোহী? তাদের নায়ক কে?

বিশালাক্ষ। যুবরাজ জয়সেন।

কুবেণী। আর প্রজাগণ?

বিশালাক্ষ। তারাও এই বিদ্রোহী সৈন্যের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তরুণ তাপস মকরন্দ তাদের উত্তেজিত করেছে।

কুবেণী। এ যে স্বপ্নেরও অগোচর বিশালাক্ষ। [ গম্ভীর স্বরে ] অমাত্যবর্গকে ডেকেছিলে?

বিশালাক্ষ। ডেকেছিলাম। তারা এই শত্রুর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তারা এল না।

কুবেণী। আশ্চর্য্য। আমি কি এমন মহা অপরাধ করেছি বিশালাক্ষ। মহারাজ বিজয় যখন এখানে ছিলেন, আমার কৃপার দ্বারে ভিখারী হয়ে, গড়িয়ে, হাত পাত্‌ত তারাই।—তুমিও বিদ্রোহীর সঙ্গে যোগ দাওনি সেনাপতি।

বিশালাক্ষ। যতদিন দেহে একবিন্দু রক্ত থাকে, তা রাণীর জন্য দিব।

কুবেণী। সিংহলের পক্ষে কয়জন সৈন্য আছে?

বিশালাক্ষ। শতাধিক হবে।

কুবেণী। এই একশ সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহীর সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব্বে।

বিশালাক্ষ। কর্ব্ব।

কুবেণী। তাতে কি ফল হবে?

বিশালাক্ষ। এই একশ রাজভক্ত সৈনিকের সঙ্গে যুদ্ধে রাণীর জন্য প্রাণত্যাগ কর্ব্ব। তার চেয়ে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আমার নাই।

কুবেণী। সত্য বল্‌ছ সেনাপতি?

বিশালাক্ষ। ঈশ্বর সাক্ষী।

কুবেণী। বিশালাক্ষ। বীর।—নেও এই মুক্তাহার—কৃতজ্ঞ রাজ্ঞীর এই শেষ অভিজ্ঞান। নেও, শির অবনত করে' গ্রহণ কর—নেও বীর। লঙ্কার রাজ্ঞীর দান। তুচ্ছ ক'রো না [ মুক্তাহার দান ] তার পর, লঙ্কার স্বর্ণভাণ্ডার খুলে দাও। লুট করে' তারা গৃহে চলে' যাক্।

বিশালাক্ষ। সে কি রাজ্ঞী?

কুবেণী। চুপ, কথা কোয়ো না—কথা

কোয়ো না। হৃদয় ভেঙ্গে যাবে। যাও সেনাপতি।

বিশালাক্ষ। দেবি।

কুবেণী। [ কঠোর স্বরে ] যাও। এখনও আমি রাণী। আমার আজ্ঞা পালন কর। কেন এই বৃথা যুদ্ধ বীরবর। তুমি আর একশ সৈন্য আমার পুত্র। কেন তারা আমাকে বাঁচাতে প্রাণ দেবে? হয়ত তাদের কাছে জীবন মধুর। হয়ত তারা আজ পত্নীর সাশ্রু নেত্রপুট চুম্বন করে', সন্তানকে স্নেহের পীড়নে বক্ষে চেপে ধরে', আবেগ-কম্পিতচিত্তে নিষ্ফল যুদ্ধে চলেছে—আমায় বাঁচাতে। যার আশা নাই, আসক্তি নাই; যার ভবিষ্যৎ ঐ লবণাম্বুধির সলিলের মত শ্মশান—উদাস, বৈচিত্র্যহীন; রাবণের চিতাসম শুধু এক ধূ ধূ শব্দ তার শোনা যায়। যাও বীর। ফেরাও আমার সৈন্যে।

বিশালাক্ষ। তার পর—

কুবেণী। তার পর দুর্গের দ্বার খুলে দাও। স্বহস্তে আমার মুণ্ড কেটে, আমার সৈন্যদের উপহার দেব।

বিশালাক্ষ। আর এ সিংহল?—

কুবেণী। রসাতলে যাক্!

বিশালাক্ষ। সম্রাজ্ঞী।

কুবেণী। তুমিও আমার অবাধ্য।—যাও, আমি ঘুমোবো।

[ বিশালাক্ষের প্রস্থান।

কুবেণী। [ দূরে সমুদ্রের পানে চাহিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন ] ঐ সমুদ্রের উপরে দু'জনার দেখা।—ঐ সমুদ্রের উপর। না। আবার কেন?—সব যায়, স্মৃতি যায় না কেন? বিধাতা।—[পদচারণ] এ কি। ধরণী এত স্তব্ধ কেন। উপরে ঐ মলিন সূর্য্য, আর ঐ আকাশ —একটা নীল মরুভূমির মত বিস্তৃত। একদিন ছিল—আমার।—জুমেলিয়া।—জুমেলিয়া—

( জুমেলিয়ার প্রবেশ )

কুবেণী। জুমেলিয়া। সুরা দে।—নর্ত্তকী নিয়ে আয়। কি।—হাঁ করে' রৈলি যে।

জুমেলিয়া। সে কি রাজ্ঞী। সম্মুখে যুদ্ধ! আর এই—

কুবেণী। কোথায় যুদ্ধ? আমি দুর্গের দ্বার খুলে দিতে বলেছি। লঙ্কার নূতন রাজা আস্‌ছে। আজ নব ভূপতিরে সমুচিত অভ্যর্থনা দিব। নিন্দা না কর্ত্তে পারে। যা জুমেলিয়া— ও কি। মূক পাষাণমূর্ত্তির মত—যা জুমেলিয়া। আজ কি লঙ্কার রাজ্ঞীর এক আজ্ঞা দু'বার দিতে হবে! যাও।

[ জুমেলিয়ার প্রস্থান।

কুবেণী। তাকে ভুল্‌বো! একবারে ভুলবো। [ছুরিকা বাহির করিয়া বক্ষের উপর ধীরে স্থাপন করিয়া] ধার আছে? কিন্তু —এই যে।—

[ জুমেলিয়া মদিরাপাত্র লইয়া প্রবেশ করিল। ]

কুবেণী। দে, দে শীঘ্র—[ পান করিয়া ] নর্ত্তকীরা?

জুমেলিয়া। আস্‌ছে।

( দূতের সহিত বিশালাক্ষের প্রবেশ )

কুবেণী। কি সংবাদ বিশালাক্ষ।

বিশালাক্ষ। বিপক্ষের শিবির থেকে এই দূত এসেছে।

কুবেণী। দুর্গদ্বার মুক্ত করেছ?

বিশালাক্ষ। না মহারাণী। এই দূত—

কুবেণী। দূত কিসের জন্য? দূতের কথা শুন্‌বার জন্য আমি এখানে বসে' নাই! জয়সেনকে নিমন্ত্রণ করে' নিয়ে এস। আমি তার অপেক্ষায় বসে' আছি।

বিশালাক্ষ। তার আগে জয়সেনের কি বক্তব্য শুনুন না মহারাণী!

কুবেণী। কিছু প্রয়োজন নাই। "না, বল দূত। কি বল্‌তে চাও। শীঘ্র বল।"

দূত। আমি পত্রবাহক মাত্র। [ পত্র দান ]

কুবেণী। [ বিশালাক্ষকে পত্র দিয়া ] পড় বিশালাক্ষ। উচ্চৈঃস্বরে পড়।

বিশালাক্ষ। [ পড়িতে লাগিলেন ] বিজয়ের ক্রীতদাসী। যে দস্যুর বলে আমার পিতাকে বধ করে', লঙ্কার প্রাসাদ অধিকার করেছিলে, সে দস্যু বিজয় এখন কোথায়? রাজ্ঞী। পরাভব স্বীকার কর। নহিলে—

কুবেণী। আর দরকার নাই। পত্রে কার স্বাক্ষর?

বিশালাক্ষ। "মহারাজ জয়সেন।"

কুবেণী। [ ব্যঙ্গস্বরে ] মহারাজ জয়সেন। কবে থেকে দূত?

দূত। আমি পত্রবাহক মাত্র।

কুবেণী। তা বটে। যাও—

দূত। পত্রের উত্তর?

কুবেণী। বিশালাক্ষ! কৃপাণের ঝনৎকারে---ভেরীর নির্ঘোষে—এ পত্রের উত্তর দাওগে যাও। আমি আসছি।

বিশালাক্ষ। জয় লঙ্কার রাজ্ঞীর জয়।

[ দূতের সহিত বিশালাক্ষের প্রস্থান।

কুবেণী। এতদূর স্পর্দ্ধা। জুমেলিয়া! সেই নিরীহ মাংসপিণ্ড জয়সেন—যে নতজানু না হয়ে—আমার সঙ্গে কথা কহিত না—ঐ রণ-শৃঙ্গ বেজে উঠেছে। জুমেলিয়া! আমি মর্ব্ব' যুদ্ধ করে' মর্ব্ব। পরাভব স্বীকার কর্ব্ব না। ডাক, আমার সহস্র পার্শ্বরক্ষিণীদের ডাক। তারা ত' আমায় ত্যাগ করেনি। ছুড়ে ফেলে দাও এ সব।

[ মদিরাপাত্র ছুড়িয়া ফেলিয়া ] জুমেলিয়া!

জুমেলিয়া। মহারাণী—

কুবেণী। আমার বর্ম্ম চর্ম্ম অসি নিয়ে এস। আর শোন—জুমেলিয়া, সাজো, তুমিও রণবেশে সজ্জিত হও। পার্ব্বে? না দরকার নাই। তুমি মর্ত্তে যাবে কেন? তুমি ত'—

[ প্রস্থান।

—

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—লঙ্কা

জয়সেন, তাপস, কুবেণী, উৎপলবর্ণ, বিশালাক্ষ ও জুমেলিয়া

তাপস। ঐ ধীরে ধীরে জ্ঞান হচ্ছে।

কুবেণী। বিজয়! বিজয়! এ কি! আমি কোথায়?

উৎপল। আপনার প্রাসাদে রাজ্ঞী।

কুবেণী। এ কি! আমার হাত বাঁধা কেন? —জুমেলিয়া! [ উঠিতে চেষ্টা ]

জুমেলিয়া। স্থির হও রাজ্ঞী! আমি উঠিয়ে দিচ্ছি [ উঠাইয়া দিলেন ]।

কুবেণী। এরা কারা?—এ যে জয়সেন! তুমি জয়সেন বটে?

বিশালাক্ষ। ধীরে ধীরে স্মৃতি ফিরে আস্‌ছে।

কুবেণী। এ কি! আমার হাত বাঁধা কেন?

জয়সেন। তুমি আমার বন্দিনী।

কুবেণী। তোমার বন্দিনী আমি! কেন জয়সেন?

বিশালাক্ষ। মহারাজ্ঞী! আমাদের যুদ্ধে পরাজয় হয়েছে।

কুবেণী। পরাজয়? যুদ্ধে?—কার সঙ্গে কার যুদ্ধ?—ও! মনে পড়েছে। তবে সে কি স্বপ্ন!—[ বিশালাক্ষকে ] আমি এতক্ষণ কোথায় ছিলাম সেনাপতি?

বিশালাক্ষ। মূর্চ্ছিত, সমরক্ষেত্রে।

কুবেণী। তবে কি সে সব স্বপ্ন?

উৎপল। কি স্বপ্ন মহারাণী?

কুবেণী। আমি দেখেছিলাম যে, অন্ধকারে আমি সমুদ্রের উপর এক উত্তাল তরঙ্গের উপর বসে', তার নীচে সহস্র ফণা বিস্তার করে' রয়েছে; আর দূর থেকে এক স্বর্ণ কিরণ এসে সে সমস্ত দৃশ্যকে উজ্জ্বল করে' দিল। সমুদ্র ধামারে তাল দিয়ে বেজে উঠল, উপরে কে ভূপালী রাগিণীতে গান ধরে' দিলে—সে কি সব স্বপ্ন?

উৎপল। তার পর?

কুবেণী। তার পর স্বর্ণকিরণ সেই সমুদ্রের জলে ডুবে গেল। আবার গাঢ় অন্ধকার। পিছন থেকে এক প্রকাণ্ড ঢেউ এসে আমায় ধাক্কা দিয়ে সমুদ্রের গর্ভে ফেলে দিল। তার পর বিজয় আমার—তূরী বাজাতে বাজাতে, পীত নিশান উড়িয়ে, সেই সমুদ্রের উপর দিয়ে ভেসে এল। আমি হাত বাড়িয়ে ডাকলাম, বিজয়! —বিজয়ও হাত বাড়াল, ধর্ত্তে পার্লাম না। আমি ডুবলাম। জলের মধ্যে থেকে সেই তূরীধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম। জলের মধ্যে থেকেই ডাকলাম, বিজয়! একটা বুদ্‌বুদ্ উঠল, —সে কি স্বপ্ন!—ও কি! পুরোহিত! চোখ মুছ্‌ছ কেন?

উৎপল। বিজয় আসবে।

কুবেণী। [ দাঁড়াইয়া ] আস্‌বে? আস্‌বে? কখন আস্‌বে?

উৎপল। বড় বেশী দেরীতে মহারাণী?

কুবেণী। যত দেরী হয় হোক্—আস্‌বে ত'? আর কোন দুঃখ নাই, আমার হাত খুলে দাও, সে এলেই আমি তার পা জড়িয়ে ধর্ব্ব।—ছাড়ব না। হাত খুলে দাও পুরোহিত!

জয়সেন। [ সৈনিককে ] হাত খুলে দাও।

কুবেণী। তুমি এখন লঙ্কার মহারাজ?

জয়সেন। আমি মহারাজ।

কুবেণী। এই সিংহাসন, এ প্রাসাদ তোমার, এ সৈন্য তোমার, এ পৌরজন তোমার. এ লঙ্কার অগাধ ধন রত্নরাজি তোমার, ভূপতি! সব নাও। বিজয় আমার থাকুক, আমি—

জয়সেন। কোথায় বিজয়সিংহ সুন্দরী—তোমার? যে পতি তোমারে দু'দিন ভোগ করে' উচ্ছিষ্টের মত পথে পরিত্যাগ করে'—

কুবেণী। পেয়েছিলাম তারে যদি,—সে বিজয় দেবতার বর; হারিয়েছি তারে যদি, সে ও দেবতার বর। পূর্ব্বজন্মের কৃত পুণ্যফলে পেয়েছিলাম, পূর্ব্বজন্মের কৃত পাপফলে তাকে হারিয়েছি—আবার যদি সেই বীর, সেই রাজাধিরাজ, সেই দেবতা—

জয়সেন। সেই দেশনির্ব্বাসিত, ঝটিকাতাড়িত যুবা, সেই অধমাধম দস্যু—

কুবেণী। দস্যু তুমি জয়সেন। বঙ্গের বিজয়সিংহ দ্বিতীয় রাঘবসম এসে এ সিংহল বিজয় করেছিলেন। আর তুমি ছলে, আমারই প্রজাদের—আমারই ভৃত্যদের হীন চক্রান্তের বলে লঙ্কা অধিকার করে', এই আস্ফালন কর্চ্ছ দস্যু!

জয়সেন। জানো না কি বন্দিনী! আমি যদি ইচ্ছা করি, মুহূর্ত্তেই তোমার দ্রুত রসনার গতি নিরুদ্ধ কর্ত্তে পারি।

কুবেণী। জানি জয়সেন! যখন সিংহ শৃঙ্খলিত, হেয় কুক্কুর এসে তাকে পদাঘাত করে' চলে' যায়। তবু চিরদিন সিংহ—সিংহ; কুক্কুর—কুক্কুর। যখন সূর্য্য অস্তমিত, তখন শিবা উল্লাসে চীৎকার করে; মহাধ্বংসের উপর ছত্রক জন্মে। এতে গর্ব্ব কর্ব্বার কিছু নেই জয়সেন।

জয়সেন। বল মহারাজ।

কুবেণী। মহারাজ!—আশ্চর্য্য! লঙ্কার মহারাজ জয়সেন! আচ্ছা জয়সেন! তুমি একবার ঐ সিংহাসনে ব'স দেখি—যে সিংহাসনে বিজয়সিংহ বস্‌ত। দেখি কি রকম দেখায়! আর এই আমার কৃতঘ্ন ভৃত্যকুল একবার চেঁচিয়ে জয়নাদ করুক—'জয় জয়সেন—নব লঙ্কার ভূপতি', দেখি কি রকম শোনায়—ব'স জয়সেন।

জয়সেন। তার জন্য তোমার আজ্ঞার অপেক্ষা কর্ব্বার প্রয়োজন হয় নাই কুবেণী।

কুবেণী। তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ কর্ব্বার প্রবৃত্তি আমার নাই। আমি তোমার বন্দিনী, তোমার যা ইচ্ছা হয় কর।

জয়সেন। কুবেণী! আমি তোমায় লাঞ্ছনা কর্ব্বার জন্য এখানে আনি নাই। তুমি যে রাজ্ঞী ছিলে, সেই রাজ্ঞীই থাকবে কুবেণী।

কুবেণী। জয়সেন! তোমার প্রদত্ত রাজত্বে আমি পদাঘাত করি।

জয়সেন। তুমি আমার রাজ্ঞী হবে।

কুবেণী। তোমার রাজ্ঞী হব! এ কি শুনছি ঠিক? তুমি কি এই কথা বলছ জয়সেন—যে, তুমি রাজা আর আমি রাজ্ঞী?—এ ত' পরম কৌতুক। ঐ ক্ষুদ্র চক্ষু, সংকীর্ণ ললাট, ঐ বামনের পাশে বসবে—এই কুবেণী!—জয়সেন! নিজের চেহারা কখন দর্পণে দেখেছ কি?

জয়সেন। এত অহঙ্কার—উত্তম। তবে তোমার এ দম্ভ চূর্ণ কর্ব্ব। তোমায় ভোগ করে,' সৌন্দর্য্য নিষ্পিষ্ট করে' নিয়ে তার পর সেই উচ্ছিষ্ট—পথের কর্দ্দমে ফেলে দেব।

কুবেণী। জয়সেন! এ যুদ্ধ জয় করে' তোমার হেন স্পর্দ্ধা হয়েছে যে, আমাকে সম্মুখে দেখেও এ কথা ভাব্‌তে পারো?

জয়সেন। শুধু ভাব্‌তেই পারি না কুবেণী, দেখাবো যে তা—

কুবেণী। সাবধান!

জয়সেন। কি কর্ব্বে? যদি এইক্ষণে—

কুবেণী। স্পর্শ কর দেখি?

জয়সেন। কি কর্ব্বে? বদ্ধ করপুট শুধু ভিক্ষা করে। কি কর্ব্বে—যদি—

কুবেণী। জানি না কি কর্ব্ব—জানি না কি হবে? কিন্তু জানি, যে, একটা কিছু হবে। জানি, যে, এত বড় অনিয়ম, শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম, কখন হয় নাই—হবে না—হ'তে পারে না। একবার স্পর্শ কর দেখি জয়সেন!

জয়সেন। দেখ তবে [ অগ্রসর হইলেন ]

বিশালাক্ষ। [ সম্মুখে আসিয়া ] সাবধান মহারাজ!

জয়সেন। [ চমকিয়া ] কে তুমি?—

বিশালাক্ষ। লঙ্কার রাজ্ঞীর গাত্রে কামস্পর্শে হস্তক্ষেপ কর যদি, নূতন সমর আরম্ভ হবে।

জয়সেন। উন্মাদ!

বিশালাক্ষ। উন্মাদ নই, আবার বল্‌ছি সাবধান!

জয়সেন। দূর হও![ অসি নিষ্কাশন ]

বিশালাক্ষ। অস্ত্রভয় করি না মহারাজ! আবার বলি সাবধান!

জয়সেন। যাও, কীট বধ কর্ব্ব না।

বিশালাক্ষ। [ জানু পাতিয়া ] আদ্যাশক্তি, তবে আজ সেই শক্তি দাও মা, যে শক্তিবলে বন্দীর শৃঙ্খল খসে' পড়ে, পাংশু অত্যাচার বিকম্পিত হয়। একবার সেই শক্তি দাও ত' মা! দেখি। [ পরে জয়সেন ও কুবেণীর মধ্যে আসিয়া ] এই শেষবার বলি, সাবধান মহারাজ।

জয়সেন। তবে মর [ অস্ত্রাঘাত ]

বিশালাক্ষ। তবে দেখ দৈবশক্তি মহারাজ। [ জয়সেনের গলদেশ ধরিলেন ও জয়সেনের তরবারি কাড়িয়া লইলেন। পরে তরবারি উঠাইয়া ] দেখ দৈবশক্তি মহারাজ।

জয়সেন। সৈন্যগণ। অস্ত্র নাও।

[ সৈন্যগণ তরবারি খুলিল।

জুমেলিয়া। [ সহসা অগ্রসর হইয়া ] ক্ষান্ত হও সৈন্যগণ। তোমাদের সেনাপতি জয়সেন আজ লঙ্কার অধিপতি, তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর চারিদিকে জয়ধ্বনি কর। লঙ্কার রাজ্ঞীতে তোমাদের কি প্রয়োজন? তাঁকে ছেড়ে দাও! চেয়ে দেখ—কনকলঙ্কার রাজ্ঞী। একদিন যার আজ্ঞা তোমরাই নতশিরে বহন কর্ত্তে, চেয়ে দেখ, সে মহামহিমা একদিনে ধূলিসাৎ! দয়া হয় না? তোমরা কি মানুষ নও?

কুবেণী। জুমেলিয়া! এই কৃতঘ্ন পামর সৈন্যদের কৃপাভিক্ষা কর্ত্তে লজ্জা হচ্ছে না? আমি কারো কৃপার ভিখারিণী নই। তবে এক ভিক্ষা চাই, জয়সেন—যে ভিক্ষা কর্ত্তে কোন নারীর লজ্জা নাই—আমার প্রাণ নাও, মান রাখ।

জয়সেন। কুবেণী! মুক্ত। তুমি যে লঙ্কার রাজ্ঞী ছিলে, আবার সেই লঙ্কার রাজ্ঞী! লঙ্কার জননী তুমি, জননী আমার। সৈন্যগণ! জয়ধ্বনি কর। "লঙ্কার রাজ্ঞীর জয়!"

সৈন্যগণ। লঙ্কার রাজ্ঞীর—

অরবিন্দ। [ বক্ষ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া কুবেণীর বক্ষে আঘাত করিয়া ] জয়!

জয়সিংহ। কি কর্লে তাপস!

অরবিন্দ। যে নারী মানুষকে বিবাহ করে' যক্ষরাজবংশের পুরাতন শুভ্র ইতিহাসে কালিমা ঢেলে দিয়েছে, আর যক্ষকে মানুষের পদদলিত করেছে, তার এই যোগ্য শাস্তি।

জয়সেন। বধ কর এই তাপসকে—

অরবিন্দ। বধ কর এই জয়সেনকে।

বিশালাক্ষ। যা হবার হবে। [ অরবিন্দকে আক্রমণ ]

অরবিন্দ। আমার কাজ শেষ হয়েছে [ ছুরিকা নিক্ষেপ ও পতন ]

[ সৈন্যগণ বিশালাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত। জয়সেন বর্শা লইয়া সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত। ]

কুবেণী। জুমেলিয়া! তার সঙ্গে আর দেখা হ'ল না?

( বুদ্ধশিষ্যসহ বিজয়সিংহের প্রবেশ )

বিজয়। ক্ষান্ত হও।

উৎপল। এসেছ বিজয়!

কুবেণী। এসেছেন! এসেছেন! বিজয়! বিজয়!

[ দুই তিনবার উঠিবার চেষ্টা ও পতন। ]

বিজয়। কুবেণী! কুবেণী!

জুমেলিয়া। কুবেণী আর শুন্তে পাচ্ছে না মহারাজ!

বিশালাক্ষ। এত দেরী বিজয়! [ ক্রন্দন করিয়া পদতলে পতন। ]

উৎপল। এইরূপ পূর্ব্বজন্মে এসেছিলে তুমি। কিন্তু এত দেরী কর নাই ত'! লঙ্কাবাসী সৈন্যগণ! উৎসব কর—উৎসব কর। বঙ্গের বিজয়সিংহ—বঙ্গের বৌদ্ধধর্ম্ম সিংহলে এনেছে।

বিজয়। বঙ্গের বিজয় নহে—বিশ্বের বিজয়।

বঙ্গের গৌতম নয়—বিশ্বের গৌতম।
ঐ দেখ অহিংসায় মোক্ষের সোপান;
দুঃখ ও মৃত্যুর রাজ্য আজি অবসান।
সুখ-মায়া, দুঃখ-ভ্রান্তি,
নিত্য মোক্ষ, নিত্য শান্তি
লও লঙ্কাবাসী!
আমি করিতেছি দান।

---

**যবনিকা পতন**

# সোরাব রুস্তম

( নাট্যরঙ্গ )

---

## উৎসর্গ

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায়

করকমলেষু—

---

## কুশীলবগণ

### পুরুষ

| | | | |
|---|---|---|---|
| রুস্তম | ... | ... | পারস্যের বীর |
| সোরাব | ... | ... | রুস্তমের পুত্র |
| কৈকায়ুশ | ... | ... | পারস্যের রাজা |
| তুরাণ-রাজ | ... | ... | |
| গুস্তাহাম | ... | ... | ইরাণ দুর্গের অধ্যক্ষ |
| হুজীর | ... | ... | গুস্তাহামের সেনাপতি |
| হুমান, বর্ম্মান | | ... | তাতার সৈন্যাধ্যক্ষদ্বয় |
| তুশ | ... | ... | কৈকায়ুশের সেনাপতি |

———

### স্ত্রী

| | | | |
|---|---|---|---|
| তামিনা | ... | ... | তুরাণ রাজকন্যা |
| আফ্রিদ | ... | ... | গুস্তাহামের কন্যা |
| সারিয়া, হামিদা, পরাগ | ... | ... | তামিনার সখীগণ |

———

# ভূমিকা

এই নাটকের গল্পটি আমি ফার্ডউসির "শাহনামা" নামক গ্রন্থ হইতে লইয়াছি। গল্পটি বিখ্যাত। ইংরাজী কবি Matthew Arnold এ বিষয়ে—একটি সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছেন।

এ পুস্তকখানি রচনা করার একটি উদ্দেশ্য আছে। কিছুদিন হইতে একটি কথা শুনিতে পাইতেছি যে, আমাদের দেশের রঙ্গালয়ের দর্শকবৃন্দ অশ্লীল "হাবভাব"-সমন্বিত গ্রাম্য রসিকতা শুনিবার জন্যই রঙ্গালয়ে গিয়া থাকেন; এবং সুরুচিসঙ্গত নাটক বা নাটিকার সম্প্রতি আর আদর নাই। আমি একবার আমার সাধ্যমত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই যে, সুরুচিসঙ্গত অপেরা এখন চলে কি না।

অশ্লীল কথায়—বা হাবভাবে মাতানো হাসানো শক্ত নয়। "দাদামহাশয়ী" ধরণের মোটা রসিকতা করিবার জন্য গ্রন্থকারের রসিক হওয়ার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তাহাতেও ত' লোক হাসে, আর বেশ পরস্পরের প্রতি কটাক্ষ করিয়া হাসে। উপরন্তু সে রসিকতা যতই অধিক কুৎসিত হয়, ততই বেশী উপভোগ্য। সত্যকথা বলিতে কি, অশ্লীলতাই সে সকল রসিকতার প্রাণ। সেইজন্য এইরূপ সস্তা রসিকতা সমাজে এত প্রচলিত।

কুরুচি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আছে। ইংলণ্ডেও অভিনেত্রীগণের নগ্নবৎ অবস্থা দেখিবার জন্য Music Hallগুলি প্রতিরাত্রি জনাকীর্ণ হয়। কিন্তু কোন গণ্য থিয়েটারে এরূপ দেখিলে শ্রোতৃবর্গ ব্যঙ্গচ্ছলে হাততালি দেয় ও শিষ দেয়। আমাদের দেশে যেদিন শ্রোতৃবর্গ সেইরূপ কুৎসিত রসিকতায় বা হাবভাবের প্রতি বিদ্বেষ না দেখাইবে, ততদিন সংস্কৃত রুচির দিকে রঙ্গালয়ে কর্ত্তৃপক্ষদিগের অত্যধিক লক্ষ্য প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা। কারণ, শ্রোতৃবর্গকে আদিরস প্রচুর পরিমাণে দিতে পারিলে যে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষদিগের প্রচুর লাভ হয়, সে কথা স্বতঃসিদ্ধ। আর রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণের স্বভাবতঃই সাধারণের রুচিসংস্কারের প্রতি অপেক্ষা নিজের আয়ের দিকে অধিক লক্ষ্য হইবেই। কিন্তু সাহিত্যিকদিগের এ বিষয়ে একটি কর্ত্তব্য আছে। তাঁহারা যদি জাতীয় চরিত্র ও রুচিগঠন করিতে চেষ্টা না করেন, ত' বাঙ্গালা সাহিত্য লুপ্ত হইয়া যাউক।

"সোরাব রুস্তম" দস্তুরমত অপেরা নয়—অপেরায় কতকগুলি নাচগান জোড়া দিবার জন্য যেটুকু কথাবার্ত্তার দরকার হয়—সেইটুকু কথাবার্ত্তাই থাকে, কিন্তু এ নাটকের তৃতীয় অঙ্কে কথাই তাহার প্রাণ। নাচগান তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। আবার এ নাটিকার প্রথম অঙ্কে যেরূপ নাচগানের প্রাচুর্য্য আছে, কোন নাটকে তাহা থাকে না। অতএব ইহা নাটকও নহে। এক কথায়—ইহা অপেরায় আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে নাটকে শেষ হইয়াছে।

সে যাহাই হউক, যদি এ নাটিকাখানি এরূপ সংমিশ্রণে উপাদেয় হয়—ত' আমার কিংবা পাঠকের ক্ষোভের কোন কারণ থাকিবে না। যদি জিনিষটা ভাল হয় ত' নামে কি আসে যায়,—বিবেচনার ভার পাঠকের উপরে। আমার সে বিষয়ে কিছু বক্তব্য নাই।

———

# সোরাব রুস্তম

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

স্থান—তুরাণের একটি অরণ্য—তাহার পার্শ্ব দিয়া একটি নদী বহিয়া যাইতেছিল।
কাল—সন্ধ্যা। পারস্যবীরোত্তম রুস্তম একটি তরুতলে নিদ্রিত

( বনদেবীগণের গীত )

বনে কত ফুল ফুটেছে কুঞ্জতরুর শাখে শাখে—
কুহু কুহু কুহুস্বরে পাতার মধ্যে কোকিল ডাকে।
আয় লো সখি কর্ব্বি খেলা, আজ এ
শান্ত সন্ধ্যাবেলা,
গীতিগন্ধবর্ণে রচি রাশি রাশি হাসির মেলা ;
সন্ধ্যাকাশে ছড়িয়ে দে না—
উড়ে যাবে ঝাঁকে ঝাঁকে।
আকাশ থেকে পড়বে তারা,
হয়ে আবার বৃষ্টিধারা ;
মানুষের এই হৃদয়-মাঝে হয়ে যাবে আপনহারা ;
অঙ্কুরিত কর্ব্বে প্রাণে রাশি রাশি বাসনাকে।
গর্ব্ব তা'রা করে বড়, গর্ব্ব দেখি কোথায় থাকে।

[ প্রস্থান।

রুস্তম। [ নিদ্রা হইতে উঠিয়া ] এ কি! সন্ধ্যা হয়ে এসেছে! এতক্ষণ ঘুমিইছি! এরা কা'রা ?

( দুইটি ব্যক্তির প্রবেশ )

রুস্তম। তোমরা কা'রা ?

১ ব্যক্তি। মহাশয়! আমরা এই সন্নিহিত গ্রামের দুইটি ভদ্র-সন্তান; এখানে বেড়াতে এসেছি।

রুস্তম। কি নাম ?

২ ব্যক্তি। মহাশয়! আমাদের নামের এমন কোন বিশেষ মাহাত্ম্য নাই যে, বল্লে আরো বেশী চিন্‌বেন।

রুস্তম। এ কোন রাজ্য ?

১ ব্যক্তি। এ তুরাণ রাজ্য।

রুস্তম। শিকার কর্ত্তে কর্ত্তে এতদূর এসে পড়েছি। এখন ফিরে যাওয়া ভার।—এ দেশের রাজধানী কি ?

১ ব্যক্তি। সামিঙ্গন।

রুস্তম। হাঁ সামিঙ্গনই বটে—আপনারা যান।

২ ব্যক্তি। আপ্যায়িত হ'লাম।

রুস্তম। আমিও যাই—আমার অশ্ব ? তাই ত' আমার অশ্ব রাকুশ কোথায় ?

২ ব্যক্তি। সেটা কি মহাশয়, ঘুমাবার আগে আমাদের জিম্মায় রেখে ঘুমিয়েছিলেন ?

[ উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

রুস্তম। এরা অত্যন্ত রূঢ়। আমায় সেলামটা পর্য্যন্ত কর্লে না। উপরন্তু বেশ একটু পরিহাস করে' গেল। এ দেশের কেউ কি রুস্তমকে চেনে না ?—যাই দেখি, আমার অশ্ব কোথায় গেল।

[ প্রস্থান।

### দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—পারস্যের একটি নগরে একটি পরিত্যক্ত স্থান। কাল—রাত্রি
পারস্যরাজ কৈকায়ুশ ও তাঁহার মহিষী দণ্ডায়মান

মহিষী। বর্ব্বর তাতারহস্তে পরাজিত তুমি!
হা ধিক্ পারস্যরাজ! নিজ রাজ্য ছাড়ি'
পলায়িত, প্রতাড়িত শৃগালের মত,
পারস্যভূপতি তুমি!

কৈকায়ুশ। এ দুর্দ্ধর্ষ বীর,
এ তাতারদস্যু আফ্রাসিয়াব দুর্ম্মতি ;—
সে দিন সে প্রতাড়িত রুস্তমবিক্রমে,

সুযোগ খুঁজিতেছিল। অদ্য সে রুস্তম
মৃগয়ানিরত, কোন দূর অজানিত
বনে, বর্ষকাল ধরি',—সুযোগ বুঝিয়া
এসেছে আবার দস্যু।

মহিষী। অমনি সত্বর
দ্রুতপদে পলাইলে তুমি, লজ্জাহীন
পারস্যভূপতি! যদি রুস্তমবিক্রম
রাখিয়াছে রাজ্য—তবে রুস্তম আসিয়া
বসুক এ সিংহাসনে। তুমি বৃদ্ধসন,
ক্ষীণ বিকম্পিত হস্তে রাজদণ্ড ধর—
রুস্তম ধরিয়া আছে কফোণি তোমার!
বসিয়াছ সিংহাসনে, পশ্চাৎ হইতে
রুস্তম ধরিয়া আছে তোমারে সবলে!
লজ্জা করে না কি?—তুমি পারস্যসম্রাট?
—হা ধিক্!

কৈকায়ুশ। মহিষী! শত্রু নহে ত' আমার
একাকী তাতার দস্যু; প্রজারাও আজি
আমার শাসনে রুষ্ট, বিশ্বাসঘাতক,
দিয়াছে সমরে যোগ তাতারের সনে।

মহিষী। সম্রাট, তোমার প্রজা, বল কা'র দোষে,
দিয়াছে সমরে যোগ বিপক্ষের সনে?
স্বভাবতঃ মিত্র যা'রা, নিরীহ, তাদের
কে করেছে শত্রু? ভেবে দেখেছ কি তাহা?
—সে তোমার অত্যাচার, নির্ম্মম শাসন।
রাজসিংহাসনে বসি' রোষরক্ত আঁখি
ফিরায়েছো প্রজাদের অসন্তোষ 'পরে,
অথচ দু'হস্ত ব্যস্ত রেখেছো লুণ্ঠনে।
লালসাপ্রদীপ্ত বক্ষে চেয়েছো কেবল
পারস্য-ললনা।—যেন প্রজা কেহ নহে,
শুদ্ধ যন্ত্রমাত্র তব হীন লালসার!
শুদ্ধ বর্ত্মমাত্র তব সম্ভোগশকট
ছুটায়ে দিবার জন্য—প্রশস্ত নিয়ত!
এই কি রাজার নীতি? এই কি শাসন?
—মহারাজ! প্রজাদের দাও স্নেহ যদি,
তাহারাও দিবে স্নেহ; উত্ত্যক্ত যদ্যপি
কর তাহাদের, তা'রা করিবে নিয়ত
উত্ত্যক্ত তোমারে! ঘৃণা রোষ দিয়া কভু
ক্রয় নাহি করা যায় ভক্তি প্রজাদের।
জানিও নিশ্চয় প্রভু!

কৈকায়ুশ। [ভাবিয়া] সত্য কহিয়াছ।
ফিরে যদি পাই পুনঃ রাজসিংহাসন,
করিব রাজ্যের ভিত্তি প্রজাদের প্রতি;
সাধিব নিয়ত নিত্য তাদের কল্যাণ।

মহিষী। জয় হোক—পূর্ণ হোক তব অভিলাষ।
[প্রস্থান।

কৈকায়ুশ। জানি, জানিতাম পূর্ব্বে
অতি সত্য বাণী—
চিরন্তন সত্য এই।—তবু ভুলে যাই;
যখন ক্ষমতাদৃপ্ত হই; কোথা হ'তে
দুষ্প্রবৃত্তি জেগে ওঠে; ভাবি বিশ্বতলে,
আমি ভিন্ন আর কারো সুখ সুখ নহে।
(তুশ, সদাজি ও গুরুরাজের প্রবেশ)

কৈকায়ুশ। করিলে সন্ধান, তুশ?

তুশ। করেছি সন্ধান।
রুস্তম তুরাণপ্রান্তে মৃগয়ানিয়ত।

কৈকায়ুশ। পাঠাও তাঁহারে তবে
এই সমাচার—
বল তাঁরে ফিরিতে ইরাণে দ্রুতগতি
পারস্যরাজার কহ এ দীন মিনতি।

——

## তৃতীয় দৃ

স্থান—সামিঙ্গনের রাজসভা। কাল—প্রভাত।

তুরাণের রাজা ও পারিষদবর্গ ও বিদূষক

রাজা। আমার একেবারে সমদর্শী বিচার।

পারিষদবর্গ। একেবারে চুলচেরা—
চুলচেরা।

রাজা। তুমি কি বল বিদূষক?

বিদূষক। মহারাজ। মহারাজের বিচার দেখে দয়াময় বিবেচনা কল্লে'ন যে, এ তুরাণ রাজ্যে তাঁর থাকার আর দরকার নেই। তাই তিনি এ দেশ ছেড়ে চলে' গিয়েছেন।

রাজা। কোথায় গিয়েছেন?

বিদূষক। সেটা ইতিহাসে লেখে না। তবে বোধ হয় তিনি ইরাণ রাজ্যে গিয়াছেন।

রাজা। হাঁ, ইরাণ রাজ্যের রাজা কৈকায়ুশ ভয়ানক অত্যাচারী রাজা বটে।

পারিষদবর্গ। একেবারে সাক্ষাৎ দস্যু।

রাজা। রাজ্য শাসন কর্ত্তেই জানেন না।

পারিষদ। একেবারে [অবজ্ঞাসূচক ইঙ্গিত করিল]

বিদূষক। মহারাজ রাজ্যশাসনের একটা পাঠশালা খুলুন।

রাজা। রাজ্যশাসনের পাঠশালা

বিদূষক। হাঁ। তাতে শেখানো হবে কি রকম ক'রে' উদারনীতি প্রচার কর্ত্তে হয়, আর কাজ কর্ত্তে হয় ঠিক তার বিপরীত—দুটোর সামঞ্জস্য রেখে।

রাজা। তা কখনও হয়?

বিদূষক। ঐটুকুই ত' শক্ত। নৈলে, শিখবে কি? তার পরে শেখাতে হয়, কি রকম ক'রে, যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করা উচিত; কিন্তু যুদ্ধস্থল হ'তে নিজে পালাতে হয় সকলের আগে।

রাজা। তুমি আমায় পরিহাস কর্চ্ছ?

বিদূষক। মহারাজ বুঝেছেন দেখ্ছি।

রাজা। আমি ইরাণের সঙ্গে গত যুদ্ধে পালাইনি। তবে কি না—

বিদূষক। ঐ তবে কি-নার জায়গাটায় গোল, মহারাজ!

রাজা। তবে কি না ঐ রুস্তম—

পারিষদবর্গ। আজ্ঞে মহারাজ ঠিক বলেছেন —তবে কি না রুস্তম—

রাজা। যদি সেই যুদ্ধে বীর রুস্তম পারস্য-রাজার সহায় না হোত· তা হ'লে এই কৈকায়ুশকে আমি শুদ্ধ চোখ রাঙ্গিয়ে সার্‌তাম —যুদ্ধ কর্ত্তে হোত না।

পারিষদবর্গ। যুদ্ধ!—হেঁঃ—তার সঙ্গে আবার যুদ্ধ। [ হাস্য ]

বিদূষক। বরং তা হ'লে মহারাজ পারস্য-রাজের সঙ্গে একটা বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে' আস্‌তেন বোধ হয়।

রাজা। পৃথিবীর মধ্যে বীর আমি আর ঐ রুস্তম।

পারিষদবর্গ। [ সঙ্গে সঙ্গে ] আর ঐ রুস্তম।

বিদূষক। মহারাজ নিজের সঙ্গে রুস্তমের নামটা বিনয় করে' কর্লেন বোধ হয়।

রাজা। না, রুস্তম বীর বটে।

পারিষদবর্গ। আজ্ঞে মহারাজ, তা বটে।

বিদূষক। আমি শুনেছি মহারাজ, যে শাস্ত্রে আছে, যে ঈশ্বর বীরত্ব জিনিষটা তৈরী করে' তিনখানা জাহাজ করে' পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। এক জাহাজ দেন রুস্তমকে, এক জাহাজ দেন মহারাজকে, আর এক জাহাজ দয়াময় বাকি সব মানুষগুলোর মধ্যে বিলি করে' দেন।

রাজা। শাস্ত্রের কথা কি মিথ্যা হয় না।

পারিষদবর্গ। সে কি।

বিদূষক। মহারাজ! পৃথিবীর মধ্যে সব প্রশ্নেরই মীমাংসা হয়, কেবল একটি প্রশ্নের মীমাংসা হয় না।

রাজা। সে প্রশ্নটা হচ্ছে কি?

বিদূষক। সে প্রশ্নটা হচ্ছে এই—যে, যদি মহারাজের সঙ্গে রুস্তমের যুদ্ধ হয়—ত' কে জেতে।

রাজা। বাহুযুদ্ধে রুস্তম আমার সমকক্ষ হ'তে পারে বটে, কিন্তু তরোয়াল নিয়ে কখনই পারে না;

বিদূষক। উঁহু! অত সহজেই প্রশ্নটির মীমাংসা হচ্ছে না মহারাজ! প্রশ্ন বড় কঠিন।

রাজা। তারপরে রুস্তমের বুদ্ধি একেবারে নেই; কিন্তু—এই আমার বুদ্ধি!—এ রকম বুদ্ধি—

পারিষদবর্গ। সচরাচর দেখা যায় না।

রাজা। তুমি কি ভাব্‌ছো বিদূষক?

বিদূষক। আমি ভাব্‌ছিলাম যে, মহারাজের বুদ্ধির একটা আরক তৈরি ক'রে একটা ব্যবসা খুল্লে হয়।

রাজা। তুমি পরিহাস কর্চ্ছ। [ হাস্য ]

[ পারিষদবর্গ সঙ্গে সঙ্গে হাস্য করিল। ]

নেপথ্যে। [ বহুকণ্ঠে ] রুস্তম! রুস্তম!

রাজা। 'রুস্তম' কি!—ও কি শব্দ! শব্দ যে এই দিকেই আস্‌ছে। 'রুস্তম' কি! [ বিদূষককে ] ওহে! 'রুস্তম' কি!—ঐ যে; উগ্রমূর্ত্তি রুস্তমই ত' আমার সভায় আস্‌ছেন! ওহে ওহে [ লুকাইবার চেষ্টা। ]

বিদূষক। সেই প্রশ্নটার মীমাংসা বুঝি হয়ে যায় মহারাজ!

রাজা। [ পারিষদের পশ্চাতে ] না, আমি ভয় পাচ্ছি না। তবে কি না—

বিদূষক। ঐ "তবে কি না" জায়গাটায় বরাবরই গোল বাধে মহারাজ!

( ক্রুদ্ধভাবে রুস্তমের প্রবেশ )

রুস্তম। কে রাজা?

রাজা। আজ্ঞে কি হয়েছে!

রুস্তম। রাজা কে?

বিদূষক। আজ্ঞে, এ দেশের রাজা কেউ নেই।

রুস্তম। রাজা কেউ নেই? তা কখন হ'তে পারে?

বিদূষক। তাও ত' বটে। তা ত' হ'তে পারে না, দেখ্‌ছি।

রুস্তম। কে রাজা?

বিদূষক। কে রাজা!

রুস্তম। দেখ, আমার এই মেজাজটা নিয়ে খেলা কর্ব্বার জিনিষ নয়। রাজা কে, এই মুহূর্ত্তে বল—নহিলে এক পদাঘাতে [ভূতলে পদাঘাত]

[রাজা, বিদূষক ও অধিকাংশ পারিষদ্ ভূপতিত হইলেন]

রুস্তম। এখনও বল, কে রাজা?

বিদূষক। [রাজাকে] বলে' ফেলুন মহারাজ। আর বিলম্ব কর্ব্বেন না।

রুস্তম। [রাজাকে] আপনি রাজা?

রাজা। আজ্ঞে! আমার কি অপরাধ হয়েছে?

রুস্তম। আপনার রাজ্যে আমার অশ্ব রাকুশ চুরি গিয়াছে। আমি সে অশ্ব চাই।

রাজা। আজ্ঞে খুঁজে দিচ্ছি—কিছু সময় দিন।

রুস্তম। আচ্ছা, তিন দিন সময় দিলাম।

রাজা। আজ্ঞে, সে তিন দিন আপনি—

রুস্তম। সে তিন দিন আমি এখানে থাক্‌ব।

রাজা। অবশ্য অবশ্য।

রুস্তম। আমার খাদ্যের আয়োজন করুন। আমার বিশ্রামের ঘর কোথায়?

রাজা। এই যে—এই দিকে আসুন—এই দিকে [রুস্তমকে লইয়া প্রস্থান।]

বিদূষক। বাপ্! যেমন শরীর, তেমনি মেজাজ। আর একবার [ভূমিতে পদাঘাত] —তা হ'লেই আর দেখ্‌তে হ'ত না। প্রাণ-পাখী আমার এখনও বুকের পাঁজরায় পাখার সাপট মার্চ্ছে। স্থিরোভব। প্রাণপাখী আমার! স্থিরোভব। ভয় পেয়ো না।

(বিদূষক ও সভাসদ্‌দিগের গীত)

আমরা ভয় পেয়েছি ভারি।
—করি যদি সত্যকথা জারি—
উঠ্‌লাম দিয়ে লম্ফ—ভাবলাম হ'ল ভূমিকম্প—
(যখন) পড়ে' গেলাম জগঝম্প—ত্রিভঙ্গ মুরারি!
(তখন) ভয় পেয়েছি ভারি।
এবার বেঁচে গেছি প্রাণে, বাড়ী ফিরি মানে মানে,
আসন্নবৈধব্য তাঁদের ঘুচাই—যদি পারি—
ওরে দ্বার ছেড়ে দে দ্বারী॥

---

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—সামিঙ্গনের রাজ-অন্তঃপুর। কাল—সন্ধ্যা

রাজকন্যা তামিনা ও সখীগণ

(সখীগণের গীত)

সখী বদন তোল;—চাহো ফিরে;
মুছে ফেল তব নয়ন নীরে।
তোমার বিদেশী বঁধু, হৃদয় ভরা মধু—
এসেছে ঘরে,—
সোনার ঢেউ এসে লেগেছে তীরে॥
তবে বাঁধো তারে তোমার প্রেমহারে,
ফুল ডোরে—
হৃদয় দিয়ে তারে রাখো ঘিরে॥

তামিনা। সখি! আমি শয়নে স্বপনে এত দিন এই রুস্তমেরই স্মৃতি ধ্যান কর্চ্ছিলাম। তিনি যখন এই প্রাসাদে এসেছেন, তখন বিধি আমাদের মিলিয়ে দিয়েছেন, বল্‌তে হবে।

১ম সখী। তা বল্‌তে হবে বৈ কি!

তামিনা। আমি মনে মনে তাঁকেই পতিত্বে বরণ করেছি।

২য় সখী। আচ্ছা সখি, তুমি তাঁকে না দেখেই পতিত্বে বরণ কর্লে কি করে'?

তামিনা। দেখার কি দরকার? তাঁর নাম আসমুদ্র-পরিখ্যাত; তাঁর বীরত্ব ইরাণ রাজ্যের স্তম্ভ। আমি বাহিরের রূপ চাহি না। আমি তাঁর গুণমুগ্ধ।

(সারিয়া ও হামিদার প্রবেশ)

সারিয়া। সখি সখি! দেখে এলাম।

তামিনা। কি?

হামিদা। কি আবার, তোমার প্রাণকান্তকে দেখে এলাম।

তামিনা। রুস্তমকে?

সারিয়া। হাঁ সখি।

তামিনা। কি রকম দেখলে?

হামিদা। কি রকম যে, তা ভাল করে' দেখিনি, তবে কি রকম নয় যে, তা বেশ করে' দেখে এসেছি।

সারিয়া। একেবারে তন্ন তন্ন করে'—

হামিদা। শুনবে?

সারিয়া। শোন—

( গীত )

সারিয়া।—
ও তার, কটিদেশে পরা নহে পীতধড়া
নাহি শিখি-চূড়া শিরে।

হামিদা।—
ও সে, বাজায় না বাঁশী মুখে মৃদু হাসি,
নিকুঞ্জে যমুনাতীরে গো।

সারিয়া।—
ও তার রাজীব চরণে বাজে না নূপুর;
রিনিনি ঝিনিনি কি দিনদুপুর;

হামিদা।—
নহে, সুবঙ্কিমঠাম, নবঘনশ্যাম—
কথা নাহি কয় ধীরে গো;

সারিয়া।—
ও সে জানে নাক ছলা-কলা গো;

হামিদা।—
হাতটি ধরিতে ভুল করে' যেন
ধরে না কাহার গলা গো;

সারিয়া।—
ও সে বেণীটি ধরিয়ে,
হাসিতে হাসিতে খায় নাককানমলা গো।

হামিদা।—
কারো, কানে কানে কথা কয় না,
যে কথা সাদরে যায় না বলা গো।

সারিয়া।—
সে নয় কালো শশী
( যা কেহই কোথাও দেখিনে গো। )

হামিদা।—
সে নয় কেলেসোনা
( যা কোথাও কেতাবে লেখেনি গো )

উভয়ে।—
সে নয় মদনগোপাল,—ননীর অঙ্গ;
কুঞ্চিতকেশ বাঁকা ত্রিভঙ্গ;
—রমণীর মত জানে না রঙ্গ,
অপাঙ্গে চায় না ফিরে।

তামিনা। এ ত' ভারতবর্ষের শ্রীকৃষ্ণের কথা হোল। আমি পড়েছি।

সারিয়া। তা পড়্বে না! ভারতবর্ষের লোকেরা যে আমাদের কি "তুত" ভাই হয়।

হামিদা। আর সে রাজ্য পারস্যের এত কাছে। তুমি ভারতবর্ষের শ্রীকৃষ্ণের কথা যদি শুনে না থাকো, তবে তুমি তুরাণের রাজকন্যা হয়ে জন্মেছিলে কেন? সেই রাধিকারমণ—

সারিয়া। ননিচোরা—

হামিদা। নিকট কপট শ্যাম—খাসা লোক! ইনি কিন্তু সে রকম ন'ন।

তামিনা। রুস্তম কি রকম ন'ন, তা জেনে কি হবে! তিনি কি রকম, তাই জান্তে চাই।

সারিয়া। কি রকম শুন্‌বে?

হামিদা। শোন—

( গীত )

হামিদা। ও তাঁর, বিশাল দেহ,
দেখেনি কেহ হেন বাহু দুইখানি।

সারিয়া। তাঁর ললাট উচ্চ বক্ষ বিরাট,
মেঘগম্ভীর বাণী গো।

হামিদা। ও তাঁর, প্রকাণ্ড গোঁফ—

সারিয়া। বৃষস্কন্ধ—

হামিদা। শিরোপরে নাহি কেশের গন্ধ—

সারিয়া। সখী রে তোমার কপাল মন্দ—

হামিদা। জানি সখী তাহা জানি গো;

সারিয়া। নাহি যদি পাও তাঁহারে—

হামিদা। তোমার ভাগ্য বলিয়া মানি গো।

তামিনা। আমি ঐরূপই কল্পনা করেছিলাম।

সারিয়া। সখি রে!

হামিদা। কি হ'লো।

সারিয়া। একদিন তাঁরে স্বপনে দেখেছিলাম।

হামিদা। বুকচাপা হয়েছিল বুঝি!

সারিয়া। সে আমার আমি তার—

হামিদা। অন্য কারো হব না না কি?

সারিয়া। এই ত' পুরুষ! নহিলে পুরুষগুলো যদি স্ত্রীলোকের মত লম্বা চুল রাখে, নাকিসুরে কথা কয়, অপাঙ্গে চায়, আঁচল ঘুরিয়ে পরে, আর "প্রাণনাথ" বল্‌তে সুরু করে, তা হ'লে স্ত্রীলোকদের একটা উপায় কর্ত্তে হয়। যে পুরুষগুলো কেশের বেশের বেশী পারিপাট্য করে, তাদের দেখে আমার ভারি দুঃখ হয়।

হামিদা। তা হয় বটে।

সারিয়া। তাদের যেন সদাই ভাবনা—

( গীত )

সারিয়া। নিদয় বিধাতা কেন না আমারে
জগতে পাঠালে রমণী করে' রে।

হামিদা। শুধু সহিব না প্রসব-বেদনা,
দশ মাস তারে জঠরে ধরে' রে।
সারিয়া। পরিতাম মালা খাইতাম মধু,
হামিদা। ডাকিতাম শুধু 'প্রাণনাথ' বঁধু
সারিয়া। বাঁধিতাম বেণী—
হামিদা। দেখিতাম শুধু
প্রেমের স্বপন ঘুমের ঘোরে রে॥

( পরাগের প্রবেশ )

পরাগ। সখি সখি! সর্ব্বনাশ হয়েছে।

সারিয়া ও হামিদা। কি! কি!

পরাগ। রুস্তমের ঘোড়া পাওয়া গেছে।

তামিনা। সে ভালই হয়েছে।

পরাগ। কিন্তু রাজার আস্তাবল যে খালি!

তামিনা। কি রকম!

পরাগ। রাজার ঘোড়াগুলো তা'কে দেখে ভয়ে দড়ি ছিঁড়ে ছুট্।

তামিনা। সে কি!

পরাগ। কিন্তু ঘোটকীগুলোর আচরণ অন্যরকম দাঁড়ালো।

সারিয়া ও হামিদা। কি রকম?

পরাগ। ঘোটকীগুলো সব তাকে ভারি পেয়ার কর্ত্তে আরম্ভ করে' দিলে। তার মধ্যে একটি ঘোটকী সেই ঘোটকের কাছে গিয়ে, সেলাম করে', হেসে কান নীচু করে' বাঁদিকে ঘাড় বেঁকিয়ে, বল্লে "বেশ চেহারা।" রুস্তমের ঘোড়াও ডানদিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকে বাঁ পায়ের এক চাট দিলে। রাজা ও রুস্তম তাদের পরস্পরের প্রতি পূর্ব্বরাগের লক্ষণ দেখে, তাদের বিয়ের ঠিক করে' এখন দিনস্থির কর্ত্তে বসেছেন।

সারিয়া। ও সখি, কি হ'লো!

তামিনা। কি?

হামিদা। লক্ষণ যে বড় ভালো। তুমিও এই অবসরে যদি রুস্তমের দিকে চেয়ে ঘাড়টা ডান দিকে বাঁকিয়ে ফেরাতে পারো—

সারিয়া। তা হ'লে সব গোল চুকে যায়—একসঙ্গে দুটো বিয়ে হয়ে যায়।

তামিনা। কিন্তু—

সারিয়া। আর এর মধ্যে কিন্তু নেই। একেবারে "অতএব।"

হামিদা। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই সখি।

সারিয়া। এসো আমরা তোমায় সাজিয়ে দিচ্ছি।

তামিনা। সে কি!

হামিদা। আর "সে কি" নয়। চল চল।

( সখী সকলের গীত )

কি দিয়ে সাজাব মধুর মূরতি,
কি সাজ মিলিবে উহারি সাথ রে।
কঠিন হীরা হেম-রজতে
সাজায়ে পূরে না মনের সাধ রে।
তবে, আয় দি' প্রভাত-কনক-কিরণে অতুল
উজল মুকুট গড়ায়ে,
স্নিগ্ধ বিজলি ঘন হতে' পাড়ি',
গাঁথি' হার গলে দি' পরায়ে।

২

জলধিনীলে অঞ্জন করি'
দি' ও-আঁখি-অপাঙ্গে বুলায়ে,
কুড়ায়ে তারাহীরাভাতি চারু কর্ণে দুল দি' দুলায়ে;
পূর্ণচন্দ্ররেখারচিত, কোমল করে বলয় রাজিবে;
বিহগ-কূজন-গঠিত নূপুর চুম্বি' যুগল চরণে বাজিবে।

৩

মেখলা দিব ভানুলেখা আনি'
নবঘন স্নেহে সিনায়ে;
দিব রে বসন—সান্ধ্য মেঘে
রঞ্জিত রবির ঘুমটি বিনায়ে;
চরণের তলে দিব অলক্তক—
কবির গীত ভকতিরাশি;
দিব ও অধরে অধররাগ—
কিশোরপ্রেমস্বপন হাসি।

——

## পঞ্চম দৃশ্য

স্থান সামিঙ্গন প্রাসাদের একটি শয়নকক্ষ

কাল—নিশীথ। রুস্তম নিদ্রিত

রুস্তম। [ উঠিয়া ] এ দুঃস্বপ্ন! দূরে এক
বিকট চীৎকার!
বিশাল সমুদ্রবক্ষে পোত একখানি
টলিছে তরঙ্গে; বৃষ্টি, ঝটিকা, বিদ্যুৎ;
প্রকাণ্ড তরঙ্গ, আর ফেণা রাশি রাশি
আর চারিদিকে তা'র মত্ত হাহাকার।
—এমন সময়ে এক স্বর্গীয় সঙ্গীত,—

ক্ষীণ, পরে উচ্চতর ; পরে চারিদিকে
আর কিছু নাই, শুধু, অসীম সঙ্গীত
পরে এক দেবতার দীর্ঘশ্বাস এসে
ঘিরে নিয়ে গেল তারে। স্তব্ধ, শান্ত, স্থির
মেদিনী আকাশ। পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতি আর
রাশি রাশি নীলিমা আকাশে। চেয়ে দেখি
—সঙ্গীত পড়িয়া আছে ; তাহার উপরে
দাঁড়াইয়া এক স্থির মূক হাহাকার—
কে তুমি ?

( দীপ হস্তে তামিনার প্রবেশ )

তামিনা। তামিনা আমি, রাজার দুহিতা।

রুস্তম। এ সেই সঙ্গীত।

তামিনা। বীর—

রুস্তম। যেন পরিচিত,
অথচ কখন পূর্ব্বে দেখি নাই তারে।
মুখে এ কি আভা!—যেন সব বর্ণরাজি
চরণে দলিত করি', শুভ্র ও রক্তিমা
প্রভুত্বের জন্য সেথা করিছে সমর।
এ গতি—উত্তপ্ত মধ্য-নিদাঘ-নিশীথে,
একটি সমীরোচ্ছ্বাস,—যাহা এসে যায়,
ঈষৎ স্তিমিত করি' দীর্ঘ দীপশিখা।
দুটি নয়নের তারা—যেখানে ঘুমায়
ঘনীভূত রৌদ্রদীপ্ত প্রভাতনীলিমা।
গ্রীবাভঙ্গ—সুগঠিত গর্ব্ব ও ব্রীড়ায়।
ওই বক্ষঃস্থল—যা'র উত্থান পতন,
জন্ম ও মৃত্যুর করে শুদ্ধ অভিনয়।
সামিঙ্গন-রাজকন্যা তুমি ?—কিম্বা দেবী ?
নহিলে ঝঙ্কার কেন তব পদক্ষেপে ?
ও-অঙ্গ ঘেরিয়া কেন স্বর্গের সৌরভ ?
—এ কি দয়া ? কিম্বা এক নিষ্ঠুর ছলনা ?
আমি কি জাগ্রত কিম্বা নিদ্রিত ?

তামিনা। রুস্তম!
তোমার বীরত্বগাথা শুনিয়াছি আমি,
করিয়াছি তোমারেই পতিত্বে বরণ।
—আমায় বিবাহ কর।

রুস্তম। এ ভঙ্গী, এ স্বর,
মিথ্যা ত' বলে না। এই দৃষ্টি সমুজ্জ্বল ;
—এ ত' মিথ্যা বলে না কখন!

তামিনা। বীরবর!
জানিও অসূর্য্যম্পশ্য রূপা নারী আমি ;
কিন্তু নিঃসঙ্কোচে আজি আসিয়াছি বীর,
তব পার্শ্বে, পতিপার্শ্বে যেমতি নির্ভয়ে
আসে পত্নী!—আমাদের যুগল আত্মার
সম্মিলন, বদ্ধ কর পুণ্য পরিণয়ে।
পিতার সম্মতি চাহো।

রুস্তম। স্বপ্ন সত্য হয়!—
দেবি! কল্য প্রাতে তবে চাহিব তোমার
পিতার সম্মতি। তব মন্ত্রমুগ্ধ আমি।
—আমি এক বন্য পশু, তুমিই তাহারে
মুহূর্ত্তে করিলে বশ!—
হৃদয়ে আমার
বিপুল প্রকাণ্ড ঝঞ্ঝা অব্যাহতগতি,
বহিয়া যাইতেছিল এতদিন।—তুমি
তাহারে করিলে শান্ত মুহূর্ত্তে সুন্দরী!
( তামিনা তাঁহার হাত বাড়াইয়া দিলেন,
রুস্তম তাহা চুম্বন করিলেন )

——

## ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—সামিঙ্গন বিবাহ-সভা। কাল—রাত্রি

বিবাহ আসনে উপবিষ্ট রুস্তম ও তামিনা;
বিবাহ উৎসব। সখীগণের নৃত্যগীত

( গীত )

হৃদয়ে হৃদয় মিশে গেছে আজ,
প্রাণে মিশে গেছে প্রাণ।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাবের নদী বহিছে উজান।
[ ওগো সই ]
জাগিছে বর্ণে মধুর গন্ধ,
মধুর ভাবেতে ভাবিছে ছন্দ,
কাঁপে সুরলয়ে মহা আনন্দ,
—উঠিছে গভীর গান,
শৌর্য্যে মিশেছে রূপের রাশি,
সুকণ্ঠ সাধা, সুরে সুর বাঁধা,
—উঠিছে গভীর গান।
রৌদ্রে মিশেছে ফুলের হাসি,
মহান্ আবেগে বিষাদ বিরাগ
হয়ে গেছে অবসান।
প্রণয়ের নব প্রভাতে রজনী—
হয়ে গেছে অবসান॥

——

# দ্বিতীয় অঙ্ক

—*—

## প্রথম দৃশ্য

মহাকাল। আমি মহাকাল;
আমি অন্ধ, মত্ত মহা পারাবার;
বৎসরের কোটি ঢেউ উঠে পড়ে হৃদয়ে আমার।
মেদিনীর মত আমি কেড়ে নেই, যাহা করি দান;
হিংস্রজন্তু সম আমি গ্রাস করি আপন সন্তান।
জীবের রক্তাক্ত চক্র ঘর্ঘরিয়া আমি যাই চলি,
ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ তার তৃণসম চক্রতলে দলি'
বিংশতি বৎসর কাল এইরূপে জ্বলি' ধীরে ধীরে,
আবার নিভিয়া গেছেসে অনাদি প্রগাঢ় তিমিরে।
গেছে চলি' এই মত বিচ্ছেদের বিংশতি নিদাঘ,
করি, পরিতপ্ত সতী তামিনার ব্যর্থ অনুরাগ।
রুস্তম পারস্য যুদ্ধে রণোন্মত্ত, বুঝি আজ তা'র
সামিঙ্গনরাজকন্যা তামিনায় মনে নাহি আর
কিন্তু তাঁর পুত্র এক, নেত্রাঞ্জন, সুকুমার, ধীর,
করিয়াছে স্নিগ্ধরূপে আলোকিত অঙ্ক দুঃখিনীর।
বিংশতি বসন্ত ঋতু সোরাবের উপরে, তাহার
বর্ষিয়াছে স্নেহসিক্ত, কুসুমিত সৌন্দর্য্যসম্ভার।
বিংশতি বরষা গেছে ধরণীরে করি' বারিদান;
সেই দিন হ'তে আজি বিংশতি বৎসর ব্যবধান।
[ প্রস্থান।

——

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—সামিঙ্গনের রাজ-অন্তঃপুর। কাল—সায়াহ্ন
তামিনা ও তাঁহার সখীগণ
দূরে দিবা দণ্ডায়মান

( তামিনার গীত )

আঁধার জোয়ার আসে ঐ—ধীরে ধীরে তায়
সোনার জগতখানি কূলে কূলে ছেয়ে যায়।
সে জোয়ারে আসি ভাসি' অনন্ত আলোকরাশি,
অনন্ত অভরভরা দিব্য হাসি নীলিমায়,
ঘরে ঘরে শান্তি সুপ্তি প্রীতি সুধা বসুধায়।
সন্ধ্যায় সেতুর 'পরে এমনি এমনি করে',
তার পথ চাহি চাহি দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে হায়
আমি শুধু ফিরে যাই নিতি নব নিরাশায়।

( সোরাবের প্রবেশ )

সোরাব। এই যে মা, একাকিনী এখনও এখানে?
কি ভাবিছ মা আমার!
তামিনা। না বৎস। কিছু না।
সোরাব। না মা বল, বল, বল।—শুধু আজি
নহে; মা, আমি জানি না, কেন তুমি নিত্য
হেন বিষাদে লালন কর হৃদয়ে তোমার।
কি দুঃখ তোমার, বল।
তামিনা। কি দুঃখ তাহার,
তুমি যার পুত্র বৎস।
সোরাব। তথাপি, তথাপি,—
কি হেতু মলিন তুমি—দেখিয়াছি আমি
সন্ধ্যাকাশপানে তুমি চেয়ে চেয়ে রহ;
পরে সূর্য্য অস্ত যায়; পরে ছেয়ে আসে
পশ্চিম আকাশে ছায়া; সন্ধ্যা তারা উঠে;
পরে ধীরে ধীরে ধীরে আকাশ শিহরি'
অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জে রোমাঞ্চিত হয়;
তবু সেই চেয়ে আছ।—গভীর নিশীথে
গিয়াছি তোমার কক্ষে, তুমি নিদ্রাহীন,
উঠেছো চমকি 'কহি—'কে বৎস সোরাব?'—
ভাবিতে ভাবিতে কভু চক্ষে জলকণা
দেখা দেয়, মুছে ফেল তা'রে, গান গাও—
যেন কিছু ঘটে নাই। সহসা আমারে
আগ্রহে চাপিয়া ধর বক্ষের উপরে;
আমার সমস্ত মুখ নিষ্পেষিত কর
প্রগাঢ় চুম্বনে; পরে কাঁদ, পরে হাস।
কি দুঃখ তোমার মাতা! বল, বল—আমি
সে দুঃখ করিব দূর।
তামিনা। সোরাব! সোরাব!!
[ সোরাবের গলদেশ ধরিয়া ক্রন্দন ]
সোরাব। মা, মা!
তামিনা। জানিস্ কি বৎস—কার পুত্র তুই?
জানিস্ কে তোর পিতা?
সোরাব। না, তুমি ত' তাহা
বল নাই আমারে কখন।
তামিনা। শোন তবে,—
রুস্তম জনক তোর! এতদিন কেহ
কহে নাই তোর কাছে তোর পিতৃনাম,
আমারি নিষেধে বৎস।
সোরাব। রুস্তম! রুস্তম!
যাঁর কীর্ত্তি যাঁর নাম ভুবনবিখ্যাত!—
সেই—সেই রুস্তম আমার পিতা।

তামিনা। তোরে কভু
দেখেন নি তিনি। আজ বিংশতি বৎসর,
তিনি নিরুদ্দেশ। আজি বিংশতি বৎসর,
আছি আমি তাঁর পুণ্য-স্মৃতি ধ্যান করি'।
সোরাব। মাতা, আমি তাঁর পুত্র,
তথাপি, তথাপি—
এতদিন পিতা-পুত্রে হয়নি সাক্ষাৎ?
তামিনা। কহিয়াছিলেন তিনি যাইবার কালে,
যদি মোর পুত্র হয়, আপনি আসিয়া
লইয়া যাবেন তারে।
সোরাব। তথাপি, জননী,
আসেন নি আজো তিনি!
তামিনা। না বৎস, আমিই
পাঠায়েছিলাম তাঁরে মিথ্যা সমাচার—
যে আমার কন্যা হইয়াছে; অবজ্ঞায়
তাই বুঝি আসেন নি তিনি।
সোরাব। কেন মাতা এ মিথ্যা বলিয়াছিলে?
তামিনা। সোরাব! সোরাব!
বলিতে হইবে "কেন?"
সোরাব। মাতা, মিথ্যা কভু
শুভফলপ্রদ নহে।—অন্তিমে তাহার
নিশ্চয় অশুভ ঘটে। যা হোক, জননী,
আমি যাবো, অন্বেষিয়া তাঁহারে, এখানে
স্নেহের শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া আনিব।
তামিনা। যাস্ না সোরাব।
( তামিনার ভ্রাতা জুয়ারার প্রবেশ )
তামিনা। ভাই জুয়ারা, জুয়ারা!
সোরাবে বারণ কর, দোহাই তোমার?
জুয়ারা। কি বারণ করিব, তামিনা?
তামিনা। চলে' যেতে।
জুয়ারা। কি সোরাব! কোথা যাবে?
সোরাব। পারস্যে, মাতুল,
যেখানে আমার পিতা।—এ কি বিপরীত!
পিতাপুত্রে এ জীবনে হবে না সাক্ষাৎ?
পতি-পত্নী আমরণ রহিবে বিচ্ছেদে?
আমি যাব জনকের করিতে সন্ধান।
তামিনা। জুয়ারা! সোরাবে আজ কহিয়াছি
আমি তাহার পিতার নাম।—কেন কহিলাম।
জুয়ারা। সত্যকথা: তামিনা। সোরাব চিরদিন
রহিবে কি পিতৃহারা?
সোরাব। আরও এক কথা,—
শুনিতেছি কৈকায়ুশ, পারস্যাধিপতি,
ছাড়িয়া দিয়াছে রাজ্যে মুক্ত স্বেচ্ছাচার।
প্রপীড়িত প্রজাদের করুণ ক্রন্দন
ঢেউয়ে ঢেউয়ে বড় হয়ে পৌঁছিয়াছে এই
সুদূর তুরাণরাজ্যে। পারস্য রাজার
দমন করিব আমি এই স্বেচ্ছাচার।
পিতা আর আমি যদি সম্মিলিত হই,
আমাদের কোন্ কাজ অসাধ্য ভুবনে?
—অনুমতি দাও মাতা।
তামিনা। অনুমতি দিব?
জীবনের একমাত্র সম্বল আমার!
তোরেও ছাড়িব যদি, কোন্ সুখে আর
জীবন ধরিব পুত্র?
জুয়ারা। আসিবে আবার।
তামিনা! রবে কি পুত্র চিরদিন তার
মাতার অঞ্চল ধরি'?
সোরাব। আবার আসিব;
পরিপূর্ণমনস্কাম আবার আসিয়া
বন্দিব চরণ তব।—অনুমতি দাও।
তামিনা। তবে যাও বৎস, তব পিতৃ-অন্বেষণে।
আমিও যেমন তোর জননী, রুস্তম
তেমনই তোর পিতা। বাধা দিব নাক
সঙ্গত ইচ্ছায় তোর।—ভ্রাতা, সঙ্গে যাও;
রহিও সতত সঙ্গে, দেখিও তাহারে।
যদি বা বৎসের দেখ আসন্ন আপদ,
ত্বরা সে সংবাদ দিও রুস্তমে।—রুস্তম
হইলে সহায় তা'র, নাহি কোন ভয়।
দাঁড়াও, দাঁড়াও বৎস! পরাইয়ে দেই,
তোমারে সে পিতৃদত্ত অক্ষয় কবচ।
[ তামিনার প্রস্থান।
সোরাব। অক্ষয় কবচ?—কোন্ অক্ষয় কবচ?
জুয়ারা। সোরাব! রুস্তম যবে এই রাজধানী
করিলেন ত্যাগ, এক কাঞ্চন কবচ
দিয়া তামিনার হস্তে—কহিলেন—"যদি
পুত্র হয় দিও বাঁধি' বাহুতে তাহার
মম নামাঙ্কিত এই অক্ষয় কবচ।"
( তামিনার পুনঃপ্রবেশ )
তামিনা। এই সে কবচ! [ বাঁধিয়া দিলেন ]
বৎস সোরাব! কবচ বাঁধিয়া দিলাম
বৎস। দেখিলে কবচে চিনিবেন তিনি,
যাও, তবে বৎস,—যাও, মাতৃপদধূলিসহ,
লও আশীর্বাদ।
[ আশীর্বাদ করিয়া চক্ষে বস্ত্র দিয়া প্রস্থান।

সোরাব। মাতারে ছাড়িয়া যেতে চাহিছে না
প্রাণ; তথাপি যাইতে হবে।
জুয়ারা। চল বৎস, চল!
রাজার নিকটে গিয়া লই অনুমতি।

[ নিষ্ক্রান্ত।

( দিবা ও নিশার প্রবেশ )

দিবা। এখনও সময় হয়নি যাবার,
চাই না যেতে আমি।
নিশা। দেখ লো চেয়ে তপন তোমার
অস্তাচলগামী।
দিবা। আকাশ আমার সোনার বরণ
এখন কেন আসে মরণ,
নিশা। দেখ' তোমার ক্রমে ক্রমে
নিভে আসে আলো।
ভাল সময় থাকে যখন,
তখন যাওয়াই ভালো।
দিবা। শ্যামল ধরা সুনীল আকাশ
আমি ভালোবাসি।
নিশা। আবার পাবে প্রভাত হ'লে—
দিবা। এখন তবে আসি।

[ প্রস্থান।

( নিশার গীত )

নিশা। এস এস সখী সন্ধ্যার তারা
মুখে ল'য়ে মৃদু মধুর হাসি।

( সন্ধ্যাতারার প্রবেশ ও গীত )

শুক। আলোক-সাগরে এই যে গো আমি
আঁধার জোয়ারে এসেছি ভাসি।
নিশা। সোনার আকাশ দেখ না চেয়ে—
ধূসর বরণে আসিছে ছেয়ে
সখীরা কোথায়?

( অন্য গ্রহতারাদের প্রবেশ ও গীত )

তারা। এই যে এসেছি
যেমন নিত্য নিশীথে আসি।

( তারাকুলের প্রবেশ ও নৃত্যগীত )

গভীর নিশীথে অসীম গগনে
আমরা যে গান গাই,
আলোক-বিন্দু হইয়ে ধরায়
ঝরিয়া পড়ে গো তাই।
আমাদের আছে ঘেরি চারিধার
কেবল আঁধার—কেবল আঁধার—
রাশি রাশি রাশি কেবল আঁধার—
নাই, আর কিছুই নাই;
তাহার মধ্য হইতে অনাদি
সে গান শুনিতে পাই।

——

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—সামিঙ্গনের রাজসভা। কাল—অপরাহ্ণ

রাজা ও বিদূষক

রাজা। রুস্তমের আচরণটা বিশেষ অদ্ভুত ঠেক্‌ছে। আমার মেয়ে বিয়ে করে' এই বিশ-বৎসর একেবারে নিরুদ্দেশ।

বিদূষক। হাঁ মহারাজ, তাই ত' দেখছি।

রাজা। যেমন তার স্বভাব।—যখন শিকার কর্ত্তে বেরিয়েছে, আহার নাই, নিদ্রা নাই, শিকারই চলেছে। যখন আহার-নিদ্রায় মন দিল ত' কেবল খাচ্ছে, আর ঘুমোচ্ছে।—আর কোন কাজ নেই।

বিদূষক। ঐ জায়গাটায় তাঁকে হিংসা হয়, মহারাজ।

রাজা। আবার যখন যুদ্ধ চলেছে, ত' যুদ্ধই চলেছে। এখন বোধ হয় সুরার স্রোত চলেছে। আর পৃথিবীতে আর সব ভুলে আছে।

বিদূষক। বেছে বেছে জামাই পাকড়েছেন কিন্তু মহারাজ। যাকে দেখ্‌লেই আমার সর্দ্দি-গর্ম্মি হয়।—বাপ কি চেহারা!

রাজা। বীরের চেহারা।

পারিষদ। হাঁ, বীরের বটে। কিন্তু ভদ্রলোকের নয়। তার পরে এই খামখেয়ালী মেজাজ। বিয়ে করে' বিশ বছর নিরুদ্দেশ।

রাজা। পারস্যরাজ কৈকায়ুশ যে ডেকে পাঠালে। তাকে আবার সিংহাসনে বসিয়ে এখন—

বিদূষক। নিশ্চিন্ত।

রাজা। তবে একটা কথা হচ্ছে এই যে, যদি আমার মেয়ের খবরই নেবে না, তবে এ রকম বিবাহ করাই বা কেন।—তা বল্‌তে পারিনে।

বিদূষক। শুধু এ রকম কেন? কোন

রকমই বিয়ে করাই যে কেন, তা আমিও বল্‌তে পারি না।

রাজা। কেন?

বিদূষক। বিয়ের পর বছর-দুই একরকম বেশ স্বপ্ন দেখে কেটে যায়, কিন্তু তার পরেই এমন একটা অবস্থা এসে দাঁড়ায়, যাতে ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ—যাকে দেখি তাকেই হিংসে হয়।

রাজা। কি রকম?

বিদূষক। এটা দস্তুরমত একটা দাসত্ব। তফাৎ এই যে, মুনিবের দাসত্ব করে' দুপয়সা পাওয়া যায়, আর স্ত্রীর দাসত্ব করে' যথাসর্ব্বস্ব তাঁকেই আবার দিতে হয়। তার উপরে আসল ধারের উপর সুদের মত ছেলেপিলেগুলোর সংখ্যা বাড়তেই চলেছে।

রাজা। তোমার বিবাহিত জীবন তা হ'লে বিশেষ সুখের হয় নি।

বিদূষক। সুখের? দস্তুরমত দুঃখের—কি বল্‌বো মহারাজ, আর কথা খুঁজে পেলাম না।

রাজা। কি রকম?

বিদূষক। তবে শুনুন।

(গীত)

প্রথম যখন বিয়ে হলো
ভাবলাম বাহা বাহা রে।
কি রকম যে হয়ে গেলাম
ব'লব তাহা কাহারে।
এমনি হ'ল আমার স্বভাব,
যেন আমি হ'লাম নবাব,
নাইকো আমার কোনই অভাব,
পোলাও কোর্ম্মা কোপ্তা কাবাব,
রোচে নাক আহারে।
ভাবতাম গোলাপ ফুলের মত
ফুটে আছে প্রিয়ার মুখ;
দূরে থেকে দেখবো শুঁক্‌বো শুধু গন্ধটুকু;
রাখবো জমা প্রেমের খাতায়,
খরচ মোটে ক'রবো না তায়,
রাখবো তারে মাথায় মাথায়,
মুদবো নাক, আঁখির পাতায়,
হারাই পাছে তাহারে।
শঙ্কা হোতো—পাছে প্রিয়া,
কখন করে অভিমান,
পরীর মতন পেখম তুলে
হাওয়ার সঙ্গে মিশে যান;
নকল-নবীশ প্রেমের পেশায়,
হয়ে যেতুম বিভোর নেশায়,
প্রাণের সঙ্গে দিয়ে কে সায়,
খাম্বাজ সঙ্গে বেহাগ মেশায়—
মরি মরি আহা রে—
দেখলাম পরে চাঁদের করে
নেহাত প্রিয়া তৈরী নন;
বচনসুধায় যায় না ক্ষুধা
বরং শেষে জ্বালাতন;
যদি একটু হেলায় ফেলায়,
আসতে দেরী রাত্রির বেলায়,
অমনি তর্ক গুরু চেলায়,
পালাই তাঁর বকুনির ঠেলায়
পগারে কি পাহাড়ে।
দেখলাম পরে প্রিয়ার সঙ্গে
হ'লে আরও পরিচয়,
পরীর মতন মোটেই প্রিয়ার
উড়ে যাবার গতিক নয়;
বরং শেষে মাথার রতন,
নেপ্টে রৈলেন আটার মতন—
বিফল চেষ্টা বিফল যতন,
স্বর্গ হতে হ'ল পতন—
রচেছিলাম যাহারে॥

রাজা। তাইত'। তা হ'লে ব্যাপারটা দস্তুরমত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে বলতে হবে।

বিদূষক। কঠিন? দস্তুরমত—খারাপ।

(জুয়ারা ও সোরাবের প্রবেশ)

রাজা। কি ভায়া, এ বেশ?

সোরাব। দাদামহাশয়, আমি বিদায় নিতে এসেছি।

রাজা। বিদায়? সে কি? কোথায় যাচ্ছ?

সোরাব। ইরাণে।

রাজা। ইরাণে? কেন?

সোরাব। আমার পিতার কাছে।—

[ রাজা জুয়ারাকে ইঙ্গিত করিলেন। ]

জুয়ারা। সোরাব জান্‌তে পেরেছে যে রুস্তম তার পিতা।

রাজা। ও। কিন্তু তার ত' দেখা পাবে না।

সোরাব। আমি খুঁজে বের কর্ব্ব।—না দাদামহাশয়। আমি যাবো. আর এই

পারস্ত-রাজকে দমন কর্ব্ব। সেই স্বেচ্ছাচারী দস্যু—

রাজা। সে কি ভায়া, তুমিও তোমার বাপের স্বভাবটা পেলে নাকি? পারস্তের রাজা একটা পরাক্রান্ত রাজা—

সোরাব। তা হোক। আমি ভয় করি না। আমি কার পুত্র! পিতা আর আমি এক হ'য়ে এ স্বেচ্ছাচার দমন কর্ব্ব। অত্যাচার দমন কর্ব্বার জন্যই ত' বাহুবল। নইলে ঈশ্বর, মানুষকে শক্তি দিয়েছিলেন কেন?

বিদূষক। ঈশ্বর দিয়েছিলেন কেন, তা ঈশ্বর জানেন।

সোরাব। অত্যাচার যখন শক্তির মদিরা পান করে, তখন সে কেবল এক তরবারির যুক্তি মানে।

বিদূষক। শাস্ত্রেই আছে, তর্কের সেরা লাঠির গুঁতো।

রাজা। আচ্ছা যাও ভাই। তবে জুয়ারা, তুমিও সঙ্গে যাও। সোরাব নেহাৎই ছেলে-মানুষ। আমি সঙ্গে কিছু সৈন্য দিচ্ছি।

জুয়ারা। হাঁ, আমিও যাচ্ছি। আর আফ্রাসিয়াব আমাদের ১২০০০ তুরকী সৈন্য দিতে চেয়েছেন।

রাজা। ও! তা বেশ। দেখো, সাবধানে থেকো। অশ্বশালা থেকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অশ্ব বেছে নাও।

জুয়ারা। রুস্তমের সেই অশ্বের শাবকই সব চেয়ে তেজস্বী।

রাজা। হাঁ, তবে সেইটেই নাও।

পারিষদ। হাঁ, রুস্তমের শাবক তাঁর অশ্বের শাবকের উপর চ'ড়ে যাক্, নৈলে মানাবে কেন?

সোরাব। তবে আমি যাই দাদামহাশয়?

রাজা। যাও।

[ সোরাব ও জুয়ারা রাজাকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। ]

রাজা। কি বল! কোন ভয়ের কারণ নেই বোধ হয়। সোরাব খুব বীর হয়েছে।

বিদূষক। মহারাজ! যদি এমন কোনও নিশ্চয়তা থাকে যে, যুদ্ধে দুটি সৈন্য, দুটি সার বেঁধে পরস্পরের দিকে পিছন ফিরে তীর ছুঁড়বে, ত' সোরাব যাক্, কোন ভয় নেই।

রাজা। নেই ত'!

বিদূষক। না, কোন ভয় নেই। তবে যদি পরস্পরের দিকে সম্মুখ ফেরে, তা হলেই ভয়ের কারণ আছে।

রাজা। আছে নাকি?

বিদূষক। বিশেষ। আমি এটা কোন রকমেই বুঝতে পারি নে মহারাজ, যে, যুদ্ধটা পেছনে পেছনে না হয়ে সম্মুখে সম্মুখে হয় কেন? ওটা ভুল প্রথা। কারণ, নাক চোখ ইত্যাদি লোকসান হবার জিনিষগুলি সব সম্মুখ দিকে।

রাজা। সেটা ঠিক্।

বিদূষক। আরও একটা কথা এই যে, যুদ্ধ কর্ত্তে সৈন্যগুলো পরস্পরের দিকে এগোয় কেন? যদি দুটো সৈন্য কিছু না করে' কেবল পিছোয়, তা হ'লে আর কোন গোলই থাকে না, আর যুদ্ধটাও বেশ নির্ব্বিবাদে হয়ে যায়।

রাজা। তোমার খুব বুদ্ধি ত'।

বিদূষক। আজ্ঞে বুদ্ধির জোরেই করে' খাচ্ছি।

[ নিষ্ক্রান্ত।

---

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—ইরাণের প্রান্তস্থ একটি দুর্গ

কাল—প্রভাত

দুর্গের সৈন্যাধ্যক্ষ হুজীর ও দুর্গাধিপতি গুস্তাহামের কন্যা আফ্রিদ্। সঙ্গে অন্য সৈন্যগণ

( গীত )

হুজীর। নিয়ে বারো হাজার তুরক সোয়ার
সোরাব এলো সবাই কয়।
আফ্রিদ্। তার উদ্দেশ্যটা?—
হুজীর। ঠেক্‌ছে যেন কর্ত্তে চায় এ দুর্গ জয়।
আফ্রিদ্। তোমরা কেন অলস এবে, যুদ্ধ কর—
হুজীর। দেখ্‌ছি ভেবে,
আফ্রিদ্। বিনা যুদ্ধে দুর্গ ছেড়ে দেবে!
হুজীর। সত্যি সত্যি তাও কি হয়?
আফ্রিদ্। পর চর্ম্ম বর্ম্ম শিরস্ত্রাণ—
লও ভল্ল অসি ধনুর্ব্বাণ;
হুজীর। যার ইচ্ছা তিনি যুদ্ধে যান!
আফ্রিদ্। সেনাপতি!
হুজীর। যিনি চান—
আসুন, এ পদ কর্চ্ছি দান;
আফ্রিদ্। দেশের জন্য দিচ্ছ প্রাণ—
হুজীর। প্রাণটা এমন তুচ্ছ নয়।

( বৃদ্ধ গুস্তাহামের প্রবেশ )

গুস্তাহাম। দেখ হুজীর! সোরাব এ দুর্গ অবরোধ করেছে। এখন কি করা যায়?

হুজীর। মহাশয়! এই ক্ষুদ্র সৈন্য নিয়ে সোরাবের সঙ্গে যুদ্ধ করাটা যুক্তিসঙ্গত নয়।

গুস্তাহাম। তবে যুদ্ধ করে' কাজ নেই।

আফ্রিদ্। সে কি বাবা! এ বিশ বৎসরের বালকের কাছে পরাজয় স্বীকার কর্লে যে লোকে হাস্‌বে।

গুস্তাহাম। তাও ত' বটে হুজীর! লোকে যে হাস্‌বে।

হুজীর। লোকে একটু হেসে প্রাণটা যদি বাঁচে, তাতে লাভ বৈ লোকসান নাই।

গুস্তাহাম। আফ্রিদ্! হুজীর কথাটা সমীচীন বলেছে। লোকে না হয় একটু হাস্‌লো। প্রাণটা ত' বাঁচ্‌লো।

আফ্রিদ্। কিন্তু মান খুইয়ে প্রাণ!

গুস্তাহাম। তাও বটে। মান খুইয়ে প্রাণ —হুজীর।

হুজীর। মহাশয়! প্রাণই যদি গেল ত' মানটা ভোগ ক'র্ব্বে কে?

গুস্তাহাম। [ সঙ্গে সঙ্গে ] ভোগ ক'র্ব্বে কে?—বৎসে!

আফ্রিদ্। এক বিশ বৎসরের বালক,—তার কাছে—

গুস্তাহাম। পরাজয় মেনেই বা নেই কি বলে'। তাও ত' বটে—দেখ হুজীর, এ বিষয়টা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। তোমরা দুজনেই সত্যকথা বল্‌ছো।

[ প্রস্থানোদ্যত।

আফ্রিদ্। তবে যুদ্ধ ক'র্ব্বেন?

গুস্তাহাম। কর যুদ্ধ।

হুজীর। কিন্তু—

গুস্তাহাম। তবে আর যুদ্ধ করে' কাজ নাই।

আফ্রিদ্। বাবা!—

গুস্তাহাম। দেখ, আমার বুদ্ধিটা খেল্‌ছে না। তোমরা একটা আপোষে মীমাংসা কর। আমি যুদ্ধ কর্ত্তে জানি; কিন্তু যুদ্ধ করা উচিত কি উচিত নয়, তা আমার স্বর্গীয় পিতাঠাকুর মর্ব্বার আগে সজ্ঞানে কিছু ব'লে যান্‌নি।—

[ প্রস্থান।

আফ্রিদ্। ব্যাপারটা ঠিক যেখানে ছিল, সেইখানেই রৈল।

হুজীর। অবিকল।

আফ্রিদ্। একপাও এগুলো না।

হুজীর। একপাও না।

আফ্রিদ্। দেখ, তোমরা যদি এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর কাছে পরাজয় স্বীকার কর ত' আমি তোমাকে কাপুরুষ বল্‌বো।

হুজীর। তা না হয় বোলো।

আফ্রিদ্। আর তোমার মুখদর্শন কর্ব্ব না।

হুজীর। ঐ জায়গাটায়ই এই গোল বাধ্‌ছে। কারণ, তুমি জানো আফ্রিদ্ যে আমি—অর্থাৎ—তোমার—

আফ্রিদ্। তা জানি বলে'ই ত' বল্‌ছি। তা নৈলে আমি তোমার মুখদর্শন না কর্লে তোমার কি আস্‌ত' যেত।

হুজীর। তবে যুদ্ধ কর্ব্ব।

আফ্রিদ। এই ত' কথা!—পার্ব্বে?

হুজীর। খুব পার্ব্বো।

আফ্রিদ। উত্তম! তবে চল!

[ প্রস্থান।

---

## পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—ঐ দুর্গের বাহিরের সমরাঙ্গন

কাল—প্রাহ্ণ

তুরকী সৈন্যাধ্যক্ষদ্বয় হুমান্ ও বর্ম্মান্

বর্ম্মান। দেখ হুমান্। আফ্রাসিয়াব আমাদের ১২০০০ তাতার সৈন্য নিয়ে সোরাবের সাহায্যে পাঠিয়েছেন যে উদ্দেশ্যে, তা ভুলে যেও না।

হুমান। ভুল্‌বো কেন বর্ম্মান্। কিন্তু বীরবর রুস্তম পারস্যের রাজার সহায় থাকৃতে আফ্রাসিয়াবের পারস্যের রাজা হবার সম্ভাবনা কম।

বর্ম্মান। সোরাবের সঙ্গে রুস্তমের যদি একবার যুদ্ধ হয়, তবে সেটা একেবারে ছেলেখেলা হবে না। দেখ্‌লে ত' কালিকার যুদ্ধে সোরাব বাঁ হাতের ক'ড়ে আঙ্গুল দিয়ে যেন দুর্গসৈন্যাধ্যক্ষ হুজীরকে বন্দী কর্লে।

হুমান্। কিন্তু সোরাব আর রুস্তমের যদি

একবার দৈবাৎ পরিচয় হয়ে যায়, তা হ'লে কি আর পিতা-পুত্রে যুদ্ধ হবে ?

বর্ম্মান। সেই পরিচয় হ'তে দেওয়া হবে না। আমরা এসেছি কি ক'র্ত্তে তবে ? চল, আমরা শিবিরের ভিতরে যাই। বৃষ্টি আস্ছে।

হুমান। চল।

[ উভয়ের প্রস্থান।

( সোরাবের প্রবেশ )

সোরাব। শূন্য সমরাঙ্গন। আজ আমার মাতার সেই সকরুণ সাশ্রু-দৃষ্টিপাত মনে আস্ছে।—মা আমার! কাজ উদ্ধার ক'রে শীঘ্রই আবার আস্‌বো—এ কে ?

( সসৈনিক বীরবেশে আফ্রিদের প্রবেশ )

সোরাব। কে তুমি ?

আফ্রিদ। তুমি কি বীর সোরাব ?

সোরাব। হ্যাঁ বালক।

আফ্রিদ। আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর।

সোরাব। তোমার সঙ্গে বালক।

আফ্রিদ। হ্যাঁ, আমার সঙ্গে ?

সোরাব। এ কি পরিহাস ?

আফ্রিদ। পরিহাস নয়। যুদ্ধ কর।

সোরাব। তোমার সঙ্গে ? পার্ব্বো না ত', ঐ ননীর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত কর্ব্ব কেমন করে' ? আর ও মুখখানি ত' চুমো খাবার।

আফ্রিদ। ব্যঙ্গ রাখো। যুদ্ধ কর।

সোরাব। বালক! তুমি কতদিন হ'ল মায়ের দুধ ছেড়েছো ?

[ আফ্রিদ কথা না কহিয়া আক্রমণ করিলেন। সোরাব বিদ্যুৎবৎ তরবারি বাহির করিয়া সে আঘাত ঠেকাইলেন ]

সোরাব। তোমার অঙ্গে আঘাত কর্ব্ব না। তবে তোমার উষ্ণীষ রক্ষা কর।

[ সোরাবের তরবারি আঘাতে আফ্রিদের তরবারি ভূপতিত হইল ও পরে সোরাবের তরবারির আঘাতে আফ্রিদের উষ্ণীষ পড়িয়া গেল ও সম্বদ্ধ কেশরাশি আলুলায়িত হইল ]

সোরাব। এ কি! তুমি ত বালিকা। কে তুমি সুন্দরী!

[ হাত ধরিলেন ]

আফ্রিদ। আমি দুর্গাধিপতির কন্যা।

সোরাব। তাই ত' বলছিলাম না, যে, এ মুখখানি চুমো খাবার।

আফ্রিদ। হাত ছাড়ুন।

সোরাব। তাই কি হয় সুন্দরী! যুদ্ধ কর্ত্তে এসে বন্দী হয়েছো। এখন কি ছাড়ুন বল্লেই ছাড়বো ? ধর্ম্মে সইবে কেন ? তাই ত'! আমি ভাবছিলাম যে, এ চাঁদমুখখানি কি পুরুষের সাজে ?

আফ্রিদ। কি বল্‌ছেন ? লোকে আপনার চরিত্র লঘু মনে কর্ব্বে।

সোরাব। তা করুক। দেখ বীরবালা! আমি কোন অশোভন প্রস্তাব কচ্ছি না। আমি তোমায় বিবাহ কর্ব্ব।

আফ্রিদ। শুনুন আমি এক প্রস্তাব করি! আমি আপনাকে বিবাহ কর্ত্তে প্রস্তুত। কিন্তু আমার পিতার বিনা অনুমতিতে পারি না। অদ্য বিদায় দিন। কল্য পিতার অনুমতি নিয়ে তার পরে দুর্গ সমর্পণ কর্ব্ব; তার পরে আপনাকে বিবাহ কর্ব্ব। আমার পিতা বৃদ্ধ। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান।

সোরাব। উত্তম! যাও। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা মনে থাকে যেন! দেখ বীরবালা! আমি যেমন তোমায় বন্দী করেছি, তুমি আমায় সেইরূপ বন্দী করেছো।—ফিরে এসো।

আফ্রিদ। আস্‌বো। সোরাব, তোমায় আমি ভালবাসি।

সোরাব। আচ্ছা যাও। [ উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান ও দুই প্রহরী কর্ত্তৃক ধৃত ও বন্দীভাবে হজীরের প্রবেশ ]

হজীর। আমি দেখেছি, আমি শুনেছি আফ্রিদ! এত লঘু তোমার চিত্ত!—আচ্ছা, প্রতিফল পাবে।

প্রহরী। চল কারাগারে।

হজীর। চল। [ নিষ্ক্রান্ত।

( বৃষ্টিধারার প্রবেশ ও নৃত্যগীত )

আমরা নাচিতে নাচিতে নামিয়া আসি।
যখন অসীম আকাশে ব্যেপে
পিঙ্গল আভা ওঠে সে কেঁপে,
গুরু গুরু গুরু গরজি গগনে
ঘোরে ঘন ঘোর বারিদরাশি।
ঝর্ ঝর্ ঝর্ তর্ তর্ তর্
তাথিয়া তাথিয়া থিয়া ;—
পড়ি ধরণীর তৃষিত অধরে
শূন্য আকাশ দিয়া ;

আমরা, তুচ্ছ করিয়া মেঘের ভ্রূকুটি,
ঝঞ্ঝা-পৃষ্ঠে চড়ে' যাই ছুটি';
যখন গগন গরজে সঘন,
করতালি দিয়া আমরা হাসি।

( সোরাব, হুমান ও বর্ম্মানের পুনঃপ্রবেশ )

সোরাব। কি হুমান্ সত্য ইহা? দুর্গ-অধিপতি
অসম্মত বিনা যুদ্ধে দুর্গ-সমর্পণে?
হুমান। সেইরূপ শুনিতেছি।
বর্ম্মান। আসিয়াছে দূত
লইয়া সে বার্ত্তা বীর।
সোরাব। নিয়ে এসো দূতে।

( আফ্রিদের দুর্গের উপরে প্রবেশ )

আফ্রিদ। তুরাণের বীরবর! দুর্গ-অধিপতি
পিতা মম অসম্মত দুর্গ সমর্পণে।
যুদ্ধে পারো, জয় কর দুর্গ, বীরোত্তম!
সোরাব। তবে এ তোমার ছল সুন্দরী?
আফ্রিদ। ছলনা
করিতে নারীর জন্ম জানো না কি বীর?
তাহার কবরী বাঁধা হইতে তাহার
চরণে শিঞ্জিনী পরা—সকলই ছলনা।
পুরুষ ভুলাতে জন্ম তা'র, তাই সদা
ধার-করা অলঙ্কারে, ঝঙ্কারে, সৌরভে,
আবরণ করিয়া রেখেছে আপনারে।
রমণীর হৃদয়ের কতটুকু জানে
নির্ব্বোধ পুরুষ জাতি? এ সংসারে—মায়া।
সবচেয়ে মোহময়ী মায়া মায়াবিনী
রমণী,—জানিও বীর!
সোরাব। সত্য কি সুন্দরী!
বিনা যুদ্ধে ছাড়িবে না দুর্গ?
আফ্রিদ। কদাপি না।
কেন যুদ্ধ? ফিরে যাও, ফিরে যাও বীর!
স্বদেশ সম্ভোগ কর। শক্তিমদভরে
কেন চাহো অপরের বস্তু অধিকার?

[ নিষ্ক্রান্ত।

সোরাব। উত্তম সুন্দরী! তবে এই সন্ধ্যাকাল
হইবে রক্তিমতর শত্রুর রক্তপাতে।
হুমান বর্ম্মান! আজ্ঞা কর সৈন্যগণে,
দুর্গের প্রাকার বেয়ে উঠুক ভাঙ্গুক
প্রাকার, করুক চূর্ণ এ দুর্গশিখর।
হুমান। তাহাই হইবে বীর!
সোরাব। আক্রমণ কর—
কর দুর্গ ধূলিসাৎ বর্ম্মান।
বর্ম্মান। উত্তম!

( হুমান ও বর্ম্মান নিষ্ক্রান্ত ও বন্দীভাবে
হুজীরের প্রবেশ )

সোরাব। কি হুজীর!
হুজীর। বীরবর! দিয়াছ আদেশ
সৈন্যে আরোহিতে দুর্গপ্রাকার বাহিয়া?
সোরাব। দিয়াছি।
হুজীর। হইবে তাহে বহু সৈন্যক্ষয়।
সোরাব। হোক্। কোন ক্ষতি নাই।
হুজীর। আছে বীরবর!
তদপেক্ষা সদুপায়।
সোরাব। কি উপায়?
হুজীর। আছে।
এ দুর্গের অরক্ষিত এক জীর্ণস্থান;
তাহা শীঘ্র ভগ্ন করা সুসাধ্য, সহজ,
আমি জানি তাহার সন্ধান।
সোরাব। তুমি জান!
হুজীর। আমি জানি।
সোরাব। অত্যুত্তম। এসো, শীঘ্র বীর
এসো সঙ্গে, দেখাও সে জীর্ণ স্থান তবে।

[ নিষ্ক্রান্ত।

---

## ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—ঐ দুর্গের অভ্যন্তর। কাল—রাত্রি

তূরীধ্বনি। কয়েকজন সৈনিক দাঁড়াইয়াছিল

( আফ্রিদের প্রবেশ )

আফ্রিদ। সৈন্যগণ! যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। আমার বৃদ্ধ পিতা স্বয়ং দুর্গ-প্রাকারের উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ পর্য্যবেক্ষণ কচ্ছেন। তোমরা এ দুর্গ রক্ষা কর্ব্বে?

সৈনিকগণ। প্রাণ দিব ত' দুর্গ দিব না।

আফ্রিদ। এই ত' কথার মত কথা। যুদ্ধ কর। যুদ্ধ কর।

[ সৈনিকগণের প্রস্থান।

আফ্রিদ। অদ্ভুত বীরত্ব!—বীর! সোরাব
তোমার! তব শৌর্য্যে মুগ্ধ আমি।
সত্যই তোমায় করিয়াছি আত্মসমর্পণ!—
কি মধুর স্নিগ্ধ দৃষ্টি! কি ভঙ্গিমা, কি
আত্মনির্ভর! কি উদার অনুকম্পা!

সোরাব।—না, তবু—তবু শত্রু তুমি;
আমার এ অনুরাগ করিব দমন।
নারী আমি, হৃদয়ের প্রেমপ্রস্রবণ রুদ্ধ
করিব এখন, লোহের অর্গলে।—যুদ্ধ
চাই—যুদ্ধ চাই।

( শশব্যস্তে একজন সৈনিকের প্রবেশ )

সৈনিক। সর্ব্বনাশ হয়েছে।

আফ্রিদ। কি?

সৈনিক। দুর্গাধিপতি সোরাবের শরবিদ্ধ হয়ে প্রাকারশিখর হ'তে নীচে পড়ে' গিয়েছেন।

আফ্রিদ। কি! পিতা?

সৈনিক। তাঁর বাঁচ্‌বার আর আশা নেই। আপনি শীঘ্র যান।

(আফ্রিদের প্রস্থান ও শশব্যস্তে সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। আর রক্ষা নাই।

প্রথম সৈনিক। কি হয়েছে?

সৈনিক। শত্রু দুর্গে প্রবেশ করেছে।

প্রথম সৈনিক। কি রকমে?

সৈনিক। দুর্গের জীর্ণস্থান ভগ্ন করে'।

প্রথম সৈনিক। সেদিক দিয়ে ত' কখন কোন শত্রু আক্রমণ করে নাই। সন্ধান জান্‌লে কেমন করে'?

সৈনিক। বোধ হয়, সৈন্যাধ্যক্ষ বন্দী হুজীরের এই কাজ।

( সৈন্যগণ সহ আফ্রিদের পুনঃপ্রবেশ )

আফ্রিদ। সৈন্যগণ! আমার পিতা মৃত। হুজীর দুর্গের এই জীর্ণ স্থানের সন্ধান শত্রুকে বলে' দিয়েছে।

সৈনিকগণ। তবে উপায়?

আফ্রিদ। আর উপায় নাই, চল আমরা গুপ্তদ্বার দিয়ে পলায়ন করি। ধরা দেব না। আর আজ মর্‌ব্বোও না। এর প্রতিহিংসা চাই। রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে চল, এই মুহূর্ত্তে আমরা পালাই।—এসো, শীঘ্র এসো। [ প্রস্থান।

( সৈনিকগণ তাহার অনুসরণ করিল; ক্ষণকাল পরে সোরাব, বর্ম্মান, হুমান ও সেনিকগণের প্রবেশ )

সোরাব। শূন্য দুর্গ।

বর্ম্মান। পলায়িত গুপ্তদ্বার দিয়া
অবশিষ্ট সৈন্য, বীর।

সোরাব। দুঃখ নাহি তাহে;
করিয়াছি দুর্গ জয়।—কিন্তু বীরবালা
পলাইল চক্ষে ধূলি দিয়া! তবে আর
কি ফল এ দুর্গ-লাভে, চল ফিরে যাই।

বর্ম্মান। সে কি বীর!—ফিরে যাব একটা
মহৎ বিজয়ের নির্ম্মেঘ প্রভাতে? মহিমার
রশ্মি এক চুম্বিয়াছে—এ দুর্গ-শিখর;
তার পরিপূর্ণ জ্যোতি ওই দেখা যায়।
তারে ছেড়ে ফিরে যাব?

হুমান। সে কি বীরবর!
বাহিরিয়া এই মহা সংগ্রামে, এখন
কিরূপে ফিরিয়া যাবে? শত্রু হাসিবে
না? কহিবে না—"দেখি এক পারস্য
নারীর শৌর্য্য অর্দ্ধপথে, ভয়ে ফিরিল
সোরাব?" কেহ বা বিদ্রূপ করি'
কহিবে "বালক ফিরিল মায়ের স্তন্য পান
করিবারে।"

বর্ম্মান। অসম্ভব ফিরে যাওয়া।

সোরাব। সত্য কহিয়াছ,
তবে আমি বড় ভালবাসিয়াছিলাম
এ বীরবালায়, বন্ধু!

হুমান। যুদ্ধ শেষ কর
বীর! তারে ফিরে পাবে মুষ্টির ভিতরে।

বর্ম্মান। গিয়াছে সে পারস্যের রাজার আশ্রয়ে;
কর তব বাহুবলে পারস্য বিজয়।
আবার তাহারে বন্দী করিবে নিশ্চয়।

সোরাব। সত্যকথা। অগ্রসর হও বীরগণ!
ধাও অগ্রসর হও, কর আক্রমণ,
উঠুক তূরীর ধ্বান; শুনুক সে স্বনে
পারস্যের রাজা বসি' রাজসিংহাসনে।

( সৈনিকগণের গীত )

বাজ্ ভেরী আজ উচ্চ নিনাদে,
উড়ুক পতাকা মৃত্যু আঁকা।
নাচুক তাথিয়া থিয়া থিয়া থিয়া,
'বিজয়' নরের রক্তমাখা।
যাক্ ঘুরে যাক্ বিধির নিয়ম,
আজ আছে নারী কাল আছে যম;
বাজিস্ যে ভেরী ঝম্ ঝম্ ঝম্,
শুধু সে রোদন ঢাকিয়া রাখা।
বাজ্ ভেরী বাজ্, ঝনন্ ঝনন্,
সনন্ সনন্ ঘুরুক চাকা।

না উঠিলে সনে কারো হাহাকার,
সুখটি পূর্ণ হয় নাকো আর ;—
বলিহারি বিধি বিধাতা তোমার—
এখন সে কথা থাকুক ঢাকা।
জীবন মরিবে, মরণ বাঁচিবে,
নৃত্য কাঁদিবে, রোদন নাচিবে,
আকাশের তারা খসিবে,
উড়িবে ধরণীর ধূলি মেলিয়া পাখা।
বাজ্ ভেরী ঝনন্ ঝনন্,
সনন্ সনন্ ঘুরুক চাকা।

———

## সপ্তম দৃশ্য

স্থান—গভীর অরণ্য। কাল—সন্ধ্যা
( আফ্রিদ একাকিনী )

আফ্রিদ। কি গভীর অরণ্যানী!
নিস্তব্ধ নির্জ্জন।
শুদ্ধ কভু উঠে দূরে সিংহের নিনাদ ;
শুদ্ধ দূরে শোনা যায় সলিলপ্রপাত।
ঘনপল্লবিত তরুরাজি পরস্পরে
বাঁধিয়াছে দীর্ঘ শাখাবাহু প্রসারিয়া,
কি এক আতঙ্কে যেন ; নিঃশব্দ বিস্ময়ে
চাহিয়া দেখে সে যেন ছায়া আপনার।
ভ্রমে বনে বন্য পশু। দীর্ঘ অজগর
চলেছে পর্ব্বতপ্রান্তে মন্থর গমনে।
কোথা আসিলাম আমি অসহায়া নারী!
কোথায় আমার পিতা, কোথা উচ্চচূড়
দৃঢ়ভিত্তি সেই দুর্গ,—শৈশবের দোলা,
যৌবনের স্নেহকুঞ্জ!—
কোথায় স্বজন।
অবশিষ্ট মাত্র পঞ্চ সৈনিক আমার
পথশ্রান্ত, ঘুমাইছে দূর বৃক্ষতলে।
চিন্তাহীন সখীবৃন্দ—ওই নদীতটে,
করে হাস্য গল্প ক্রীড়া,
জানি না কি সুখে।—
যেন কিছু ঘটে নাই। আশ্চর্য্য!—জানি
না কি নিয়মে, বিধাতার কোন্ বিধিবলে,
এ দুঃখও সহে' যায় ;
এ ক্ষতও সারে।
আমার ত' সারে নাই। আজিও অন্তরে
পিতৃবধ শেলসম বাজে বক্ষঃস্থলে,
পূর্ব্ববৎ। প্রতিহিংসা জাগে এ হৃদয়ে,
আগেকার মত।
আর—বলিব কি আর,—
সঙ্গে সঙ্গে সোরাবের কম্র মুখখানি,
সে স্নেহগদ্গদ ভাষ, নিত্য মনে আসে।
আর চক্ষু দুটি মম জলে ভেসে যায়।

( গীত )

কেন তারি তরে আঁখি ঝরে মোর,
মন ফিরে ফিরে যায় তারি পাশে।
আমার হবার সে ত' কভু নয়,
তবু মন তারে কেন ভালবাসে।
সে যে, সাগরের মণি, আকাশের চাঁদ,
তবু তারে কেন পাবার এ সাধ
আমাদের মাঝে পর্ব্বতের বাঁধ
মহা অবসাদে মন ছেয়ে আসে।

( সখীগণের প্রবেশ )

প্রথম সখী। কি ভাবিছ' একাকিনী বসি
তরুতলে ?
আফ্রিদ। ভাবিতেছি,—
ভাবিতেছি কোথায় যাইব।
দ্বিতীয় সখী। শুনিয়াছি,
"যমালয়" নামে স্থান আছে—
অতীব সুখের স্থান।
আফ্রিদ। রাখো পরিহাস।
তৃতীয় সখী। নিরন্তর চিন্তাকুল অন্তর যাহার
জ্বলিছে দাবাগ্নি সখি—বল দেখি, তার
পরিহাস ভালো লাগে!
দ্বিতীয় সখী। চাপা দিতে চাই
পরিহাস দিয়া সখী সে তীব্র অনল।
আফ্রিদ। পর্ব্বত চাপায়ে দাও তাহার
উপরে, ভস্ম হয়ে উড়ে যাবে।
চতুর্থ সখী। চিন্তা কর দূর।
প্রভাত হইবে রাত্রি, মেঘ কেটে যাবে।
আফ্রিদ। যতদিন পিতার বধের প্রতিশোধ
না লইতে পারি, আর বিশ্বাসঘাতক
হুজীরে স্বহস্তে শাস্তি দিতে নাহি পারি,
জ্বলিব জ্বলিব আমি।
পঞ্চম সখী। কহ সত্যকথা—
ভালো নাহি বাস তুমি সোরাবে আফ্রিদ?
আফ্রিদ। বাসি। ভালবাসি আমি
সেই বীরবরে।
গোপন করিতে নাহি চাই।—ভালোবাসি।
এ প্রাণ ঢালিয়া দিতে তাহার চরণে
পারিতাম অনায়াসে, যদি সেই বীর
না হইত আমার দেশের শত্রু সখী।

যে মম দেশের বৈরী, সে বৈরী আমার,—
হোক সে আমার পিতা, ভ্রাতা কিংবা পতি।
উৎপাটন করিয়া ফেলিব অক্ষি দুটি
যদি সে বলে "না, নহে সে বৈরী আমার।"
ছিঁড়ে ফেলে দিব এই হৃৎপিণ্ড, সে যদি
ইঙ্গিতে ধরিতে চাহে তাহে আলিঙ্গনে।
আর যে দেশের মিত্র আমার, হোক সে
আমার পরম শত্রু, সে মিত্র আমার—
হোক সে বিজাতি, যদি সত্য ভালোবাসে
সে আমার দেশ, আমি সাগ্রহে তাহারে,
লইব আমার বক্ষে আলিঙ্গন করি'।
সোরাব? তাহারে চাহি ভৈরব সিন্ধুর
ভীম উচ্ছ্বাসের মত উঠি', ভগ্ন করি'
তাহারে করিতে গ্রাস বক্ষে চেপে ধরে'
বন্য ভল্লুকীর মত আমি চাহি তা'র
করিতে নিঃশ্বাস রোধ; অসূয়ার মত
বিদগ্ধ করিতে চাই তপ্ত ভর্ৎসনায়।

চতুর্থ সখী। আর এ হুজীর?
—সে তোমারে ভালবাসে?

আফ্রিদ। ভালবাসে? এরে তুমি কহ ভালবাসা।
খাল কাটি কুম্ভীর যে আনে তপোবনে;
কালসর্প আনি' রাখে উপাধানতলে;
পশ্চাৎ হইতে আসি ফাঁসি দেয় গলে;
—সে আমারে ভালবাসে!

প্রথম সখী। অসূয়া সে সখি।

আফ্রিদ। হোক। কিন্তু ভালবাসা
নহে সে কদাপি।
ভালবাসা, অসূয়ায় যোজন অন্তর।
ভালবাসা প্রাণ দেয় তার তরে, যারে
অসূয়া হনন করে।—এই ভালবাসা?
তাই যদি হয় তবু যেই জন, সখী,
আতিথ্য গ্রহণ করি' পরে সে গরল
সে অন্নদাতার অন্নে মিশাইয়া রাখে,
তা'র ভালবাসা সখি ঘৃণা করি আমি;
পদাঘাত করি তাহে। বিশ্বাসঘাতক—
তার চেয়ে হেয় পাপী নাহি এ জগতে।
চল সবে সখীবৃন্দ, যাইতে ইরাণে
সকলে প্রস্তুত হও। লব প্রতিশোধ।

[প্রস্থান।

(সখীবৃন্দের গীত)

চল চল যাই আমরা সবাই ইরাণের বীর নারীগণ।
নামিব রঙ্গে, রণতরঙ্গে, এইখানে শেষ নহে রণ।
একটি যুদ্ধে নয় এর শেষ,
এক পরাজয়ে যায় নাক দেশ,
হয়েছি বিফল একবার যদি,
করিব নবীন আয়োজন;
বর্ম্মে সাজাব এই বরতনু,
এ কোমল করে লব শরধনু,
বিজলির মত যাব ঝলসিয়া জ্বালিয়া,
ধাঁধিয়া দু'নয়ন;
করিব দুর্গ পুনঃ অবরোধ,
লব প্রতিশোধ—লব প্রতিশোধ,
শুন হে তুরাণ শুন হে ইরাণরমণীর এই দৃঢ়পণ;
উড়াও নিশান, বাজাও বিষাণ,
গাও তবে আজ গাও এই গান;
ততদিন মান ততদিন প্রাণ—
নইলে কি ছার এ জীবন।

---

# তৃতীয় অঙ্ক

—*—

## প্রথম দৃশ্য

স্থান—রুস্তমের গৃহকক্ষ। কাল—রাত্রি

রুস্তম বসিয়া সুরাপান করিতেছিল,
সম্মুখে নৃত্য-গীত হইতেছিল।

(গীত)

সুখের স্রোতে ভাসিয়ে দেব,
আমরা আজি বীরের প্রাণে।
সুনীল আকাশ শ্যামল ভুবন
ছেয়ে দেব গানে গানে॥
আকাশ থেকে শুনবে তারা,
মানুষ হবে মাতোয়ারা,
হয়ে যাবে আপন হারা বিশ্বে আছে যে যেখানে।
কানন পাহাড় উঠবে নেচে,
আপনি মরণ উঠবে বেঁচে,
সকল দুঃখ ডুবে গেছে সুখের গীতি সুধাপানে।

[প্রস্থান।

রুস্তম। এ প্রাণ ডুবে আছে, ভোর হয়ে আছে। কিছু মনে নাই। আমি কে?—হাঁ আমি রুস্তম! আমি পারস্যের বীর। তারপর—আচ্ছা! আমি তুরাণের রাজার কন্যা তামিনাকে বিবাহ করেছিলাম না? হাঁ করেছিলাম ত'। একটা যেন স্বপ্ন দেখছিলাম।

তার পরে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। একটা যুদ্ধে এলাম। তার পরে সব ভুলে গেলাম। না? এই রকম ত' স্মরণ হচ্ছে।—কে?

( একজন দূতের প্রবেশ )

দূত। আমি পারস্যরাজার দূত।
রুস্তম। কি চাও?
দূত। মহারাজ মহাশয়কে স্মরণ করেছেন।
রুস্তম। কেন?
দূত। তা আমি জানি না।
রুস্তম। আচ্ছা যাও, আমি যাচ্চি।—এই আবার গাও। না, ঘুমাইগে।

[ নিষ্ক্রান্ত।

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—পারস্যভূপতি কৈকায়ুশের রাজসভা।

কৈকায়ুশের সভাসদ্‌বর্গ। রাজা কৈকায়ুশ সিংহাসনারূঢ়, পার্শ্বে মন্ত্রী, সেনাপতি তুশ, সৈন্যাধ্যক্ষ সদাজি ও গুরাজ দণ্ডায়মান।

কৈকায়ুশ। তাই ত'। এ কথা শক্ত।
তুশ। সমস্যা কঠিন।
সদাজি। বিংশতিবর্ষীয় শিশু—
গুরাজ। গুম্ফদাড়ি-হীন—
তুশ। সকলেই একবাক্যে করিছ স্বীকার—
ভুবনে এমন বীর জন্মায় নি আর।
সদা। তাঁর একা সমকক্ষ রুস্তম নিশ্চয়।
গুরাজ। হয় কি না হয়, তাও, হয় কি না হয়।
কৈকায়ুশ। কোথায় রুস্তম মন্ত্রী?
মন্ত্রী। দেখা নাই তাঁর।
কৈকায়ুশ। পারস্য রাজার সঙ্গে এই ব্যবহার।
চারিদিন পাঠায়েছি তাহারে সংবাদ—
মন্ত্রী। মহা অপরাধ তাঁর মহা অপরাধ।

( মহিষীর প্রবেশ )

মহিষী। মহারাজ! শুনিতেছি অদ্ভুত সংবাদ—
বিংশতিবর্ষীয় এক শিশু সুকুমার
আসিয়াছে করিতে না কি পারস্য বিজয়,
আর শুনিতেছি,—শুনি' এই সমাচার,
আতঙ্কবিহ্বল আজি পারস্যভূপতি।
—ভীত, ত্রস্ত, বিকম্পিত পবন উচ্ছ্বাসে
শস্যশীর্ষসম?—এ কি সত্য, মহারাজ!

কৈকায়ুশ। সোরাব আসিছে সত্য রাণী; কিন্তু
আমি ভীত নহি।
মহিষী। তবে—হবে—এখনও নিশ্চল,
পঙ্গুসম বসি' কেন রাজসিংহাসনে?
—যুদ্ধে অগ্রসর হও।
কৈকায়ুশ। দিয়াছি সংবাদ
রুস্তমে মহিষী।
মহিষী। কবে?
কৈকায়ুশ। চারিদিন গত।
মহিষী। কোথা সে রুস্তম? কই দেখিতেছি
না ত' সভাস্থলে।
কৈকায়ুশ। উপনীত হয় নাই বীর
সভায় অদ্যাপি।
মহিষী। অতি উত্তম। বসিয়া
র'বে কি আমৃত্যু তবে তার প্রতীক্ষায়?
চিরদিন তার অনুগ্রহ ভিক্ষা করি'
রহিবে কি সিংহাসনে তা'র আজ্ঞাবহ?
যে বীর অবজ্ঞাভরে তোমার আজ্ঞায়
তুচ্ছ করে, নিত্য তার করুণাকণার
ভিখারী সতত তুমি, পারস্যসম্রাট্‌।
মহারাজ! পূর্ব্বে তুমি প্রতাড়িত যবে,
নির্ব্বাসিত নিজরাজ্য হ'তে, কর নাই
প্রতিজ্ঞা কি—পুনরায় রাজ্য যদি পাও।
সাধিবে প্রজার প্রীতি? করিবে শাসন
অনুকম্পা-অভিষিক্ত ন্যায়মন্ত্র ধরি?'
কোথা গেল সে প্রতিজ্ঞা? তব অত্যাচার
পূর্ব্বাপেক্ষা দশগুণ অত্যাচারী আজ;
উঠায়েছে রাজ্যে মহা ক্রন্দনের রোল।
জানিও প্রকৃতি নাহি সহে চিরদিন
তার মহা নিয়মের—হেন ব্যতিক্রম।
প্রজাদের অভিশাপ যাহা দিবারাতি
উর্দ্ধে উঠে, জেনো কভু ব্যর্থ তারা নয়।
এ পাপপুঞ্জের ফল ভুঞ্জিবে নিশ্চয়।

[ প্রস্থান।

কৈকায়ুশ। সেনাপতি!—যাও তুমি, লইয়া
শৃঙ্খল, সভায় বাঁধিয়া আন উদ্ধত রুস্তমে।

( রুস্তমের প্রবেশ )

সকলে। এই যে রুস্তম বীর।—এই যে রুস্তম।
কৈকায়ুশ। রুস্তম তোমায় চারিদিন পূর্ব্বে আমি
করেছি আহ্বান, এই সভায় আসার
বুঝি এতদিন তব হয় নি সময়?

রুস্তম। হয় নি সময়, সত্য, পারস্য-সম্রাট্!
কৈকায়ুশ। হয় নি সময়?
বটে আস্পর্দ্ধা তোমার।
রুস্তম। আস্পর্দ্ধা আমার রাজা?
কৈকায়ুশ। রুস্তম ইহার
কৈফিয়ৎ চাই।
রুস্তম। কৈফিয়ৎ কৈকায়ুশ?
আমি দিব কৈফিয়ৎ তোমাকে?
কৈকায়ুশ। কৈফিয়ৎ?
দিবে না? গুরাজ! বাঁধো।—
রুস্তম তোমার শাস্তি—শূল। শোন,
এই বিধান আমার।
রুস্তম। পারস্যাধিপতি! আমি রুস্তম।
জানো কি আমার প্রসাদে তুমি ওই
সিংহাসনে? তোমাকে এ বামপদ-অঙ্গুষ্ঠে
ঠেলিয়া পারিতাম না কি আমি এই
সিংহাসনে বসিতে আপনি—যদি রাজ্য
চাহিতাম? ভুলেছো কি বারংবার
বিপদে তোমারে রক্ষা করিয়াছে এই
বাহুবল?—নীচ অকৃতজ্ঞ! তুমি
শাস্তি করিছ বিধান রুস্তমের?—ভাল।
দেখি আপন বিক্রমে রক্ষা কর সিংহাসন।
কত বড় বীর দেখি তুমি—দেখি
আমি চলিলাম। এই অগণ্য তাতার
সৈন্য দিউক ছড়ায়ে দেশময় হাহাকার,
মড়ুক, বিপ্লব। রক্ষা কর দেখি।—
আমি করি পদাঘাত তোমার এ
আস্ফালনে, করি পদাঘাত তোমাকে।—
তোমার সাধ্য যাহা, কর দেখি।

[ প্রস্থান।

সদাজি। এ কি করিলেন মহারাজ।
কৈকায়ুশ। "মহারাজ।"
আমি মহারাজ! আমি দিলাম
আদেশ বাঁধিতে রুস্তমে। কারো সাধ্য
হইল না? চলে' গেল পদাঘাত করে'!
তুশ। মহারাজ।
ভুলিলেন আপনারে? প্রকাশ্য সভায়
করিলেন অপমান এই বীরবরে?

( সসৈনিক ও সহচরী আফ্রিদের প্রবেশ )

আফ্রিদ। পারস্য-রাজার জয় হোক।
কৈকায়ুশ। কে? কে তুমি?
আফ্রিদ। গুস্তাহাম-কন্যা আমি
পারস্যাধিপতি! আফ্রিদ আমার নাম।
কৈকায়ুশ। এখানে কি হেতু?
আফ্রিদ। সোরাব—বালক বীর—করিয়াছে বধ
আমার পিতায়; আর করিয়াছে তাঁর
দুর্গ অধিকার—করিতেছে আয়োজন
করিতে পারস্যরাজ্য আক্রমণ। আমি
আসিয়াছি সে সংবাদ দিতে রাজপদে।
কৈকায়ুশ। ইরাণপ্রবেশদুর্গ শত্রুকরগত?
সত্যকথা?
আফ্রিদ। সত্যকথা মহারাজ; আর—
নিহত দুর্গাধিপতি—জনক আমার।
প্রস্তুত হউন তবে। সসৈন্যে করিব
আক্রমণ আমরাই এ বীর বালকে;
করিব সসৈন্যে দুর্গ পুন অধিকার।
কৈকায়ুশ। উপায়?
গুরাজ। ফিরান বীর রুস্তমে ভূপতি,
'অনুনয় করি'।
তুশ। বিনা রুস্তম, ইরাণ
ভস্মসাৎ হয়ে যাবে।
কৈকায়ুশ। কিন্তু অপমান
এই।
সদাজি। এ সময় নহে তাহা ভাবিবার।
অনুনয়ে ফিরান রুস্তমে।
কৈকায়ুশ। অনুনয়ে?
তুশ। বহু অনুনয় করি, নহিলে রুস্তম
অভিমানী, ফিরিবে না।
কৈকায়ুশ। তাই হোক তবে;
যাও মন্ত্রী, বল আমি ক্ষমা ভিক্ষা করি।

[ সকলের প্রস্থান।

——

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—পূর্ব্বোক্ত দুর্গ-শিখর। কাল—প্রভাত

শিখরোপরি সোরাব ও হুজীর দাঁড়াইয়া

সোরাব। দেখিছ হুজীর ওই শত্রুর শিবির?
হুজীর। দেখিতেছি।
সোরাব। চিনিতেছ?
হুজীর। চিনিতেছি বীর।
ঐ যে মণ্ডপ, উড়ে যাহার উপরে
সূর্য্যরিমণ্ডিত ধ্বজা, প্রবেশের দ্বারে

বিলম্বিত শত মণিখচিত কোষেয়
আরোহি' রজত-রজ্জু, চুম্বিছে ধরণী
দুধারে ? দেখিছ মধ্যে রত্ন-সিংহাসন—
চৌদিকে করিছে কীর্ণ নীলাভ কিরণ ;
বিপক্ষবাহিনীকেন্দ্রে ঐ যে শিবির,
চারিধারে বাঁধা শত মাতঙ্গ যাহার
শুণ্ড দোলাইছে ; উহা পারস্যভূপতি
কৈকায়ুশমণ্ডপ সোরাব।

সোরাব। আর ওই—
চারিধারে ভ্রমে শত সহস্র প্রহরী
অশ্বারূঢ়, স্ফীতবক্ষ, স্বর্ণ-বর্ম্মাবৃত ;
যেন সমরের জন্য উদ্যত নিয়ত।
কাহার শিবির ওই ?—চিনিতেছ বীর ?

হুজীর। পারস্যের সেনাপতি তুশের শিবির।

সোরাব। আর ওই রক্তবর্ণ শিবির কাহার ?

হুজীর। লোহিত শিবির ওই, সম্মুখে যাহার
দাঁড়াইয়া অগণিত তীক্ষ্ণ ভল্লধারী ;
দীর্ঘাকার, রক্তনেত্র, করিছে ভ্রূকুটি,
যাহাদের বক্ষস্ত্রাণ প্রভাত-কিরণে
ঝলসিছে ;—সদাজির শিবির সোরাব।
এ বীরের জীবনের অন্য ব্রত নাই,
শুধু যুদ্ধ জানে, যুদ্ধে জানে না বিরাম ;
তার দৃষ্টি রণস্থলে অগ্নিবৃষ্টি করে।

সোরাব। বুঝেছি হুজীর।
আর ঐ যে শিবির ?

হুজীর। পীতবর্ণ ?

সোরাব। না হুজীর। শ্যামবর্ণ, ওই
শাল্মলী বৃক্ষের প্রান্তে, শ্যামল শিবির,—
মুক্ত চারিধারে বসি' ভিতরে যাহার
অমাত্যবেষ্টিত বীর দেখিতেছ ওই,
দীর্ঘবপু, গৌরকান্তি, সৌম্যমূর্ত্তি, স্থির।
কাহার শিবির ওই—যাহার শিখরে
উড়িছে গরুড়াঙ্কিত নিশান ; যাহার
সম্মুখে সমুচ্চ শ্বেত বলিষ্ঠ বৃহৎ
ওই যে অদ্ভুত অশ্ব, অধীর উদ্ধত
করে হ্রেষাধ্বনি ;—উহা কাহার শিবির ?

হুজীর। এক চীনবীর ; নাম জানি না তাঁহার।—
—আর যে দেখিছ ওই, পীতাভ শিবির
সমুন্নত মরকতখচিত ; যাহার
উপরে কাঁপিছে ব্যাঘ্র-অঙ্কিত পতাকা,
অগণিত ক্রীতদাস আছে দাঁড়াইয়া,
উহা—সদাজির পুত্র জীবুর শিবির।

সোরাব। না না, উনি চীনবীর নহেন কদাপি।

হুজীর। সুশুভ্র শিবির ওই, কৌষেয় যাহার
কাঁপিছে বাতাসে ; উহা পারস্যরাজার
বীরপুত্র, ফাবর্জের শিবির সুমতি।

সোরাব। না হুজীর। ঐ শ্যাম শিবিরের ঐ
গৌরকান্তি বীর ; বল কি নাম উহার।
সত্য বল ; বিনিময়ে দিব মুক্ত করি
তোমারে হুজীর।

হুজীর। নাম জানি না উঁহার।
জানিলে কি হেতু তাহা করিব গোপন ?

সোরাব। নহেন কি উনি বীর রুস্তম ?

হুজীর। না, বীর।

সোরাব। তবে বীর রুস্তমের শিবির কোথায় ?

হুজীর। দেখিতেছি না ত'।

সোরাব। বল সত্য ঐ রুস্তম কি নয় ?

হুজীর। জানি রুস্তমে সোরাব।
আসেন নি তিনি যুদ্ধে।

সোরাব। সত্য কহিতেছ ?
দেখ, সত্য বল—দিব দাস্যমুক্ত করি',
দিব সুপ্রচুর স্বর্ণ, যাহা চাহো দিব।
শুদ্ধ সত্য কহ,—চিন তুমি রুস্তমে ?

হুজীর। সোরাব।
রুস্তমে কে নাহি চিনে পারস্য ভিতরে।
তিনি যান যথা, যায় তার পূর্ব্বে তাঁর
খ্যাতি সেই স্থানে। তিনি দাঁড়ান যখন
ভিতরে সবার, যেন সদর্পে দাঁড়ায়
উপলখণ্ডের মধ্যে পর্ব্বতের চূড়া।
গহনের সিংহ ব্যাঘ্র চিনে তাঁরে, বীর
আর আমি চিনি না তাঁহায়। সত্যকথা,
আসেন নি তিনি এ সমরে।

সোরাব। আচ্ছা দেখি।

[ প্রস্থান।

হুজীর। ঐ বীর রুস্তমের শিবির, সোরাব।
আমি তাহা না করিব প্রকাশ তোমারে।
পিতাপুত্রে পরিচয় হইবে না কভু।
আমি চাই—বধ করে' রুস্তম তোমায় ;
আর তব রুধিরাক্ত বাহু দুটি দিয়া
আমি তবে আক্রন্দে করিব আলিঙ্গন।

( হুমান ও বর্ম্মানের সহিত সোরাবের পুনঃপ্রবেশ )

সোরাব। দেখিছ হুমান ওই শ্যামল শিবির।
কাহার শিবির জানো ?

হুমান। [ বর্ম্মানের প্রতি চাহিয়া ] না, জানি
না বীর।

সোরাব। বর্ম্মান!
বর্ম্মান। আমিও বীর জানি না তাহারে।
সোরাব। ও নহে রুস্তম। দেখো।
বর্ম্মান। না বীরেন্দ্র। উনি নহেন রুস্তম!
সোরাব। দেখো, হুমান্! বর্ম্মান!
রুস্তম আমার পিতা! বিরুদ্ধে তাঁহার
যুদ্ধ করিব না। পুত্র পিতার বিপক্ষে
অজ্ঞাতসারেও খড়্গ না উঠায় যেন।
বল বীর! সত্য বল অনুকম্পা করি,'
ও ব্যক্তি রুস্তম কি না।
বর্ম্মান। না কুমার! সত্য
কহিতেছি! অপলাপ করিব কি হেতু

[ সোরাব ক্ষণেক শিবিরের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে প্রস্থান করিলেন। ]

বর্ম্মান। প্রকাশ না পায় যেন কদাপি হুমান।
হুমান। কদাপি না! সোরাব কি জানিয়া
শুনিয়া করিবেন পিতৃহত্যা?
বর্ম্মান। দেখো', সাবধান।

[ উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

হুজীর। ইহারা প্রত্যাশা করে করিবে সোরাব
বীরেন্দ্র রুস্তমে বধ। তাই যদি হয়,
কি ক্ষতি! সোরাব করি' পিতৃহত্যা, তবে
করিবেই আত্মহত্যা, হইলে প্রকাশ
সত্যকথা! যে দিকেই হউক না বধ,
প্রতিহিংসা পরিপূর্ণ হইবে আমার!

——

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—সামিঙ্গনের রাজ-অন্তঃপুরকক্ষশিখর

কাল—সায়াহ্ন

( তামিনা একাকিনী গাহিতেছিলেন )

( গীত )

আমি রব চিরদিন তব পথ চাহি,'
ফিরে দেখা পাই আর না পাই।
দূরে থাক কাছে থাক, মনে রাখ নাহি রাখ,
আর কিছু চাহি নাক, আর কোন সাধ নাহি।
অবহেলা অপমান, বুক পেতে লব প্রাণ,
ভালবেসেছিলে জানি, মনে শুধু রবে তাই
আমি তবু তব লাগি, নিশি নিশি রব জাগি,
এমনিই যুগ যুগ জনম জনম বাহি।

তামিনা। এতদিনেও বৎস সোরাবের কোন সংবাদ পেলাম না কেন! কোন বিপদ হয় নি ত,'! না—রুস্তম যা'র পিতা, তার আবার বিপদ কি? হা রে মূঢ় মায়ের মন! সদা-সর্ব্বদা সন্তানের বিপদের কথাই ভাব্‌ছে। সন্তানের সুখের সম্পদের উৎসবের মধ্যে তা'র বিপদের ছায়াটিই মায়ের মনে জাগ্‌ছে।

( জুয়ারা ও রাজার প্রবেশ )

রাজা। শুনেছো তামিনা!

তামিনা। কি বাবা?

রাজা। তোমার ছেলে একেবারে অবাক্ করেছে।

তামিনা। কি কি! এই যে ভাই জুয়ারা, সোরাব কোথায়?

রাজা। সোরাব ইরাণের প্রবেশদুর্গ জয় করে' সে দুর্গ অধিকার করেছে।

তামিনা। ধন্য পুত্র!

রাজা। কিন্তু!

তামিনা। আবার কিন্তু কি?

রাজা। কিন্তু পারস্যের রাজা তাঁর সমস্ত সৈন্য নিয়ে দুর্গ আক্রমণ কর্ত্তে আস্‌ছেন, আর রুস্তম পারস্য-রাজার সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

তামিনা। পারস্য রাজার সঙ্গে!

রাজা। হাঁ, পারস্যরাজার সঙ্গে।

তামিনা। পারস্যরাজার সঙ্গে? আপনি শুন্‌তে ভুলেছেন।

রাজা। কেন এর মধ্যে আশ্চর্য্যটা কি দেখলে মা। তিনি চিরকালই পারস্যের রাজা কেকায়ুশের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছেন।

তামিনা। কিন্তু তাঁর বিপক্ষে যে তাঁর পুত্র সোরাব।

রাজা। সোরাব যে তাঁর পুত্র, তা তিনি কার কাছে শুন্‌লেন; আর কবেই বা শুন্‌লেন।

তামিনা। তা তিনি জানেন না!—সর্ব্বনাশ!

রাজা। কি সর্ব্বনাশ!

তামিনা। তাঁর সঙ্গে যদি সোরাবের যুদ্ধ হয়, আর তিনি না জানেন?

রাজা। সোরাব তাকে যুদ্ধে বন্দী কর্ব্বে, এই মাত্র।

তামিনা। পিতা, আপনি কি বল্‌ছেন?

রাজা। সব সত্যকথা।

[ প্রস্থান।

তামিনা। সে কি!—ভাই জুয়ারা! তুমি সোরাবকে এই রকম মৃত্যুর মুখে রেখে চলে' এসেছো!

জুয়ারা। আমি কি কর্ব্ব বোন্। রুস্তম পারস্যরাজার সঙ্গে যোগ দিয়াছেন শুনে আমি সোরাবকে দুর্গ ছেড়ে চলে' আস্‌তে বল্লাম, তা সোরাব শুন্‌লো না। সে বল্লে—যে, সে তার পিতার সাক্ষাৎই চায়। নিরুপায় হয়ে আমি তোমাদের সংবাদ দিতে এলাম।

তামিনা। রুস্তমকে গিয়ে জানালে না কেন?

জুয়ারা। তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া ভার—আর তার উপরে তিনি বিশ্বাস কর্ব্বেন কেন। তিনি ত' জানেন, তাঁর পুত্র নাই।

তামিনা। তাই তুমি বাছাকে অসহায় রেখে চলে' এসেছো।—ওঃ, কি করেছো! কি করেছো!

জুয়ারা। আমি কি কর্ব্ব।

[ প্রস্থান।

তামিনা। এ কি! আমার মন সহসা এত উদ্বেলিত হয়ে উঠলো কেন! এর উপায়!—এর উপায়!

( সারিয়া ও হামিদার প্রবেশ )

তামিনা। এর উপায় হামিদা?

সারিয়া। শুনেছি। এর উপায় এক ভগবান্।

হামিদা। যা করেন ভগবান্।

তামিনা। না সারিয়া, না হামিদা। আমি বুঝতে পাচ্ছি। ভগবান্ আমার জন্য একটা সর্ব্বনাশের সৃষ্টি কর্চ্ছেন। একটা ভাবী অমঙ্গলের ছায়া আমার প্রাণের আঙ্গিনায় এসে পড়েছে; একটা বিপদের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি যে, পতিপুত্র আমার যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে চোখ রাঙাচ্ছে, কেউ কাউকে চিন্তে পাচ্ছে না! কেউ চিনিয়ে দিচ্ছে না! আমি যাই—আমি যাই!

[ প্রস্থান।

---

## পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—উক্ত দুর্গের বাহিরে রুস্তমের শিবির

কাল—সায়াহ্ন

রুস্তম। শুনিতেছি সোরাবের বীরত্ব-কাহিনী,
দেখিতেছি কীর্ত্তি তা'র,—আর ভাবিতেছি,
হয় ত' বা সে পুত্র আমার।—অসম্ভব;
আমার ত' পুত্র হয় নাই।—তবে কেন!
তবে কেন!

( কৈকায়ুশের প্রবেশ )

রুস্তম। মহারাজ! যুদ্ধের সংবাদ?

কৈকায়ুশ। বীরবর! সোরাবের বিক্রমে আমার
সৈন্য যে নির্ম্মূলপ্রায়। তবু তুমি কেন
সমরে বিরত!

রুস্তম। ভাবিতেছি মহারাজ।
দেখিতেছি কৈকায়ুশ তোমার বিক্রম;
আপন মুকুট তব রক্ষা করিবার
দিতেছি তোমারে অবসর; চিন নাই
রুস্তমে সম্যক্—তা'র দিতেছি সময়।

কৈকায়ুশ। পারস্যের অহঙ্কার! ত্যজ অবসাদ
অবতীর্ণ হও যুদ্ধে; প্রলয়ের মত
নিঃশ্বাসে উড়ায়ে দাও বিপক্ষ-বাহিনী।
ওঠো; ধর অস্ত্র তবে; রক্ষা কর আজি
পারস্যের সিংহাসনে বীরবর।—যদি
হয়ে থাকি রূঢ় কভু মোহমদ ভরে,
ক্ষমা কর, মনে রেখো তুমিই আমার
সহায়, সম্পদ, আশা, ভরসা, সম্বল।

নেপথ্যে সোরাব। কই রাজা কৈকায়ুশ! ভীরুর
মতন বসে' আছ লুকাইয়া শিবির-ভিতরে,
বাহির হইয়া এসো।—হেয় কাপুরুষ!

কৈকায়ুশ। শুনিছ সোরাব ওই করে উপহাস?
শিশু তারে' করে ব্যঙ্গ আজি, বীরোত্তম
রুস্তম সহায় যার! নামো যুদ্ধে বীর
তোমার চরণ ধরি' করি এ মিনতি।

রুস্তম। কোন ভয় নাই, মহারাজ কৈকায়ুশ!
আমি যুদ্ধে নামিতেছি। আজ্ঞা দিই তবে
প্রস্তুত করিতে অশ্ব।—যাইতেছি আমি।

[ প্রস্থান।

কৈকায়ুশ। জাগিয়াছে সুপ্তসিংহ! আর ভয়
নাই!—কে? আক্বিদ?

( আফ্রিদের প্রবেশ )

আফ্রিদ। আমি মহারাজ।

কৈকায়ুশ। বীরবালা।
ভয় নাই ; সাজিছেন রুস্তম সমরে।

আফ্রিদ। পিতার বধের তবেহবে প্রতিশোধ।
লুটাইবে সোরাবের মস্তক ভূতলে,
এইবার।—কি উল্লাস।

কৈকায়ুশ। আশ্চর্য্য তোমার।
জিঘাংসা।—রমণী তুমি।

আফ্রিদ। হা রমণী আমি।
রমণী নদীর মত,—যবে প্রীতা নারী,
সুখদা সে—কলস্বরা, হাসে, নাচে, গায়,
গাঢ় স্নেহরাশি দিয়ে তপ্ত তটতল
স্নিগ্ধ ও উর্ব্বর করে, কিন্তু ক্রুদ্ধ যবে,
উত্তাল তরঙ্গে, ভীম হুঙ্কারি' দুধার
ভগ্ন, মগ্ন, উন্মূলিত করে' রেখে যায়।
যে মেঘ বর্ষণ করে স্নিগ্ধ বৃষ্টিধারা
সেই মেঘই মহারাজ, উদ্গারে বিদ্যুৎ।
রমণী সুন্দরী যবে, কে তাহার মত
সুন্দর ? সে ভয়ঙ্করী যবে, কে তাহার
মত ভয়ঙ্কর ?—আমি পাইতাম যদি
সোরাবে এখন, তারে বাঘিনীর মত
ছিন্ন-ভিন্ন করিতাম।—পরে, তা'র পরে,
হয়ত জড়ায়ে গলে তার' অশ্রুনীরে
অর্দ্র করিতাম তা'র বদনমণ্ডল ;
চুম্বনে চুম্বনে, তার ছাইয়া দিতাম
রুধিরাক্ত ছিন্নশির।—শত্রু বটে তুমি,
সোরাব ; তথাপি চক্ষে বীরত্ব তোমার
দেখিতেছি, আর আজি মহাগর্ব্বভরে
চক্ষু জলে ভরে' আসে,—সে গর্ব্ব এই যে
এ হেন সোরাব আমাকেই ভালবাসে।
—তথাপি করেছ হত্যা আমার পিতায়
তার প্রতিশোধ চাই।—প্রতিহিংসা চাই।

প্রস্থান।

কৈকায়ুশ। অতীব বিস্ময়কর। আশ্চর্য্য ব্যাপার।

[ প্রস্থান।

( নারীকুলের প্রবেশ ও গীত )

ওগো, আমরা ভুবন ভুলাতে আসি।
ওগো, আমরা কখন গৃহের লক্ষ্মী,
কখন আমরা সর্ব্বনাশী।
আমরা, আধেক কঠিন, আধেক তরল,
আধেক অমিয়া, আধেক গরল,
আধেক কুটিল, আধেক সরল,
আধেক অশ্রু, আধেক হাসি।
আমরা, ঝঞ্ঝার মত অধীর বিরাট,
মলয়ের মত স্নিগ্ধ শান্ত ;
আমরা, বজ্রের মত ভীষণ অন্ধ,
কুসুমের মত কোমল কান্ত।
আমরা, আনি ঘরে যত আপদ বালাই,
ব্যাধির মত আসিয়া জ্বালাই,
দাসীর মতন সেবা করি,
এসে দেবীর মত ভালবাসি॥

——

## ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—উক্ত দুর্গের বাহির সমরাঙ্গনের এক নিভৃত প্রান্ত। কাল—সায়াহ্ন

বীরবেশে রুস্তম ও সোরাব। দূরে সৈন্যগণ

সোরাব। তুমি বীর। এতক্ষণ সম পরাক্রমে
অদ্যাবধি সোরাবের সঙ্গে কোন বীর
যুদ্ধ করে নাই।—বল হে অপরিচিত,
কে তুমি ? তুমি কি বীর রুস্তম ?

রুস্তম। রুস্তম।
রুস্তমের সঙ্গে তুমি যুদ্ধ কর বটে,
বিংশ বৎসরের শিশু।

সোরাব। তুমি কি রুস্তম ?
সত্য বল বীর।

রুস্তম। না আমি রুস্তম নহি।—
যুদ্ধ কর। যুদ্ধ কর আবার বালক।
মনে রেখো, এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামিয়াছি,
এ যুদ্ধের ফলাফল করিতে নির্ণয়
আমরা দুজনে আজি।

সোরাব। মনে আছে বীর।
যার পরাজয় হবে দ্বন্দ্বযুদ্ধে, তা'র
পরাজয় এই যুদ্ধে।

রুস্তম। এস যুদ্ধ কর ;
এখন বিশ্রান্ত আমি।

সোরাব। যুদ্ধ কর বীর।
যখন তোমার ইচ্ছা ; যখন বাসনা,
হইও বিরত। আমি অপেক্ষা করিব।
আমার বিশ্রামে কোন প্রয়োজন নাই।

[ তরবারি লইয়া উভয়ের যুদ্ধ ]

রুস্তম। ক্ষান্ত হও। দেখো—দিবা অবসানপ্রায়
অস্ত্রযুদ্ধে তুমি মম সমকক্ষ বীর।
—মল্লযুদ্ধ কর!
সোরাব। উত্তম, তাহাই কর।
[ উভয়ে তরবারি পরিত্যাগ করিলেন। ]
রুস্তম। মনে থাকে যেন বীর, যে পক্ষ ভূশায়ী,
সেইক্ষণে তাহারে বিজয়ী বধ করে,—
পারস্যের মল্লযুদ্ধপ্রথা এই।
সোরাব। বেশ।
পারস্যের এই প্রথা অনুসারে তবে,
হোক যুদ্ধ। তাহাতে পশ্চাৎপদ নহি।
কিন্তু যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বে, বীরবর,
আরবার প্রশ্ন করি,—তুমি কি রুস্তম
নহ? সত্য কহ। যদি তুমিই রুস্তম
করিব না কদাপি তোমারে বধ।
রুস্তম। বটে!—
—স্পর্দ্ধা বটে। তুমি কি করিবে না
কৃপাভরে, বিংশ বৎসরের বীর—
অনুকম্পাভরে, করিবে না রুস্তমে
নিধন।—স্পর্দ্ধা বটে!
সোরাব। না বীর! স্পর্দ্ধার কথা নহে
ইহা।—জানো রুস্তম আমার কে?
রুস্তম। জানিতে চাহি নাক।
যুদ্ধ কর; যুদ্ধ কর; মনে থাকে যেন
ভূশায়িত যদি তুমি, ছুরিকা আঘাতে
তোমারে করিব বধ; আর আমি যদি
ভূশায়িত, তুমি বধ করিবে আমারে।
সোরাব। উত্তম, তাহাই হোক।
রুস্তম। প্রস্তুত?
সোরাব। প্রস্তুত।
[ উভয়ের মল্লযুদ্ধ। রুস্তম ভূশায়িত হইলেন। সোরাব রুস্তমের বুকের উপর হাঁটু দিয়া ছুরিকা বাহির করিয়া উত্তোলন করিলেন। ]
সোরাব। তবে বধ করি বীর?
রুস্তম। না, দ্বিতীয় বার
ভূশায়িত যদ্যপি, তাহারে বধ করা
নিয়ম;—প্রথম বার নহে।
সোরাব। তাই হোক!
—ওঠো বীর।
[ সোরাব রুস্তমকে ছাড়িয়া দিলেন
ও রুস্তম উঠিলেন। ]

সোরাব। এস আরবার।
রুস্তম। বীরবর—
আজি সমাগত সন্ধ্যা।—ক্ষান্ত হও আজ।
আবার প্রভাতে কল্য এই যুদ্ধ হবে।
সোরাব। উত্তম, শিবিরে যাও।
রুস্তম। এই স্থানে তবে;—
কল্য প্রাতঃকালে।
সোরাব। কল্য প্রভাতে।—উত্তম।

[ রুস্তম অবনত শিরে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। যতক্ষণ না তিনি দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন, ততক্ষণ সোরাব তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ]

সোরাব। কে এ? কেন এত স্নেহ উচ্ছ্বসিত
হয় এঁর প্রতি? দেখি তাঁর মলিন বদন,
পরাভবে নত আঁখি, কেন প্রাণ ছুটি'
কাঁদিয়া চরণতলে, পড়িয়া লুটায়ে,
মার্জ্জনা মাগিতে চাহে?—এ কি
প্রহেলিকা!—এ জয়ে উল্লাস নাই।
মহা অবসাদ অসমাচ্ছন্ন করে আজি
হৃদয় আমার।

( হুমান ও বর্ম্মানের প্রবেশ )

হুমান। কি করিলে?
বর্ম্মান। কি করিলে?
সোরাব। কেন বন্ধুবর?
হুমান। ছেড়ে দিলে পরাজয় করি'!
সোরাব। কি অন্যায়
করিয়াছি?
বর্ম্মান। বধ করিলে না? পদতলে
দলি' শির ভুজঙ্গের, ছেড়ে দিলে তারে!—
কি করিলে?
সোরাব। হইবে এ যুদ্ধ কল্য সখে,
প্রভাতে আবার।
হুমান। কি করিলে! কি করিলে!
করিলে না বধ?
সোরাব। নাহি পারিলাম সখে।
উঠায়ে ছুরিকা তীক্ষ্ণ বক্ষোপরি,'
কহিলাম, "করি বধ?"—কে যেন কহিল,
"সাবধান! কি করিছ মূঢ়?" তিনি
ক্ষমা মাগিবার পূর্ব্বে তাঁরে ক্ষমা
করিলাম! যুদ্ধের প্রারম্ভে যবে

ডাকিলেন তিনি "সোরাব।"—সে স্বর
যেন চিরপরিচিত। মল্লযুদ্ধে ধরিলেন
যবে বাহু দুটি, হৃদয় আমার যেন পক্ষ
গুটাইয়া তাঁর বক্ষে মাগিল আশ্রয়।—
কেন! কেন!—এ কি বন্ধু? কা'র
সঙ্গে যুদ্ধে নামিয়াছি?

হুমান। শান্ত কর চিত্ত বীর। তোমারে
কি সাজে দুর্ব্বল শিশুর মত করুণ ক্রন্দন?
নিষ্করুণ হও বীরবর। দৃঢ় কর
কোমল হৃদয়। ইহ গৃহাঙ্গন নহে;
যুদ্ধক্ষেত্র ইহা নররক্তাক্ত, নির্ম্মম।

বর্ম্মান। চল দুর্গে বন্ধুবর।—আগত রজনী।

[ নিষ্ক্রান্ত।

---

## সপ্তম দৃশ্য

স্থান—রুস্তমের শিবির। কাল—রাত্রি

আফ্রিদ একাকিনী

আফ্রিদ। সোরাব। সোরাব। এ কি মোহপাশে তুমি আমায় জড়িয়ে নিয়ে আস্‌ছো বীর। যে দিন, যেই ক্ষণে, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম তোমার মুখখানির পানে চাইলাম, অমনি মনে হ'ল—'এ কি। এখানে যে পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্যের সমাবেশ, সমস্ত আনন্দের লীলাভূমি, সমস্ত অন্বেষণের প্রাপ্তি! মনে হ'ল—প্রতিভা যেন সেখানে রক্তমাংসে সেজে এসেছে, প্রণয়ের একটি পবিত্র কামনা সেই মুখে প্রস্ফুটিত হয়েছে। এ কি সৌন্দর্য্য। এ কি আনন্দ। এ কি মহিমা? তার পরে—যতই সে মুখখানি ভুলবার চেষ্টা কর্চ্ছি, ততই সে পরিষ্কার আকার ধারণ কর্চ্ছে; যতই বহ্নি নেভাতে যাচ্ছি, ততই সে জলে উঠছে।—সোরাব। তুমি যদি আমার দেশের শত্রু না হ'তে, আমার পিতৃহন্তা না হ'তে।—না, আমি সে কথাকে মনে স্থান দেবো না।—তুমি আমার শত্রু। তোমার প্রতি আমার কর্ত্তব্যের পথ হ'তে আমি বিচলিত হব না।—কে? মহারাজ?

( কৈকায়ুশের প্রবেশ )

কৈকায়ুশ। যুদ্ধের কি ফল হ'ল? রুস্তম এখনো আসেন না কেন?

আফ্রিদ। তিনি শত্রু বধ না করে' ফির্ব্বেন না। আমি তাঁর শিবিরে তাই সে সংবাদের প্রতীক্ষা কর্চ্ছি। রুস্তম সোরাবকে বধ কর্ব্বেন। নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি এক শত্রুকে বধ করেছি, রুস্তম আর এক শত্রুকে বধ কর্ব্বেন।

কৈকায়ুশ। তুমি কাকে বধ করেছ আফ্রিদ!

আফ্রিদ। সেই বিশ্বাসঘাতক দেশের শত্রু হুজীরকে। কাল সমরক্ষেত্রে তার দেখা পেলাম। সোরাব তাকে মুক্ত করে' দিয়েছিল। সে পাপ আমাদের শিবিরে ফিরে আস্‌ছিল। আমি তাকে বধ করেছি।

কৈকায়ুশ। তুমি আফ্রিদ?

আফ্রিদ। হাঁ, আমি মহারাজ। এখনও আমার পিতার বধের প্রতিশোধ পূর্ণ হয় নি। এখনও সোরাব বাকি আছে।

[ নেপথ্যে তূরীধ্বনি ]

আফ্রিদ। ও কি! ঐ রুস্তমের বিজয়-তূরীর শব্দ।

কৈকায়ুশ। এই যে রুস্তম।

( ধীরে রুস্তমের প্রবেশ )

কৈকায়ুশ। বীর। তুমি সোরাবকে বধ করে' এসেছো। এসো, আমি তোমায় আলিঙ্গন করি।

রুস্তম। না মহারাজ। আজিকার যুদ্ধে আমিই পরাজিত হয়েছি।

কৈকায়ুশ। [ সাতিবিস্ময়ে ] সে কি! তুমি পরাজিত হয়েছো?

রুস্তম। হাঁ মহারাজ। প্রথমে সৈন্যে সৈন্যে যুদ্ধ হ'ল। তাতে আমাদের সৈন্যের সমধিক ক্ষয় হওয়ায় আমি প্রস্তাব কর্‌লাম যে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়ের মীমাংসা হোক্‌। সোরাব তাতেই সম্মত হ'ল। পরে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমি পরাজিত হয়েছি। কাল আবার যুদ্ধ হবে।

আফ্রিদ। কি! তুমি সোরাবকে বধ কর্ত্তে পারো নি রুস্তম? ধিক্‌ তোমার বাহুবলে। এক-বিংশতিবর্ষীয় বালকের কাছে রুস্তম পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে? প্রাণ দিতে পার্‌লে না। কাপুরুষ। কাল আমি যুদ্ধে যাবো। আর কিছু না পারি, প্রাণ দিতে পার্ব্ব—ধিক্‌।

[ প্রস্থান।

কৈকায়ুশ—অদ্ভুত।

রুস্তম। যাও মহারাজ।

[ কৈকায়ুশ প্রস্থান করিলেন।

রুস্তম। আমার শক্তি কোথায় গেল। এক বালকের কাছে পরাজিত হলাম—আর সে এমন পরাজয়। যে রুস্তম যক্ষ রক্ষ দৈত্যকুল নির্ম্মূল করে' বেড়িয়েছে, যার নামে ত্রিভুবন বিকম্পিত, তার বীরত্বের আজ এই পরিণাম। বালক যুদ্ধে বার বার যখন জিজ্ঞাসা কর্লে, "তুমি কি রুস্তম?"—আমি মিথ্যা কহিলাম—যে, "আমি রুস্তম নহি।" কেন?—সে এই লজ্জায়, যে, এক বিংশ বৎসরের বালকের সঙ্গে রুস্তম যুদ্ধে নেমেছে—আর সে তাকে পরাজিত কর্ত্তে পার্লে না? সে এই জন্য, যে, আমার কাছে আমার চেয়ে রুস্তমের যশ প্রিয়তর। আমি পরাজিত হইছি? কিন্তু বালক এ স্পর্দ্ধা না করে, যে, যুদ্ধে সে রুস্তমকে পরাজিত করেছে।—কিন্তু এমন বালক না জানুক, পৃথিবী ত' অচিরে জানবে যে, রুস্তম এক শিশুর কাছে পরাজিত হয়েছে। পৃথিবী যে হাস্‌বে। উঃ। অপমানে আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জলে যাচ্ছে—পুড়ে যাচ্ছে।—ঈশ্বর। কালিকার যুদ্ধে এই শক্তি দাও, যে শক্তিবলে সোরাবকে যুদ্ধে বধ কর্ত্তে পারি। তার পরে আর কিছু চাহি না। কাল জয় চাই। আমার ভবিষ্যতের সুখ শান্তি সম্পৎ সব কেড়ে নিও; কেবল জয় দান কর, আর কিছু চাহি না।

[ এই বলিয়া রুস্তম কক্ষমধ্যে উত্তেজিতভাবে পাদচারণ করিতে লাগিলেন; পরে ডাকিলেন—"দৌবারিক।" ]

( দৌবারিকের প্রবেশ )

রুস্তম। সুরা, নৃত্য, গীত।

[ দৌবারিকের প্রস্থান।

রুস্তম। এ দুঃখ সুরায় ডুবিয়ে দেই, সঙ্গীতে ভাসিয়ে দেই, নৃত্যে লুপ্ত ক'রে দেই।—নহিলে এ অসহ্য।

( সুরাপাত্র হস্তে নর্ত্তকীদের প্রবেশ ও রুস্তমের পার্শ্বে সুরাপাত্র রক্ষা, পরে নৃত্য-গীত। রুস্তম সুরাপানে রত। )

( গীত )

ঢাল্ সুরা ঢাল্ ভর পিয়ালা,
জুড়াই আজ এ প্রাণের জ্বালা।
শোক অপমান নাই কিছু নাই—
সব ভুলে যাই সব ভুলে যাই;
সুখের পাথার, দেবো রে সাঁতার,
বিষাদ বিরাগ ছুটিয়া পালা—
আয় রে প্রাণের সুহৃৎ আমার,
যশ মান সুখ মিছা সে কি ছার,
ঢাল্ সুধা ঢাল্ ঢাল্ রে আবার,
দে ঐ পাত্র অমিয়া ঢালা।
কিসের জীবন।—
সে ত' এ সুরার বিম্বের মত উঠে পড়ে, আর,
কিসের বিজয় কঙ্কালসার গলে কঙ্কালমুণ্ডমালা—
বাজাস্ ডঙ্কা যতই না—
ঠিক চলেছিস্ সেই মৃত্যুর দিক্;
যতই বাঁচিস্, ততই মরিস্,
যতই ভাবিস্, ততই জ্বালা।

——

## অষ্টম দৃশ্য

স্থান—নদীতীরে সমরাঙ্গন। কাল—প্রভাত

সোরাব একাকী

সোরাব। বুঝিতে না পারি।—সেই বীর;—
প্রসারিত বক্ষ, সমুদ্রের মত; পর্ব্বতের মত
গর্ব্বসমুন্নত দেহ; চক্ষে বজ্রজ্বালা,
কণ্ঠস্বরে স্নিগ্ধ সুগম্ভীর মেঘধ্বনি,
কাহার সম্ভবে আর—যদি নয় তিনি
রুস্তম—আমার পিতা?

এক মহাবিধা

আমারে করিছে ভিন্ন আমা হ'তে আজি
আজি যেন আমি আর আমি নহি; যেন
বোধ হয় শূন্যগর্ভ বিজয়গৌরব।
শ্লথ শৌর্য্য অঙ্গ হ'তে পড়িছে খসিয়া
জীর্ণবাস সম।—পিতা। পিতা।
পিতা। পিতা।

( রুস্তমের প্রবেশ )

সোরাব। কে বীর। এসেছো তুমি।

রুস্তম। আসিয়াছি আমি।

সোরাব। বালক। শেষ যুদ্ধ হবে আজি।
লুটাইবে ভূমিতলে সোরাব,—তোমার
অথবা আমার শব আজি।—যুদ্ধ কর।

সোরাব। ক্ষান্ত হও বীরবর! পরিত্যাগ কর
অস্ত্র। এসো, বীর! আজি তুমি আর আমি
দুইজনে বসি' এইখানে করে কর,
বক্ষে বক্ষ, প্রিয়বর, উর্দ্ধমুখে মাগি
বিধাতার ক্ষমা! ডুবাইয়ে দেই
অতীত বিদ্বেষ মহা স্নেহের প্লাবনে।
তোমারে করিতে বধ উঠিছে না বাহু,
চাহিছে না প্রাণ।—আজ কি যেন টানিছে
দুর্নিবার স্রোতে আমারে তোমার পানে।
যেন তুমি বৈরী নহ; যেন—যেন তুমি
বহু—বহু দিবসের বন্ধু পুরাতন।
মম অন্তঃস্থল হ'তে উঠিছে গভীর
করুণ ক্রন্দন এক—কি হেতু? জানি না।
—এস বন্ধু প্রিয়তম! আলিঙ্গন কর।

রুস্তম। কখন না। স্নেহ, অনুকম্পা, সর্ব্ববিধ
কোমল প্রবৃত্তি আজি, এ হৃদয় হ'তে
নির্ব্বাসিত করিয়াছি। সর্ব্ব-সাধনাকে
কেন্দ্রীভূত করিয়াছি একটি ইচ্ছায়,
সে তোমায় বধ; পরাজয় অপমান
জর্জ্জরিত করিয়াছে চিত্ত। সেই মহাজ্বালা
ব্যাপ্ত হইয়াছে দেহে, মস্তিষ্কে, শোণিতে।
জ্বলিতেছি, পুড়িতেছি আমি।—অস্ত্র নাও।

সোরাব। এই মাত্র? পরাজয় অপমান তবে
আমি লইতেছি মাগি'। এসো বন্ধুবর।
আজি আমি তব সর্ব্ব-সৈনিক-সম্মুখে,
আমার জীবন ভিক্ষা লব জানু পাতি,'
মাগিয়া তোমার কাছে।—বন্ধু! অস্ত্র রাখো।

রুস্তম। চাহি না শুনিতে নারীসুলভ কাকুতি।
আজি যুদ্ধে নামিয়াছি ভীম রুদ্র তেজে,
বাঁধিয়াছি আপনাকে ভীষ্ম প্রতিজ্ঞায়,
তোমারে করিব বধ অথবা মরিব;
এই শির, হয় আজি লোটাবে ভূতলে
তোমার চরণতলে, অথবা গৌরবে
উন্নত, বিজয়-গর্ব্বে ফিরিবে শিবিরে।

সোরাব। শোন বন্ধু।

রুস্তম। কোন কথা শুনিতে চাহি না;
আপনার সন্তানের মরণকাকুতি
টলাইতে পারে না এ প্রতিজ্ঞা আমার।
রক্ষা কর আপনাকে।

[ আক্রমণ ]

সোরাব। তবে তাই হোক।

( উভয়ের যুদ্ধ। ক্ষণেক পরে সোরাবের তরবারির আঘাতে রুস্তমের তরবারি ভূপতিত হইল। )

রুস্তম। ক্ষুব্ধ নহি। রিক্তহস্তে করিব
সংগ্রাম।—যুদ্ধ কর। দীপ্ত তব খর
তরবারি নামুক আমার স্কন্ধে;—ভীত
নহি আমি। মরিব বীরের মত।

সোরাব। কখন না—আমি তরবারি
করিলাম ত্যাগ। [ তরবারি ত্যাগ ]
যুদ্ধ হোক তবে বাহুবলে বাহুবলে।

[ মল্লযুদ্ধ ]

( দ্রুতবেগে আফ্রিদের প্রবেশ )

আফ্রিদ। ধন্য ধন্য—
এই ত' উদার চিরমহৎ সোরাব!—
—তথাপি সোরাবে ছাড়িও না।
বধ কর—বধ কর তব সিংহবিক্রমে,
রুস্তম।

সোরাব। কই পিতা। [ ভূপতিত হইলেন। ]

[ রুস্তম তাহার উপরে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, ছুরিকা উত্তোলন করিলেন। ]

রুস্তম। সোরাব। স্মরণ কর তবে
পিতা মাতা—যে যেখানে আছে,
এই শেষ মুহূর্ত্ত তোমার।

সোরাব। এ প্রথম বার বীর।
তোমার দেশের প্রথা—

রুস্তম। এ প্রথম বার,
এই শেষবার—( বক্ষে ছুরিকাঘাত )

সোরাব। ওঃ—মরি, আমি মরি—মা!
মা!—পিতা! পিতা!

রুস্তম। মর তুমি। আমার সে বিজয়-
গৌরব বালক!—করিবে খর্ব্ব তুমি!
—মর তবে।

[ পুনরায় অস্ত্রাঘাত ও প্রস্থান।

আফ্রিদ। মর মর পিতৃঘাতী! এ হস্ত
দুখানি করি বিরঞ্জিত তবে রুধিরে
তোমার [ হস্ত রঞ্জিত করিয়া ]
এই রক্ত—এই রক্ত, এখনও কবোষ্ণ
জীবন উত্তাপে তব, এই রক্তে আজি
পিতার মৃত্যুর হোক পূর্ণ প্রতিশোধ।

সোরাব। আফ্রিদ!—করিও ক্ষমা।

আক্রিদ। সোরাব! সোরাব!
বীর-চূড়ামণি তুমি! উদার মহৎ!
পড়িয়াছ তুমি আজ অন্যায় সমরে;
তুমি যাইতেছ—যাও! আমিও যাইব
সঙ্গে, আমি ছাড়িব না।—দাঁড়াও
সোরাব!—আক্রিদে চাহিয়া দেখ।
[ নিজবক্ষে ছুরিকা আঘাত করিয়া পতন। ]
তব পদতলে।
সোরাব। কি করিলে আক্রিদ?
আক্রিদ। উচিত করিয়াছি।—সোরাব!
তোমারে ভালবাসিয়াছি, বাসি।
তোমার আমার মধ্যে মহা ব্যবধান
ছিল—সে পিতার মৃত্যু; জীবনসঙ্গিনী
হইতে না পারিতাম কদাপি তোমার।
সেই মহা ব্যবধান আজি গেছে সরে',
আজি আমি তাই, তব—মরণসঙ্গিনী!
এস বক্ষে প্রিয়তম—এসো একবার!
এ প্রথম, এই শেষ।
সোরাব। এসো প্রিয়তমে!
এসো বক্ষে আজি এই জীবন-সন্ধ্যায়।
আক্রিদ। প্রিয়তম! বিশ্ব অন্ধকার হয়ে
আসে—হস্ত দাও প্রাণাধিক!
আমাদের এই সাধের বাসর।
[ মৃত্যু। ]
সোরাব। বীরনারী! প্রাণাধিকে!
দাঁড়াও আমিও যাই।
( কৈকায়ুশ ও সৈনিকগণ সহ রুস্তমের প্রবেশ )
রুস্তম। এই সেই বীর
লুটায়ে ভূতলে।
কৈকায়ুশ। ধন্য ধন্য বীরবর!
নিরাপদ আজি পারস্যের সিংহাসন।
হে বীর! বীরেন্দ্র! আজি
আলিঙ্গন দাও।
[ আলিঙ্গন করিয়া সসৈনিক প্রস্থান।
সোরাব। হে বীর! জানি না আমি,
কে তুমি। জানিও—
আমায় অন্যায় যুদ্ধে বধিয়াছ তুমি;
জানিও—তুমিও রক্ষা পাইবে না কভু
রুস্তম আমার পিতা শুনিবেন যবে,
এ হত্যাকাহিনী।—থাকো তুমি অন্ধকারে,
ভূগর্ভে: আকাশে, কিংবা জলধি-কন্দরে,
রুস্তম আমার পিতা শুনিবেন যবে,
এ অন্যায় হত্যা তাঁর পুত্রের—রবে না
তোমার উদ্ধত শির স্কন্ধের উপরে।
রুস্তম। সে কি? কে তোমার পিতা?
সোরাব। কে আমার পিতা?
—ভুবনবিখ্যাত বীর রুস্তম।
রুস্তম। কে মাতা?
সোরাব। তুরাণের রাজকন্যা।—মা—মা—
এ মরণে তোমার না পাইলাম দেখা।
—হায় আমি আসিয়াছিলাম নিজ
পিতৃ-অন্বেষণে, কিন্তু দেখা পাইবার
পূর্ব্বে, অবসান হ'ল দিবা।
রুস্তম। অসম্ভব! এ পুত্র আমার!
আমার ত' পুত্র হয় নাই!—অসম্ভব!
সোরাব। কে তুমি?
রুস্তম। আমিই সেই রুস্তম।
সোরাব। রুস্তম!—
আমার হৃদয় তবে মিথ্যা বলে নাই।
উঠিতেছিল না, এ বাহু আমার
তোমারে করিতে বধ!—
পিতা!—পিতা!—পিতা!
রুস্তম। বালক, তোমার কোন নিদর্শন আছে?
সোরাব। খুলে দেখ এই বর্ম্ম।
[ রুস্তম কম্পিতহস্তে সোরাবের বাহুর বর্ম্ম
উন্মোচন করিলেন ]
রুস্তম। এই সে কবচ।
কি করেছি, আমি পুত্রহত্যা করিয়াছি—
অন্যায় সমরে।—পুত্র!
সোরাব—সোরাব!
সোরাব। পিতা! পিতা!
( দ্রুতবেগে তামিনার প্রবেশ )
তামিনা। কই পুত্র!
সোরাব। মা—মা!—মা!—আমার!
[ হস্ত বাড়াইলেন। ]
তামিনা। তাহাই ঘটিল পুত্র!—
সোরাব! সোরাব!—কোথা যাও বৎস!
রুস্তম। আমি হত্যা করিয়াছি
তামিনা, তোমার পুত্র।
সোরাব। দাও পদধূলি; মা আমার!
বাবা!—যাই অতি দূরদেশে—অতি ঘন
অন্ধকারে। দাও মা বিদায়। [ মৃত্যু ]

তামিনা। বৎস! বৎস! প্রাণাধিক!
সোরাব আমার! [ মূর্চ্ছিতা।

[ রুস্তম প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন ]

---

## নবম দৃশ্য

স্থান—সমরাঙ্গনের এক অংশ। কাল—সন্ধ্যা

( ফকিরের প্রবেশ ও গীত )

একটু আলো ও আঁধার,
একটু সুখ ও একটু ব্যথা—
না কহিতে হায় ফুরাইয়ে যায়—
একটু প্রাণের একটু কথা।
একটু আলাপ কলহ বিলাপ,
একটু বিশ্বাস, আশা, ভয়, গো—
সাঙ্গ এ নাটিকা, পড়ে যবনিকা,
ফুরাইয়ে যায় অভিনয় গো।
একটু হৃদির একটু স্পন্দন—
শুদ্ধ হয়ে যায় পরে সব;
একটু হাসি একটু ক্রন্দন—
থেমে যায় এই কলরব।
ধনের গৌরব, যশের গৌরব,
রূপেরই গরিমা, সবই হায় গো—
একসঙ্গে শেষে চোখের নিমেষে
ধূ ধূ ধূ ধূ করে' পুড়ে যায় গো।

---

## দশম দৃশ্য

পুনরায় অষ্টম দৃশ্য। রাত্রি, ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত। শীর্ণমুখ, শুভ্রকেশপাণ্ডুর রুস্তম, সেইরূপভাবে দাঁড়াইয়া—সম্মুখে জানু পাতিয়া তামিনা অবস্থিত; অদূরে পূর্ব্ববৎ সোরাব ও আফ্রিদের মৃতদেহ।

তামিনা। যা হবার হইয়াছে—ঘরে
ফিরে চল। প্রভু! দীর্ঘ রাত্রিকাল
আসিয়া নীরবে প্রভাত হইয়া গেছে।
—তথাপি নিশ্চল। সে প্রভাত ক্রমে
ক্রমে জ্বলিয়া জ্বলিয়া আবার নিভিয়া
গেছে গাঢ় অন্ধকারে!—তথাপি নিশ্চল!
সেই গাঢ় অন্ধকার এখন ঘেরিয়া, বৃষ্টি,
ঝঞ্ঝা ও বিদ্যুৎ করে পৈশাচিক নৃত্য,
সঙ্গে বাদ্য বাজে ঘন ঘন বজ্রধ্বনি—
তথাপি নিশ্চল—নির্নিমেষ—চেয়ে
আছো কেন?—ফিরে চল।
[ হাত ধরিলেন ]
—হায় এ পাষাণমূর্ত্তি—অটল অসাড়,
শুনিছে না দেখিছে না শুদ্ধ চেয়ে আছে,
চেয়ে—চেয়ে—চেয়ে—আছে—শুদ্ধ
নির্নিমেষ। প্রভু! প্রভু! প্রাণেশ্বর!
[ পা জড়াইয়া ধরিলেন। ]

( সদাজী, গুরাজ ও তুশের সহিত
কৈকায়ুশের প্রবেশ )

তুশ। দেখ মহারাজ!
ঐ দেখো—এই ঘন গাঢ় অন্ধকার,
যাহে ভিন্ন করে শুধু পিঙ্গল বিদ্যুৎ,
এই ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি; বজ্রাঘাত; তার মাঝে
এখনও দাঁড়ায়ে বীর রুস্তম তেমতি!
অঙ্গে ঝরে বৃষ্টিধারা, শুভ্র কেশরাশি;—
যেন সে প্রস্তরীভূত, বাক্যের অতীত,
এক মহা পরিতাপ—তাহার চরণে
পতিতা রোরুদ্যমানা, সতী, পতিব্রতা,
অভাগিনী পুত্রহারা।

কৈকায়ুশ। রুস্তম! রুস্তম!!
শুনিছে না দেখিছে না
—শুদ্ধ চেয়ে আছে।

[ তথাপি রুস্তম সেইরূপ প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ
দাঁড়াইয়া রহিলেন। ]

---

**যবনিকা**

# পরপারে

( নাটক )

## উৎসর্গ

পূজ্যপাদ

প্রসাদদাস গোস্বামী

দাদামহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু—

## কুশীলবগণ

পুরুষ

| | | | |
|---|---|---|---|
| বিশ্বেশ্বর | ... | ... | জমীদার |
| মহিমারঞ্জন | ... | ... | সরযূর স্বামী |
| দয়াল | ... | ... | করুণাময়ীর বৃদ্ধ প্রতিবেশী ও বিশ্বেশ্বরের বাল্যবন্ধু |
| পরেশ | ... | ... | সরযূর মাতুল |
| কালীচরণ | ... | ... | জনৈক নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তি |
| পার্ব্বতী | ... | ... | মহাজন |
| চারু ও বিনোদ | ... | ... | পার্ব্বতীর বন্ধু |

——

স্ত্রী

| | | | |
|---|---|---|---|
| করুণাময়ী | ... | ... | মহিমারঞ্জনের মাতা |
| সরযূ | ... | ... | বিশ্বেশ্বরের পৌত্রী |
| হিরণ্ময়ী | ... | ... | জনৈক ভ্রষ্টা নারী |
| শান্তা | ... | ... | বেশ্যা |

——

# পরপারে

——:*:——

## প্রথম অঙ্ক

—:*:—

### প্রথম দৃশ্য

স্থান—করুণাময়ীর কুটীর। কাল—প্রভাত

বাড়ীর আঙ্গিনায় করুণাময়ী, তাঁহার বৃদ্ধ প্রতিবেশী দয়াল ও প্রতিবেশিনীগণ আসীন

করুণা। আজ আমার বড় আনন্দ। এসো এ আনন্দে যোগ দাও। আজ আমার বড় আনন্দ।

১ প্রতিবেশিনী। তা ত' হবেই। ছোট ছেলের বিয়ে। হবে না?

২ প্রতিবেশিনী। খাসা বৌ হয়েছে। টুকটুকে বৌ।

৩ প্রতিবেশিনী। ঘর আলো-করা বৌ।

১ প্রতিবেশিনী। হাঁগা। মেয়েটির বাপ কি করে?

দয়াল। মেয়েটির বাপ-মা কেউ নেই।

২ প্রতিবেশিনী। তবে কে আছে?

দয়াল। তার দাদামহাশয়।

৩ প্রতিবেশিনী। দিদিমা?

দয়াল। দিদিমাও নেই।

১ প্রতিবেশিনী। আহা! তা'লে তাকে দেখ্‌বার কেউ নেই!

দয়াল। দাদামহাশয় আছেন। মেয়েটির বাপ-মাও সে রকম তাকে দেখ্‌তে পার্ত্ত না— তার দাদামহাশয় যেমন এতদিন দেখে এসেছে।

২ প্রতিবেশিনী। বটে!

দয়াল। বুড়ো দিবারাত্র তাকে বুকের উপর করে' রাখ্‌তো; নিজের হাতে করে' খাওয়াত;—আর বল্‌তে বল্‌তে আমার চোখে জল আসে—

৩ প্রতিবেশিনী। কন গা!

দয়াল। আমিও বুড়ো হয়েছি; কিন্তু দাদামহাশয়ের মত বুড়ো কখন দেখি নি। এ দিকে ত' দান করে' ফতুর। ওদিকে আবার যেন একখানি মূর্ত্তিমান্ স্নেহ; আর সেই স্নেহের প্রাণ এই নাতনী। একদিন—তখন তার নাতিনীর বয়স বছর চারেক হবে—একদিন সকালে বুড়োর ওখানে গিয়েছি। দেখি যে বুড়োর মুখে দড়ি বেঁধে, তার নাতিনী, তার পীঠে দস্তুরমত ঘোড়-সোয়ার হয়ে বসে', একগাছ কঞ্চি হাতে করে' বল্‌ছে "হট্ হট্"—আর বুড়ো হামাগুড়ি দিয়ে বারান্দাময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

করুণা। আহা।

১ প্রতিবেশিনী। বল কি গো। বুড়ো তা'লে দস্তুরমত পাগল।

২ প্রতিবেশিনী। বুড়ো ম'র্ব্বে।

৩ প্রতিবেশিনী। সে যা হোক্, কিন্তু খাসা বৌ পেয়েছো দিদি।

দয়াল। বৌ পেয়েছ, কিন্তু হয় ত' ছেলে হারালে।

করুণা। সে কি বল ভাই—এমন ছেলে—আমা বৈ জানে না।

১ প্রতিবেশিনী। মা বলে' অজ্ঞান।

২ প্রতিবেশিনী। সুবোধ।

৩ প্রতিবেশিনী। বিদ্বান্।

দয়াল। যতই সুবোধ হোক্, মায়ের প্রতি যতই টান থাকুক্—বিয়ে হ'লে ছেলে তেমনটি থাকে না।

করুণা। না না, সে কথা বোলো না ভাই। আমার অমন ছেলে—

১ প্রতিবেশিনী। নিজের হাতে করে' মানুষ করেছো।

২ প্রতিবেশিনী। তার অসুখে-বিসুখে রাত্রি জেগে নিজের দেহপাত করেছো।

৩ প্রতিবেশিনী। গর্ব্ভে ধরেছো।

করুণা। বল কি ভাই। চিরদিন সে মা

বৈ আর জানে না। আর আজ ম'র্ত্তে বসেছি —আজ সে পর হয়ে যাবে।

দয়াল। এদিকেও ম'র্ত্তে ব'সেছো, ওদিকেও ম'র্ত্তে ব'সেছো।

[ প্রস্থান।

১ প্রতিবেশিনী। কি অলক্ষণে কথা সব।

করুণা। এমন ছেলে পর হয়ে যাবে।—হাঁ গা।

৩ প্রতিবেশিনী। শোন কেন ভাই।

করুণা। তাই যদি হয়, হোক। সে ত' সুখী হবে।

২ প্রতিবেশিনী। তা আর হবে না। অমন টুকটুকে বৌ।

১ প্রতিবেশিনী। যেন মা জগদ্ধাত্রী।

২ প্রতিবেশিনী। হরগোরীর মিলন।

( মহিমের প্রবেশ )

করুণা। এই যে বাছা!—মুখখানি যে শুকিয়ে গিয়েছে।

প্রতিবেশিনীগণ। আমরা তবে আজ আসি ভাই।

করুণা। এসো।

[ প্রতিবেশিনীগণের প্রস্থান।

করুণা। মুখখানি শুক্‌নো শুক্‌নো দেখ্‌ছি যে। কোনও অসুখ করেনি ত'?

মহিম। না মা—তুমি এখনও খাওনি?

করুণা। না বাবা।

মহিম। খাও গে যাও। তোমার অসুখ কর্ব্বে।

করুণা। এত সুখের মধ্যে অসুখ আস্‌বে কোথা দিয়ে।—মহিম। বৌ পছন্দ হয়েছে?

মহিম। তুমি খাও আগে। নৈলে আমি তোমার কোন কথা শুনবো না।

করুণা। এই যাচ্চি।—ও কি, চোখে জল।—কি হয়েছে বাবা।

মহিম। মা।

করুণা। কি বাবা।

মহিম। মা।

[ বক্ষে মুখ লুকাইলেন ]

করুণা। [ কম্পিতস্বরে ] কি বাবা। কাঁদ্‌ছিস্ কেন?

মহিম। না মা। কিন্তু এ কি হ'ল মা। আজ প্রাণ এত আকুল হয় কেন? কে যেন আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে। ঘরে চোর সেঁধিয়েছে।—আমায় ছেড়ো না মা।

করুণা। সে কি বাছা। এ কি। কাঁপ্‌ছিস্ যে—

মহিম। জানি না—কেন।—না মা, খাবে এসো। আমি তোমার খাওয়া আজ নিজে দেখ্‌বো।

করুণা। কেন?

মহিম। আমার ইচ্ছা হয়েছে।—এসো মা।

[ নিষ্ক্রান্ত।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বিশ্বেশ্বর প্রাসাদমঞ্চ। কাল—সন্ধ্যা

বিশ্বেশ্বর ও সরযূ

বিশ্বেশ্বর। বলি কেমন! বর পছন্দ হয়েছে ত'!

সরযূ। যান।

বিশ্বেশ্বর। যাবোই ত'। যেতে ত' বসেছি। তবে দুদিন আর তর সৈছে না।—তোর বর পছন্দ হয়েছে?

সরযূ। যান।

বিশ্বেশ্বর। তা—এখন আর আমাকে পছন্দ হবে কেন। বুড়ো হয়েছি। এখন নতুন চাই।

সরযূ। আপনি ভারি দুষ্ট।

বিশ্বেশ্বর। মাথায় টেড়ি, হাতে ছড়ি, চোখে চশমা, আর নবীন গোঁফ—এ নইলে কি আর এখন মন উঠে! তবে বর পছন্দ হয়েছে?

সরযূ। আমি আর আপনার সঙ্গে কথা কৈব না।

বিশ্বেশ্বর। তা আর কৈবি কেন। বুড়ো হয়েছি। এতে কি আর মন ওঠে।—সরযূ।

সরযূ। দাদামহাশয়।

বিশ্বেশ্বর। আমাকে ঠিক আগেকার মত ভালবাসবি?

সরযূ। বাস্‌বো। চিরদিন বাস্‌বো, যতদিন বেঁচে থাকি।

বিশ্বেশ্বর। তেমনি করে' গলাটি জড়িয়ে

ধরে' দাদামহাশয় বলে' ডাক্‌বি? তেমনি করে' খাবার সময় কাছে এসে বস্‌বি? তেমনি আদর করে'—

সরযূ। দাদামহাশয়!—আমি চ'লে গেলে আপনার দুঃখ হবে?

বিশ্বেশ্বর। তোর কি বোধ হয়?

সরযূ। তবু জিজ্ঞাসা করি; উত্তর দেন। বড় কষ্ট হবে?

বিশ্বেশ্বর। কষ্ট!—চক্ষু দুটি অন্ধ হলে' মানুষের কি হয় সরযূ? পিতৃমাতৃহীনা তোকে আমি যে হাতে করে' মানুষ করেছি, খাইয়ে দিয়েছি। তোর মুখপানে চেয়ে দেখেছি—চোখ ঠিক্‌রে গিয়েছে, তবু যেন দেখা শেষ হয়নি। বুকে চেপে ধরেছি—এমন জোরে চেপে ধরেছি যে, তুই ঘুমের ঘোরে কেঁদে উঠেছিস্। তার পর বিছানা থেকে উঠে বারান্দায় বেড়িয়ে বেড়াইছি; মনে মনে ভেবেছি—'কাকে এত ভালোবাস্‌ছি? কেন ভালবাস্‌ছি?—ও আমার কে? বুকের রক্ত খাইয়ে কালসাপিনী পুষেছি। যখন সে চলে' যাবে, তখন যে বুকে ভালবাসি, সেই বুকে ছোবল মেরে চ'লে যাবে, আমি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ কর্ব্ব, আর সে একবার ফিরেও চাইবে না।'

সরযূ। দাদামহাশয়! আমি শ্বশুরবাড়ী যাবো না।

বিশ্বেশ্বর। তুই তো বল্লি যাবো না। সে ছাড়ে কৈ!—সে যে কড়ি দিয়ে কিনেছে; এখন দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে হেঁছড়ে নিয়ে যাবে।

সরযূ। কেন আমার বিয়ে দিলেন দাদামহাশয়?

বিশ্বেশ্বর। পরে বুঝ্‌বি কেন দিলাম; কেন আমার হৃৎপিণ্ড টেনে ছুড়ে ফেলে দিলাম; কেন নিজের চক্ষু দুটি নিজে উপ্‌ড়ে ফেলে দিলাম—একদিন বুঝ্‌বি।

সরযূ। কেন দিলেন?

বিশ্বেশ্বর। তোমারই সুখের জন্য দিদি!

সরযূ। আমার সুখ? এ বিবাহে আমি সুখী হব না।

বিশ্বেশ্বর। সে কি দিদি!

সরযূ। কেন জানি না। আমার মন বলছে।—দাদামহাশয়! আমি আপনাকে ছেড়ে যাবো না।

বিশ্বেশ্বর। যাবি নৈ কি! শুধু যাবি!—এক বৎসর পরে উল্টো গাইবি; বল্‌বি—আমি আর দাদামহাশয়ের কাছে ফিরে যাবো না।

সরযূ। ইস—

বিশ্বেশ্বর। তখন দেখে নিস্!—তখন আর তোর দাদামহাশয়কে দিনান্তে একবার মনেও পড়্‌বে না।

সরযূ। আমি যাবো না। দাদামহাশয়! আমি আপনাকে ছেড়ে যাবো না। [ গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন ]—আমি যাবো না।

বিশ্বেশ্বর। যাবি না কি! আমার কষ্ট হবে না দিদি। স'য়ে যাবে। তুই চলে' গেলে আমি কি কর্ব্ব জানিস্?

সরযূ। কি কর্ব্বেন? আত্মহত্যা কর্ব্বেন না?

বিশ্বেশ্বর। ইস্! তোর জন্য আমি আত্মহত্যা কর্ব্ব! ভারি গুমর!—ওরে তোর বিরহে আমি 'কোথায় সরযূ, কোথায় সরযূ', বলে' কেঁদে কেঁদে রাস্তায় ছুটে বেরোবো না—

সরযূ। তবে কি কর্ব্বেন?

বিশ্বেশ্বর। এই সঙ্গিহীন বিড়ালের ছানার মত আমি নিজের লেজের সঙ্গে খেলা কর্ব্ব।

[ চক্ষু মুছিলেন ]

সরযূ। না দাদামহাশয়, আমি আপনাকে ছেড়ে যাবো না। [ কণ্ঠ জড়াইয়া ] দাদামহাশয়!

বিশ্বেশ্বর। এ কি তোমার নিয়ম দয়াময়! একজনের দুঃখ নৈলে কি আর একজনকে সুখ দিতে পারো না! এই ভুজবন্ধন নিজের হাতে ছিঁড়ে দিতে হচ্ছে। তার চিরদিনের আশ্রয় এই বুক থেকে তাকে নিজে তাড়িয়ে দিয়ে পরের দ্বারে ভিক্ষুক করে' পরের ঘরে দাসী ক'রে দিতে হচ্ছে!—না, তুই থাক্। কোথায় যাবি! আমার ঘর আঁধার করে' বুক খালি করে' প্রাণ শূন্য করে' কোথায় চলে' যাবি দিদি! না, আমি তোকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্ব্ব না!

[ সরযূর গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন ]

( দরোয়ানের প্রবেশ )

দরোয়ান। হুজুর জনকতক বাবু এসেছেন।

বিশ্বেশ্বর। কেন?

দরোয়ান। তা জানি না হুজুর!

বিশ্বেশ্বর। এখন যেতে বল্।

দরোয়ান। যে আজ্ঞে।

[ দরোয়ানের প্রস্থান।

বিশ্বেশ্বর। সরযূ।

সরযূ। দাদামহাশয়।

বিশ্বেশ্বর। মেঘ করেছে না?—দেখ্‌ত।

সরযূ। (দেখিয়া) কৈ না।

বিশ্বেশ্বর। ও।—আমারই ভুল।—নিতাই।

(নিতাইয়ের প্রবেশ)

বিশ্বেশ্বর। না কিছু না—যাও।—

[নিতাইয়ের প্রস্থান।

সরযূ। দাদামহাশয়। ও রকম কর্চ্ছেন কেন?

বিশ্বেশ্বর। [সহাস্যে] কৈ না।—আচ্ছা সরযূ। তবে কাল যাবি।—

সরযূ। বলেছি ত' দাদামহাশয়।—আমি যাব না।

বিশ্বেশ্বর। তা কি হয়।—বিয়ের পর স্বামীর বাড়ী যেতে হয়। তারপর আবার আসবি। তোর দাদামহাশয় এমনি করে' তোর পথ চেয়ে থাক্‌বে।

(দরোয়ানের প্রবেশ)

দরোয়ান। গোমস্তামহাশয় এসেছেন।

বিশ্বেশ্বর। কেন?

দরোয়ান। মোলাকাত চান।—

বিশ্বেশ্বর। এখন হবে না।

দরোয়ান। বল্লেন বিশেষ দরকার।

বিশ্বেশ্বর। এখন হবে না। যেতে বল্।—

[দরোয়ানের প্রস্থান।

বিশ্বেশ্বর। এমন সময় বৃথা ক্ষেপণ কর্ত্তে পারি না। এর প্রতি মুহূর্ত্ত পবিত্র। বর্ষার আকাশে রৌদ্রের হাস্যের মত বেশীক্ষণের জন্য নয়। কাল দীপ নিভে যাবে। সব অন্ধকার হয়ে আসবে।

(পরেশের প্রবেশ)

বিশ্বেশ্বর। কে। পরেশ।—কি সংবাদ?

পরেশ। চারুবাবু নীচে এসেছেন।

বিশ্বেশ্বর। ও।—তাঁর কন্যাদায়। আজ তাঁকে আস্‌তে ব'লেছিলাম বটে।—পরেশ, তাঁকে ৫০০০৲ টাকা দিয়ে দাও গে যাও।

পরেশ। দলিল আনেন নাই।

বিশ্বেশ্বর। কিছু দরকার নাই।—ভদ্রলোক।

পরেশ। মানুষকে অত বিশ্বাস কর্ব্বেন না তাওয়াই মহাশয়।

বিশ্বেশ্বর। সে কি। মানুষকে বিশ্বাস কর্ব্ব না। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি: মর্ত্ত্যে ভগবানের অবতার,—যে রূপে আমরা দেব-দেবীর কল্পনা করি, তাকে বিশ্বাস কর্ব্ব না। জগতের প্রভু, সমাজের নিয়ন্তা, সভ্যতার সন্তান, ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, জ্ঞানের গুরু, ত্যাগের শিষ্য, স্নেহের দাস—মানুষকে বিশ্বাস কর্ব্ব না। বল কি পরেশ। তবে কি পশুকে বিশ্বাস কর্ব্ব?

পরেশ। অনেক মানুষ আছে, যারা পশুর অধম। যারা ভাইয়ের প্রতি অত্যাচার করে, বন্ধুর সর্ব্বনাশ করে, স্ত্রীকে প্রহার করে, বৃদ্ধ পিতাকে ধাক্কা দিয়ে সংসার থেকে সরাতে চায়—

বিশ্বেশ্বর। ছি ছি। মানুষের নিন্দা কোরো না। মানুষ আমার ভাই। তার নিন্দাবাদ শুন্তে চাই না—যাও গোমস্তাকে বল গে—

পরেশ। কিন্তু—

বিশ্বেশ্বর। যাও বাবাজি।

[পরেশের প্রস্থান।

বিশ্বেশ্বর। সরযূ!

সরযূ। কি দাদামহাশয়?

বিশ্বেশ্বর। কথা কচ্ছিস্ না যে?

সরযূ। কি কথা কৈব দাদামহাশয়?

বিশ্বেশ্বর। কি কথা কৈবি।—তাও ত' বটে। এখন যত কথা সেই নবীন গোঁফ, আর কোঁকড়া চুল আর বাঁকা টেড়ির সঙ্গে।—না?

সরযূ। যান্।

বিশ্বেশ্বর। আমার সঙ্গে ঐ এক কথা—'যান' আমি ত' আর তোর 'প্রাণেশ্বর' নই।—আচ্ছা সরযূ আমায় একবার প্রাণেশ্বর বলে' ডাক্ দেখি।—দেখি কেমন শোনায়। অনেক দিন কারো কাছে সে মধুর ডাক শুনিনি। একবার ডাক দেখি।

সরযূ। কি বল্লেন যে দাদামহাশয়—

বিশ্বেশ্বর। আহা, একবার ডাক না। তোর প্রাণেশ্বর ত' আর এখানে নাই যে রাগ কর্ব্বে। ডাক্ না—'প্রাণেশ্বর,' 'নাথ,' 'বল্লভ,' 'হৃদয়সর্ব্বস্ব'—যা হোক্ একটা কিছু।—ডাক্ না—বড় মিষ্ট ডাক্।

সরযূ। কেন। দাদামহাশয় ডাক্ পছন্দ হয় না।

বিশ্বেশ্বর। ম—ন্দ নয়। তবে কি না ওর মধ্যে অতখানি রস নেই। 'দাদামহাশয়'—

বল্লি আর টকাশ ক'রে ফুরিয়ে গেল। প্রা—গে—শ্ব—র—কতখানি টান দেখ, দেখি। বলতে বলতে সন্দেশের মত অর্দ্ধেক জিভে জড়িয়ে গেল। সমস্তটা বলা হোল না।

সরযূ। সে ত' আমার।—তাতে আপনার কি?

বিশ্বেশ্বর। আমার কি।—আওয়াজটা বেহাগ রাগের মত যেন আমার চক্ষে এসে চুম্বন কর্ল, দেহটা যেন কি একটা নেশায় ঢুলে প'ড়ল, অমনি দুইখানি কোমল সুগোল বাহু ফুলের মালার মত কে যেন আমার গলায় জড়িয়ে দিল।—কেমন কবিত্ব কর্লাম দেখলি।

সরযূ। খাসা।—আপনি কবিতা লেখেন না কেন দাদামহাশয়।

বিশ্বেশ্বর। মেলে না—যদি কেউ মিলিয়ে দিত, আর অক্ষরগুলোর একটা হিসাব রাখত, আমি খুব বড় একটা কবি হ'তাম।—তবে ঐ মেলে না।

সরযূ। কেন?—অমিত্রাক্ষর?

বিশ্বেশ্বর। মাইকেল অনেক পরিশ্রম করে' লিখে গেছে। বেচারার নামটা লোপ কর্ব্ব।—তাই লিখি না।

সরযূ। দেশের সৌভাগ্য।

বিশ্বেশ্বর। ঐ সূর্য্য অস্ত গেল।—চেয়ে দেখ্‌ সরযূ। আকাশে কে যেন বর্ণের জাল বুনে দিয়েছে।—কি সুন্দর।

সরযূ। কি সুন্দর।

বিশ্বেশ্বর। কাল সন্ধ্যায় এই ছাদের উপরে কেবল আকাশ আর আমি—আর মধ্যে রাশি রাশি অন্ধকার।—ঐ শোন্‌ সরযূ।

সরযূ। কি দাদামহাশয়?

বিশ্বেশ্বর। গান শুন্তে পাচ্ছিস্‌।

সরযূ। [কান পাতিয়া শুনিয়া] হাঁ—[সাগ্রহে] কে গাইছে দাদামহাশয়?

বিশ্বেশ্বর। ভবানীপ্রসাদ।—একজন কালী-ভক্ত। আমি তাকে মাইনে দিয়ে রেখেছি,—আশ্চর্য্য মানুষ।

সরযূ। কি রকম।—

বিশ্বেশ্বর। বেশী কথা কয় না। ঐ দেখ্‌, নিজের মনে গান গেয়ে চলেছে। যেন তার সমস্ত প্রাণ সমস্ত ইহকাল—ঐ গানের মধ্যে ঢেলে দিয়েছে। ঐ যে গান গাইতে গাইতে এই দিকেই আস্‌ছে।—শোন—

[গাইতে গাইতে ভবানীপ্রসাদের প্রবেশ ও প্রস্থান।]

(গীত)

এবার তোরে চিনেছি মা,
আর কি শ্যামা তোরে ছাড়ি।
ভবের দুঃখ ভবের জ্বালা
(এবার) পাঠিয়ে দিইছি যমের বাড়ী।
ফেলেছিলি গোলকধাঁধায়—
মা হয়ে কি এমন কাঁদায়।—
(শেষে) ছেলের কান্না শুনে অমনি
(ও তোর) কেঁদে উঠ্‌লো মায়ের নাড়ী।
হাত ধরে' নিলি মোরে
(আমি) ভাবনা ভীতি গেলাম ভুলে,
চোখের বারি মুছিয়ে দিয়ে
(তখন) নিলি আমায় কোলে তুলে;
ভবার্ণবে দিশেহারা—
পাচ্ছিলাম না কুলকিনারা
(তখন) দেখা দিলি ধ্রুবতারা
(অমনি) তারা বলে' দিলাম পাড়ি।

বিশ্বেশ্বর। পৃথিবী পবিত্র হ'ল—আমার প্রাণ মায়ের নামে ভরে' গেল। সরযূ। [সরযূ গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন]

সরযূ। দাদামহাশয়। [একহস্তে বিশ্বেশ্বরের কটিদেশ জড়াইয়া ধরিয়া অপর হস্তে বস্ত্র দিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিলেন]

---

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—পার্ব্বতীর গৃহের বহিঃকক্ষ

কাল—রাত্রি

পার্ব্বতী, পরেশ ও কালীচরণ আসীন

পার্ব্বতী। বিশ্বশুদ্ধ যে বিশ্বেশ্বরের গুণকীর্ত্তন করে।—তাঁর জমীদারির এত আয়, অত আয়। কিন্তু নাতিনীর বিয়েতে টাকা ধার ক'র্ত্তে যান কেন?

পরেশ। সময়-অসময় টাকা ধার দিতে হয়, নিতেও হয়।

পার্ব্বতী। ধার দিতে ত' কখন দেখ্‌লাম না, নিতেই ত' দেখ্‌ছি।

পরেশ। তিনি বড় ধার দেন না,—দেন ত' একেবারেই দেন।

পার্ব্বতী। একেবারে দাতাকর্ণ!

পরেশ। নয় ত' কি!

পার্ব্বতী। দুদিন পরে হাত ধুয়ে পথে বস্‌তে হবে আর কি।

কালী। অনেকের হাত ধুলেই ফর্সা।—ফর্সা আমি এখানে বিকল্পে ব্যবহার কর্চ্ছি মনে রেখো পরেশ।—আর অনেকের [ পার্ব্বতীকে দেখাইয়া ] হাত সমুদ্রের জলে ধুলে সমুদ্রের জল রাঙ্গা হয়, কিন্তু হাতের দাগ যায় না; পরিষ্কার বাংলা বল্‌ছি, না? সেক্সপীয়র বলেছেন—The multitudinous seas incarnadine, বেশ বলেছেন—কিন্তু বড্ড সংস্কৃত। আমার এ খাঁটি বাংলা। আর—

পার্ব্বতী। কিন্তু পথে বসতে আর বেশী বিলম্বও নাই জেনো। আমি—

পরেশ। পথে অনেকেই বসে। তবে তফাৎ এই যে, 'দান করে' যে পথে বসে, সে পথে বসে বটে, কিন্তু সিংহাসনের উপর বসে—পথিক তাকে দেখে তার সম্মুখে ভক্তিভরে জানু পেতে অর্চ্চনা করে। আর অনেকে দান না করে' পথে বসে, আর পথের শৃগাল- কুক্কুরও তাদের পদাঘাত করে' চ'লে যায়।

পার্ব্বতী। দান! দান! দান! বিশ্বেশ্বর দান করে' করেছে কি! আমি ধার দিয়ে জমীদারি কিনেছি। আর তিনি দান করে' জমীদারি ক্ষোয়াচ্ছে—এই ত'।

পরেশ। জমীদারি কিনেন নি বটে, কিন্তু তিনিও কিনেছেন।

পার্ব্বতী। কি!

পরেশ। প্রশংসা।

পার্ব্বতী। ফুঃ! হাওয়া। হুস্‌ করে' উড়ে যায়। কিছু হয় না। কিন্তু জমী কঠিন পদার্থ—আবাদ কর্লে ফসল হয়।

কালী। এটা ত' পার্ব্বতী বেশ বলেছে হে! আবার উৎপ্রেক্ষা দিয়ে বলেছে। Pope বলেছেন বটে solid pudding against empty praise কিন্তু প্রশংসা ফুঃ! হাওয়া, হুস্‌ করে' উড়ে যায়—চমৎকার! পার্ব্বতী! shake hands.

[ করপীড়ন করিলেন।

পরেশ। কিন্তু লোকে সকালে আপনাকে বাপান্ত না করে' জলগ্রহণ করে না, তা জানেন!

পার্ব্বতী। হিংসা।

পরেশ। হিংসা আপনার। বিশ্বেশ্বর বাবুর প্রশংসাটি শুন্‌লেই আপনার মুখখানা চক্রাকার হয়। কেন?

কালী। But envy withers at another's joy and hates the excellenc it cannot reach.

পরেশ। বিশ্বেশ্বরবাবু ত' আপনার হিংসা করেন না।

পার্ব্বতী। ওহে মনে মনে করে, কেবল মুখে দেখায় না—ভণ্ড।

পরেশ। খবর্দ্দার, বিশ্বেশ্বরবাবুকে ভণ্ড বল্‌বেন না।—সৈব না।

পার্ব্বতী। কি! মার্ব্বে না কি!

পরেশ। দরকার হয়ত দ্বিধা কর্ব্ব না জেনো।

পার্ব্বতী। ইস্‌! ভারি সাধ্য!

পরেশ। তবে দেখ্‌বে!

[ আস্তিন গুটাইলেন ]

কালী। আহা কর কি! এ মোটেই দার্শনিক অবস্থা নয়। তর্ক করে' মীমাংসা কর। তার বেশী যেও না।

পরেশ। না, তোমার সঙ্গে হাতাহাতি করা আমার লজ্জার কথা।—তুমি কি একটা মানুষ।

কালী। আহা—God made him.

( চারু ও বিনোদের প্রবেশ )

পরেশ। এবার এটা দস্তুরমত শয়তানের কারখানা হয়ে উঠ্‌লো।

[ সক্রোধে প্রস্থান।

চারু। ব্যাপারখানাটা কি?

পার্ব্বতী। এই হতভাগাটা আমার বাড়ী বেয়ে ঝগ্‌ড়া ক'রতে এসেছে—বলে মার্ব্বে।—এসো না [ আস্তিন গুটাইতে গুটাইতে ] আয় না দেখি, পাজী।

কালী। Why পার্ব্বতী, this is worse than quixotic. Don Quixote গিয়াছেন যুদ্ধ ক'র্ত্তে—Wind Millএর সঙ্গে। কিন্তু তুমি যাচ্ছ যুদ্ধ ক'র্ত্তে—wind-এর সঙ্গে।

পার্ব্বতী। আচ্ছা আর একদিন দেখ্‌বো।

[ বসিলেন।

কালী। সেই ভালো—said like a wise man.

পার্ব্বতী। তারপর। এদিকে খবর কি?

চারু। নীলামে উঠেছে। ২৫ নম্বর লাট শ্রীপুর। ২৭-এ জুলাই।

পার্ব্বতী। তা জানি! নীলামী ইস্তাহার!

চারু। জারি হবে না। ঠিক করেছি।

পার্ব্বতী। কেয়াবাৎ! তবে তুমি এখন এসো চারু। আমি একবার এটর্ণির ওখানে যাবো।

চারু। কেন, আমিই যাচ্ছি—বল না কি ক'র্ত্তে হবে!

পার্ব্বতী। এখন তোমার আর কোন কাজ নাই?

চারু। আমার আবার কাজ! আমার এই ত' কাজ।

পার্ব্বতী। আচ্ছা, তবে এই কাগজখানা নিয়ে যাও। সই করে' দিয়েছি। আর সব তিনি জানেন। নাও। [ বাক্স খুলিয়া কাগজ হাতে দিলেন ]

[ চারুর প্রস্থান।

কালী। For Satan finds some mischief still for idle hands to do.

পার্ব্বতী। তারপর—এদিকে?

বিনোদ। সব ঠিক।

পার্ব্বতী। কত চায়?

বিনোদ। বেশী নয় [ কর্ণে কর্ণে কহিয়া ] —নিখুঁৎ সুন্দরী।

পার্ব্বতী। গায় ভালো?

বিনোদ। উঃ!—

পার্ব্বতী। ঠিক করে' ফেল।

বিনোদ। আচ্ছা তবে আমি আসি। বিশেষ দরকার আছে।

[ প্রস্থান।

কালী। ওদিকে ঘেঁসো না বল্‌ছি পার্ব্বতী।—বাড়ী বসে' ব্রাণ্ডি খাও—বাস্! কিন্তু মেয়েমানুষ—জানো না—

What dire offence from amorous causes springs,
What mighty contests rise from trivial things.

[ প্রস্থান।

পার্ব্বতী। আমি মাথার চুলের ডগা থেকে পায়ের ক'ড়ে আঙ্গুলের নোখ পর্য্যন্ত—পাষণ্ড! কি কাজ না ক'র্ত্তে পারি।—চুরি? যতদূর সম্ভব এ চুরি! জমীদারি চুরি—ইস্তাহার রদ করে'।—তা সকলেই করে' থাকে। বিষয় ক'র্ত্তে গেলেই ওসব চাই। আসরে নেমে আর ঘোমটা কেন!—আর এ দিক? আমোদও চাই ত'।—এর চেয়ে ঢের খারাপ কাজ করেছি। একদিন—

( হিরণ্ময়ীর প্রবেশ)

হিরণ্ময়ী। এই যে!

পার্ব্বতী। [ চমকিয়া ] কে তুমি!

হিরণ্ময়ী। কেন, আমি!—চেয়ে দেখ, চিন্তে পার কি না। [ প্রদীপ নিজের মুখের কাছে ধরিলেন ]

পার্ব্বতী। [ সবিস্ময়ে ] হিরণ্ময়ী!

হিরণ্ময়ী। চিন্তে পেরেছ?

পার্ব্বতী। তুমি কোথা থেকে?

হিরণ্ময়ী। পাগলা গারদ থেকে।

পার্ব্বতী। পাগলা গারদ থেকে?

হিরণ্ময়ী। হাঁ, পাগলা গারদ থেকে। সেখানে কেন গেলাম শুনবে?

পার্ব্বতী। কেন?

হিরণ্ময়ী। তোমার অসীম অনুকম্পায়। তবে শুনবে?

পার্ব্বতী। কি?

হিরণ্ময়ী। তোমার দয়ার কাহিনী। তার প্রত্যেক অক্ষর থেকে টস্ টস্ করে' রক্ত পড়ছে; তার প্রত্যেক ছত্র এক একটা শয়তানী। তবে শোন—তুমি যখন আমায় বিনা খাদ্য, বিনা বসন, সেই নিদারুণ শীতে বিনা একখানি ছেঁড়া কম্বল, সেই ভাঙ্গা কুঁড়ে-ঘরে ফেলে এলে, তখনই আমি পাগল হয়ে যেতাম; যাই নাই শুদ্ধ বাছার চাঁদমুখখানির পানে চেয়ে। কিন্তু সে গাঢ় অন্ধকারে আমার সে প্রদীপটিও নিভে গেল। বাছা আমার সেই মাঘের শীতে না খেতে পেয়ে মারা গেল। আমি আমার শরীরের উত্তাপ দিয়ে ঘিরে তাকে রক্ষা কর্ত্তাম, বক্ষ নিংড়ে দুধ বার করে' তাকে খাওয়াতাম। কিন্তু যে নিজে তিনদিন অনাহারী, তার দেহে উত্তাপ কোথায়? তার স্তনে দুগ্ধ কোথায়? বাছা আমার শীতে না

খেতে পেয়ে শুকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে মারা গেল। [স্বর কাঁপিতে লাগিল]

পার্ব্বতী। তাতে আমার কি।

হিরণ্ময়ী। তোমার কি।—হাঁ—তা বটে, তাতে তোমার কি।—সে ত' আর তোমার সন্তান নয়। সে যে আমার নয়নের তারা, আমার সাগর-ছেঁচা মাণিক, আমার বুকভরা ধন, আমার সর্ব্বস্ব। [ক্রন্দন]

পার্ব্বতী। তা কেঁদে কি হবে।

হিরণ্ময়ী। কিছু হবে না। কেঁদে কিছু হবে ব'লে লোকে কাঁদে না। কান্না আসে বলে' কাঁদে। আমি কেঁদে তোমার মন গলাতে আসিনি। তোমার আশ্রয় ভিক্ষা ক'র্ত্তে আসিনি। একদিন ছিল, যেদিন তুমি এক-শিশি 'সেন্ট' কিনে এনে দিলে আমি মাথায় ক'রে নিতাম। কিন্তু আজ তুমি যদি কুবেরের ঐশ্বর্য্য এনে আমার পায়ে ঢেলে দাও, আমি তাতে পদাঘাত করে' চলে' যাই।

পার্ব্বতী। তবে এখানে এসেছ কেন?

হিরণ্ময়ী। তোমার কীর্ত্তি তোমায় শুনিয়ে পরে মর্ত্তে।—শোন! যখন দেখ্‌লাম—যে, আমার বাছা কাঁদে না, নড়ে না, চোখ মেলে না—তখন আমি চীৎকার করে' কেঁদে উঠ্‌লাম—এমন চীৎকার করে' কাঁদলাম, যেমন বোধ হয় পৃথিবীতে কেউ কখন কাঁদেনি। কিন্তু কেউ তা শুন্তে পেল না। শীতের কুজ্ঝটিকা বোধ হয় পথে সে ক্রন্দনের কণ্ঠরোধ কর্ল। তার পর সেই মৃতশিশু কোলে ক'রে ছুটে বেরোলাম। ওছট খেয়ে পড়ে' গেলাম। পরে যখন জ্ঞান হ'ল দেখলাম যে, আমি পুলিশের কবলে, আর আমার মৃতশিশু আমার বক্ষে নাই। তারপর তারা বিচারকর্ত্তার কাছে আমায় নিয়ে গেল। ডাক্তার আমায় কি সব কথা জিজ্ঞাসা কর্ল—বুঝ্‌তে পার্লাম না। আমি কি জবাব দিলাম—মনে নাই। পরে আমায় পরীক্ষা কর্ল। আমায় তারা একটা বাড়ীতে পাঠিয়ে দিল—শুনলাম সেটা পাগলা গারদ। দশ বৎসর সেখানে বাস করে' পরশু সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি।—এই তোমার কীর্ত্তি।

পার্ব্বতী। সে আমার দোষ নয়।

হিরণ্ময়ী। না, তোমার দোষ নয়। সব দোষ এই হতভাগ্য নারীজাতির। সব দোষ আমার। দোষ আমার যে, আমি তোমায় বিশ্বাস করেছিলাম; দোষ আমার যে, আমি ধর্ম্ম দিয়েছিলাম; দোষ আমার যে, তোমায় নিদ্রিত পেয়েও হত্যা করি নি।

পার্ব্বতী। কি বল্‌ছ উন্মাদিনী।

হিরণ্ময়ী। [হাসিয়া] ও। এখন থেকেই সাফাই তৈরী কর্চ্ছ।—আমি পাগলা গারদের ফের্ত্তা বটে, কিন্তু আমি আর পাগল নই। ডাক্তার পরীক্ষা করে' বলেছে, আর আমি পাগল নই, তবে আমায় ছেড়ে দিয়েছে। উন্মাদের প্রলাপ বলে' এমন একটা ভীষণ সত্য, এমন একটা নিষ্ঠুর পরিত্যাগ, এমন একটা মহা শয়তানী উড়িয়ে দিতে চাও। আগুন কি নেকড়া চাপা থাকে।

পার্ব্বতী। [সান্ত্বনয়ে] হিরণ্ময়ী।—

হিরণ্ময়ী। ভয় নাই, সে কথা রাষ্ট্র কর্ব্ব না। বিচার হয়ে তোমার জেল হবে।—ফুরিয়ে গেল। নিজের কলঙ্কের কথা রাষ্ট্র করে' কি হবে! আমি যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলি যে, তুমি একটা হৃদয় ভেঙ্গে দিয়েছ, একটা জীবন মরুভূমি করেছ, একটা কুলবালাকে মজিয়েছ, জগৎ হেসে সে কথা উড়িয়ে দেবে; বল্বে তুমি নিজের সর্ব্বনাশ করেছ,—ওর দোষ কি, ব্যাধের ব্যবসাই ত' হত্যা করা, পুরুষের স্বভাবই ত' নারীর সর্ব্বনাশ করা;—তুমি কেন ধরা দিতে গিয়েছিলে।—তোমার কেউ দোষ দিবে না।—আমার যদি শত জিহ্বা থাকতো, আর প্রত্যেক রসনা জয়ভেরীর শব্দে সে কথা প্রকাশ ক'র্ত্তে পার্ত্ত, সংসার পাথরের মত স্থির হয়ে তা শুন্‌তো। বাড়ীগুলো ভেঙ্গে পড়ে' যেত না, গাছগুলো জলে' উঠ্‌তো না। সব পূর্ব্ববৎ খাড়া দাঁড়িয়ে থাক্‌তো। কিন্তু তুমি তোমার ভীষণ ভবিষ্যৎ ভেবে শিউরে ওঠো, শিউরে ওঠো, শিউরে ওঠো।

পার্ব্বতী। চীৎকার কোরো না।

হিরণ্ময়ী। চীৎকার কর্ব্ব না।—যদি পার্ত্তাম ত' এমন একটা চীৎকার কর্ত্তাম, যাতে আকাশ চৌচীর হয়ে ফেটে যেত, যাতে জগতের সব আর্ত্তনাদ একসঙ্গে নিনাদিত হোত, যাতে ঈশ্বর কেঁপে উঠ্‌তেন। কিন্তু—হায় ভগবান্! মানুষের ইচ্ছাকে এত প্রবল, আর শক্তিকে এত দুর্ব্বল করেছিলে।

[ললাটে করাঘাত করিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে দ্রুত প্রস্থান।

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—শান্তার বাসবাটী। কাল—অপরাহ্ণ

( শান্তার গীত )

আমি, চেয়ে থাকি দূর সান্ধ্য গগনে
—ধীর দিবা হয় অবসান।
আমি নিভৃতে নয়ননীরে করি অভিষিক্ত
নৈশ-উপাধান।
উষা অনাদরে এসে ফিরে যায়,
লাগে এসে বায়ু বিকারের গায়,
তন্দ্রাজড়িত অলস শ্রবণে পশে
প্রভাতের পিকগান।
আমি জানি না কাহারে বলিতে আপন,
তারা, এসে হেসে চলে' যায়;
আমি অপর কাহার জীবন যাপন
করি যেন এসে বসুধায়—
আমি বেঁচে আছি—নাহি জানি কি কারণ,
—জীবন শুধুই জীবনধারণ;
আমি চাপিয়া চক্ষে রাখি আঁখিবারি,
চাপিয়া বক্ষে অপমান।

( ওস্তাদের প্রবেশ )

শান্তা। আইয়ে ওস্তাদজি!—মেজাজ আজ ঠিক নেহি হায়।

ওস্তাদ। ঠিক নেহি হায়!—কেয়া বেটী?

শান্তা। তবিয়ৎ আচ্ছা নেহি, আওর কুছ নেই। আভি একঠো ময় বাঙ্গলা গীত কসরৎ কর্‌তি থি।

ওস্তাদ। বহুৎ খুব—লেকেন—

শান্তা। [ হাসিয়া ] ওস্তাদজি, সব বাতমে একঠো' লেকেন' হোনা চাহিয়েই।

ওস্তাদ। ওহো! সমজ গই। লেকেন উয়ো হামরা আদৎ হো গই।—লেকেন—

[ শান্তা উচ্চ হাসিল ]

ওস্তাদ। কেয়া মিঠা আওয়াজ! তোমারা হাসই গীত হয়—আওর কেয়া গীত গায়থি বেটী।

শান্তা। উস্ হাস শুন্‌কে কই রূপেয়া দেগা ওস্তাদজি।

ওস্তাদ। নেই দেনেসে কেয়া হরজ—

শান্তা। খানাপিনা চলেগা কেইসে।

ওস্তাদ। উহ মুস্কিল কি বাত হয় বেশ্‌খ। লেকেন গীত বেচনেকা চীজ নেহি হায়। গায়েগী দিলসে, যো শুনেগা উহ্ মসগুল্ হো যায়গা। গুল কেয়া গাহক কো ওয়াস্তে রং বেরং হাস্‌তা হয় বেটী?

শান্তা। বহুৎ খুব। আজ সেলাম ওস্তাদজি।

ওস্তাদ। সেলাম। কাল আওয়েঙ্গে?

শান্তা। বেশখ। আদাব।

ওস্তাদ। আদাব।

[ প্রস্থান।

শান্তা। সত্য কথা বলেছে ওস্তাদজি—এই গান বেচে খেতে হবে! আর একটা কথা তুমি, বলনি আমার দুঃখ হবে বলে'—কিন্তু সে কথা ঐ কথার মধ্যেই আছে। দুঃখের সেরা দুঃখ এই যে, এই রূপ বেচে খেতে হচ্ছে! নারীর রূপ—যা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান; নারীর রূপ—যা ইন্দ্রধনুর মত সেই অনাদি শুভ্র রূপকে রঞ্জিত করে, নারীর রূপ যার মহিমায় পৃথিবী মদভরে উঁচু করে' স্বর্গকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান কর্চ্ছে, যেন বল্‌ছে দেখাও দেখি এর মত তোমার কি আছে; নারীর রূপ—যার পদতলে সমস্ত বিশ্ব-সৌন্দর্য্য এসে লুটিয়ে পড়ে; যার দিকে চেয়ে শব্দ সঙ্গীতে বেজে ওঠে, ভাষা ছন্দে গেয়ে ওঠে, জ্ঞান উন্মাদ হয়, ভক্তি নতজানু হয়ে নুয়ে পড়ে, যে সৌন্দর্য্যের কোমল করস্পর্শে পশুও বশ হয়;—সেই নারীর রূপ বেচে খেতে হচ্ছে! ওঃ [ বেড়াইতে বেড়াইতে সহসা নিজের প্রতিচ্ছবি প্রকাণ্ড আয়নায় দেখিয়া ] ও কে! না আমারই প্রতিচ্ছবি। [ নিরীক্ষণ ] মহিমাময়! এ রূপ পুরুষ কামুক ভাবে স্পর্শ ক'র্ত্তে পারে! এ রূপ দেখে পুরুষ সবিস্ময়ে ভক্তিভরে এর পায়ের তলায় এসে লুটিয়ে পড়্‌বে না? তবু এই রূপ-লালসার গ্রাস থেকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য অস্ত্র নিয়ে বেরোতে হয়।—আশ্চর্য্য।

( দাসীর প্রবেশ )

শান্তা। [ চমকিয়া ] কে!

দাসী। গোপালবাবু এসেছেন।

শান্তা। তাড়িয়ে দে! কুকুর লেলিয়ে দে।

দাসী। তাড়িয়ে দেবো?

শান্তা। হাঁ—নিকালো! নিকালো!

দাসী। সে কি।—ও কি! ও রকম কর্চ্ছ কেন।

শান্তা। না না যা, চলে' যেতে বল্। আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্ব না।

দাসী। যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন "কেন ?"

শান্তা। উত্তর দিস্ না—আচ্ছা উত্তর দিস্। বলিস্ আমি তাকে ঘৃণা করি—

[ সবেগে প্রস্থান।

[ দাসী বিস্ময়ে চলিয়া গেল ]

—

### পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—করুণাময়ীর কুটীর। কাল—রাত্রি

করুণাময়ী ও দয়াল দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন

করুণা। আমার জীবনের সাধ মিটেছে—ছেলের বৌ পেয়েছি। এখন ম'র্ত্তে পার্লেই হয়। তারা ব্রহ্মময়ি। পার কর মা।

দয়াল। এত তাড়াতাড়ি কেন।—আরও একটু দেখে যাও।

করুণা। আর দেখ্‌তে চাই না ভাই।—এর পরে কি হবে কে জানে।—দিন্ থাকৃতে সরা ভালো।

দয়াল। ঐ যে তোমার গোপাল আস্‌ছেন।

( মহিমের প্রবেশ )

মহিম। মা।

করুণা। কি বাবা।

দয়াল। কি। আমার পানে চাইছ যে।—ও। বুঝেছি। আমি যাচ্ছি।—

[ প্রস্থান।

করুণা। [ মহিমের স্কন্ধে হাত দিয়া ] কি বাবা। মুখখানা ভার ভার দেখ্‌ছি যে। [ সাগ্রহে ] কি হয়েছে বাপ ?

মহিম। মা, তুমি বৌকে বকেছ ?

করুণা। বৌমা কিছু বলেছে না কি ?

মহিম। না—তবে—তুমি বক্‌ছিলে আমি শুন্‌ছিলাম।

করুণা। নিজেই যখন শুনেছ—তখন আর জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ কেন বকেছি কি না ? হাঁ বাবা, আমি বৌমাকে বকেছি।—সংসারের কাজকর্ম্ম শেখাতে হ'লে মাঝে মাঝে ধমক-ধামক দুটো একটা দিতে হয়।

মহিম। তার কাজ শেখা দরকার কি ?

করুণা। ও মা। তা নৈলে চলে।—আমি ত' আর চিরকাল থাক্‌বো না। একদিন ত' এই সংসার তাকেই দেখ্‌তে হবে।

মহিম। যখন হবে, তখন দেখা যাবে।—এখন কি।

করুণা। মেয়েমানুষের ঘরের কাজকর্ম্ম শেখা দরকার—তা ,এখনই কি আর তখনই কি।—আর আমি বুড়ো হয়েছি—একা সব পেরে উঠি না।

মহিম। এতদিন ত' পাচ্ছিলে।—মা, আমি ঘরে বৌ এনেছি, দাসী আনিনি। আমার মরা বৌ কাজ ক'র্ত্তে পার্ব্বে না।

করুণা। [ সবিস্ময়ে কিয়ৎকাল চাহিয়া রহিলেন ; পরে ধীরে ধীরে কহিলেন ]—বেশ—তা—আচ্ছা, যতদিন বেঁচে থাকি, আমিই কর্ব্ব।—তোর বৌকে পুতুল সাজিয়ে তুই কোলঙ্গায় তুলে রেখে দিস্।

মহিম। না, বৌ এখানে আর থাকৃতে পার্ব্বে না। ওর শরীর খারাপ হচ্ছে। তুমি ওকে কিছু দেখ না। তার উপর।—

করুণা। তার উপর—থাম্‌লে কেন।—বলে' যাও বাবা।

মহিম। সত্যকথা বল্‌বো, তাতে দোষ কি।—ও বড়মানুষের নাতিনী—কারো চোখরাঙ্গানী কখন সহ্য করেনি। তুমি যা পারো, ও তা পারে না।

করুণা। ও —বেশ।—আমি আর তোর বৌকে একটা কথাও বল্‌বো না।

মহিম। না—আর তা—ওর—না – ও তার দাদামশায়ের বাড়ী চলে' যাবে।

করুণা। ও। তোর দাদাশ্বশুরের বাড়ী কলিকাতায়, আর তোর কলেজ কলিকাতায় তাই। মা ?

মহিম। না মা, তার জন্য নয়। ও এ পাড়াগাঁয়ে থাকৃতে পার্ব্বে না। এ ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে ও থাকৃতে পারে না। বিশেষতঃ তুমি ওকে কিছু দেখ না। ও নিজের বাড়ী চ'লে যাবে।

করুণা। আর এ ওর পরের বাড়ী। বেশ। তা ও যাবে কেন। আমিই যাচ্ছি। আমি কাশীবাস কর্ব্ব। এতদিন আমার তাই করা উচিত ছিল। তা হ'লে তোর ভালবাসা বুকে ক'রে ম'র্ত্তে পার্ত্তাম। মা আমি—আজ একজন পরের মেয়ে এসে আমার মৌরুষী আস্তানা থেকে

আমায় তাড়িয়ে দেয়—তাও দেখ্‌তে হ'ল! মা দুর্গা! আমি বুড়োবয়সে সংসারে মজে' আছি, সব ভুলেছি, তবু ছেলের চিন্তা ভুল্‌তে পারিনি,—যখন তোমার পায়ে সব ঢেলে দেওয়া উচিত ছিল—তার খুব শাস্তি দিলি মা!—ঘাড় পেতে নিচ্ছি।—আর না। মহিম, আমার কাশী যাবার বন্দোবস্ত ক'রে দাও।

মহিম। বেশ। কালই দেবো।

করুণা। তোর বৌকে নিয়ে তুই সুখে ঘরকন্না কর্। আমি শুনেও সুখী হব। তুই সুখে থাক বাছা। আর কিছু চাই না। তবে মায়ের চেয়ে তোর বৌ বড় হ'ল—এই কথাটা চিরদিন আমার বুকে কাঁটার মত বিঁধে থাকবে।—কোথাকার এক বেহায়া হাঘরে মেয়ে—

মহিম। মা, মুখ সাম্‌লে কথ কও। ও হাঘরে মেয়ে না তুমি হাঘরে মেয়ে?

( দয়ালের প্রবেশ )

দয়াল। চোপ্‌রাও বেয়াদব! মায়ের কথার উপর কথা! উচ্ছন্ন যেতে বসেছিস্ হতভাগ্য!—বেরো বাড়ী থেকে।

মহিম। কার বাড়ী?

দয়াল। দিদির বাড়ী,—এখনও তোর মা মরেনি জানিস্। যা তুই তাঁর ত্যাজ্যপুত্র। মায়ের কথার উপর কথা!—দিদি! তোমার ও ত্যাজ্যপুত্র। বা'র করে দাও বাড়ী থেকে।—দিদি!

করুণা। না না—ও যে ছেলে—ও যে ছেলে! ছেলেকে কি তা বল্‌তে পারি! ছেলেকে কি বল্‌তে পারি "বেরিয়ে যা বাড়ী থেকে।"—তা কি পারি দয়াল! আমি যে মা!—মা!—বাছা তোর বৌকে আমি আর একটা কথা বল্‌বো না। সে আমার বাড়ীর রাজরাণী হয়ে থাকুক। আমি তাকে দেখব, তার দাসীপনা কর্ব্ব! কেবল তুই আমায় তেমনি ভালোবাস্, যেমন একদিন বাস্‌তিস্। আমার গলাটি জড়িয়ে তেমনি আদর করে' হেসে মা বলে' ডাক্—যেমন ডাক্‌তিস্। বুড়ো হয়েছি। আর ক'দিন! তারপর আমায় একেবারে ভুলে যাস্। আমি আর চাইতে আস্‌বো না। তবে যে ক'দিন বেঁচে আছি—তোর মা যেন সেই মা-ই থাকে—বাছা আমার! [ কাঁপিতে কাঁপিতে মহিমের পায়ের তলায় পড়িয়া গেলেন ]

( সরযূর প্রবেশ )

সরযূ। ও কি কর্চ্ছ মা। ও কি কর্চ্ছ।—ছেলের পায়ের তলায় মা!—ওঠো মা, নৈলে পৃথিবী উল্টে যাবে, সূর্য্য খসে' পড়্‌বে, আকাশ জমাট হয়ে যাবে, সমুদ্র শুকিয়ে যাবে, ব্রহ্মাণ্ড কেঁপে উঠ্‌বে। [ মহিমকে ]—কি! অবাক্ হয়ে আমার মুখের পানে চাইছ কি!—ওদিকে চেয়ে দেখ। দেখ তোমার পায়ের তলায় মা! [ করুণাময়ীকে ]—ওঠো মা [ উঠাইলেন ] অবোধ ছেলের অপরাধ নিও না। [ মহিমকে ] তবু চুপ করে' দাঁড়িয়ে! হাতজোড় কর। পা জড়িয়ে ধর—তোমার চোখের জলে মায়ের ঐ রাঙা পা দু'খানি ধুইয়ে দাও। করেছো কি!

মহিম। মা, ক্ষমা কর। [ পা জড়াইয়া ধরিলেন ]

সরযূ। মা, তোমার ছেলেকে কোলে নাও। আর—আমি তোমার দাসী। ঘরের কাজকর্ম্ম শিখিনি। শিখিয়ে নিও মা।—আমার অপরাধ ক্ষমা কর [ পদতলে পড়িলেন ]

করুণাময়ী। "ওঠ্ মা লক্ষ্মি! যদি রাগের মাথায় কিছু বলে' থাকি, কিছু মনে করিস্ না মা। বুড়ো হয়েছি—সব সময়ে সব কথা গুছিয়ে ঠিক করে' বল্‌তে পারি না। বাছা আমার।"—[ এই বলিয়া করুণাময়ী মহিমকে ও সরযূকে স্বীয়বক্ষে ধারণ করিলেন। ]

দয়াল। [ চক্ষু মুছিতে মুছিতে ] হা রে মা! ঈশ্বর কি দিয়ে তোমায় গড়েছিলেন! এই মানবজীবনের তপ্ত সৈকতে এই মাতৃস্নেহের অমৃতসমুদ্র উচ্ছলিত হয়ে যাচ্ছে।—মানুষ স্নান কর, পান কর, পবিত্র হও।

---

# দ্বিতীয় অঙ্ক

—:*:—

## প্রথম দৃশ্য

স্থান—করুণাময়ীর কুটীরকক্ষ। কাল—সন্ধ্যা

করুণাময়ী ও দয়াল

করুণা। মহিম আমার ঠিক আস্‌বে। বড়দিনের ছুটিতে বৎসরান্তে সে আমার কাছে আসবে না? চিরদিন এসেছে। আজ আমার

জর শুনেও সে আস্‌বে না! তা কি হ'তে পারে দয়াল!

দয়াল। কখন কখন চিরদিনের অভ্যাস একদিনে যায় দিদি!

করুণা। না না। তা কি যায়! তা কি যায়!

দয়াল। বিশেষতঃ এমন খারাপ অভ্যাস :— —মাতৃভক্তি! মানুষ মদ ছাড়্‌তে পারে না; কুসঙ্গ ছাড়্‌তে পারে না। কিন্তু মাকে একদিনে ছাড়্‌তে পারে।

করুণা। পারে? মানুষ তা পারে! পশু পারে বটে।

দয়াল। অনেক মানুষ আছে, যাদের আর পশুদের মধ্যে এই তফাৎ যে, পশুর চারটে পা আর লেজ আছে, আর মানুষের দুটো পা আর লেজ নাই।

করুণা। তুমি যে বল্লে সে তোমায় চিঠি লিখেছে যে, সে ১৬ই পৌষ আস্‌বে। সেই দিন থেকে আমি দিন গুণ্‌ছি। আজ ত' ১৬ই পৌষ। সে নিশ্চয়ই আসবে।—চিঠি লিখেছে—

দয়াল। চিঠি ত' লিখেছে! কিন্তু সে চিঠির যদি ভঙ্গি দেখ্‌তে দিদি! পেন্‌সিল দিয়ে— হিজিবিজি—পড়া দুষ্কর। যে ঘোড়ায়' চড়ে' লিখেছে—আর সে ঘোড়া তখন যেন শিরপা তুলছে! তবে সে আমার পত্রের উত্তর দিয়েছে বটে। তাই আমার—তোমার—পরম সৌভাগ্য।

করুণা। না। মহিম আমার সে রকম ছেলে নয়। মহিম আস্‌বে, ঠিক আস্‌বে। আমার প্রাণ বল্‌ছে আস্‌বে।

দয়াল। মায়ের প্রাণ অনেক মিছাকথা বলে দিদি!—

করুণা। [সহসা আগ্রহে] ঐ বুঝি আস্‌ছে!

দয়াল। কৈ?

করুণা। ঐ গাড়ীর শব্দ শুন্‌ছো না?

দয়াল। শুনছি।—পৃথিবীতে বুঝি মহিমই একা গাড়ী চড়ে।

করুণা। ঐ দেখ দেখ—ঐ গাড়ী।

দয়াল। গাড়ী বটে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

করুণা। চুপ—না—না, গাড়ী চলে' গেল।

দয়াল। হাঁ রে মা!

করুণা। বড়দিনের ছুটি হয়েছে ঠিক?

দয়াল। হাঁ দিদি! শুধু হয়েছে না, প্রায় ফুরিয়ে এল।

করুণা। তবে—বাছার কোন অসুখ-বিসুখ করেনি ত'?

দয়াল। হা রে মায়ের প্রাণ।

করুণা। আমায় নিয়ে চল দয়াল। আমি তার কাছে যাবো।

দয়াল। কোথায় যাবে?—বেহাই-বাড়ী? যাও, দেখ্‌বে তোমার ছেলে চন্দ্রের সুধা পান কর্চ্ছে, ফুলের হাওয়ায় স্নান কর্চ্ছে। তুমি গিয়ে তার সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ কর্বে। তুমিও মনে ব্যথা পাবে, সেও মনে ব্যথা পাবে।

করুণা। সে ছুটিতে তার মাকে ছেড়ে তার দাদাশ্বশুরের বাড়ী গিয়েছে! এ কি হ'তে পারে!

দয়াল। যাও গিয়ে দেখ!

করুণা। তুমি তাকে জানো না। আমি তাকে জানি। আমি তাকে গর্ভে ধরেছি। সে তেমন ছেলে নয়।

দয়াল। ঈশ্বর, কি দিয়ে এই মা তৈরী করেছিলে! দিদি! দাওয়ায় বসে' পথপানে চেয়ে থাক্‌লেই কি সে আস্‌বে? ঘরের ভিতরে যাও। হিম পড়্‌ছে। তোমার জ্বর হয়েছে। আজ একাদশী করেছো। হিম লাগিও না।

করুণা। [উঠিয়া] এই যাচ্ছি ভাই।

দয়াল। আমি তবে আসি দিদি। কাল সকালে আবার আস্‌বো।—আর ঠাণ্ডা লাগিও না, সন্ধ্যা হয়ে এল।

[প্রস্থান।

করুণা। আমারও সন্ধ্যা হয়ে এলো।—তারা ব্রহ্মময়ী।—তবে সত্যই কি বাছা এলো না! সত্যই কি—এ কি গলা ধরে' আসে কেন! চোখে অন্ধকার দেখি কেন!—না, সে আসবে!—সে আস্‌বে! এ কি হ'তে পারে! ছেলে ত'! না, আমি আজ সারারাত এই দাওয়ায় বসে' তার পথ চেয়ে থাক্‌বো! সে আস্‌বে।—আর যদি না আসে—ঐ যে মা বলে' ডাক্‌লো না? এই যে আমি, বাছা আমার!

[দৌড়িয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত]

( বৃদ্ধ ভিখারীর প্রবেশ )

ভিখারী। আজ রাতে একটু থাক্‌বার ঠাঁই পাই মা।

করুণা। ওঃ।—[ দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন ]। এসো বাছা!

——

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—পার্ব্বতীর বহিঃকক্ষ। কাল—প্রভাত

পার্ব্বতী ও চারু

পার্ব্বতী। নীলাম আজই?

চারু। হাঁ আজই।

পার্ব্বতী। আঃ। ৫০০০ টাকা কোথাও পেলে না? ঠিক এই সময়ে আমার টাকা হাতে নাই। তুমি আর একবার যাও। না পাও, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার কর্ত্তে হবে। যাও—

চারু। আচ্ছা যাচ্ছি। একটা কাজ কর্ব্ব।

পার্ব্বতী। কি?

চারু। মন্দ কি:—ঐ যার শিল যার নোড়া তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।

[ হাস্য ও প্রস্থান।

পার্ব্বতী। কি মতলব এঁটেছে!—অত হাসে কেন!—এই যে পরেশ আর কালীচরণ।

( পরেশ ও কালীচরণের প্রবেশ )

পার্ব্বতী। কি পরেশবাবু! হঠাৎ যে এ দীনের বাড়ীতে পদার্পণ?

পরেশ। এই কালীবাবুর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে ভুলে এসেছি। [ প্রস্থানোদ্যত ]

পার্ব্বতী। আরে যাবে কেন। বোস।—বলি, এখন তোমাদের বিশ্বেশ্বরের সংবাদ কি! এখনও কি বিশ্বশুদ্ধ তাঁর গুণগান কর্চ্ছে?

পরেশ। কর্চ্ছে বৈ কি পার্ব্বতীবাবু!

পার্ব্বতী। এখনও তিনি দুহাতে গরীব দুঃখীকে বিলোচ্ছেন?

পরেশ। বিলোচ্ছেন বৈ কি।

পার্ব্বতী। কি বিলোচ্ছেন?

পরেশ। খুদকুঁড়ো।

[ পার্ব্বতী হাসিলেন। ]

কালী। পার্ব্বতী! তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে?

পরেশ। না, আনন্দ নয়। তবে বিশ্বেশ্বরের ড্যামাক দেখে অবাক্ হচ্ছিলাম। আজ তার বিষদাঁত ভেঙ্গেছে এই বল্‌ছিলাম—আর কিছু নয়।

পরেশ। পার্ব্বতীবাবু! এই বিশ্বেশ্বরবাবুর অনেক দোষ থাকতে পারে' কিন্তু ড্যামাক দেখিনি।—মাটীর মানুষ।

পার্ব্বতী। মাটীর মানুষ!—ড্যামাকে মাটীতে তাঁর পা পড়ে না।

পরেশ। সে কি পার্ব্বতীবাবু! তিনি রাস্তা দিয়ে ত' হেঁটেই যান—অথচ তাঁর এমন টাকা এখনও আছে যে, তিনি চৌঘুড়ি চালাতে পারেন।—কি! হাস্‌ছেন যে!

পার্ব্বতী। তিনি হেঁটে যান বটে—কিন্তু মাথা উঁচু করে'। আশেপাশে আমাদের দিকে ফিরে দেখবারও তাঁর অবকাশ হয় না। তিনি আমাদের ঘৃণা করেন।

পরেশ। তিনি সংসারে কাউকে ঘৃণা করেন না—তোমাকেও না। নইলে, যে পাপিষ্ঠ, যার হাত দুখানি দীনদুঃখীর রক্তে মাখা, যে ইস্তাহার গাপ করে' ছলে জমীদারী চুরি করে—

পার্ব্বতী। কে বলে?

পরেশ। আমি বলি।

পার্ব্বতী। তুমি আমার দুর্নাম কর্চ্ছ।

পরেশ। কর্চ্ছি। তোমার যা সাধ্য হয়, কর।

পার্ব্বতী। আমি তোমায় জেলে দেব।

পরেশ। ইস্!—জেলে দেওয়া তোমার মুঠোর মধ্যে কি না!—জেলে দেবে—দাও না।

পার্ব্বতী। তুমি আমায় অপমান করেছো—এই কালীবাবুর কাছে।

পরেশ। দরকার হয় ত' হাটে এ কথা চেঁচিয়ে বল্‌তে পারি! তাই চাও?

কালী। Tell it not in Gath; publish it not in the streets of Askelon.

পার্ব্বতী। এই কথা তুমি বল্‌তে পারো যে, আমি প্রতারক?

পরেশ। প্রতারক! তোমার যোগ্য বিশেষণ অভিধানে খুঁজে পাই না। চোর, লম্পট, ধাপ্পাবাজ, অভিধানে অনেক কথা আছে। কিন্তু

সব শব্দগুলি এক কল্লেও তোমার ঠিক বর্ণনা হয় না। যতই বলি না কেন, কিছু বাকি থেকে যায়। যতই নামি না কেন, তোমার নাগাল ধর্ত্তে পারি না। যতই মাপি না কেন, তোমার অন্ত পাই না। ইতিহাসে তোমার মত চরিত্র পড়ি নি। সংসার খুঁজে তোমার জুড়ি মেলে না। তুমি একটা অনিয়ম, তুমি একটা অপচার, তুমি একটা ব্যাধি, তুমি একটা আবর্জ্জনা।

পার্ব্বতী। শুন্‌ছো কালী। তোমায় সাক্ষী দিতে হবে। [ পরেশকে ] তোমায় জেলে না দিই ত' আমার নাম পার্ব্বতীচরণ ঘোষ নয়।

পরেশ। এর জন্য জেলে যেতে হয়, আমি প্রস্তুত। তোমাকে পাজি না বলার চেয়ে জেলে যাওয়া অনেক সোজা।

[ প্রস্থান।

কালী। পার্ব্বতী হেরে গেলে।

পার্ব্বতী। হেরে যাবো কেন ?

কালী। 'যাবে কেন' নয়। গিয়েছো। অতীত। এর চেয়ে সহজ, সরল, সংস্কৃত গালাগালি—বাঙ্গালা হিন্দিতে মিশিয়ে—এর আগে আমি শুনি নি। আর এমন নির্ভয়ে বলে' গেল।—এই ত' চাই—

Who dares thing one thing and
another tell.
My heart detests him as the gates
of hell.

কিন্তু এ ব্যক্তি একেবারে অকুতোভয়ে ব'লে গেল।

পার্ব্বতী। কি রকম।

কালী। গালাগালির কোন জায়গাটা বুঝতে কষ্ট হ'ল না। বেশ দ্রুত ব'লে গেল। কোন জায়গায় বাধল না। বল্‌তে বল্‌তে একবার কাস্‌লেও না। তা হ'লেও না হয় বুঝতাম ভয় খাচ্ছে। তার পরে মাঝে মাঝে উৎপ্রেক্ষা দিয়ে গেল—বোধ হ'ল, গালাগালি দিচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা বেশ উপভোগ কর্চ্ছে। আর শেষে যা ব'ল্ল, এত জোরালো গালাগালি পুর্ব্বে কেউ কখন কাউকে দেয় নি।

পার্ব্বতী। কি গালাগালি ?

কালী। যে তোমাকে পাজি না বলার চেয়ে জেলে যাওয়া অনেক সোজা। I would rather go to hell than not call you a villair.—কে বলেছে ?—য়োস্, মনে করি। অত্যন্ত মৌলিক।—চমৎকার।

পার্ব্বতী। তুমি এটা বেশ উপভোগ কর্চ্ছ। কোথায় চট্‌বে—

কালী। চট্‌তাম যদি পরেশ কোন অশ্লীল বা সামান্য বা ছোটলোকের মত গালাগালি দিত। কিন্তু এমন সভ্য সরস প্রাঞ্জল অথচ জোরালো—ওঃ কেয়াবাৎ।—আমি একদিন নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াবো।

পার্ব্বতী। কাকে ?

কালী। পরেশকে। এই রবিবারে দুপুর বেলা। তোমারও নিমন্ত্রণ রৈল। ঐ গালাগালিটা আর একবার শুন্‌বো—যতদূর মনে থাকে।—কেয়াবাৎ। ঐ বিশ্বেশ্বরবাবু আসছেন। পালাই। Ye cannot serve both God ard Mammon.

[ প্রস্থান।

পার্ব্বতী। তবু বিশ্বেশ্বর বাবুর প্রশংসা এদের মুখে ধরে না কিন্তু বিশ্বেশ্বর আজ আমার বাড়ীতে। হ্যান্তে পেরেছে নাকি। নিশ্চয় আমার পায়ে ধর্ত্তে এসেছে। এস ত' চাঁদ। আমি ছাড়্‌চিনে।

( ভবানীপ্রসাদ ও বিশ্বেশ্বরের প্রবেশ )

বিশ্বেশ্বর। পার্ব্বতী। এই নাও টাকা। দাও ত' ভবানীপ্রসাদ।

পার্ব্বতী। টাকা কিসের ? [ ভবানীপ্রসাদ টাকা দিলেন ] কত ?

বিশ্বেশ্বর। ৫০০০ টাকা।—যখন পারো শোধ দিও।

পার্ব্বতী। [ সবিস্ময়ে ] টাকা। কেন।

বিশ্বেশ্বর। শুন্‌লাম যে, তোমার দরকার হয়েছে।—নাও।

পার্ব্বতী। এর সুদ ?

বিশ্বেশ্বর। সুদ আবার কি। শুন্‌লাম তোমার দরকার হয়েছে। নাও। আবার আমার যখন দরকার হবে, দিও। এই ত' চাই। সুদ আবার কি। আমার উপর বিরক্ত হ'য়ো না। আমায় ঘৃণা কোরো না। আমায় ভালোবাসো, ভালোবাসো। পার্ব্বতী। ভাই।

[ আলিঙ্গন করিতে উদ্যত ]

পার্ব্বতী। এর দলিল ?

বিশ্বেশ্বর। তার কিছু প্রয়োজন নাই।

আমি তোমায় বিশ্বাস করি। বিশ্বাসেই মোক্ষ। বিশ্বাসেই মুক্তি। বিশ্বাসেই সংসার চলেছে। অবিশ্বাসেই নরক। পাচক ব্রাহ্মণ ত' খাদ্যে বিষ দিতে পারে। ভৃত্য পিছন দিক্ থেকে পিঠে ছোরা বসাতে পারে। তাদের বিশ্বাস ক'রে চলেছি। আর তুমি ভদ্রব্যক্তি, তোমাকে বিশ্বাস কর্ত্তে পারি নে? টাকা ফেরত দিতে না চাও, দিও না। বিনিময়ে শুদ্ধ আমায় ভালোবাসো, ভালোবাসো।—চল ভবানী-প্রসাদ। কি চোখ মুছ্ছো যে।

ভবানী। আজ্ঞে না। তবে একটা গল্প মনে পড়্‌ল।

বিশ্বেশ্বর। পড়্‌ল না কি?—কি গল্প?

ভবানী। একদিন একটা ভেড়া নারায়ণের কাছে গিয়েছিল জানেন।

বিশ্বেশ্বর। গিয়েছিল না কি? কেন?

ভবানী। নালিস কর্ত্তে। গিয়ে বল্লে', 'বিষ্টু মহাশয়, বাঘ আমাকে পেলেই খায়। আপনি তার একটা প্রতিকার করুন।'

বিশ্বেশ্বর। নারায়ণ তাতে কি জবাব দিলেন?

ভবানী। তিনি এই বল্লেন, 'বাপু হে! পালাও; তোমার সুচিক্কণ নধর শরীর দেখে আমারই খেতে ইচ্ছে হচ্ছে—তা বাঘ। তোমায় খাবার জন্যই ত' ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছিলেন। নৈলে অন্ততঃ সভ্যরকম দু'টো শিং দিতেন, কিম্বা ভদ্ররকম চারটে পা দিতেন।'

বিশ্বেশ্বর। হাঃ হাঃ হাঃ—

ভবানী। পার্ব্বতীবাবু এ টাকা কেন চান, তা আপনি জানেন।

বিশ্বেশ্বর। দরকার কি। তাঁর টাকা দরকার হয়েছে—তাই যথেষ্ট।

ভবানী। তবু শুনে রাখুন। পার্ব্বতীবাবু এই টাকা দিয়ে ইস্তাহার রদ করে' আপনারই একটা তালুক কিনবেন। তালুক নীলামে উঠেছে।

বিশ্বেশ্বর। উঠেছে না কি!

ভবানী। আপনি তাঁর হাতে একখানি ছুরি দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌ছেন—বড় সুড় সুড় কর্চ্ছে।

বিশ্বেশ্বর। তা কি হ'তে পারে ভবানী। —ছিঃ, অমন কথা বোলো না—মানুষ ত'।

ভবানী। আজকাল মানুষে মানুষ খায়। রাক্ষসের আর দরকার নাই। তাই তারা প্রস্থান করেছে।—দাদামহাশয়। খোলা সিন্দুক পেলে সাধু চোর হয়। পার্ব্বতীবাবুর কোন দোষ নাই।

বিশ্বেশ্বর। ছি ছি ছি, বোলো না। তা কি হয় ভবানী। আর তাই যদি হয়—পার্ব্বতী! আমার জমীদারী নাও, আমার সর্ব্বস্ব নাও, শুধু আমায় ভালোবাসো।

ভবানী। দাদামহাশয়!—আমি না ব'লে থাকতে পাচ্ছি না। মা কালী! এই পাপ কলিযুগেও এ রকম মানুষ হয়!—পার্ব্বতীবাবু কেনো, এর পরে এঁর টাকায়ই এঁর জমীদারী কিন্‌তে চাও, পারো, কেনো।—আসুন দাদামহাশয়।

বিশ্বেশ্বর। চল ভাই।—পার্ব্বতী আমায় ভালবাসো। আমায় ঘৃণা কোরো না ভাই [আলিঙ্গনোদ্যত]

ভবানী। চলে' আসুন। কোলাকুলি হয় শেয়ানে শেয়ানে। অন্য কোলাকুলি কলিযুগে—ভণ্ডামি।—আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

পার্ব্বতী। এ কি!—চোখে জল আসে কেন। না আমি পাষণ্ড। কি কাজ না করেছি, কি কাজ না কর্ত্তে পারি। এ ত' তুচ্ছ।—বিশ্বেশ্বর। তুমি আমার মন গলাবে। এত অসার আমি নই।

[হাস্য ও প্রস্থান।

——

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—করুণাময়ীর কুটীরকক্ষ। কাল—শেষরাত্রি

করুণাময়ী মৃত্যুশয্যায়। পার্শ্বে দয়াল

করুণা। দুর্গানাম কর, দুর্গানাম কর। শুন্তে শুন্তে মরি।

দয়াল। কেন দিদি! কবিরাজ বলে' গিয়েছে, কোন ভয় নাই।

করুণা। কবিরাজ ঠিক্ বলে' গিয়েছে, আমার কোন ভয় নাই। কারো অনিষ্ট করি নি। যা উচিত বুঝেছি, করে' গিয়েছি। মা দুর্গা চরণে স্থান দেবেনই। আমার আবার ভয়!

দয়াল। না, আমি বল্‌ছি যে, তুমি সেরে উঠবে দিদি।

করুণা। আমি সেরে উঠতে আর চাই না ভাই। কিসের জন্য বাঁচ্‌তে চাইব। তিনকুড়ি বয়স হয়েছে। জীবনে দুঃখ বৈ আর কিছু পাই নি। পাঁচ ছেলের মা হয়েছিলাম। চারিটি গিয়েছে। একটি আছে; তা সে থেকেও নেই। আর কি সুখে বেঁচে থাক্‌তে চাইব।

দয়াল। মহিম আস্‌বে। ভেবো না। সে এতক্ষণ পথে।

করুণা। [ সদীর্ঘনিশ্বাস ] আমিও পথে।

দয়াল। আমি বল্‌ছি, যে, সে আস্‌বে। আমি মিছে বল্‌ছি। সেদিন বলেছিলাম সে আস্‌বে না, সে আসে নি। আজ বল্‌ছি, সে আস্‌বে, সে আস্‌বেই। মায়ের পীড়া শুনে কি সে বসে' থাক্‌তে পারে।

করুণা। আস্‌বে? আস্‌বে?—কখন? —আর কখন্ আস্‌বে। মর্ব্বার আগে একবার সেই চাঁদমুখখানি দেখ্‌তাম। দেখ্‌তে পেলাম না।

দয়াল। ওসব কি কথা বল্‌ছ। ছি দিদি।

করুণা। হায় রে, মর্ব্বার সময়ও তারই কথা বারবার মনে হচ্ছে। কোথায় মায়ের নাম কর্ব্ব—দুর্গানাম কর। দুর্গানাম কর। ছেলে কে। কেউ না। আমার ছেলে নাই, কখন ছিল না। দয়াময়ি। এ অন্তিমকালে চরণে স্থান দিও মা। এ অন্ধকারে ছেড়ো না।—ভাই। সত্যই কি মহিম আমার এলো না।

দয়াল। আস্‌ছে। ব্যস্ত হও কেন দিদি। ঘুমোও।

করুণা। এই যে একেবারেই ঘুমোচ্ছি। ভাই, আমি মরে' যাওয়ার পর মহিম যদি আসে, তা হ'লে তাকে বেলো যে, আমি সুখে মরেছি, কোন কষ্ট হয় নি। সে এসে যদি কাঁদে, ত' তাকে বুঝিও—বুঝিও যে আমার মর্ব্বার সময় কোন কষ্ট হয় নি। শুধু একবার মরণকালে তাকে দেখতে চেয়েছিলাম।—ন', সে কথা বলে' কাজ নেই। বাছা দুঃখ কর্ব্বে। বোলো, আমি সুখে মরেছি। আর কিছু না। আর যদি সে না আসে – [ কণ্ঠ রুদ্ধ হইল ]

দয়াল। হা রে মা।—দিদি, মহিম আস্‌ছে। আজ রাত্রের মধ্যেই আস্‌বে। বোধ হয় প্রথম ট্রেণ ফেল হয়েছে।

করুণা। আস্‌বে? আস্‌বে? সত্য বল্‌ছ? সে আস্‌বে? ভাই বল, সে আস্‌বে? সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্, বল সে আস্‌বে। সেই বিশ্বাস নিয়ে আমি পরকালে যাই।—না, সে আস্‌বে না, আস্‌বে না।

[ মুখ ফিরাইলেন।

দয়াল। ঘুমাও দিদি।

করুণা। এই যে ঘুমোচ্ছি।—তবে মহিম এলো না। আমি তার বৌকে বকেছিলাম, সেই অভিমানে বাছা চলে' গিয়েছে; আর আস্‌বে না—ঐ পাখী ডাক্‌লো না?—ঐ যে।

দয়াল। হাঁ দিদি।

করুণা। তবে ভোর হয়েছে।

দয়াল। ভোর হ'ল বৈ কি।

করুণা। তুমি সমস্ত রাত ঘুমোও নি?

দয়াল। ঘুমিয়েছি বৈ কি।

করুণা। না, ঘুমোও নি। তুমি সারারাত আমার শিওরে বসে' আছো। আমি যখনই চোখ মেলেছি, দেখেছি যে, তোমার ঐ কালিবর্ণ মুখখানি—ঐ স্নেহময় চক্ষু দুটি আমার পানে চেয়ে আছে। দয়াল, ঘুমোও গে যাও।

দয়াল। আমি ঘুমিয়েছি দিদি।

করুণা। ঐ পাখী ডাক্‌ছে।—দয়াল। জানালাটা খুলে দাও ত' ভাই, একবার আমার ধানভরা ক্ষেত, আমার গানভরা বাগান, একবার —শেষবার প্রাণভরে' দেখে নিই। আর ত' দেখ্‌তে পাবো না। খুলে দাও।

[ দয়াল জানালা খুলিয়া দিলেন ]

করুণা। ঐ সেই সব। এখনও জাগে নি। সব ঘুমিয়ে আছে। ওরে তোরা জাগ্। চেয়ে দেখ্, আমি যাচ্ছি, জন্মের মত তোদের ছেড়ে যাচ্ছি। দেখ্।—দয়াল।

দয়াল। দিদি।

করুণা। একবার বাইরে যাও ত' ভাই, আমার গাইটাকে একবার দেখ্‌বো। তার বাছুর হয়েছে। আমি দেখ্‌বো।

দয়াল। পরে দেখো।

করুণা। না দয়াল। পরে দেখ্‌বার আর অবকাশ হবে না। যাও ভাই।

[ দয়ালের প্রস্থান।

করুণা। ঐ হাম্বারবে আমায় ডাক্‌ছে। রোজ নিজের হাতে করে' তার খাবার দিতাম। একদিন যদি দৈবাৎ না দিতে পার্ত্তাম, ত' সে ভালো করে' খেত না; সারাদিন মুখ ভার করে'

থাক্‌তো। আমার মুখ ম্লান দেখ্‌লে তার চোখে জল আস্‌তো।—ঐ আবার ডাক্‌ছে।—এই যে আমি—ধবলী।—এই যে।

দয়াল। [নেপথ্যে] এই যে দিদি এনেছি, দেখ।

করুণা। ঐ যে আমার গাই।—ধবলী। চল্লাম মা।—এখন থেকে দয়াল তোমায় দেখবে। দয়াল—ভাই—আর—শেষ হয়ে এলো। মা দুর্গা। মহিম তবে সত্যই এলো না। দু—র্গা—

[মৃত্যু]

(দয়ালের প্রবেশ)

দয়াল। দিদি দিদি—দীপ নিভে গিয়েছে।—একটা বুদ্বুদ সমুদ্রে মিশে গেল। একটা শিশিরবিন্দু পদ্মপত্র থেকে ঝরে' পড়ে' গেল। একটা সামগান উঠে আকাশে মিলিয়ে গেল।—যাও দিদি, পরপারে; যেখানে সব 'মা' জগন্মাতার কোলে শুয়ে আছে। পুত্রকন্যা নিষ্ঠুর। তাদের ভুলে যাও, মায়ের গলা জড়িয়ে ধর। শান্তি পাবে।—মা। মেয়েকে কোলে তুলে নাও।

——

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—বিশ্বেশ্বরের প্রাসাদকক্ষ

কাল—জ্যোৎস্না-রাত্রি

(বিশ্বেশ্বর ও সরযূর প্রবেশ)

বিশ্বেশ্বর। কি রকম নাতিনী! কেমন লাগ্‌ছে?

সরযূ। কি?

বিশ্বেশ্বর। জীবনটা। বেশ মধুময় ঠেক্‌ছে না।—যেন একটা অবাধ বসন্ত, অগাধ জ্যোৎস্না! আমাদের আর গ্রাহ্যের মধ্যেই বোধ হচ্ছে না—কেমন।

সরযূ। কি রকম?

বিশ্বেশ্বর। এই যখন কেউ ফেটিন হাঁকিয়ে যায় তার মত। আশেপাশে যারা হেঁটে যাচ্ছে, তারা যেন অত্যন্ত ছোটলোক।

সরযূ। কে বলেছে?

বিশ্বেশ্বর। তুই।

সরযূ। কখন্ বল্লাম।

বিশ্বেশ্বর। আরে সব কথাই কি মুখে বল্‌তে হয়। চোখে চোখেও অনেক কথা চলে।

সরযূ। চলে না কি!

বিশ্বেশ্বর। চলে না!—ও মা!—নূতন বৌ গুরুজনের দৃষ্টিজালের মাঝখান দিয়ে ঘোমটার ভেতর থেকে নূতন স্বামীর পানে চেয়ে নেয়—অমনি চোখে চোখে কতখানি কথাবার্ত্তা হয়ে গেল বল্ দেখি।

সরযূ। কি কথা?

বিশ্বেশ্বর। সে কথার অর্থ এই যে, এরা সব শুধু ভবঘোরে ঘুরে মর্চ্ছে, তাদের মধ্যে মজা লুটছি যা, সে—তুমি আর আমি।

সরযূ। কখন না।

বিশ্বেশ্বর। আরে চটিস্ কেন দিদি। আমি সব জানি। আমি চিরদিনই কিছু এমনই ছিলাম না। আমারও একদিন ছিল। তখন—'মিলনে নিখিলহারা বিরহে নিখিলময়।' যেদিন ফুলের মধু পান কর্ত্তাম, সুবাসিত বসন্তপবনহিল্লোলে গা ঢেলে দিতাম। তুই এখন সেই রকম কি না।—নে, মিথ্যার রাজত্ব ভালো করে' ভোগ করে' নে। শীঘ্রই স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে।

সরযূ। যাবে মা কি?—আমার যে ভয় কর্চ্ছে দাদামহাশয়।

বিশ্বেশ্বর। তার দেরি আছে।—আমার প্রেমের ইতিহাস শুনিস্ নি?

সরযূ। না। শোনা যাক্ দেখি আপনার প্রেমের কাহিনীটা।

বিশ্বেশ্বর। আচ্ছা তবে শোন্। আর তার সঙ্গে—তোরটা মিলিয়ে নিস্। শোন্।—প্রথম প্রণয়ে চন্দ্রালোকে—অর্থাৎ ছাদের উপর যখন আমরা দুজনে একা থাকতাম, তখন আমি একবার সেই শ্রীমুখের পানে আর একবার চাঁদের পানে চেয়ে দেখ্‌তাম—কোন্‌টা বেশী সুন্দর ঠিক করে' উঠতে পার্ত্তাম না।

সরযূ। আর তিনি দেখ্‌তেন না?

বিশ্বেশ্বর। কে?

সরযূ। দিদিমা?

বিশ্বেশ্বর। তিনি। ও বাবা।—আর কোন দিকে চাইবার তাঁর অবসর ছিল না। কিন্তু প্রেয়সী দেখ্‌তেন যে কি, সেইটে বুঝতে পার্ত্তাম না।—আমার গোঁফের ঝোপ, না চোখের ডোবা, না নাকের বাঁধ, না দাড়ির চষা ধানক্ষেত্র (কেন না একদিন না কামালেই সেটা নূতন চষা ধান্যক্ষেত্রের আকার ধারণ কর্ত্ত)। প্রেয়সী

যখন আদর করে' আমার সেই শ্রীমুখে হাত বুলাতেন, তখন সেই চষা ক্ষেত্রের উপর দিয়ে যেন কেউ মই দিয়ে যেত।—এই চেহারাখানা দেখছিস্।

সরযূ। দেখ্‌ছি।

বিশ্বেশ্বর। কেমন চেহারা ?

সরযূ। বেশ চেহারা।

বিশ্বেশ্বর। এঃ! তবে তুই নিশ্চয় আমার সঙ্গে প্রেমে পড়েছিস্। প্রেমে না পড়লে এ চেহারাখানা যে চলনসই, তা কেউ বলবে না। অনেকেই আমাকে বাড়ীর চাকর ভেবে তামাক সাজতে বল্‌তো; আমি তাই রেগে এমনি বাগিয়ে টেড়ি কাটতাম যে. চেহারাখানাকে প্রায় ভদ্রলোকের মত করে' তুলেছিলাম আর কি। এই দেখেই প্রেয়সী মুগ্ধ।—মিল্‌ছে ?

সরযূ। তারপরে ?

বিশ্বেশ্বর। বলি—মিল্‌ছে ?

সরযূ। কতক। তারপরে।

বিশ্বেশ্বর। আমাদের মনে হোত যে, পৃথিবীতে আর কেউ নাই—মা নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, আছে কেবল 'প্রাণেশ্বর' আর 'প্রাণেশ্বরী।'।—মিল্‌ছে ?

সরযূ। তারপর ?

বিশ্বেশ্বর। আমাদের গল্প আর ফুরোতো না। আমি যদি বল্‌তাম যে, আমাদের ক্লাসে এক ছাত্র আছে, তার নাম 'মহেন্দ্র', প্রেয়সী তার মধ্যে একটা রসিকতা অনুভব ক'রে হেসে আকুল। আর তিনি যদি বল্‌তেন যে, তাঁর 'আতরকে' একদিন একটা ফড়িঙ্গে কামড়েছিল, আমি হেসে মাটিতে গড়িয়ে পড়্‌তাম।

সরযূ। কথাবার্ত্তা কি রকম চল্‌তো ?

বিশ্বেশ্বর। প্রথমে দুই অক্ষর। আমি বল্‌তাম 'প্রিয়ে', তিনি বল্‌তেন 'নাথ'। তার পর তিন অক্ষরে উঠ্‌তাম। আমি বল্‌তাম 'প্রেয়সী'; তিনি বল্‌তেন 'বল্লভ'। তার পরে চার অক্ষর। আমি বল্‌তাম 'প্রাণেশ্বরী', আর তিনি বল্‌তেন 'প্রাণেশ্বর'। তার পরে—ঘুমিয়ে পড়্‌তাম।

সরযূ। আচ্ছা। বিরহে কি রকম হোত ?

বিশ্বেশ্বর। রোজ একখানা করে' চিঠি।

সরযূ। কি লিখ্‌তেন ?

বিশ্বেশ্বর। মাথামুণ্ড। 'তুমি ভালোবাস না, আমি ভালোবাসি' পাকে-চক্রে ঐ একই কথা।

সরযূ। তারপরে ?

বিশ্বেশ্বর। তার পরে আবার কি। তার পরে তুই বল্।

সরযূ। আচ্ছা। তারপরে আমি বল্‌ছি। শুনে যান।

বিশ্বেশ্বর। আচ্ছা বল্। তুই তবে এই জায়গায় দাঁড়া, আর আমি ঐ জায়গায় দাঁড়াই।

সরযূ। কেন ?

বিশ্বেশ্বর। এখন তুই বক্তা, আর আমি শ্রোতা।

[ উভয়ে স্থান পরিবর্ত্তন করিলেন। ]

সরযূ। আচ্ছা—এখন শুনুন।

বিশ্বেশ্বর। শুন্‌ছি—

সরযূ। তারপরে অবস্থাটা কি রকম দাঁড়ালো জানেন ?

বিশ্বেশ্বর। কি রকম ?

সরযূ। আপনার বাড়ী ফিরতে দেরী হ'লে দিদিমার মেজাজটি ঠিক নবনীর মত মোলায়েম ঠেক্‌ত না। আর দিদিমার রান্না খারাপ হ'লে আপনার গলা ঠিক ইমন্‌কল্যাণ ভাঁজ্‌তো না।

বিশ্বেশ্বর। তা ভাঁজ্‌ত না।—তার পরে ?

সরযূ। বাহির-বাড়ী আর ভিতর-বাড়ী যে আলাদা জায়গা, সেটা বেশ বোঝা যেতে লাগ্‌ল।

বিশ্বেশ্বর। তা লাগ্‌ল। তার পরে ?

সরযূ। তার পর যে অবস্থা দাঁড়ালো—সে ভয়ানক।

বিশ্বেশ্বর। ( সাগ্রহে ) কি রকম।

সরযূ। আপনি—অর্থাৎ প্রাণনাথ বাড়ীর কাছে একটা আড্ডা খুঁজে নিলেন—যাতে প্রাণনাথের কথাবার্ত্তা প্রেয়সীর শ্রবণগোচর না হয়—অথচ ভাত হ'লেই চট্ করে' প্রাণনাথকে ডাকা যায়। রাত্রিকালে গহনার ফর্দ্দ দিতে দিতে প্রেয়সীর নাসিকাধ্বনি; সংসারের ঝঞ্ঝাটের তালিকা দিতে দিতে প্রাণনাথের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি; যবনিকা-পতন; মশকের ঐকতান বাদন।—কেমন।—মিল্‌ছে কি না।

বিশ্বেশ্বর। ওরে। ঠিক মিল্‌ছে। তুই এ সব জান্‌লি কেমন করে'?

সরযূ। কল্পনায়। আপনার ত' কল্পনা-শক্তি নেই।

বিশ্বেশ্বর। কল্পনাশক্তি অত নেই।

সরযূ। তারপর শুনুন—তখনকার অবস্থার সঙ্গে ঋতুরাজ বসন্তের কোন সাদৃশ্যই লক্ষিত হোত না। বরং বর্ষার সঙ্গে কতক সাদৃশ্য ছিল।

বিশ্বেশ্বর। বর্ষার সঙ্গে?

সরযূ। অন্ততঃ তার সঙ্গে গর্জ্জন বর্ষণ আর বিদ্যুৎ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল—মিল্‌ছে কি না?

বিশ্বেশ্বর। ওরে অক্ষরে অক্ষরে মিল্‌ছে। —ঐ যে তোর প্রাণেশ্বর দূরে ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুকের মত চেয়ে আছে। ও চাহনির অর্থ—'সরে' যা না বুড়ো'—এই আমি যাচ্ছি—

[ প্রস্থানোদ্যত ]

সরযূ। যাবেন কেন?

বিশ্বেশ্বর। না না, নৈলে তোর প্রাণেশ্বর চটে' যাবে।

সরযূ। না, চট্‌বেন কেন!

বিশ্বেশ্বর। আমি থাক্‌লে 'প্রেয়সী' সম্বোধনটা মুখ দিয়ে বেরোতে তোর প্রাণেশ্বরের ঠোঁটে বেধে যাবে;—ঠিক, সে রকম করে' হাত ধরে' ঘাড় বেঁকিয়ে, মুখের পানে চেয়ে হেসে বল্‌তে পার্ব্বে না—"প্রেয়সী আমি তোমারই।"

সরযূ। আচ্ছা দেখুন না।

বিশ্বেশ্বর। দেখ্‌বি।—বলি ও ভায়া, এ দিকে এসো। লক্ষ দাও! হাঃ হাঃ হাঃ— এসো ভায়া!—ঐ যে আস্‌ছে।—চুপ্‌।

( মহিমের প্রবেশ )

মহিম। ( নতমুখে ) আপনি ডাক্‌ছিলেন?

বিশ্বেশ্বর। ঐ ডাকার অপেক্ষায় ছিলে কি না।—এঁকে চেনো?—কি! নীরবে রৈলে যে! একবার—কি বলে' এঁকে ডাক, ডাক ত'। 'প্রিয়তমে' 'প্রাণেশ্বরী' না 'প্রেয়সী' কি বলে' ডাক? একবার ডাক ত'। না হয় নাম ধরেই ডাকো! 'সরযূ—উ-উ-উ'—আহা কি মধুর! আমার জিভেই জড়িয়ে যাচ্ছে, তা তোমার!—পার্ব্বে কেন। আমার অনেক দিনের অভ্যাস, তবু নাম ধরে' ডাকতে ডাকতে কেমন ঘুমিয়ে পড়ি। আর দেখি যে ডাকা হ'ল না।

সরযূ। দাদামহাশয় যে কি বলেন, তার ঠিকানা নাই!

বিশ্বেশ্বর। উন্মাদের প্রলাপ!—কি ভায়া, চুপ করে' রৈলে যে! মুখ নীচু করে' রৈলে যে! আবার নাতিনীর পানে আড়ে চাওয়া হচ্ছে। আবার উনিও—হুঁ!

( সরযূ হাসিয়া ফেলিলেন )

বিশ্বেশ্বর। ওরে! ওরে! আমি আর তোর দিদিমা ঠিক এই রকম কর্ত্তাম রে, ঠিক এই রকম কর্ত্তাম!—কি দিনই গিয়েছে! ( দীর্ঘ-নিশ্বাস ) তবে এতক্ষণ চোখে চোখে কথা হচ্ছিল —এখন খানিক মুখে মুখে হোক্‌!—নাতিনী! নাতজামাই আবার বোবা না কি!—আচ্ছা আমি সরে' যাচ্ছি!

[ প্রস্থান।

মহিম ও সরযূ পরস্পরের দিকে চাহিলেন; পরে মহিম অন্তর্হিত বিশ্বেশ্বরের দিকে চাহিলেন; পরে অগ্রসর হইয়া সরযূর করতল স্বীয় করতলে গ্রহণ করিলেন; পরে আবার নেপথ্যে চাহিলেন; পরে কহিলেন, "সরযূ।"

সরযূ। কি!

মহিম। বলি—বলি—ভালো আছ?

সরযূ। হাঁ বেশ আছি। তারপর?

মহিম। এঁ—এঁ—এঁ—বেশ বাতাস বৈছে।

সরযূ। সুন্দর!

মহিম। সরযূ!

সরযূ। কি!—

মহিম। আমি তোমারই!

সরযূ। শুনে সুখী হ'লাম!

মহিম। আমি তোমায় ভালোবাসি।

বিশ্বেশ্বর। [ উঁকি মারিয়া ] এখন পাখী পড়্‌ছে ত' বেশ।

[ মহিম ত্রস্ত হইয়া সরযূর হাত ছাড়িয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সরযূ চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ]

বিশ্বেশ্বর। যাচ্ছি, পড় আত্মারাম পড়।

[ প্রস্থান।

মহিম। খাসা চাঁদ উঠেছে! ছাদে যাবে?

সরযূ। চল।

( উভয়ের প্রস্থান ও ভবানীর প্রবেশ )

ভবানী। দাদামহাশয়! ভেবেছেন কেউ দেখ্‌তে পাচ্ছে না? পাচ্ছে—একজন দেখতে পাচ্ছে; আর কাঁদছে। আপনি যতই হাস্‌ছেন, সে ততই কাঁদ্‌ছে। আপনার মুখে হাসি, অন্তরে

ক্রন্দন। যাকে পরের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে হবে, তাকে এত ভালবাস্তে নাই দাদামহাশয়। সে আজন্ম পরের সম্পত্তি। লোকে মেয়ে মরে' গেলে কাঁদে কেন জানি না।

[ প্রস্থান।

—

## পট-পরিবর্ত্তন

স্থান—প্রাসাদমঞ্চ। কাল—জ্যোৎস্নারাত্রি

মহিম ও সরযূ

মহিম। তোমার দাদামহাশয় তোমায় খুব ভালোবাসেন?

সরযূ। উঃ!

মহিম। তুমি তাঁকে খুব ভালোবাসো?

সরযূ। তাঁকে?—জগতে আর কাউকে এত ভালোবাসি না। আমি দাদামহাশয়ের জন্য প্রাণ দিতে পারি।

মহিম। আর আমার জন্য?

সরযূ। তোমার সঙ্গে ক'দিনের পরিচয়?

মহিম। আচ্ছা বেশ।

সরযূ। অভিমান কর্লে! (হাত ধরিয়া) ছিঃ। চোটো না।

মহিম। (হাত ছাড়াইয়া) যাও, তুমি আমায় ভালোবাসো না।

সরযূ। বাসি। কারণ, তুমি আমার স্বামী। এ ভালোবাসা অভ্যাসগত। আর দাদামহাশয়কে যে ভালোবাসি, সে ভালোবাসা প্রকৃতিগত।

মহিম। সেইটেই বেশী।

সরযূ। নিশ্চয়। তাঁর আর তোমার মধ্যে তফাৎ অনেক।

মহিম। কি তফাৎ?

সরযূ। আমি যদি মরে' যাই ত' দাদামহাশয় শোকে অন্ধ হয়ে যাবেন; আর তুমি বৎসর না যেতেই একটা নূতন বিয়ে কর্ব্বে।

মহিম। কখন কর্ব্ব না।

সরযূ। আচ্ছা দেখিয়ে দেবো।

মহিম। কি রকম করে'।

সরযূ। [ সহাস্যে ] সত্যই মরে' দেখিয়ে দিতে ইচ্ছা করে যে, তোমরা স্বামীর জাত কি ভণ্ড।

মহিম। কিসে?

সরযূ। প্রথমে ভালোবাসা দেখাও—সমুদ্রতরঙ্গের মত বেলার উপর বাহু তুলে যেন তাকে গ্রাস কর্ত্তে আসো। তারপর তৃপ্তি হ'লে সেই সমুদ্রতরঙ্গের মত অবসাদে বেলা থেকে সরে' যাও।

মহিম। আমি তোমায় সে রকম ভালোবাসি না।

সরযূ। কি রকম বাসো?

মহিম। এ ভালোবাসা আকাশের মত অনন্ত, উদার, স্বচ্ছ। এর শেষ নাই, তৃপ্তি নাই। এ ভালোবাসা পর্ব্বতের মত অটল, ধ্রুবতারার মত স্থির।—হাস্ছো যে!—যাও, তুমি আমায় ভালোবাসো না।

সরযূ। তোমার কবিতা শুন্ছিলাম—তোমার মা কেমন আছেন। কোন চিঠি পেয়েছো।

মহিম। এর মধ্যে সে কথা আসে কোথা থেকে?

সরযূ। কথাটা এর মধ্যে নয় এর বাইরে।—আচ্ছা। 'মা' জিনিসটা বড় গদ্যময়। না?

মহিম। কেন?

সরযূ। নৈলে ছুটিটায় একবার তাঁর কাছে গেলেও না। দাদাশ্বশুর-বাড়ীতেই কাটিয়ে দিলে। চক্ষুলজ্জাও নাই। এখানে কর্চ্ছ কি। সেখানে যে তোমার মা শূন্যনয়নে তোমার পথ চেয়ে আছেন।

মহিম। কে বল্লে?

সরযূ। আমি জানি। সে কথা আবার কারো বল্তে হয়? হায় স্বামী। মা চিন্লে না। চিন্বে সেইদিন, যেদিন হারাবে।

মহিম। তুমি চিনেছো?

সরযূ। হাঁ, আমি যে হারিয়েছি। ও রতন না হারালে ঠিক চেনা যায় না। তোমার বৃদ্ধা মা একাকিনী সাশ্রুনয়নে পথের দিকে চেয়ে আছেন, আর তুমি এখানে একটা নগণ্য নারীর পায়ের তলায় পড়ে' আছ? যাকে এক বৎসর আগে চিন্তে না, যার একমাত্র গুণ আছে, সে গুণ রূপ-যৌবন।

মহিম। তা হ'লে তোমার ইচ্ছা নয় যে, এখানে আমি থাকি।

সরযূ। ইচ্ছা যে এখানে থাক—কিন্তু মাকে ছেড়ে নয়। প্রেমের পায়ে নিজের স্বার্থ বলি দিতে পার—কিন্তু কর্ত্তব্য নয় মাতৃভক্তি নয়।

মহিম। সে আমার বিচার্য্য। তোমার কি।—তোমার কাজ আমায় আদর, চুম্বন, আলিঙ্গন দেওয়া।

সরযূ। আমি তোমার গণিকা নই। আমি তোমার স্ত্রী।—তোমার জন্য আমার ভয় হয়।

মহিম। কেন?

সরযূ। তুমি কি পাপ কাজ না কর্ত্তে পার জানি না, যখন মায়ের প্রতি তোমার টান নেই। মাতৃভক্তি—যে কর্ত্তব্য সর্ব্ব কর্ত্তব্যের মূল, জীবনের প্রথম মহাশিক্ষা, মনুষ্য-প্রকৃতির মজ্জাগত সনাতন ধর্ম্ম; মাতৃভক্তি—যার কোমল করস্পর্শে কর্ত্তব্যের কাঠিন্য খসে' পড়ে, ভক্তি স্নেহে হাস্য করে—যে কর্ত্তব্য তর্কের ধার ধারে না, যুক্তির সাহায্য চায় না, বিধি ও বিধান মানে না; মাতৃভক্তি—যা একটা স্বর্গীয় অভিপ্রায় মানবজীবনকে মণ্ডিত করে, সানন্দে প্রকৃতির ঋণ পরিশোধ করে, আত্মাকে দীপ্ত করে, অভ্যাসগত সংস্কারকে জীবনের মূলমন্ত্র করে, মানুষের সমস্ত কোমল প্রবৃত্তির উপর রাজত্ব করে, ঘটনার বিপর্য্যয়ের উপর ক্রীড়া করে, জরার ম্রিয়মাণ শক্তি সঞ্জীবিত করে, আর মৃত্যুর সেই ভয়ানক মুহূর্ত্ত আলোকিত করে;—যে এই মাতৃভক্তির কাঙ্গাল, তার আর কি আছে। সে জীবনে কি পাপ কাজ না কর্ত্তে পারে। তাই বল্‌ছিলাম—সাবধান। সংসারে মায়ের বাড়া কেউ নেই—ভগ্নী নয়, কন্যা নয়, স্ত্রী নয়।—বল, তোমার মা ভাল আছেন?

মহিম। আ—ছেন।

সরযূ। মিথ্যাকথা। নিশ্চয়ই তিনি ভাল নাই। সত্যকথা বল। তাঁর অসুখ?

মহিম। বিশেষ কিছু নয়।

সরযূ। আবার মিথ্যকথা। আমি তোমার স্ত্রী, আমার কাছে মিথ্যাকথা।—না, মনে হচ্ছে যে তোমার মায়ের সাংঘাতিক পীড়া হয়েছে। না? কি। চুপ করে' রৈলে যে। বুঝেছি। তোমার মা এখন কোথায়? আমি তাঁর দাসীত্ব স্বীকার করেছি। তাঁর পীড়ায় আমি তাঁর সেবা কর্ব্ব। তুমি না যাও, আমি যাবো। তাঁর কি হয়েছে বল।

মহিম। নিউমোনিয়া—বিশেষ কিছু নয়।

সরযূ। তবে আমি যা স্বপ্নে দেখেছি, তা মিথ্যা নয়? আমি যাবো তাঁর কাছে। আজই যাবো। তুমি এখানে থাক। শৈশবে মা হারিয়েছি, সেবা করে' সাধ মেটে নি। মা বলে' সাধ মেটে নি। আর এক মা পেয়েছি যদি, সেবার সাধটা তাঁকে সেবা করে' মেটাবো—আমি যাবো।

মহিম। তোমার এ অবস্থায় কোন জায়গায় যাওয়া উচিত নয়।

সরযূ। উচিত নয়। তুমি তাঁর ছেলে হয়ে এই কথা বল্‌ছো। তোমার মা যিনি—তোমায় যিনি গর্ভে ধরেছিলেন—বল তোমার মা এখন কোথায়?

(দয়ালের প্রবেশ)

দয়াল। স্বর্গে।—উৎসব কর মহিম। আপদ দূর হয়েছে। তাঁর মৃতদেহের উপর তোমরা দুজন তাণ্ডব নৃত্য কর। তোমাদের বালাই গিয়েছে।

সরযূ। তাঁর মৃত্যু হয়েছে?

দয়াল। বৌমা। ধন্য তোমরা এই বৌজাতি। তোমরা স্বামীকে পশুর অধম করে' ফেল, ভাইকে ভায়ের শত্রু কর, পুত্রকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নাও। ধন্য জাতি। বলিহারী।—আর তুমি মহিম। নীচ, পাষণ্ড, মাতৃহন্তা। নরকেও যেন তোমার স্থান না হয়। তোমাকে অভিশাপ দিই, যেন আহারে ভাতের মুঠো মুখে তুলতে তা ভস্ম হয়ে যায়;—আর সর্ব্বসময়ে, তোমার মায়ের মরা-মুখ দেখে যেন তুমি শিউরে ওঠো, আমি তোমায় এই অভিশাপ দিয়ে গেলাম। মনে রেখো।

---

## পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—বাগানবাড়ী। কাল—রাত্রি

পার্ব্বতীর বন্ধুবর্গ—নানারূপ অবস্থায় অবস্থিত

দূরে খানসামা ইত্যাদি আহার-পাত্রাদি গুছাইতেছিল

নীলমাধব। আজকের পার্টি বেশ জমকালো রকম হবে।

সারদা। এবার দুর্ভিক্ষ হবে বোধ হয়।

বিনোদ। ওরে বিন্দে, তামাক সাজ।

অনুকূল। দেবেন্দ্রবাবুর স্ত্রীর বড় অসুখ।

সারদা। প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে, বক্তিয়ার খিলিজি নবদ্বীপ আক্রমণ করেন নি।

নীলমাধব। এবার শীত পড়েছে খুব।

নবীন। ওহে, গীতগোবিন্দ তোমার কেমন লাগে?

হরি। ওরে সোডা এনেছিস্ ত'।

চন্দ্র। তোমার ছেলেপিলে ক'টি?

সারদা। অশোকের সময় বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয় নি। তাম্রলিপি পাওয়া গিয়েছে।

কালী। ওহে। Give me a glass of liquid fire—distilled damnation.

( পার্ব্বতীর প্রবেশ )

অনুকূল। এই যে পার্ব্বতী।

পার্ব্বতী। কৈ। এখনো আসি নি?

অনুকূল। জাপানীরা যেদিন পোর্ট আর্থর দখল কর্লে, সেদিন আমাদের আপিসে যারা রুষিয়ার পক্ষে ছিল, তারা তামাক খায় নি।

নীলমাধব। বল কি।—এই যে—

( সারঙ্গীসহ বাইজি-বেশে শান্তার প্রবেশ )

চন্দ্রকান্ত। এই যে সরে' দাঁড়াও, সরে' দাঁড়াও। বাইজির জন্য রাস্তা কর, রাস্তা কর।

[ রাস্তা করিতে লাগিলেন।

নীলরতন চাদর দিয়া রাস্তা ঝাড়িতে লাগিলেন। বিনোদ চাদর দিয়া শান্তাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। সারদা প্রশান্তভাবে তামাক টানিতে টানিতে অনুকূলের সহিত নিম্নস্বরে গল্প করিতে লাগিলেন। প্রেমতোষ গিয়া শান্তার হাত ধরিয়া কহিলেন "আসুন"—

শান্তা। হাত ছাড়ুন। (ছাড়াইয়া লইলেন)

প্রেমতোষ। ও বাবা! এ ত' বাইজি নয়, এ যে গোখ্রো সাপ। একবারে ফণা তুলে ফোঁস করে' উঠ্লে যে! এস চাঁদ [ পুনরায় তাহার হাত ধরিতে উদ্যত। ]

শান্তা। খবর্দ্দার, আমায় স্পর্শ কর্ব্বেন না।

প্রেমতোষ। ওহে পার্ব্বতী ( মাথা ঝাঁকিয়া প্রশ্ন করিলেন )

কালী। ওহে। বেশ বাংলা বল্ছে ত'। 'স্পর্শ কর্ব্বেন' না,—বেশ বলেছে! এ যে অত্যন্ত ভদ্ররকম বাইজি। Is she a vision! Or a fairy! She seems to me too fine to be a woman;

পার্ব্বতী। এত রোখ কিসের চাঁদ! তুমি ত' বেশ্যা।

শান্তা। যার মাতা বেশ্যা, পিতা লম্পট, সে বেশ্যা না হয়ে কি স্বর্গের দেবী হবে? তথাপি আমি বেশ্যা নই।

[সকলে চমকিত হইয়া তাহার পানে চাহিলেন।]

বিনোদ। তুমি বেশ্যা নও!—তবে কি তুমি খড়দার মা-গোঁসাই।

শান্তা। ওঃ! অস্বীকারও যে কর্ত্তে পারি না। এ কলঙ্ক, এ অপবাদ বিধাতা আমার কপালে দেগে দিয়েছেন। আমি কি কর্ব্ব?—যাক্। মহাশয় গান আরম্ভ হবে?

পার্ব্বতী। তোমার সঙ্গে কি শুদ্ধ গাইবার বন্দোবস্ত হয়েছে, না নাচ্‌বে?

শান্তা। আজ্ঞে না, শুদ্ধ গাইব।

চারু। আর আমরা চোখ বুজে শুন্‌বো! —এটা কি উপাসনা-মন্দির পেয়েছো।

নীলরতন। আচ্ছা গাও—

শান্তা। ( সঙ্গীদিগকে ) ধর।

[ সারঙ্গীরা সারঙ্গ কোলে লইয়া বসিয়া বাঁধিতে লাগিল। ]

পার্ব্বতী। দাঁড়াও! আগে 'ইশ্‌পু' ধার্য্য করে নেই! তুমি শুদ্ধ গায়িকা হিসাবে এখানে এসেছো?

শান্তা। আজ্ঞে হাঁ।

পার্ব্বতী। তা হবে না।

শান্তা। মহাশয়ের অভিরুচি।

[ চলিয়া যাইতে উদ্যত ]

পার্ব্বতী। যাচ্ছ কোথায়!—আগাম টাকা নিয়ে—

[ একজন সারঙ্গী নোটসহ টাকার পুঁট্‌লি ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল। পরে সারঙ্গী ও শান্তার প্রস্থান। ]

নীলরতন। উঃ! একেবারে যে কুইন সেমিরেমিস্।

প্রেমতোষ। আজকার আমোদটাই মাটী করে' দিলে।—ওহে ডাক ডাক, গানই গাক্, তা আর কি হবে। চারু ডাক।

[ চারু বাহিরে গিয়া শান্তা ও সারঙ্গীকে ডাকিয়া আনিল ]

পার্ব্বতী। আচ্ছা গাও। তুমি কেমন, তা আর একদিন দেখে নেবো।

শান্তা। [ সারঙ্গীকে ] ধর।

[ সারঙ্গীরা সারঙ্গ বাঁধিতে লাগিল। ]

সারদা। ( অনুকূলকে ) তুমি গণ্ডমূর্খ।

অনুকূল। তুমি গোমূর্খ।

সারদা। ১৪১৫ শাল।

অনুকূল। ১৪১৬ শাল।

সারদা। বেয়াদব!

অনুকূল। চোপ্‌রাও।

পার্ব্বতী। কি হয়েছে। কি হয়েছে।

সারদা। Battle of Agincourt ১৪১৫ শাল।

অনুকূল। হাঁ Battle of Agincourt ১৪১৬ শাল।

সারদা। নরাধম।

অনুকূল। গর্ভস্রাব।

সারদা। এসো ত' ( আস্তিন গুটাইলেন )

অনুকূল। এসো না দেখি ( আস্তিন গুটাইলেন )

পার্ব্বতী। আরে কর কি। কর কি। হয়েছে কি?

সারদা। Battle of Agincourt ( ঘুঁসি তুলিলেন )

অনুকূল। হাঁ, Battle of Agincourt ( ঘুঁসি তুলিলেন )

সারদা। ১৪১৫ শাল ( হুঙ্কার )

অনুকূল। ১৪১৬ শাল ( হুঙ্কার )

চারু। আরে Battle of Agincourt কোন্ শালে—তা নিয়ে ঘুষোঘুষি কেন?—আর এখানেই বা কেন? আমোদ কর্ত্তে এসেছো।

সারদা। আচ্ছা—এসে', বাইরে এসো [ মালকোঁচা মারিলেন ]

অনুকূল। এসো না [মালকোঁচা মারিলেন]

সারদা। মাঠে চল।

অনুকূল। চল।

সারদা। [ লাফাইতে লাফাইতে ] Battle of Agincourt.

অনুকূল। [ লাফাইতে লাফাইতে ] Battle of Agincourt,

উভয়ে। Battle of Agincourt [ হুঙ্কার ও নিষ্ক্রান্ত ]

পার্ব্বতী। আরে। এরা করে কি। Battle of Agincourt নিয়ে এদের এত মাথাব্যথা কেন।

কালী। হাঁ, বীর বটে। সত্য সত্যই যেন দুজন Battle of Agincourt কর্ত্তে গেল। মালকোঁচা মেরেছে, আস্তিন গুটিয়েছে, ঘুষি তুলেছে, লাফিয়েছে—আর কি চাও? Strange all this difference should be betwixt Tweedledum and Tweedledee.

শান্তা। মহাশয় গাইব?

পার্ব্বতী। গাও।

কালী। রোস, আগে Battle of Agincourt কোন্ শালে ঠিক হয়ে যাক্। আমার একটা দুর্ভাবনা হয়েছে। রাত্রে ঘুম হয় না।

[ সকলে হাসিলেন ]

পার্ব্বতী। তুমি হিন্দী গাও, না বাংলা গাও?

শান্তা। দুই গাই।

কালী। তবে একটা বাংলাই গাও—যা বুঝি। হিন্দী is Greek to me.

প্রেম। না, আগে একটা হিন্দী—( সুরে ) আরে সৈঁইয়া।

কালী। ওস্তাদ।

চন্দ্র। না—না, বাংলাই গাও—সৈঁইয়া মেইয়া রেখে দাও। বাংলাই গাও।

নীল। কিন্তু ব্রহ্মসঙ্গীত নয়।

বিনোদ। ব্রহ্মসঙ্গীত এখানে চল্‌বে না।

কালী। দেখ না কি গায়। Perhaps it may turn out song, perhaps turn out a sermon.

পার্ব্বতী। আগে একটা হিন্দী গাও।

শান্তা। যে আজ্ঞে।

( শান্তার গীত )

পল খন সেঁা পাগে ঝারে রিম
যব ঘর আই প্যারা মোরা।
গারৈ'য়া লাগাউঁ নবত বুঝাউ—
তন মন ধন সবোয়ারা।

( হিরণ্ময়ীর প্রবেশ )

প্রেম। এ আবার কে।

পার্ব্বতী। [ চমকিয়া ] তুমি!—এখানে!

হিরণ্ময়ী। বাঃ। খাসা সজ্জিত বিলাস-ভবন, চমৎকার উজ্জ্বল প্রশস্ত কক্ষ, অপার্থিব প্রাণোন্মাদী সঙ্গীত!—( পার্ব্বতীকে ) কি। মুখ যে ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। সে কথা বল্‌ব না, ভয় নাই। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, আলোকিত উদ্যানভবন দেখলাম, হাস্যবিজড়িত সুন্দর সঙ্গীত শুন্‌লাম, ভাবলাম একবার উঁকি মেরে দেখে যাই যে, এখানে কি রকম প্রেতের নৃত্য হচ্ছে।

পার্ব্বতী। তা—এখন যাও।

হিরণ্ময়ী। একটু থাক্‌লামই বা। বাইরে ঘোর অন্ধকার। পথ কর্দ্দমাক্ত। শীতের প্রখর বাতাস বৈছে। সেই কাল রাত্রির কথা মনে হ'ল। মনে হ'ল, সেই পাষণ্ডকে একবার দেখে যাই।

পার্ব্বতী। দরোয়ান!

হিরণ্ময়ী। কিছু বল্‌ছি না; ভয় নাই। এখন এই সুসজ্জিত নাট্যশালায়—এই গীতমুখর দীপোদ্ভাসিত বিলাসমন্দিরে যদি সে কথা উচ্চারণ করি—তা হ'লে সঙ্গীত ভয়ে থেমে যাবে, আলো আতঙ্কে মুখ ঢাক্‌বে, হাস্য আর্ত্তনাদ করে' উঠ্‌বে।

পার্ব্বতী। এই দরোয়ান!

হিরণ্ময়ী। তার পর সেই অন্ধকারে হঠাৎ শ্মশানের চিতা দুপ করে' জ্বলে' উঠবে, সুবাসিত বাতাস পচা হাড়ের দুর্গন্ধ বমন কর্ব্বে, মাটী ফুঁড়ে শয়তানের দল লাফিয়ে উঠ্‌বে। না, সে কথা প্রকাশ কর্ব্ব না। সে কথা শুন্‌লে বন্ধু বন্ধুর মুখের দিকে মুখ তুলে চাইতে পার্ব্বে না, স্ত্রী স্বামীর আলিঙ্গনের নীচে গুপ্ত ছোরা দেখ্‌বে, সন্তান মাতৃস্তন্যে বিষ আছে বলে' সন্দেহ কর্ব্বে। কিছু প্রকাশ কর্ব্ব না, ভয় নাই। তবু ইচ্ছা করে যে, একবার সে কথা রাষ্ট্র করে' দেই, পরে কি হয় একবার দেখি। একবার বলে দেখ্‌বো কি হয়?

পার্ব্বতী। কোথা থেকে এক উন্মাদ এসে জুটলো। নিকালো—

হিরণ্ময়ী। কি! উন্মাদ?—নিকালো? তবে বলি। না,—বল্‌বো। এ কথা রাষ্ট্র কর্ব্ব। আর চেপে রাখ্‌তে পারি না।—মহাশয়েরা! আমি পাগল নই। যে কথা আজ বল্‌ছি, তা উন্মাদের প্রলাপ নয়।

পার্ব্বতী। দরোয়ান [ বাহিরে দরোয়ান ডাকিতে গেলেন ]

হিরণ্ময়ী। ঈশ্বরকে আমরা সাক্ষী মানি, কিন্তু তিনি কখন সাক্ষ্য দেন না। তিনি হাত গুটিয়ে বসে' আছেন। মরা মানুষ সাক্ষ্য দেয় না;—শুধু স্থির, পারদপাংশু দৃষ্টিহীন নেত্রে চেয়ে থাকে। কিন্তু আমি যা এই সভায় প্রকাশ কর্ব্ব, তার প্রত্যেক অক্ষর যে কোন বিচারালয়ে প্রমাণ কর্ত্তে পারি।—না, আমি উন্মাদ নই। এই কৃশা, চীরবসনা, রুক্ষকেশা, ধূলিধূসরিতা ভিখারিণী—সম্ভ্রান্তকুলের শিক্ষিতা মহিলা।

( পার্ব্বতীর পুনঃ প্রবেশ )

পার্ব্বতী। দরোয়ান গেল কোথা?—বেরিয়ে যা বল্‌ছি, নৈলে—

হিরণ্ময়ী। মহাশয়েরা, এই যে আপনাদের সম্মুখে নিরীহ ভদ্রের মত পোষাক পরা ব্যক্তিকে দেখ্‌ছেন—এ ব্যক্তি শঠ, ব্যভিচারী, হত্যা—

পার্ব্বতী। [ দৌড়িয়া গিয়া হিরণ্ময়ীর কণ্ঠদেশ সজোরে ধরিয়া ] চোপ্‌রাও—

হিরণ্ময়ী। রক্ষা কর—রক্ষা কর—[ গলদেশ ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ] আমি এ কথা—আজ—প্রকাশ করে'—তবে মর্ব্বো।—রক্ষা কর।

শান্তা। সম্মুখে নারীহত্যা হয়; আর পুরুষ সবই পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির। যখন পুরুষ এমন কাপুরুষ—তখন পুরুষের কাজ নারীরই কর্ত্তে হয়। [ দৌড়িয়া গিয়া পার্ব্বতীর কণ্ঠদেশ ধরিয়া ] ছেড়ে দাও ছাড় এই মুহূর্ত্তে—নহিলে—

পার্ব্বতী। [ হিরণ্ময়ীকে ছাড়িয়া ] চোপরাও। [ শান্তার কণ্ঠদেশ ধরিলেন ]

"এর জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছি"—এই বলিয়া শান্তা স্বীয় বস্ত্রমধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ একখানি শাণিত দীপ্ত ছোরা বাহির করিয়া পার্ব্বতীর বক্ষ লক্ষ্য করিয়া কহিল, "সাবধান।"

পার্ব্বতী তৎক্ষণাৎ শান্তাকে ছাড়িয়া পশ্চাতে হেলিলেন। শান্তা কিন্তু ছোরা হস্তে পূর্ব্ববৎই দাঁড়াইয়া রহিল। ইত্যবসরে প্রায় সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল ও নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। হিরণ্ময়ী নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া সভয়ে চীৎকার করিয়া শান্তাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"কে তুমি!—কে তুমি!"—এই বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

——

# তৃতীয় অঙ্ক

—*—

## প্রথম দৃশ্য

স্থান—বিশ্বেশ্বরের বহির্ব্বাটী। কাল—প্রভাত

বিশ্বেশ্বর, পরেশ ও কালীচরণ

পরেশ। তাওউই মহাশয়, আপনি ইহাতে সম্পত্তি বিলিয়ে দিচ্ছেন—শেষে যে হাত ধুয়ে রাস্তায় বস্‌তে হবে।

বিশ্বেশ্বর। যখন বস্‌তে হবে বস্‌বো।

পরেশ। তবু বিলোবেন?

বিশ্বেশ্বর। যতদিন আছে—বিলোতে হবে বৈ কি।

পরেশ। আর কি আছে যে বিলোবেন?

বিশ্বেশ্বর। সে কি বাবাজি। এই বাড়ীখানা কি সহজ ব্যাপার বিবেচনা কর বাপু। —আর জমীদারি।

পরেশ। সে ত' একে একে বিক্রয় হয়ে গিয়েছে।

বিশ্বেশ্বর। তা কি হয়।—তবে টাকা আস্‌ছে কোথা থেকে?

পরেশ। সে তো নীলাম খরিদের বাকি টাকা আমমোক্তার যা দয়া করে' এনে দিচ্ছে। —তাও জানেন না? এখন আপনার জমীদারির আয় কত জানেন?

বিশ্বেশ্বর। কত?

পরেশ। কিছু খবর রাখেন না?

বিশ্বেশ্বর। না।

পরেশ। আশ্চর্য্য!—আচ্ছা, জমীদারির আয় একলাখ হবে?

বিশ্বেশ্বর। তা হবে।

পরেশ। না, ৫০,০০০৲?

বিশ্বেশ্বর। মোটে!—

পরেশ। তাও যে নেই।

বিশ্বেশ্বর। নেই না কি?

পরেশ। এখন বার্ষিক আয় ১০,০০০৲ হবে কি না সন্দেহ।

বিশ্বেশ্বর। সে কি!—

পরেশ। ছিল দুলাখ, হয়েছে দশ হাজার।

বিশ্বেশ্বর। বটে! বাকী একলাখ ৯০ হাজার কি হ'ল?

পরেশ। রেভিনিউ না দেওয়ায় নীলাম হয়ে গিয়েছে।

বিশ্বেশ্বর। যাক্‌—আপদ গিয়েছে।

পরেশ। আপনার গোমস্তা খাজনা আদায় করে' নিজেই গাপ্‌ করেছে।

বিশ্বেশ্বর। করেছে না কি!—কেন কর্ল? চাইলেই ত' দিতাম।

পরেশ। তার উপরে পার্ব্বতীবাবুর সঙ্গে ষড়্‌ করে' বিনা ইস্তাহারে জমীদারি নীলাম করিয়েছে।

বিশ্বেশ্বর। নীলাম করিয়েছে?—না না তা কি হয়। তুমি শুন্তে ভুলেছ।

পরেশ। শুন্তে ভুলেছি!—আগে তাই শুন্তে পেতাম; এখন বিশেষ তদন্ত করে' জেনেছি।—শুনুন্‌, এখনও একটু হাত গুটোন; নৈলে দুদিন পরে যে খেতে পাবেন না; সাফ খেতে পাবেন না।

বিশ্বেশ্বর। [হাসিয়া] তাও কি হয় বাবাজি।

পরেশ। জমীদারি যা আছে, এখন থেকে আমি দেখ্‌ছি—আপনি হাত গুটোন।

বিশ্বেশ্বর। হাত কখন গুটোন যায়? গরীব চাইলে যে চোখে জল আপনি আসে, হাত যে এগিয়ে যায় তাকে বুকের মাঝখানে জড়িয়ে ধর্ত্তে। থাক্‌তে দেবো না। এ কি হয় বাবাজি।

কালীচরণ। The robbed that smiles, steals something from the thief.

[প্রস্থান।

বিশ্বেশ্বর। পরেশ! নিজের বাড়ীর খরচ চেষ্টা কর্লে কমাতে পারি। কিন্তু পরের দুঃখ মোচন কর্ত্তে হাত কি গুটোন যায় বাবাজি। তুমি জান না যে, ত্যাগে কি আনন্দ, দানে কি সুখ। চক্ষের জল মুছিয়ে দেওয়া, শুষ্ক ওষ্ঠপুটে হাসি ফোটান, ম্লান মুখ উজ্জ্বল করা—এ একটা সৃষ্টি। কঠোরকে ভালোবাসান, পাপীকে কৃতজ্ঞ করা—তুমি জান না পরেশ—ছেলে মানুষ—হেঁ হেঁ হেঁ—নিতান্ত ছেলে মানুষ!

পরেশ। আর এ দিকে জমীদারি যে একে একে সব পার্ব্বতী কিনে নিল।

বিশ্বেশ্বর। নে'ক। তার ত' আনন্দ হচ্ছে।

পরেশ। চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।

[প্রস্থান।

বিশ্বেশ্বর। পরেশ বড় চটেছে।—ও কে? দয়াল না। তাই ত', দয়ালই ত'।—এসো দয়াল। এ যে অনেক দিন পরে।

(দয়ালের প্রবেশ)

বিশ্বেশ্বর। এসো আমার প্রিয়তম বাল্যবন্ধু—[ব্যস্তভাবে উঠিয়া কোলাকুলি করিয়া] দেশ থেকে এলে কবে?

দয়াল। আজই।

বিশ্বেশ্বর। ওঃ! কতদিন তোমায় দেখি নি?—আমার সরযূ ভাল আছে?

দয়াল। চমৎকার।

বিশ্বেশ্বর। আর মহিম।

দয়াল। ততোঽধিক।

বিশ্বেশ্বর। বোস বোস সরযূর কথা বল। কতদিন যে তাকে দেখিনি—নিজের অসুখ, বাতে পঙ্গু—যাক্, সরযূর সঙ্গে তোমার প্রায়ই দেখা হ'ত?

দয়াল। তা হ'ত।

বিশ্বেশ্বর। সে আমার কথা তোমায় বল্‌তো। বল্‌তো যে, সে আমায় এখনও ভালবাসে।

দয়াল। তা আর বাস্‌বে না। তার যে বিয়ে দিয়েছো।

বিশ্বেশ্বর। কি বিয়ে দিয়েছি।

দয়াল। চমৎকার। এমন সোনার প্রতিমাকে এক চণ্ডালের হাতে সঁপে দিয়েছ।

বিশ্বেশ্বর। সে কি!—

দয়াল। তার অবস্থা একবার নিজে গিয়ে দেখে এসো। তাকে এখন দেখ্‌লে চিন্তে পার্ব্বে না।

বিশ্বেশ্বর। কেন।

দয়াল। কেন আবার। মনের কষ্টে, অনাহারে—

বিশ্বেশ্বর। অনাহারে। কেন। আমি মাসে তাকে ৫০০৲ টাকা পাঠাই, তা কি পাঠান হয় না?—পরেশ!—

দয়াল। পাঠান ঠিক হয়। তবে তোমার সাধের নাতজামাই সেই পাঁচশর মধ্যে চারশ যে এক বেশ্যার পায়ে ঢেলে দিচ্ছেন।

বিশ্বেশ্বর। কি! কার পায়ে ঢেলে দিচ্ছে?

দয়াল। কার পায়ে আবার। সেই গণিকার পায়ে। বেছে বেছে পাত্র খুঁজে বের করেছিলে খুব। তোমার সম্পত্তি এক বেশ্যার ভোগে লাগছে।—বলিহারি।

বিশ্বেশ্বর। তুমি কি বল্‌তে চাও যে, মহিম এক গণিকা রেখেছে?

দয়াল। সে কি তুমি জান না? শোন নি?

বিশ্বেশ্বর। না। দিদি ত' সে রকম কিছু লেখে নি?

দয়াল। লেখে নি যে সে, খেতে পায় না?

বিশ্বেশ্বর। কৈ!—না।

দয়াল। লেখে নি যে, তার ছেলে অনাহারে জ্বরে বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছে?

বিশ্বেশ্বর। কে। খোকা?

দয়াল। হাঁ, খোকা।

বিশ্বেশ্বর। মারা গিয়েছে?—কি বল্‌ছ সব?

দয়াল। তাও শোন নি?

বিশ্বেশ্বর। মারা গিয়েছে?—কৈ। দিদি ত' কিছু লেখে নি।

দয়াল। লেখে নি। আশ্চর্য্য।

বিশ্বেশ্বর। মারা গিয়েছে? ঠিক?

দয়াল। আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?

বিশ্বেশ্বর। বুঝেছি। সরযূ। এ সংবাদ শুনে আমার কষ্ট হবে বলে' সে কথা লিখিস্ নি। ওঃ! এই বয়সেই তোর পুত্রশোক সহ্য কর্ত্তে হ'ল দিদি।

দয়াল। অদৃষ্ট।

বিশ্বেশ্বর। মহিম গণিকা রেখেছে?

দয়াল। হাঁ।

বিশ্বেশ্বর। গণিকা?

দয়াল। বুঝতে পার্চ্ছ না? এ ত' বেশ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। গ্রাম্যভাষায় বল্‌বো?

বিশ্বেশ্বর। গণিকা রেখেছে।—কেন।

দয়াল। নাও। এ 'কেন'র জবাব কি দেব।—গণিকা লোকে আবার রাখে কেন।

বিশ্বেশ্বর। মহিম সরযূকে আর ভালবাসে না? বল কি।

দয়াল। তা বাসে বৈ কি। তোমার নাতিনীই ত' সে গণিকার খরচ যোগায়।

বিশ্বেশ্বর। মাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছে—বোস। মহিম সরযূকে আর ভালোবাসে না।

দয়াল। সর্প যেমন ভেককে ভালবাসে।

বিশ্বেশ্বর। কিন্তু একদিন ত' বাস্‌তো।

দয়াল। তা হবে।

বিশ্বেশ্বর। এ যে আমার স্বপ্নের অগোচর। সরযূকে ভালো না বেসে কেউ থাক্‌তে পারে। এ যে আমার ধারণার অতীত। সে আমার সরযূকে এত ভালোবাস্‌তো। সে যে সরযূ বৈ আর জান্ত না। সে যে সরযূ বল্‌তে অজ্ঞান ছিল। সে কি আমি সব স্বপ্ন দেখেছি, সে কি সব ভ্রম। এ আমি কখনও ভাবি নি।

দয়াল। যা কখন ভাব নি, এমন ব্যাপার অনেক ঘটে।

বিশ্বেশ্বর। [চিন্তিতভাবে] সে যে তাকে

বড় ভালোবাস্‌তো।—বেশ মনে আছে। একদিন মনে পড়ে—সে দিন বিজয়া—সেই শরতের শান্ত সন্ধ্যায়, নাতিনী আমার বাগানে একটা নারিকেল গাছ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল; অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণরশ্মি তার মুখের উপর এসে পড়েছিল; দূরে বিজয়ার বাগ্য বাজছিল; বাতাসে গাছে পাতাগুলো নড়ছিল; মহিম একটি গোলাপ ফুল তুলে হেসে সরযূর কুন্তলে পরিয়ে দিচ্ছিল; একটা ভ্রমর ফুল থেকে আর একটা ফুলে উড়ে বস্‌ছিল।—আর আমি অন্তরালে দাঁড়িয়ে সেই মধুর ছবিখানি আমার চিত্তপটে এঁকে নিচ্ছিলাম।—সে দিন ত' মহিম তাকে ভালোবাস্‌তো?

দয়াল। কে না বাসে। সে যে যুবকের সম্মুখে যুবতী, ক্ষুধিত গ্রাসের সম্মুখে সুস্বাদু খাদ্য।—ভালোবাস্‌বে না।

বিশ্বেশ্বর। তার পর সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালা হ'লে সরযূ এসে আমাকে বিজয়ার প্রণাম কর্লে। আমি অমনি তাকে কম্পিত আলিঙ্গনে বক্ষে তুলে নিয়ে সেই উদ্ভাসিত মুখখানি বারবার চুম্বন কর্লাম। তার পর তার গলাটি ধরে' হেসে তাকে জিজ্ঞাসা কর্লাম "সরযূ! বাগানে কি হচ্ছিল।" সরযূ হেসে বল্লে "আপনি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছিলেন বুঝি। ভারি দুষ্ট।"—এই 'ভারি দুষ্ট' কথাটা সে এমনি বল্লে—কি বল্‌ব দয়াল! এখনও তা আমার কানে বাজছে।

দয়াল। নাও! এখন প্রেমের ইতিহাস আরম্ভ হ'ল।

বিশ্বেশ্বর। তার পর সেই রাত্রে তারা বিদায় নিল। বিদায় দেবার সময় আবার সরযূকে বক্ষে নিয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলাম। সরযূও কেঁদে উঠল।

দয়াল। তাই বলে' এখন সত্য সত্যই কেঁদো না।

বিশ্বেশ্বর। [ কতক প্রকৃতিস্থ হইয়া ] তার পর আমি বল্লাম "সরযূ মনে থাক্‌বে ত'?" সরযূ তখন—মুখে হাসি চোখে জল—সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য দয়াল—সরযূ বল্লে "দাদামহাশয়, আপনাকে যে দিন ভুল্‌বো, চিঠি লিখে জানাবো।" তার পর গাড়িতে চড়ে' তারা দুজনে চ'লে গেল। সরযূ গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে বল্লে—"চিঠি লিখবেন দাদামহাশয়।" গাড়ী চ'লে গেল। পৃথিবী দুই হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। সেই নৈশ আকাশে একটা দীর্ঘনিশ্বাস উঠে মিলিয়ে গেল।—সে আজ তিন বৎসর হবে।—হাঁ, ঠিক তিন বছর।

দয়াল। তা কে অস্বীকার কর্চ্ছে।

বিশ্বেশ্বর। তার পর কত দীর্ঘদিবস তার সেই হাসি মুখখানি, তার সেই স্বর বাতাসে ভেসে বেড়িয়েছে। কত দীর্ঘরাত্রি তার বায়বী মূর্ত্তিকে অশ্রুজলে স্নান করিয়ে দিয়েছি। সে ত' মানবী নয় দয়াল।—সে যে দেবী, সে যে কবির কল্পনা, ধ্যানের ধারণা, মানসী প্রতিমা—তাই বুঝি মহিম তাকে ধর্ত্তে পারে নি।

দয়াল। ধর্ত্তে বেশ পেরেছিল;—এখন আর সে সব কথা ভাবলে কি হবে। একটা উপায় কর।

বিশ্বেশ্বর। উপায়।—হুঁ, তাই ত'। ছেলেটা বিগড়ে গেল।—দয়াল, তোমার খাওয়া হয়েছে?

দয়াল। হাঁ, হয়েছে।

বিশ্বেশ্বর। উঁহু। সুবিধে রকম ঠেক্‌ছে না।—ভবানীপ্রসাদ।

দয়াল। এখন আপনি বিহিত একটা কিছু করুন।

বিশ্বেশ্বর। একটা কিছু কর্ব্ব।—তাই ত'। —একটা কিছু কর্ব্ব।—ওহে ভবানীপ্রসাদ।

(ভবানীপ্রসাদের প্রবেশ)

বিশ্বেশ্বর। ওহে একটা গান গাও ত'।

দয়াল। গান গাইবে কি।

বিশ্বেশ্বর। আমার মাথাটা কি রকম কর্চ্ছে। তাই ত'—সেই বেশ্যাটির কি রকম চেহারা?

দয়াল। নাও। এতক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা কর্লেন কি না যে, তার কি রকম চেহারা।

বিশ্বেশ্বর। আমার নাতিনীর চেয়ে সে ভালো দেখতে? তার চেয়ে টানা ভ্রূ? তার চেয়ে নীল চক্ষু?—কখন উল্লাসে জ্বলে' ওঠে, কখন জলে ভরে' আসে। তার চেয়ে মিষ্ট হাসি?—রাঙ্গা ঠোঁট দুখানি যেন দুগ্ধশুভ্র দন্তপাঁতির সঙ্গে সই পাতিয়েছে। তার চেয়ে সুগোল বাহু?—সোনার চুড়ি যেন তাকে সোহাগে জড়িয়ে ধরেছে। তার চেয়ে কোমল করপুট? মল্লিকা আর জবা সেখানে প্রভুত্বের জন্য যুদ্ধ কর্চ্ছে। আমার নাতিনীর চেয়ে তার রং কি রক্তাভ, শুভ্র, কণ্ঠস্বর ঝঙ্কারময়, লঘু গতি, ব্রীড়ানম্র ভঙ্গিমা, কৃষ্ণ কেশদাম? আহা,

সে ঘাড়টি নাড়ত, আর পাশের চুলগুলি এসে মুখের উপর আদরে ঝাঁপিয়ে পড়তো।—

দয়াল। নাও, এখন কবিত্ব আরম্ভ হ'ল।

বিশ্বেশ্বর। সব চেয়ে ভাল তার চক্ষুদুটি। কত রকম চাইত।—গাও ভবানীপ্রসাদ। মায়ের নাম গাও।

ভবানীপ্রসাদ। (গীত)

আর কেন মা ডাকৃছ আমায়,
এই যে এইছি তোমার কাছে।
নাও মা কোলে দাও মা চুমা
এখন তোমার যত আছে।
সাঙ্গ হ'ল ধূলা-খেলা,
হয়ে এল সন্ধ্যাবেলা,
ছুটে এলাম এই ভয়ে মা
এখন তোমায় হারাই পাছে।
আঁধার ছেয়ে আসে ধীরে,
বাহু দিয়ে নাও মা ঘিরে,
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি—
মা তোমার ঐ বুকের মাঝে।
এবার যদি পেইছি শ্যামা,
আর তো তোমায় ছাড়ব না মা—
ও মা, ঘরের ছেলে পরের কাছে
মায়ে ছেড়ে সে কি বাঁচে।

[ গাইতে গাইতে ভবানীপ্রসাদের প্রস্থান।

দয়াল। কি বিশ্বেশ্বর, কাঁদছ।

বিশ্বেশ্বর। না। চল দয়াল, একটু বেড়িয়ে আসি।

দয়াল। চল।

[ উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—শান্তার গৃহকক্ষাভ্যন্তর। কাল—গোধূলি

শান্তা একাকিনী

শান্তা। আজ আর কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। যেমন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, তেমনি আমার মন মেঘাচ্ছন্ন। আমার জীবনের প্রধান কাজ যেন কালক্ষেপ করা। আমার জীবনের প্রধান সুখ—আপনাকে আপনি ভুলে থাকা। অথচ খাচ্ছি, শুচ্ছি, কৌতুক কর্চ্ছি; এই জঘন্য রূপকে দর্পণে দেখ্‌ছি, সাজ্‌ছি সাজাচ্ছি—কেন? আর কোন কাজ নাই বলে'। [ দীর্ঘনিশ্বাস ]—একটা শুষ্ক নদী, একটা উষর ক্ষেত্র, একটা জীবহীন অরণ্য, একটা প্রাণহীন দেহ। [ জানালার কাছে গিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া ] বৃষ্টি পড়্‌ছে, ঝিপ্‌ ঝিপ্‌ করে' বৃষ্টি পড়্‌ছে। বাতাস নাই, বিদ্যুৎ নাই, মেঘগর্জ্জন নাই। একটা মলিন স্থির পঙ্কিল দিবস। আমার জীবনের প্রতিচ্ছবি।—কে ওস্তাদজি।

( ওস্তাদজির প্রবেশ )

ওস্তাদ। হাঁ বেটি।

শান্তা। আদাব। বৈঠিয়ে ওস্তাদজি।

ওস্তাদ। [ সেলামানন্তর বসিয়া ] হাম্‌কো বোলায়ি থি বেটি?

শান্তা। জি।

ওস্তাদ। কিস্ ওয়াস্তে।

শান্তা। ওস্তাদজি। আপ্‌ মুঝ্‌সে নারাজ হুয়ে?

ওস্তাদ। রঞ্জ? কুছ্‌ নেই।

শান্তা। বেশখ্‌ হুয়ে। এৎনে রোজ মেরা সাথ্‌ মোলাকাৎ ভি কিনে, খবর ভি নহি লি। একৃঠো খৎভি নেই ভেজা।

ওস্তাদ। তুম্ হাম্‌রা কোন্ হায় বিবিসাহাব।

শান্তা। নারাজ মৎ হোনা।

ওস্তাদ। গোসা হোনেসে তোমারি হরুজ কেয়া?—এইসেই দস্তুর হায়। তুম্‌লোক একৃঠো জোয়ান মিল্‌নেসে নউলকা মাফিক সাথ সাথ ফির্‌তে হো। এইসেই দস্তুর হায়, এইসেই দস্তুর হায় [ চক্ষু মুছিলেন ] লেকেন—মেজাজ সরিফ।

শান্তা। আপকি দোয়াসে।

ওস্তাদ। তুম্ পর আশিক্ হায়?

শান্তা। কোন্?

ওস্তাদ। মরদ্?

[ শান্তা মস্তক অবনত করিলেন ]

ওস্তাদ। এইসেই দস্তুর হায়। মরদ্ জোয়ান হায়।—তুমভি পিয়ার কর্ত্তি হো?

শান্তা। আলবৎ। আপ্‌ কেয়া সমঝাতে হেঁ ময় রুপেয়াকোয়াস্তে—

ওস্তাদ। কভি নেহি। লেকেন উস্‌কো বিবি হায়?

শান্তা। কিস্‌কো?

ওস্তাদ। তোমারে খসম্‌কো, তোমারে পিয়ারেকো, তোমারে জান্‌কো ?—উস্‌কে বিবি হ্যায় ?

শান্তা। [ অবনত মস্তকে নিম্নস্বরে ] হ্যায়।

ওস্তাদ। [ উঠিয়া ] জাহান্নম্‌মে যাও।

[ সক্রোধে প্রস্থান।

শান্তা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন, "বুঝেছি ওস্তাদজি!—সত্য কথা। এ কথা আমার মনে যে পূর্ব্বে আসে নি, তা নয়। ভেবেছিলাম ভালবাসায় সব পবিত্র হয়, মাটী সোনা হয়।—কিন্তু—না, তাই বা কেন। প্রেম যার সঙ্গে, তারই ন্যায্য অধিকার। নহিলে—

( গীত )

তোমারেই ভালোবেসেছি আমি
তোমারেই ভালোবাসিব।
তোমারই দুঃখে কাঁদিব সখে
তোমারই সুখে হাসিব।
তব হাস্যোজ্জ্বল-বিকশিত শতদল—
বিতরিব তোমারি গৌরব-পরিমল ;
সজলজলদজালম্লান-গগনতলে
তোমারি নয়নজলে ভাসিব।
মিলনে—করিব তব চিত্তবিনোদন
তোমারি মিলনগীতি গাহিয়া ;
বিরহে মলিনমুখে শূন্যে নয়নে দুখে
রহিব তোমারি পথ চাহিয়া।
মেলেছি নয়ন তব জ্যোৎস্নার জাগরণে,
মুদিব নয়ন তব সুপ্ত নয়ন সনে,
জীবনে মরণে আমি তোমারি, তোমারি কাছে
জনমে জনমে ফিরে আসিব।

( মহিমের প্রবেশ )

শান্তা। কে মহিম বাবু ?

মহিম। হাঁ, আমি।

শান্তা। এসো প্রিয়তম। [ অগ্রসর হইয়া আলিঙ্গনার্থ হাত বাড়াইলেন ] এসো প্রাণাধিক।—

মহিম। [ পিছাইয়া ] এ আবার কি।

শান্তা। আমি আপনাকে ভালোবাসি, এই আমার অপরাধ। আমি আপনাকে—না, আমি আর 'আপনি' বল্‌বো না। তুমি—তুমি —তুমি। তুমি আমার প্রিয়তম, তুমি আমার প্রাণেশ্বর প্রাণ, তুমি আমার হৃদয়ের হৃদয়, তুমি আমার জীবনের জীবন, তুমি আমার— [ মহিমকে বাহুবেষ্টন করিয়া ] তুমি আমার; আর কারো নয়।

মহিম। এ কি ব্যাপার!

শান্তা। বিবাহ ?—বিবাহ নৈলে প্রেম নিষিদ্ধ ?—কে বলে!—বিবাহ ? সে ত' রেজেষ্টারি কবুলিয়ৎ লিখে দেওয়া—বেড়া দিয়ে জমি ঘিরে নেওয়া। তাই বা কৈ ? প্রজাও জমি ছেড়ে দিতে পারে, বিক্রয় কর্ত্তে পারে। কিন্তু স্ত্রী—আমৃত্যু ক্রীতদাসী। অবজ্ঞাত হোক্, পদাহত হোক্, পরিত্যক্ত হোক্—তাকে তার পতির পাদপদ্ম ধ্যান করে' মর্ত্তে হবে।— এই ত' স্ত্রী।

মহিম। আজ এ সব কথা কেন শান্তা ?

শান্তা। প্রেম বিবাহজ না হ'লেই বেশ্যাসক্তি।—কে বলে ?—এই ত' প্রেম। দাস্য নাই, দায়িত্ব নাই, ভবিষ্যৎ নাই—একটা অবাধ অগাধ অস্থির অসীম উচ্ছ্বাস। আকাশের মত মুক্ত, শরের মত তীক্ষ্ণ, ঝড়ের মত প্রবল, বিদ্যুতের মত জ্বালাময়, তরঙ্গের মত উদ্দাম। —এই ত' প্রেম।— [ মত্ত মাতঙ্গের মত টলিতে লাগিল ] প্রাণ, মন, হৃদয়, জীবন ইহকাল, পরকাল—একটি চুম্বনের মধ্যে।— এই ত' প্রেম। নইলে—

মহিম। শান্তা, শান্তা [ গিয়া তাহার স্কন্ধে হাত রাখিলেন ]

শান্তা। নহিলে দড়ি দিয়েই বাঁধ, লৌহশৃঙ্খল দিয়েই বাঁধ, আর মন্ত্র দিয়েই বাঁধ, —প্রেমহীন বন্ধনই অপবিত্র, বাধ্য আলিঙ্গনই বেশ্যাসক্তি। না না, কি বল্‌ছি! বেশ্যা আমি, বেশ্যার ঘরে আমার জন্ম। জঘন্য রৌপ্যের জন্য দেহ বিক্রয় করেছি। বিবাহের মর্ম্ম আমি কি বুঝ্‌বো ? সমাজের আবর্জ্জনা আমি; রাস্তার হন্যে কুকুর আমি; রোগীর হুঙ্কার আমি। বিবাহের মর্ম্ম আমি কি বুঝ্‌বো।—[ পরে নিজের মস্তকের দুই পার্শ্ব চাপিয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ] সে দেশ রসাতলে যাউক—যেখানে প্রথমে বেশ্যার সৃষ্টি হয়েছিল। সে বিধান নিপাত যাউক—যে বিধানে বেশ্যা আজীবন বেশ্যা। সে পুরুষ নরকে যাউক—যে এই লালসার প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডে ঘি ঢালে; যে এই কলঙ্কিনী কুলের কুলবৃদ্ধি করে।

মহিম। স্থির হও শান্তা।

[ শান্তা ধীরে ধীরে জানালার পার্শ্বস্থ একখানি চেয়ারে গিয়া উপবেশন করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। ]

মহিম। আশ্চর্য্য! এরূপ ত' কখন দেখি নাই। এ কি সত্যই বেশ্যা। [ শান্তার কাছে গিয়া গায়ে হাত দিয়া ] শান্তা।

শান্তা। যান।—দিনটাও কি আমার নয়?

মহিম। তার অর্থ।

শান্তা। তার অর্থ এই যে, আমি এখন খানিক একেলা থাক্‌বো। সেই অনুমতি ভিক্ষা করি।

মহিম। কেন? আমি চলে' গেলেই কি তুমি বাঁচ?

শান্তা। না। তবে লক্ষ্য করেছেন কি, যে বিহঙ্গ কখন বা সূর্য্যোজ্জ্বল নীলিমায় পক্ষ বিস্তার করে' ওড়ে, যেন সে আহার জানে না, বিরাম জানে না, দুঃখ জানে না। কিন্তু সেই পক্ষীই আবার কখন বা পক্ষ গুটিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে' নীড়ে চুপ করে' বসে' থাকে, যেন সে কখন উড়তে শেখে নি।—দেখেছেন কি?

মহিম। দেখেছি?

শান্তা। আমরা সেই জাতি। আমরা যখন পিঞ্জরের গরাদেতে রক্তাক্ত সাপটের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করি, আপনারা হাস্যমুখে তাই দাঁড়িয়ে দেখেন। আমরা যখন মর্ম্মে মর্ম্মে গুমরে মরে' যাই, আপনারা হাসেন। আমাদের দেখে দুঃখ হয় না মহিম বাবু।

মহিম। না, তোমাদের দেখে আমাদের পরম সুখ হয়,—নইলে বাড়ী ছেড়ে এখানে আসি।

শান্তা। আজ যান।

মহিম। কেন। আমি কি তোমার চক্ষুঃশূল?

শান্তা। তুমি আবার সর্ব্বস্ব। তুমি আমার—[ জড়াইয়া ধরিলেন; তৎক্ষণাৎ সর্পাহতবৎ পিছাইয়া আসিলেন ] না—না, আপনি আমার কেউ ন'ন—কেউ ন'ন।

মহিম। সে কি শান্তা।

শান্তা। আমিও আপনার কেউ নই। আমি তরুলতাটির মত উঠে আজ আপনাকে জড়িয়ে ঘিরে আছি। কিন্তু যে দিন আপনার আমাকে আর ভাল লাগ্‌বে না, সে দিন আমার বাহুর এই ক্ষীণ বেষ্টন-বন্ধন ছিঁড়ে আপনি চলে' যাবেন।

মহিম। কে বল্লে?

শান্তা। আমি জানি; আমি জানি।

মহিম। কখন যাবো না।

শান্তা। যাবেন না। সত্য বলুন, যাবেন না। সত্য বলুন—বুকে হাত দিয়ে বলুন দেখি—আপনি আমায় ভালোবাসেন? সত্য? সত্য?

মহিম। বাসি।

শান্তা। স্ত্রীর চেয়ে? নিজের চেয়ে? আত্মার চেয়ে?—আমি যেমন ভালোবাসি?

মহিম। বাসি শান্তা।

[ শান্তা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। দাসী দীপ লইয়া আসিল ও রাখিয়া প্রস্থান করিল। ]

মহিম। রাত হ'ল, একটা গান গাও।

শান্তা। আপনার স্ত্রী কি রকম দেখতে?

মহিম। অতি সুন্দরী।

শান্তা। অতি সুন্দরী।

মহিম। একদিন না হয় গিয়ে দেখে এসো।

শান্তা। তিনি আপনাকে ভালবাসেন?

মহিম। বাসে।

শান্তা। কিন্তু এই রকম?

মহিম। কি রকম?

শান্তা। আমার মত?—যেন সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গ? রাহুর গ্রাস? দাবাগ্নির আলিঙ্গন? ব্যাঘ্রের ক্ষুধিত গর্জ্জন? আমি যেমন ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত উত্থিত ফণা তুলে—না না, পালান পালান।—আমি আপনার সর্ব্বনাশ; আমি আপনার অভিশাপ; আমি আপনার নরক।—পালান পালান।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—শান্তার বাসবাটীর সম্মুখে রাস্তা

কাল—জ্যোৎস্না-রাত্রি

বিশ্বেশ্বর, ভবানীপ্রসাদ ও দয়াল প্রবেশ করিলেন

বিশ্বেশ্বর। এই বাড়ী বোধ হচ্ছে।—না দয়াল?

দয়াল। কিন্তু তোমার তাতে কি? তুমি বুড়ো মানুষ—এ সময়ে—

বিশ্বেশ্বর। না, আমি একবার তাকে দেখবো।

দয়াল। দেখে কি হবে?

বিশ্বেশ্বর। দেখবো, সে কত বড় সুন্দরী। নৈলে আমার নাতিনীকে ছেড়ে—না, আমি একবার দেখবো।—কি ভবানীপ্রসাদ! অত করুণভাবে মাথা নাড়ছো যে!

দয়াল। কিন্তু—

বিশ্বেশ্বর। না, না, আমার নাতিনীর এখনকার চেহারা তুমি দেখনি দয়াল। তাই বল্‌ছ। তার সেই গোলাপী রঙ্গের গোল গাল দুটি ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গিয়েছে। তার চক্ষুর অপাঙ্গে কে যেন কালি লেপে দিয়েছে। তার সেই নিটোল কপালে দাগ প'ড়ে গিয়েছে। তার মাখমের মত শরীর বাঁকারির মত শুকিয়ে গিয়েছে। তার মুখে অব্যক্ত বেদনা। তার চক্ষে দুঃস্বপ্ন।

দয়াল। তা ত' বুঝলাম। কিন্তু এ বেশ্যাকে দেখে কি হবে।

বিশ্বেশ্বর। সে—সে আমায় দেখে হাস্‌ল—সে যেন কঙ্কালের হাসি; আমায় 'দাদামহাশয়' বলে' ডাক্‌ল, সে স্বর যেন একটা শুষ্ক ব্যঙ্গ; আমায় প্রণাম কর্ল, অমনি তার চোখ দুটি দিয়ে দর দর করে' ধারা ব'য়ে গেল; আঁচলে মুখ ঢাক্‌ল।—তাকে বল্লাম, আমার সঙ্গে চলে' আয়; সে তার কি উত্তর দিলে জানো!

দয়াল। কি?

বিশ্বেশ্বর। বল্ল—'না দাদামহাশয়! আপনি ত' আমায় জন্মের মত বাড়ী থেকে বিদায় করে' দিয়েছেন—এখন এই আমার ঘর, এই আমার শ্মশান।'—আমি তখন তাকে জড়িয়ে ধরে' বুড়ো মানুষ আমি—চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলাম।

দয়াল। এই।—এই।—আবার চেঁচিয়ে কেঁদে উঠো না যেন।

বিশ্বেশ্বর। না। কেঁদে কি হবে। যখন হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছি, তখন সে গিয়েছে। কেঁদে কি হবে।—কিন্তু আমি একবার এ সুন্দরীকে দেখবো।

দয়াল। দেখেই বা কি হবে?

বিশ্বেশ্বর। যদি সে আমার নাতিনীর চেয়ে সুন্দরী হয়, তা হ'লে তাকে কিনে নিয়ে গিয়ে, পূজার দালানের কোলোঙ্গায় সাজিয়ে রেখে দেবো।

দয়াল। তুমি কি ক্ষেপেছ?

বিশ্বেশ্বর। হয় ত'।

[ ভবানী হতাশভাবে দেওয়ালে হাত দিয়া ঊর্দ্ধমুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। ]

বিশ্বেশ্বর। আমি ক্ষেপেছি দয়াল। সত্যই ক্ষেপেছি। আমি একবার [ উপরে শান্তা গবাক্ষদ্বার খুলিয়া দিল ] ঐ—না?

দয়াল। কৈ?

বিশ্বেশ্বর। ঐ যে।

দয়াল। হাঁ, ঐ বটে।

বিশ্বেশ্বর। দেখি। [ চশমা পরিয়া তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন ] সুন্দরী। হাঁ সুন্দরী।—ঠোঁট দুটো তেমন পাতলা নয়—লালসা-ময়। মুখখানি গোল নিটোল।—সুন্দরী! চোখ দুটো টানা নয়—তবে মুখের উপর ভাস্‌ছে বটে। দীর্ঘকেশী।—সুন্দরী।—তবে আমার নাতিনীর মত নয়। ঐ। হাস্‌ছে।—সুস্বর। মন্দ নয়, কিন্তু হাসিতে প্রাণ নেই। ঐ আবার।—সুস্বর।—হুঁ সুস্বর।

দয়াল। বুড়ো মজে' গিয়েছে।

বিশ্বেশ্বর। ভবানীপ্রসাদ! বড় রাস্তায় গাড়ী রৈল। মাসে পাঁচ শ'। নিয়ে একেবারে ট্রেণে।—কাশী।—বুঝলে।—একবার নেশা ছুটে গেলে, আবার ঠিক হবে। চল দয়াল।—বুঝলে ভবানী, পাঁচ শ'।

[ বিশ্বেশ্বর ও দয়ালের প্রস্থান।

ভবানী। গল্প বেশ জমে' আস্‌ছে। এর পর কি হয় বলা যায় না। স্ত্রীলোক নিয়ে সুন্দ উপসুন্দের যুদ্ধ বেধেছিল শুনেছি। কিন্তু নাতজামাই আর দাদাশ্বশুরে যুদ্ধ—পুরাণে লেখে না। যা' হোক, এরা সকলেই কিছু না কিছু কচ্চে। আর আমি? হসন্তর মত নীচে পড়ে' আছি, আর গান গাচ্ছি। জগতের কোন কাজেই লাগছি না।—ঐ বুঝি।—হাঁ। সঙ্গে কে।—এ কি! স্বপ্ন দেখছি না কি। [ অন্তরালে অবস্থিতি ]

[ কথা কহিতে কহিতে শান্তা ও হিরণ্ময়ী গৃহদ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল। ]

হিরণ্ময়ী। তবে আমি চল্লাম।

শান্তা। কোথায়?

হিরণ্ময়ী। কোন বিশেষ দিক্ নাই, কোন নির্দ্দিষ্ট পথ নাই।—যে দিকে চক্ষু যায়। তোমার আংটিটি আমি রাখলাম। হয় ত' আবার একদিন ঘুর্ত্তে ঘুর্ত্তে এখানে আসবো।

আত্মহত্যা কর্ব্ব ভেবেছিলাম—না, তা কর্ব্ব না। ঘরেও প্রবেশ কর্ব্ব না।

শান্তা। কেন?

হিরণ্ময়ী। না যে ঘর ছেড়েছি, সে ঘরে আর প্রবেশ কর্ব্ব না। তার পবিত্র দেবালয়ে প্রবেশে আমার অধিকার নাই। তোমার ঘরেও ঢুকিনি দেখলে না? তার কারণ কি জান?

শান্তা। কি কারণ?

হিরণ্ময়ী। ঘরের মধ্যে গেলেই মনে হয় যে, তার কোণ থেকে সহস্র কেউটে সাপ ফণা বিস্তার ক'রে আমার পানে ধেয়ে আস্‌ছে; তার ছাদ নেমে এসে আমার বুকে চেপে ধরেছে; নিঃশ্বাস ফেল্‌তে পারি না।

ভবানী। অভাগিনি।

হিরণ্ময়ী। [চমকিয়া] ও কার স্বর!—ও কে।—এখানে ভূত আছে না কি? পালাই পালাই।

[বেগে প্রস্থান।

ভবানী। উন্মাদিনী।

শান্তা। মুক্তি ও দাস্য, আশা ও নৈরাশ্য, লাভ ও সর্ব্বনাশ, স্বর্গ ও নরক আমার প্রজ্বলিত মস্তিষ্কের ধূমায়িত রঙ্গমঞ্চে হাত ধরাধরি করে' নৃত্য কর্চ্ছে। [জানু পাতিয়া করযোড়ে উর্দ্ধে চাহিয়া] ক্ষমা ক'রো। আমি জান্তাম না।

ভবানী। [অগ্রসর হইয়া] মা।

শান্তা। কে—কে আপনি?

ভবানী। ব্রাহ্মণ।

শান্তা। ভিক্ষা চান?

ভবানী। না।

শান্তা। তবে?

ভবানী। কিছু বক্তব্য আছে।

শান্তা। কি! বলুন!

ভবানী। তুমি কে মা।

শান্তা। আমার নাম শান্তা।—বেশ্যা।

ভবানী। ছলনা কর্চ্ছ?

শান্তা। না ব্রাহ্মণ।

ভবানী। তবে কাঁদ্‌ছিলে কেন?

শান্তা। তা জেনে আপনার কি হবে?

ভবানী। তোমার কি দুঃখ আমায় বল।

শান্তা। বেশ্যার কি দুঃখ? তাই আবার জিজ্ঞাসা কর্চ্ছেন!

ভবানী। বুঝেছি। তবে এই দূষিত বায়ু ছেড়ে, এসো মা আমার সঙ্গে, মায়ের চন্দন-সুগন্ধ পবিত্র মন্দিরে—শান্তি পাবে।

শান্তা। শান্তি পাবো। ব্রাহ্মণ! তুমি কি বাতুল!

ভবানী। হবে।

শান্তা। কিংবা আমি কিছু বুঝতে পার্চ্ছি না। আমার মাথার ঠিক নাই।—শান্তি পাবো! আমি! আমার শান্তি—[পিস্তল দেখাইল]

ভবানী। [সভয়ে] ও কি!

শান্তা। আমার আর সময় নাই।

[প্রস্থান।

ভবানী। কে এ নারী—আশ্চর্য্য!

[প্রস্থানোদ্যত।

(মহিমের প্রবেশ)

ভবানী। এই যে সেই লম্পট। দেখি কি করে।

মহিম। চপলা! চপলা! [দ্বারে আঘাত]

(দ্বার খুলিয়া দাসীর প্রবেশ)

দাসী। ঠাকরুণ বাড়ীতে নেই গো।

মহিম। কোথায়?

দাসী। জানি না।

মহিম। 'জানি না' কি রকম!—রাতে আমায় না বলে' ক'য়ে—

ভবানী। [অগ্রসর হইয়া] তুমি কত দাও?

মহিম। কে তুমি?

ভবানী। ব্রাহ্মণ।—তুমি কত দাও?

মহিম। চার শ'।

ভবানী। সে হেঁকেছে পাঁচ শ'।

মহিম। কে?

ভবানী। এক চুল পাকা গাল তোবড়ানো মান্ধাতার আমলের বুড়ো। তিনকাল গিয়েছে, এককাল আছে—তাও আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু তার টাকা আছে।

মহিম। তার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছে?

ভবানী। সে ত' আর তোমার স্ত্রীটি নয় যে, লাথি ঝাঁটা খেয়ে পায়ের তলায় পড়ে থাকবে। তুমি দাও চার শ', সে হেঁকেছে পাঁচ শ'।

মহিম। বেশ। আমি দেবো ছ' শ'।

ভবানী। হাঁ, নীলামে চড়িয়ে দাও। প্রেমটাকে নীলামে চড়িয়ে দাও। তার পরে সে ডাক্‌বে সাত শ'. তুমি ডেকো আট শ'।

মহিম। তুমি কে?

ভবানী। আমাকে তোমার চিন্‌বার কথা। তবে প্রথম প্রেমে কারো আশে পাশে চাইবার অবসর থাকে না—নৈলে—

মহিম। চলে' যাও।

ভবানী। যাচ্ছি। মেরো না।—

মহিম। আচ্ছা. আমি দেখে নিচ্চি—সেই কেমন আর আমিই কেমন। ছাড়্‌ছি না। দেখেঙ্গে। [ প্রস্থান।

ভবানী। যাও যাও—অধঃপাতে যেতে বসেছো. যাও। স্বয়ং ভগবান তোমায় রক্ষা কর্ত্তে পারেন না, তা দাদামহাশয়। যে উচ্ছন্ন যেতে বসেছে সে যাবে। কেউ তার গতিরোধ কর্ত্তে পার্ব্বে না। কিন্তু এই নারী—আশ্চর্য্য! [ প্রস্থান।

( হিরণ্ময়ীর হাত ধরিয়া পার্ব্বতীর প্রবেশ )

পার্ব্বতী। এসো বল্‌ছি।

হিরণ্ময়ী। ছেড়ে দাও।

পার্ব্বতী। ঘরে চল—সুখে রাখ্‌বো।

হিরণ্ময়ী। ঘরে!—না, ঘরে যাবো না। প্রতিজ্ঞা করেছি।

পার্ব্বতী। রৌদ্র বৃষ্টি শীতে কেন মিছে—

হিরণ্ময়ী। রৌদ্র বৃষ্টি শীত থল পুরুষদের চেয়ে ভাল! রোদ্র যখন পোড়ায়,—পোড়ায়, বলে না যে. সে গোলাপ জলে স্নান করিয়ে দিতে এসেছে। শীতের দাঁত যখন মাংস কেটে বসে. সোজা—বসে. তার মধ্যে ছলনা নাই। বৃষ্টি যখন নামে—প্রেমালিঙ্গন করে না, সোজা শত্রুভাবে মুখের উপর ছাড়িয়ে পড়ে।—ছেড়ে দাও।

পার্ব্বতী। আমার সঙ্গে এসো।

হিরণ্ময়ী। আমি যাবো না।—পাষণ্ড নরাধম তুমি। ছেড়ে দাও বল্‌ছি—নইলে চেঁচিয়ে সহর শুদ্ধ এখানে এনে জড় কর্ব্ব। ছেড়ে দাও বল্‌ছি।

পার্ব্বতী। আমার কিছু বল্‌বার আছে।

হিরণ্ময়ী। এখানে বল।

পার্ব্বতী। তবে ঐ গাছতলায় চল।

হিরণ্ময়ী। তা চল।

[ উভয়ের প্রস্থান।

( চারু ও বিনোদের প্রবেশ )

চারু। ওহে, পার্ব্বতী একটা স্ত্রীলোকের পিছনে পিছনে গেল না?

বিনোদ। হাঁ গেল বটে।—সেই স্ত্রীলোকটা বোধ হ'ল।

চারু। কোন স্ত্রীলোকটা?

বিনোদ। ঐ সেইদিন বাগানে যে সাহানার কড়ি-মধ্যমের মত এসে পড়্‌ল।

চারু। বটে বটে। এর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা গূঢ় ব্যাপার আছে। চল চল, দেখা যাক্‌ কি করে।

[ উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

( দয়াল ও ভবানীর প্রবেশ )

দয়াল। রাজী হ'ল না?

ভবানী। না।

দয়াল। তুমি গুছিয়ে বল্‌তে পার নি।

ভবানী। তা পারি নি।

দয়াল। কেন পার্লে না?

ভবানী। ঘাবড়ে গেলাম।

দয়াল। কেন।

ভবানী। জ্যোৎস্নালোকে তার ম্লান মুখখানি দেখলাম,—সে নতজানু হয়ে করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখে সজলনেত্রে প্রার্থনা কচ্ছিল "আমায় ক্ষমা করো"—কাকে বল্ল তা জানি না; কেন বল্ল তাও জানি না। কিন্তু আমার চোখে জল এলো। তার কণ্ঠস্বর যেন কোথায় শুনেছি বলে' মনে হ'ল। আমার বক্তব্য আমি গুছিয়ে বল্‌তে পার্লাম না।

দয়াল। তুমি অত্যন্ত অপদার্থ।

ভবানী। নেহাৎই।—তার পর নাত-জামাইয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল।

দয়াল। মহিমের সঙ্গে দেখা হ'ল?

ভবানী। হ'ল।

দয়াল। সে কি বল্ল?

ভবানী। হিন্দী কৈল।

দয়াল। কি হিন্দী?

ভবানী। বল্ল "দেখেঙ্গে"।

দয়াল। হারে হতভাগা। নিজের জিনিস মনে ধরে না। লাল ওড়না আর ক্লিওপ্যাট্রা খোঁপা দেখে ভুলে যাস্‌। সাধা হাসি আর চাহনিতে মজে থাকিস্‌। ঘরের লক্ষ্মীকে ছেড়ে অলক্ষ্মীকে আশ্রয় করিস্‌। মঙ্গলপ্রদীপ ছেড়ে জোনাকি ধর্ত্তে ছুটিস্‌।

ভবানী। এ উপমাগুলো দিলে বোধ হয় সে বুঝতো। আপনি গেলেন না কেন বোঝাতে?

দয়াল। কি কর্ত্তাম?

ভবানী। উপমা দিতেন।

দয়াল। আরে উপমা দিয়ে কি হবে?

ভবানী। তাও ত' বটে।

দয়াল। ওরে মূর্খ! প্রেমে পড়ে' উচ্ছন্ন যাস্, নিজের ও পরের সর্ব্বনাশ করিস্, সে নেশা কতক বুঝতে পারি। কিন্তু ক্রীত চুম্বনে ও প্রাণহীন আলিঙ্গনে কি সুখ পাস্ বুঝি না— বলিহারি।

ভবানী। বলিহারি।

দয়াল। চল।

ভবানী। চলুন।

——

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—পার্ব্বতীর গৃহকক্ষ। কাল—রাত্রি

পার্ব্বতী একাকী

পার্ব্বতী। সে কাজ করেছি।—কি ভয়ঙ্কর! অথচ কি সহজ!—পাপ আর গুরুতর পাপের মধ্যে তফাৎ—এক ধাপ মাত্র। পাপের রাজ্যেও একটা শৃঙ্খলা আছে। নৈলে সে রাজ্য চলবে কেন। পাপের রাজ্যে বাস কর্ত্তে চাও ত' তার আইন মেনে চল্‌তে হবে। এক জায়গায় খাড়া হয়ে থাক্‌তে পার্ব্বে না। হয় উত্থান না হয় পতন।—হতেই হবে। উঠ্‌তে হ'লে, শক্তিবলে কৃত পাপের গুরুভার ঠেলে উঠ্‌তে হবে—শক্ত। নামতে চাও, নিজ ভারে নেমে যাবে—অত্যন্ত সহজ।—ও কি।—না, পেচকের শব্দ।—যাক্! মৃত জিহ্বা নড়ে না।—ব্যস—ও কি শব্দ!—কৈ?—কৈ?—

(চারু, বিনোদ ও কালীচরণের প্রবেশ)

পার্ব্বতী। এ—এ কি। তোমরা এত রাত্রে!

চারু। রাত্রি নটার বেশী হবে কি?

পার্ব্বতী। না—তা—তা—রাত আর এমন বেশী কি।

বিনোদ। এই বেড়াতে বেড়াতে এই দিকে এলাম।

পার্ব্বতী। তা—তা—বেশ করেছো।

চারু। এতক্ষণ ছিলে কোথায়?

পার্ব্বতী। কোথায়!—

চারু। তাই জিজ্ঞাসা কর্চ্ছি। ছিলে কোথায়?

পার্ব্বতী। ছিলাম কোথায়।

বিনোদ। বলি, বনে ঝোপে কি করা হচ্ছিল।

পার্ব্বতী। কৈ—না—আমি ত'—

চারু। ও রকম কর্চ্ছ কেন?

বিনোদ। কাঁপ্‌ছ যে!

পার্ব্বতী। না আমি—আমি ত' করি নি।

চারু। কি কর নি? কালী, জানো না?

কালী। Where ignorance is bliss it is folly to be wise.

বিনোদ। আমরা দেখেছি।

পার্ব্বতী। কি দেখেছ।

[ চারু ও বিনোদ উচ্চ হাস্য করিলেন। ]

পার্ব্বতী। না না, আমি করি নি। এই দেখ। এ কি। হাতে রক্তের দাগ। না, আমি ত' হত্যা করি নি। সে নিজে জলে পড়ে' গিয়েছিল।

[ চারু ও বিনোদ পুনরায় উচ্চ হাস্য করিলেন। ]

পার্ব্বতী। অত চেঁচিয়ে হাস্‌চ কেন? যাও এখান থেকে বেরোও।

[ সহাস্যে উভয়ের প্রস্থান।

কালী। When ill indeed, dismissing the doctor don't succeed.

পার্ব্বতী। তুমিও দেখেছ?

কালী। বুঝেছি পার্ব্বতী। You have sown the wind and shall reap the whirlwind.

পার্ব্বতী। আমি ত' হত্যা করি নাই।

কালী। For the wages of sin is death.

[ প্রস্থান।

পার্ব্বতী মুখব্যাদান করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; পরে সহসা দৌড়িয়া বাহির হইতে হইতে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন

"কালীচরণ— চারু—বিনোদ।—শোন— শুনে যাও—"

[ নিষ্ক্রান্ত।

—

### পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—সরযূর কুটীর-প্রাঙ্গণ। কাল—রাত্রি

সরযূ অর্দ্ধশয়ান অবস্থায়— ভূমিশয্যায় ঊর্দ্ধে চাহিয়া ছিল

সরযূ। অমাবস্যা রাত্রি। আকাশ নির্ম্মল। —উঃ। কি উজ্জ্বল ঐ নক্ষত্রগুলো—আচ্ছা, ওগুলো কতদূরে। দাদামহাশয়ের কাছে শুনেছি, ওগুলো এক একটা সূর্য্য। এই সময় তিনি ছাদে আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাক্‌তেন; আমি তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতাম; আর তিনি কত দেশের যুগযুগান্তের ইতিহাস, পৃথিবীর জন্মকথা, মহাত্মাদের জীবনচরিত, জ্যোতির্মণ্ডলের বিবরণ আমায় শোনাতেন। আমি সেই মায়াময় উপন্যাস মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুন্‌তাম। ঐ বুঝি তিনি এলেন; [ উঠিয়া বসিলেন ] না, এ কে?

( শান্তার প্রবেশ )

সরযূ। কে?

শান্তা। এ কি। এই ধূসর বসনে, রুক্ষকেশে, ভূমিশয্যায়।

সরযূ। কে তুমি?

শান্তা। এই স্ত্রী। এই সতী। মুখে কি জ্যোতিঃ। ললাটে কি মহিমা। অঙ্গে কি লাবণ্য। শৈলমূলে প্রভাতমণ্ডিত হ্রদের মত শান্ত, স্বচ্ছ, সুন্দর। এই সতী। ঐ ভূমিশয্যা মনে হচ্ছে যেন স্বর্ণসিংহাসন, ঐ মাথার কাপড়খানি জ্বল্‌ছে যেন হীরার মুকুট—এই সতী।

সরযূ। তুমি কে?

শান্তা। শয়তানী। এই দেবীর সম্মুখে নত জানু হয়ে হাত-জোড় করে' দাঁড়া। দেবি! [ নতজানু হইয়া ] দেবি!—

সরযূ। কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।—কে তুমি বোন?

শান্তা। হাঁ—বোন্ বলে' ডাক; আমায় ধন্য কর, আমায় এই পঙ্ক থেকে উদ্ধার কর।—আমায়—

সরযূ। কে তুমি?

শান্তা। এই কুঁড়ে ঘরে তুমি থাক?

সরযূ। হাঁ।

শান্তা। তোমার দাদামহাশয় শুনেছি বড়মানুষ।

সরযূ। হাঁ তাই কি?

শান্তা। তিনি তোমায় টাকা পাঠান না?

সরযূ। পাঠান।

শান্তা। কত?

সরযূ। মাসে পাঁচ শ'।

শান্তা। তবে।—ও।—বুঝেছি। তবে এই টাকা থেকেই তোমার স্বামী বেশ্যার খরচ যোগান?

সরযূ। [ চমকিয়া ] কার?

শান্তা। তাঁর এক গণিকা আছে জানো না?

সরযূ। কে তুমি। কি সাহসে আমার কাছে এসে আমার পতিনিন্দা কর্চ্ছ। সমস্ত মিথ্যা কথা।—যাও।

শান্তা। আমার কাছে গোপন করে' কি হবে দিদি। আমি যে সব জানি।

সরযূ। জানো—জানো। আমার কাছে তা বলার কোন প্রয়োজন নাই।

শান্তা। প্রয়োজন আছে। এ তোমারই দোষ—

সরযূ। কি, আমারই দোষ!

শান্তা। তোমার স্বামীর কামাগ্নির ইন্ধন যে তুমি যোগাচ্ছ দিদি। তাঁর বেশ্যার খরচের টাকা যুগিয়ে তোমার মতিচ্ছন্ন স্বামীর উচ্ছন্ন যাবার পথ যে তুমিই প্রশস্ত করে' দিচ্ছ। আর এক পয়সাও দিও না। স্বামীকে অধঃপাতে যেতে দেওয়া কি সতীধর্ম্ম। স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, সহ-অধর্ম্মিণী নয়—

সরযূ। আমি শুন্তে চাই না। পতিনিন্দা শোনা পাপ। যাও।

শান্তা। তোমার যদি কষ্ট হয় ত' আর বল্‌বো না দিদি। আমায় বোন্ বলে' ডেকে তুমি আমার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছ। আর বল্‌বো না। তবে আমি আসি দিদি।

[ প্রস্থানোদ্যত।

সরযূ। কোথায় যাও বোন্। যেও না। আমি বড় দীনা, আমি বড় একা। আমার কেউ নাই। যেও না।

শান্তা। সে কি দিদি। তোমার স্বামী তোমায় ভালোবাসেন না?

সরযূ। একদিন বাস্‌তেন।

শান্তা। আর তুমি?

সরযূ। বাস্‌তাম। পুরুষ যদি যৌবনের প্রথম উন্মাদনায় এক মুগ্ধ সরলা বিহ্বলা বালার পদতলে পড়ে, জগতে কয়জন বালিকা আছে, যে ভালো না বেসে থাক্‌তে পারে? আর আমাদের বিবাহ হয়েছিল। সে ভালোবাসার কোন বাধা ছিল না। তাঁকে ভালবাসা ভিন্ন আমার কোন উপায় ছিল না।

শান্তা। তার পর?

সরযূ। তার পর—

শান্তা। বল্ বোন্। তার পর?

সরযূ। তার পর যে দিন দেখ্‌লাম যে, তাঁর বৃদ্ধা মাকে ছেড়ে তিনি আমার উপাসনা কচ্ছেন; সে দিন প্রথম আমার মনে ভয় হ'ল। তখন মনে হ'ল—এ ত' প্রেম নয়; প্রেম ত' কর্ত্তব্য ভোলায় না, কর্ত্তব্য শেখায়; এ এক রকম আসক্তি, যার পরিণাম শুভ হ'তে পারে না।

শান্তা। মিথ্যা বল নি দিদি।

সরযূ। আমার ভয় হ'ল। সেই ভয় থেকে অবসাদ এলো। নিজের জীবনের ভবিষ্যৎ মনে করে' শিউরে উঠ্‌লাম। এখনও মনে পড়ে—উঃ!

শান্তা। তার পর।

সরযূ। তার পর অনাহারে বিনা চিকিৎসায় আমার পুত্র মারা গেল। সংসার অন্ধকার দেখলাম। কিন্তু সেই অন্ধকারে পথ খুঁজে নিলাম। জীবনের সমস্ত আশা সতীর কর্ত্তব্যপালনে নিবেশ কর্লাম। মনকে দৃঢ় কর্লাম, আর ভালবাস্‌তে পারি না পারি, চিরজীবন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য সতীধর্ম্ম পালন করে যাবো—কপালে যাই থাক্। এখন সেই দিক লক্ষ্য করে' চলেছি।

শান্তা। সরযূ! দিদি। তুমি মানবী নও তুমি দেবী!

সরযূ। তার পর আর শুন্তে চাও?

শান্তা। না, আর সবই আমি জানি।

সরযূ। জানো? কিছু জানো না। এক বিরাট ভালবাসার অমৃত-সমুদ্র আমার সম্মুখে পড়ে' রয়েছে, কিন্তু তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। জানো কি যে আমার বর্ত্তমান যেমন অন্ধকার, ভবিষ্যৎ তেমনি অন্ধকার—এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই, বিদ্যুৎ নাই, জোনাকিও নাই; জানো কি যে দিনে দিনে যক্ষ্মারোগীর মত আমার ভিতরে সব ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। জানো কি। না তুমি কি জান্‌বে। তুমি কি জান্‌বে।

শান্তা। [ হাত ধরিয়া ] জানি দিদি। আমি যে তোমার চেয়ে দুঃখিনী। তুমি ত' কর্ত্তব্য করে যাচ্ছ। আমি আমার কর্ত্তব্য খুঁজে পাই না।

সরযূ। কে তুমি।—এত দয়ার্দ্র হৃদয়, এত কোমল স্পর্শ, এত গদ্গদ স্বর।—কে তুমি। আমি তোমার সম্মুখে আমার হৃদয়ের দুয়ার খুলে দিলাম—যা এতদিন কারো কাছে করি নি।—কে তুমি যাদুকরি। যে আমার নিগূঢ় ব্যথা আমার প্রাণ নিংড়ে বের করে' নিলে। এ কথা ত' কারো কাছে বলি নি—তোমার কাছে বল্‌তে গেলাম কেন।—কেন বল্লাম।

শান্তা। দিদি। যা বলেছো তার জন্য তোমার কখন অনুতাপ কর্ত্তে হবে না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—যে তোমার সংসার আবার সুখের হোক। যার জন্য তোমার সব গিয়েছে, সে তোমার স্বামীকে তোমায় ফিরিয়ে দেবে।

সরযূ। সে ত' বেশ্যা—

শান্তা। বেশ্যা ব'লেই তাকে ঘৃণা করো না। জেনো দিদি, অনেক পুরুষ বেশ্যার অধম। [ প্রস্থানোদ্যত, পুনরায় ফিরিয়া ] সে বেশ্যাকে তুমি দেখেছো?

সরযূ। না।

শান্তা। তবে দেখ, এই সে হতভাগিনী—তোমার সম্মুখে। [ বক্ষে করাঘাত করিয়া ] এই শান্তা বেশ্যা।

[ দ্রুত প্রস্থান।

[ সরযূ একদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন ]

( অপর দিক্ দিয়া টলিতে টলিতে মহিমের প্রবেশ )

মহিম। আমি একবার দেখবো। পাজি।—একবার দেখবো।—কে। ও তুমি।

সরযূ। হাঁ আমি।

মহিম। সরে' দাঁড়াও।

[ সরযূ দ্বার ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ]

মহিম। সরে' দাঁড়াও। আমার ছায়া মাড়িও না—

সরযূ। কেন। আমি কি তোমার আপদ?

মহিম। তুমি আমার—[ বিকট শব্দ করিয়া শুইলেন ]

সরযূ। তোমার আজ কি কোন অসুখ করেছে?

মহিম। [ উঠিয়া ] ঘ্যান ঘ্যান করো না বল্‌ছি। আমার মেজাজ ঠিক থাকে না। তোমাকে দেখলে আমার জ্বর আসে।

সরযূ। এতদূর! ওঃ আর সহ্য হয় না।

মহিম। 'সহ্য হয় না।' তোমার বাপের বাড়ী চলে' যাও এখানে যদি না পোষায়।

সরযূ। এখানে যদি আমার না পোষায়! আমি কি তোমার দাসী না গণিকা—যে এখানে যদি আমার না পোষায় অন্যত্র চলে' যাবো? আমি কি ভাতের কাঙ্গাল হয়ে তোমার বাড়ীতে পড়ে' আছি?

মহিম। তবে।

সরযূ। হা বিধি। আমি নিজের জন্য এখানে পড়ে' নেই; তোমার জন্য পড়ে' আছি। এ ঘর—ভাঙ্গা হোক্ পোড়া হোক্,—এ ঘর তোমারও যেমন, আমারও তেমনি! আমার এ সংসার ভাঙ্গা হাট, কিন্তু তবু সে আমারই সংসার। নিজের সংসার ছেড়ে কোথায় যাবো! স্বামীর আসন্ন সর্ব্বনাশ দেখে কোন্ হিন্দু সতী পতিকে ছেড়ে চলে' যায়!

মহিম। ওঃ! ভারি আমার সতী রে!

সরযূ। দেখ, আমি সতী কি অসতী, সে কথার বিচার একজন মাতালের মুখে, একজন বেশ্যাসক্তের মুখে শুন্তে চাই না। আমার সতীত্ব আমার ধর্ম্ম—তোমার নয়।

মহিম। তোমার ধর্ম্ম!

সরযূ। হাঁ, আমার ধর্ম্ম। সেই দেবতার পূজার তুমি ত' বিল্বদল মাত্র। তবে তোমার পবিত্রতা কামনা করি এই কারণে, যাতে এই বিল্বদল আমার দেবতার চরণে দেবার উপযুক্ত হয়, যাতে সে আবর্জ্জনায় পড়ে' কলুষিত না হয়।

মহিম। আর যদিই বা কলুষিত হয়।

সরযূ। তা হ'লে আমার অশ্রুজলে তাকে পবিত্র করে' নেবো। সতীর অশ্রুজলের চেয়ে গঙ্গার বারি অধিক পবিত্র নয় জেনো।

মহিম। ঈস্। যাও, তোমার বক্তৃতা শুন্তে চাই না।

সরযূ। তবে কি চাও?

মহিম। টাকা।—টাকা বের কর;—আমি তাকে মাসে ছ' শ' টাকা করে' দেব। দেখি।

সরযূ। তাকে মাসে ছ' শ' টাকা দিতে চাও, হাজার টাকা দিতে চাও, নিজে রোজগার করে' দিও—আমি আর দেবো না।

মহিম। তুমি দেবে না, তোমার চৌদ্দ পুরুষে দেবে! নৈলে বিবাহ করেছিলাম কেন।

সরযূ। আমার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করেছিলে! আমি আর দেবো না। নিজে উপবাস করে' তোমার কামাগ্নিতে ঘৃত ঢাল্‌বার জন্য আর এক পয়সাও দেবো না!—ছ' শ' টাকা ত' ছ' শ' টাকা!

মহিম। দেবে না?

সরযূ। না। আমার মনে হচ্ছে, আমি ক্রমাগত দাদামহাশয়ের কাছ থেকে টাকা আনিয়ে তোমায় দিয়ে, তোমার উচ্ছন্ন যাবার পথ পরিষ্কার করে' দিচ্ছি—আর দেবো না।

মহিম। দেবে না!—দাও বল্‌ছি [ হাঁটু দিয়া ধাক্কা দিলেন ]

সরযূ। এক পয়সাও নয়।

মহিম। আচ্ছা, দেখছি! [ ঘরের ভিতরে গেলেন ও পরে পিস্তল লইয়া আসিলেন ] দেবে না?—দেও টাকা বল্‌ছি। নইলে!—

সরযূ। বধ কর। আত্মহত্যার পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাই।

মহিম। কোথায় রেখেছ, দেও বল্‌ছি।

সরযূ। কখন না।

মহিম। নহিলে—[ পিস্তল দেখাইয়া ] দেখছ!

সরযূ। কর বধ।

মহিম। তবে মর। [ পিস্তল লক্ষ্য করিলেন ]

( বেগে শান্তার প্রবেশ )

শান্তা। [ পিস্তল লক্ষ্য করিয়া ] খবর্দ্দার!

মহিম। [ পিস্তল হস্তচ্যুত হইল ] কে তুমি!

শান্তা। আমি শান্তা।

মহিম। ও! তুই!—সরে দাঁড়া।

শান্তা। নরকের কীট। এই সাধ্বীকে, এই দেবীকে যন্ত্রণা দিয়ে, না খেতে দিয়ে, প্রহার

করে' আমার খরচ যোগাও।—চেয়ে দেখ, ঐ ধূলিধূসরিতা ঐ রুক্ষকেশা, ঐ মলিনা কঙ্কাল-প্রতিমা। চেয়ে দেখ—কামের ক্রীতদাস—দেখ কি করেছো—যদি মানুষ হও ত' নতজানু হয়ে এই সাধ্বীর মার্জ্জনা ভিক্ষা কর। যদি তিনি মার্জ্জনা করেন, তুমি বড় ভাগ্যবান্ জেনো।

মহিম। পাজী। আমার টাকা খাস্ আবার আমার উপর কথা। [পিস্তল কুড়াইয়া লইলেন]

শান্তা। তোমার টাকা! বল্‌তে লজ্জা করে না। তবে শোন! তোমার স্ত্রীর দান—তোমার এই টাকা—আর তোমায় দিতে আমিই তাঁকে নিষেধ করেছি। তোমার টাকা? জান্তাম না যে এ টাকা ভিক্ষা করে' স্ত্রীর রক্ত শুষে', নিজের মনুষ্যত্ব বিক্রয় করে' দস্যুর অধম হয়ে, তুমি আমায় এই টাকা যোগাও। আমি তোমার অর্থে পদাঘাত করি! তোমায় আমি ঘৃণা করি।

মহিম। তবে এখনই তুই তার সঙ্গে জুটেছিস্। আমি তবে তোকেই বধ কর্ব্ব।

শান্তা। কি! আমাকে বধ কর্ব্বে?—দেখ, আমার হাতেও পিস্তল আছে। তোমায় আমায় যদি এই পিস্তলের যুদ্ধ হয় ত' তোমার পতন নিশ্চিত। সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইচ্ছা কর্চ্ছে একবার যে যুদ্ধ করি, পুরুষ পামর আর নারী বেশ্যার যুদ্ধ হোক্। জগৎ দেখুক্, কার জয় হয়। না, আমি তোমায় বধ কর্ব্ব না। তুমি নরাধম. তথাপি তোমার মুক্তির পথ আছে।—তুমি এই লম্পট থেকে মহর্ষি হ'তে পারো। কিন্তু বেশ্যা—চিরদিন বেশ্যা। তোমাকে আমি অনুতাপের সময় দিলাম। এই নাও [পিস্তল ফেলিয়া দিল] আমায় বধ কর। বিশ্বপৃষ্ঠ হ'তে শান্তা বেশ্যার নাম লুপ্ত হয়ে যাক্;—এই নাও বুক পেতে দিচ্ছি।

"তবে মর" বলিয়া মহিম গুলী করিলেন। শান্তা ভূতলে পড়িল। ভৃত্য ও প্রতিবেশিগণ প্রবেশ করিল।

---

# চতুর্থ অঙ্ক

—:*:—

## প্রথম দৃশ্য

স্থান—একটি সজ্জিত কক্ষ। কাল—রাত্রি

মহিম ও বন্ধুবর্গ আসীন

সম্মুখে নৃত্যগীত

এ কি মধুর ছন্দ, মধুর গন্ধ, পবন মন্দ মন্থর—
এ কি মধুর মুঞ্জরিত নিকুঞ্জ পত্রপুঞ্জ মর্ম্মর।
এ কি নিখিল বিশ্বহাসি,—
এ কি সুরভি, স্নিগ্ধশিশিরসিক্ত কুসুম রাশি রাশি—
এ কি শ্যাম হসিত নব বিকশিত ঘন কিশলয় পল্লব—
এ কি সরিৎ রঙ্গ, শত তরঙ্গ নৃত্যভঙ্গ নির্ঝর।
কভু কোকিল মৃদু গীতে—
উঠে জাগি' শব্দ বিনিস্তব্ধ স্বপ্নময় নিশীথে—
উঠে বেণুগান মধুর তান করি বিলাপ কম্পিত—
ঘন অবিশ্রান্ত—বিমলকান্ত নীল শান্ত অম্বর।
এ কি কোটি মুগ্ধ তারা।
এ কি মধুর দৃশ্য—প্লাবি বিশ্ব চন্দ্রকিরণ-ধারা—
এ কি স্তিমিত নয়ন,
শিথিল শয়ন অলসবিভল শর্ব্বরী
শশী বাহুলগ্ন মুগ্ধমগ্ন সুপ্ত স্বপ্নসুন্দর।

মহিম। বাহোবা! বাহোবা! চমৎকার! কি চমৎকার নেমে যাচ্ছি! ভেসে যাচ্ছি! একটা ধাক্কাও নেই—যেন প্যারাসুট ডিসেন্ট।

নন্দ। কোথায় যাচ্ছ জানো?

মহিম। জানি। চুলোয়।—চুলো জায়গাটা কি রকম, কিছু ধারণা আছে নন্দবাবু?

নন্দ। বেশ একটু গরম।

মহিম। গরম! হাঁ গরম! বিষম গরম! কিন্তু—না, দাও আর এক গেলাস।

শরৎ। আর খেয়ো না।

মহিম। খাবো না? সে কি বল শরৎ, মদ খাবো না? খাবো—দাও। বাধা দিও না। বাধা দিলেই গেল। মাঝে এসে ধাক্কা দিও না। নামছি, নেমে যেতে দাও। শেষে—জানি, একটা বিষম ধাক্কা আছে।—সে ধাক্কায়—একদম—বাস্! এখন—দাও।

অতুল। অনঙ্গ!

মহিম। চুপ! বাধা দিও না।

অতুল। আর খেয়ো না।

মহিম। খাচ্ছি।—তাতে তোমার কি। তোমার বাপের পয়সায় মদ খাচ্ছি না কি? তুমি বাধা দেবার কে। মদ যার খাচ্ছি—এই নন্দবাবু যদি বাধা দেন—ব্যস্, আর খাবো না! আর—এখানে আসবোও না! যেখানে বিনি পয়সায় মদ পাবো, সেখানে যাবো। তোমরা সব কে?

শরৎ। চট কেন ভাই! আমরা তোমার ভালোর জন্যই বল্‌ছি! আর সহ্য হবে না।

মহিম। হবে! সহ্য হবে। মদ খাবো—যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়ি—অসাড় হয়ে যাই—মৃৎপিণ্ডের মত অনড় না হয়ে যাই। মদ খাবো।

নন্দ। ভাই, তোমার জন্যই বল্‌ছি—

মহিম। কি. তুমিও! ব্যস্ বাবা, চল্লাম! তোমাদের সঙ্গে তবে আমার এই শেষ [ উত্থান ]

নন্দ। কোথায় যাও? ব'সো। না হয় মদ খাও! যেয়ো না।

মহিম। পথে এসো! নন্দবাবু, তুমি পরম ধার্ম্মিক। তুমি আমার প্রকৃত বন্ধু! দাও মদ। [ পান ] তার মুখখানি বড় সুন্দর ছিল। কিন্তু তার স্বর,—নন্দবাবু, দাও মদ।

নন্দ। দিচ্ছি। এই নাও [ মদ্য প্রদান ] কিন্তু ভেবে দেখো। আমি তোমায় ভালোবাসি ব'লেই বল্‌ছি! নিজের সর্ব্বনাশ ক'রো না। পৃথিবীতে এ সব জিনিষ সম্ভোগের জন্য তৈরী হয়েছিল। কিন্তু মাত্রা ঠিক রাখা চাই। অধিক পরিমাণে যদি অমৃত খাও—সে-ও পেটে গিয়ে গরল হবে।

মহিম। বিষস্য বিষমৌষধম্!—দাও মদ [ মদ্যপান ]

নন্দ। এই শেষবার কিন্তু। আর পাবে না। তোমায় ভালোবাসি ব'লেই বল্‌ছি।

মহিম। তোমরা আমায় ভালোবাস নন্দ! ভালোবাসো?

নন্দ। বাসি।

মহিম। কি গুণে?

নন্দ। তোমার মহৎ হৃদয়ের জন্য।

মহিম। মহৎ হৃদয়! [ সব্যঙ্গ হাস্যে ] নন্দবাবু! মহৎ হৃদয়! তবে তুমি আমায় জানো না—তাই। [ দাঁড়াইয়া ] নন্দবাবু!—তোমরা আমার পানে তাকাও দেখি। দেখছো? কি দেখছো?

নন্দ। কৈ! কিছু না।

মহিম। আবার তাকাও। কি দেখছো?

শরৎ। তোমাকে—

মহিম। কে আমি?

শরৎ। অনঙ্গবাবু।

মহিম। মিথ্যা কথা। আমায় চেনো নি।

শরৎ। কেন?

মহিম। অতুলবাবু আমায় দেখছেন?

অতুল। দেখছি।

মহিম। কে আমি?

অতুল। অনঙ্গবাবু—

মহিম। না।

অতুল। তবে?

মহিম। একটা পিশাচ!—মদ খাই কেন, তা জানো?

অতুল। জানি।

মহিম। কিছু জানো না! হাঃ হাঃ হাঃ—এই জায়গায় হাত দেও! ] নন্দের হাত নিজের বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া ] দেখছো?

নন্দ। দেখছি।

মহিম। চলেছে না? দ্রুত! ঝড়ের মত প্রবল! ধ্বংসের মত ভয়ঙ্কর! দেখছো? দেখছো নন্দবাবু!

নন্দ। দেখছি।

মহিম। বিগত পাপের জন্য অনুতাপ আর ভবিষ্যৎ শাস্তির জন্য ভয়; তারা দুটোয় মিলে আমার জীবনকে শয়তানের কারখানা করে' তুলেছে, তা জানো! পিছন দিকে চাইলে শিউরে উঠি, সম্মুখে চাইলে শিউরে উঠি। তার উপরে—ওঃ! জানো না, ভিতরে কি আতঙ্ক। ও কি!!!

শরৎ। কি?

মহিম। মা! মা—অমন করে চেয়ে রয়েছো কেন! ঐ মরা মুখ—ঐ বিভক্ত ওষ্ঠ—ঐ স্থির পাষাণ মূর্ত্তি—ঐ অনিমেষ পারদদৃষ্টি—মা মা, অমন করে' চেয়ো না, অমন করে' চেয়ো না! বরং অভিশাপ দাও—অভিশাপ দাও।

শরৎ। ও কি!—কার সঙ্গে কথা কৈছ?

মহিম। মা! মা!—আমি—আ—মি—

নন্দ। অনঙ্গ!

[ অনঙ্গকে ঝাঁকা দিলেন ]

মহিম। ও—ও—ও—ও—[ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ]

[ সকলে ব্যস্ত হইয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন ]

নন্দ। অনঙ্গ। অনঙ্গ।

মহিম। [ উঠিয়া ] কে অনঙ্গ ? ও। আমি। না—আর পারি না। তবে প্রকাশ করে' দিই বন্ধুগণ। আমার নাম অনঙ্গ নয়, আমার নাম মহিমারঞ্জন চক্রবর্ত্তী—যে স্ত্রীর জন্য মাকে অবহেলা করেছে; বেশ্যার জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে; প্রতিহিংসার জন্য বেশ্যাকে হত্যা করেছে।

কানাই। কি বল্‌ছো অনঙ্গ।

মহিম। কৈ ? কি বল্‌ছি ? হঁ্যা—না, সব ভুল। আমি কিছু করি নাই। আমি পাপিষ্ঠ নই। আমি পরম পুণ্যাত্মা। মাকে পূজা কর্ত্তাম। স্ত্রীকে ভালবাসতাম। গণিকা—কখনও রাখি নাই। যা বলেছি সব ভুল—সব ভুল—

অতুল। কি বলছ ?

মহিম। আমি শিক্ষিত ব্রাহ্মণ। ভাল হ'তে পার্ত্তাম, যদি প্রথমে মায়ের প্রতি ভক্তি থাক্‌তো। আমার মাকে ফিরিয়ে দাও, আমার মাকে ফিরিয়ে দাও, সেই প্রথম পাপ স্খালন করে' দাও—আবার সব ফিরে পাবো।

নন্দ। কি বলছো ?—তোমার নাম মহিমারঞ্জন ?

মহিম। না না—ভুল বক্‌ছি। আমি ঘুমোবো।

( ভৃত্যের প্রবেশ )

ভৃত্য। বাবু!

নন্দ। কি!

ভৃত্য। বাবু, পুলিশ!

নন্দ। পুলিশ!—কি চায় জিজ্ঞাসা কর।

[ ভৃত্যের প্রস্থান।

নন্দ। হঠাৎ এত রাত্রে পুলিশ ? বাগান-বাড়ীতে!

কানাই। তোমরা অনঙ্গের মুখের দিকে তাকাও—একেবারে ছায়ের মত সাদা হয়ে গিয়েছে।

অতুল। তাই ত'। তাকাচ্ছে দেখ।

শরৎ। নন্দবাবু, তোমার পার্টিতে এসে শেষে সাক্ষী দিতে না হয়।

নন্দ। অনঙ্গ—অনঙ্গ।

( ভৃত্যের প্রবেশ )

ভৃত্য। দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন যে, এখানে মহিমবাবু বলে' কেউ আছেন ? এই যে দারোগাবাবু—

মহিম। ঐ ধর্ল্লে রে।

নন্দ। অনঙ্গ! অনঙ্গ!

[ পশ্চাদ্‌গমন; অন্য সকলেও পশ্চাৎ বাহির হইয়া গেলেন ]

( দুইজন কনেষ্টবল ও দারোগাবাবুর প্রবেশ )

দারোগা। কৈ এখানে ত' কেউ নেই। ওখানে অত গোলযোগ কিসের ? দেখি—

[ যাইতে উদ্যত ]

( মহিম ভিন্ন অন্য সকলের প্রবেশ )

কানাই। ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

অতুল। উঠেই দৌড়—

দারোগা। কে ?

কানাই। অনঙ্গ।

দারোগা অনঙ্গ না মহিম ?

নন্দ। হঁ্যা, সেই নামই বলেছিল বটে।

শরৎ। তুমি দেখলে দৌড় দিলে ?

কানাই। স্বচক্ষে।

অতুল। হাত পা ভাঙ্গে নি ?

কানাই। না, ছাদ থেকে ঐ বকুলগাছের উপর পড়ে' তারপর উল্টে পাল্টে নীচে পড়ে' গেল। তারপর তৎক্ষণাৎ উঠেই দৌড়।

দারোগা। কোন্ দিকে ?

কানাই। পশ্চিম দিকে।

দারোগা। হনুমান সিং। যাও—পিছনে পিছনে ছোটো।

[ একজন কনেষ্টবলের প্রস্থান।

দারোগা। মহাশয়। অনুমতি করেন ত' বাড়ীটা একবার খুঁজে দেখি।

নন্দ। কি দারোগা সাহেব! ব্যাপারখানা কি ?

দারোগা। বিশেষ কিছু নয়। এই মহিম-বাবুর বিপক্ষে হত্যার অপরাধে গ্রেপ্তারি ওয়ারেন্ট। মহাশয়, অনুমতি হয় ত' বাড়ী খানাতল্লাস করি।—যদি কোন জায়গায় তাঁকে লুকিয়ে রাখা হয়ে থাকে।

নন্দ। দারোগা সাহেব। আমি অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট।

দারোগা। মাফ কর্ব্বেন। আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর্ত্তে হবে জানেন ত' সব।

নন্দ। আসুন তবে খুঁজে দেখুন।

[ সকলে নিষ্ক্রান্ত।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বিশ্বেশ্বরের প্রাসাদ-উদ্যান

কাল—সন্ধ্যা

সরযূ একটা খাঁচায় পাখী লইয়া তাহাকে পড়াইতেছিলেন। বিশ্বেশ্বর বেড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন

বিশ্বেশ্বর। সরযূ। একটা কথা বল্‌বো।

সরযূ। একটা কেন! দশটা কথা শুনিয়ে দেন না।

বিশ্বেশ্বর। তোর সদাই এ ম্লান মুখ কেন?

সরযূ। এই কথাটুকু বল্‌বার জন্য অতখানি ভূমিকা? কথাটায় নূতনত্ব ত' কিছুই দেখ্‌ছি না। মাস দুই ধরে' রোজই ত' ঐ কথা বল্‌ছেন।

বিশ্বেশ্বর। বলি কি সাধে। সর্ব্বদাই ভাবছিস্।—চল, গাড়ী করে' মাঠে একটু বেড়িয়ে আসি।

সরযূ। না দাদামহাশয়। আমার যেতে ইচ্ছা কর্চ্ছে না।

বিশ্বেশ্বর। তবে মুখ ভার করে' বসে' থাক্‌তে পাবি নে।

সরযূ। [ সহাস্যে ] কৈ মুখ ভার করে' বসে' আছি দাদামহাশয়।

বিশ্বেশ্বর। তোরই বা দোষ দেই কেমন করে'!—যার স্বামী হত্যা করে' ফেরার!—এ-ও তোর কপালে ছিল!

সরযূ। তিনি এখন অজ্ঞাতবাস কর্চ্ছেন। আপনি পাণ্ডবদের কথা পড়েন নি বুঝি। আঃ, আমি আর আপনাকে কত শেখাবো—কিছুই জানেন না!

বিশ্বেশ্বর। সে দিন শুন্‌লাম যে মহিম তোকে পদাঘাত করেছে, সে দিন মনে হ'ল—কি বল্‌বো সরযূ—মনে হ'ল যে, এই শ্যামা পৃথিবী আমার সম্মুখে শুকিয়ে কুঁক্‌ড়ে শূন্যে ঝরে' পড়ে' গেল; আর নীচে থেকে নরক লাফিয়ে উঠলো, আর শয়তানের দল বিবাহকে টিটকিরি দিয়ে উঠলো।—ওঃ!

সরযূ। সে কি দাদামহাশয়। পতির পদাঘাত সতীর বক্ষে—কৌস্তুভমণি কি ছার—আমার ঠিক মনে হ'ল যে স্বর্গ থেকে মন্দারপুষ্প-বৃষ্টি হচ্ছে।

বিশ্বেশ্বর। সে কি সরযূ!

সরযূ। প্রেমের গূঢ়তত্ত্ব আপনি জান্‌বেন কোথা থেকে?

বিশ্বেশ্বর। সে কি! তোদের প্রেম হয়েছিল?

সরযূ। প্রেম! উঃ! কি প্রেম যে হয়েছিল, তা আর কি বল্‌বো দাদামহাশয়?—ভয়ানক প্রেম!

বিশ্বেশ্বর। কি রকম?

সরযূ। আমার প্রেমের ইয়ত্তা কর্ত্তে পার্ত্তাম না, অন্ত পেতাম না। দস্তুর মত—কি বল্‌বো দাদামহাশয়—প্রেমের হুজুগে পড়ে'—এমন কি অনেক সময় খাওয়া হ'ত না। দিনটা উপবাসে যেত।

বিশ্বেশ্বর। তবে কি কর্ত্তিস্?

সরযূ। বসে' বসে' উপমা দিতাম।

বিশ্বেশ্বর। কি উপমা দিতিস্? একটা নমুনা দে দেখি।

সরযূ। এই ধরুন, তিনি বল্‌তেন যে, তিনি আমার গলার হার, আর আমি বল্‌তাম যে আমি—তাঁর পায়ের চটিজুতো।

বিশ্বেশ্বর। ওঃ—ব্যঙ্গ কর্চ্ছিস—আমার মনে হয় সত্য সত্যই প্রেম তোদের কখনই হয় নি—

সরযূ। কেন?

বিশ্বেশ্বর। এই বুঝি প্রেম। একে প্রেম বলে না।

সরযূ। তবে কাকে প্রেম বলে? বলুন না দাদামহাশয়, প্রেম কাকে বলে?

বিশ্বেশ্বর। তবে শুন্‌বি, এই ধর আমার সঙ্গে তোর প্রেম হয়েছে—ধরে' নে।

সরযূ। আচ্ছা ধরে' নিলাম। যদিও সেটা ধরে' নেওয়া খুব শক্ত। তা তর্কের খাতিরে ধরে' নিলাম। তার পর?

বিশ্বেশ্বর। অথচ আমায় দেখিস্ নি, আমার নাম শুনিস্ নি—তবু প্রেম।

সরযূ। তা কেমন ক'রে হবে?

বিশ্বেশ্বর। কেমন করে' তা জানি না, তবে হবে। কবিতার ভাষায় একে বলে পূর্ব্বরাগ।

সরযূ। [ সবিস্ময়ে ] বটে।

বিশ্বেশ্বর। তার পর একদিন কোন্ সুলগ্নে, কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে কোন্ শেফালিসুবাসিত মলয়হিল্লোলে, কোন্ স্বপ্নময় সন্ধ্যায়, কোন্ নিভৃত স্তব্ধ কুঞ্জবনে—দুজনে দেখা। যে দেখা সেই প্রেম।

সরযূ। যেই দেখা সেই প্রেম বুঝি।

বিশ্বেশ্বর। যেই দেখা, সেই প্রেম হওন—এখন থেকে আমি বাঙ্গালা নাটকের ভাষায় কথা কৈব, মনে রাখিস্।

সরযূ। আচ্ছা, তার পর ?

বিশ্বেশ্বর। তার পর প্রেমিকের স্বগতোক্তি; প্রেমিকার ব্যাকুলভাব দেখাওন; প্রেমিকের কবিতা আওড়াওন ও প্রেমিকার পতন ও মূর্চ্ছা।

সরযূ। তার পর ?

বিশ্বেশ্বর। সখীর প্রবেশ।—সব বিরহিণীর একজন করে' সখী থাকা চাই। নৈলে প্রেম হয় না।

সরযূ। নৈলে প্রেম হয় না বুঝি ?

বিশ্বেশ্বর। [ ঘাড় নাড়িয়া ] হবার যো'ই নাই। সখী নৈলে গান গাইবে কার কাছে ? গান নৈলে প্রেম জমে না।

সরযূ। বটে।—তার পর।

বিশ্বেশ্বর। সখীর প্রবেশ ও বীজন। প্রেমিকার জ্ঞানলাভ ও ধীরে ধীরে চলিয়া যাওন। যাইতে যাইতে প্রেমিকার সাড়ী তরুশাখালগ্ন হওন ও প্রেমিকার পশ্চাতে ফিরিয়া চাওন। প্রেমিকার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলন আর প্রেমিকের—হা হতোঽস্মি শব্দকরণ। প্রেমিকার প্রস্থান ও প্রেমিকের—প্রেমিকের কি ?

সরযূ। তা আমি কি জানি। বর্ণনা কচ্ছেন আপনি।

বিশ্বেশ্বর। তা বটে। কিন্তু ঐ জায়গাটা মেলাতে পাচ্ছি না। ঐ জায়গাটা মিলিয়ে দে না দিদি। প্রেমিকের ?—বল্। শীঘ্র বল্। নৈলে জুড়িয়ে যাচ্ছে। প্রেমিকের ?

সরযূ। প্রেমিকের গৃহে যাইয়া বেশী করিয়া ভাত খাওন ও পুনরায় উঠিয়া পড়িয়া লাগন।

বিশ্বেশ্বর। এঃ, সব মাটী।

সরযূ। কেন ?

বিশ্বেশ্বর। ঐ এক ভাত খাওনে সব মাটী। আমার এতখানি পরিশ্রম বৃথাই গেল। শেষে ভাত খাওন ? আঃ ছ্যাঃ।

সরযূ। তবে কি খাওন ? লুচি ?

বিশ্বেশ্বর। খাওন একেবারে নয়। উপবাস করণ।

সরযূ। উঁহুঃ। খালি পেটে প্রেম হয় না—এ বেশ একটু পরিশ্রমের কাজ। ভাত না খেয়ে লুচি খেতে পারেন। কিন্তু খাওন চাই। —আচ্ছা তার পরে ?

বিশ্বেশ্বর। রোস্ আগে বিষয়টাকে টেনেটুনে দাঁড় করাই। ঐ ভাত খাওনে আমাকে একেবারে দমিয়ে দিয়েছিস্। সামলে নেই, দাঁড়া।

সরযূ। নেন। তাড়াতাড়ি নেই।

বিশ্বেশ্বর। [ সামলাইয়া লইয়া পরে উঠিয়া ] কতখানি বলেছি —হঁ'—তার পর প্রেমিকের প্রস্থান। তার পর একদিন ঝড় হওন, প্রেমিকের নৌকা না পাওন, নদীতে ঝাঁপ দেওন, নদী পার হইয়া তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গিয়া প্রেমিকের পাঁচিল টপকাইয়া পড়ন।

সরযূ। উঁহুঃ। হ'ল না, খানিক বাদ গেল।

বিশ্বেশ্বর। কি ?

সরযূ। মড়া আর সাপ।

বিশ্বেশ্বর। তুমি বড় অকবি। নৈলে এর মধ্যে মড়া নিয়ে আসিস্।

সরযূ। আমি নিয়ে আস্‌বো কেন ? ভক্তমাল গ্রন্থে রয়েছে।—আচ্ছা, তার পরে ?

বিশ্বেশ্বর। তার পরে আবার কি ? প্রেমিক প্রেমিকার সাক্ষাৎ। প্রেমিকার লজ্জিতভাব করণ। পুনরায় সখীর প্রবেশ। তার পর দুজনের গোপনে বিবাহ হওন। পরীস্থান দেখাওন। যবনিকা পতন।

সরযূ। সে কি। ঐখানেই প্রেমের শেষ ?

বিশ্বেশ্বর। তা—শেষ বৈ কি। বিয়ে হয়ে গেল আবার কি চাস্ ?

সরযূ। তার পর আর কিছু নেই ?

বিশ্বেশ্বর। আবার কি ?

সরযূ। উঁহুঃ! হ'ল না। তার পর কি, আমি বল্‌বো ?

বিশ্বেশ্বর। আচ্ছা, বল্ দেখি।

সরযূ। তার পর প্রেমিকার শ্বশুরবাড়ী যাওন। প্রেয়সীর রন্ধন করণ, ভাড়ার বের করে' দেওন, আর প্রাণনাথের ভাত খাওন ও আপীসে যাওন।

বিশ্বেশ্বর। ও কথা কোন নাটকে কি কাব্যে লেখে না।

সরযূ। অতখানি সত্য কথা কাব্য বরদাস্ত কর্ত্তে পারে না। যেখানে আসল সত্য কথা আরম্ভ হওন, সেইখানেই নাটকের শেষ হওন।

বিশ্বেশ্বর। হাঃ হাঃ হাঃ। আচ্ছা, তার পর?

সরযূ। তার পর দম্পতির যথাকালে পুত্রকন্যা হওন।

বিশ্বেশ্বর। আর কিন্তু নাটকের ভাষা নয়। তুমি নিজেই বলেছ যে এখানে নাটক শেষ হওন।

সরযূ। বেশ। এখন থেকে চলিত ভাষায় বল্‌বো। তার পর পুন্নরক থেকে ত্রাণ কর্ব্বার জন্য পুত্ররত্ন এসে দেখা দিলেন। আর দেখে কে। তার জন্য মায়ের আহার নেই, নিদ্রা নেই। মা একটু ঘুমিয়েছে, ছেলে কর্ল ট্যাঁ, অমনি মা উঠে তাকে বুকের উপর করে' নিয়ে দুলিয়ে—"ও—ও—ও—যাদু আমার মাণিক আমার! ও—ও—ও—আয় রে পাখী।"

বিশ্বেশ্বর। ঠিক বলেছিস্।

সরযূ। ছেলে একটু বড় হ'লেন ত' কোল থেকে মাথায় উঠলেন। জ্বর—ডাক্তার ডাক। পাঠশালা থেকে 'ক' লিখে এলেন ত' বাড়ীতে তার মা চাকরাণী জলখাবার নিয়ে হাজির। রাত্রে ছেলে বল্লেন 'মা, বড় গরম, অমনি পাখা নিয়ে মা বাতাস কর্চ্ছেন। মা এই ছেলের জন্য কত দীর্ঘ দিবস অনাহারে, কত দীর্ঘ রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়ে দেয়, আমরণ মায়ের মুখে আর কথা নেই, ধ্যানে আর চিন্তা নাই, নিদ্রায় আর স্বপ্ন নাই! ছেলে ছেলে ছেলে! মরণের পর মুখে নুড়ো' জেলে দেবে কি না! তাও বা কৈ! একদিন মায়ের কোল খালি করে' বুক ভেঙ্গে দিয়ে, জীবন শূন্য করে' সেই ছেলে, এত যত্ন এত আদর এত স্নেহ তুচ্ছ করে' কোথায় চলে' যায়। আর তাকে দেখতে পাই না।

বিশ্বেশ্বর। আবার ঐ কথা!

সরযূ। না দাদামহাশয়! এই চুপ কর্লাম। —আহা, সেই মুখখানি! কেমন পুট পুট করে আমার পানে চাইত। সেই ছোট্ট হাত দু'খানি —সেই কচি কচি আঙ্গুলগুলি!—দেখতেন যদি দাদামহাশয়!—যেন মোমের পুতুল।

বিশ্বেশ্বর। সে পুণ্যাত্মা স্বর্গে গিয়েছে। কিন্তু তোর পুত্র—আমার পৌত্রীর পুত্র—শেষে কিনা দারিদ্র্যের কশাঘাতে—অনাহারে—

সরযূ। ও কি, কাঁদ্‌ছেন দাদামহাশয়! আপনাকে দুরন্ত কর্ত্তে পার্লাম না!—ঐ চেয়ে দেখুন, ঐ নারিকেলের গাছগুলির উপর সূর্য্যের কিরণ এসে পড়েছে। যেন সন্ধ্যার জয়পতাকা উড়্‌ছে।

বিশ্বেশ্বর। এ কথা আমাকে একবার লিখে জানালিনে কেন সরযূ!—আর আমি তোকে এত ভালবাসি।

সরযূ। আবার!—আচ্ছা দাদামহাশয়, কাব্যে লেখে যে প্রেমিক প্রেমে মূর্চ্ছা যায়। সে কি রকম দাদামহাশয়? সত্যই কি মূর্চ্ছা যায়?

বিশ্বেশ্বর। আর কত চাপা দিবি দিদি! আমিই বা আর কত চাপা দিব! একি চাপা যায়!—এ যে গৈরিক নিঃস্রাবের মত পাষাণ ভেদ করে' উঠ্‌ছে। আয় দিদি, তার চেয়ে আমরা দু'জনে একবার কাঁদি, একবার একসঙ্গে চীৎকার করে' কাঁদি। সে কান্না আকাশে উঠে বেলাহত সমুদ্রতরঙ্গের মত দয়াময়ীর পায়ে গিয়ে আছড়ে পড়ুক। দেখি তাঁর দয়া হয় কি না।

সরযূ। কাঁদ্‌বো কেন দাদামহাশয়! মায়ের বিধান মাথায় পেতে নেবো।

বিশ্বেশ্বর। পার্ব্বি?

সরযূ। পার্ব্ব। ভবানীদাদা আমাকে মায়ের নাম শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, মা যাকে বড় ভালবাসেন, তাকেই দুঃখ দেন—দুঃখ দিয়ে নিজের বক্ষে টেনে নেন, বেশী আপনার করে' নেন।—ঐ ভবানীদাদা গাইছেন না?

বিশ্বেশ্বর। হাঁ!—চুপ করে' শোন্।

(নেপথ্যে ভবানীর গীত)

বারে বারে যত দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা—
সে সকল দয়া তব তারিণী গো দুখহরা।

বিশ্বেশ্বর। থেমে গেল কেন?—গাও ভবানীপ্রসাদ!—ঐ গাইতে গাইতে ঐ দিকে চলে' গেল।—ভবানীপ্রসাদ, ভবানীপ্রসাদ! তুই এইখানে অপেক্ষা কর্। আমি ডেকে আনি'।

[প্রস্থান।

সরযূ। মেঘ অশ্রু হয়ে নেমে গেল।—মা। ক্ষমা ক'রো। আমি অবোধ শিশু। এই সংসারে এসে পুতুল খেলা কচ্ছি। আমি কেন। সকলেই। শিশুর পুতুল পুতুল, মায়ের পুতুল ছেলে, যুবার পুতুল অর্থ, বৃদ্ধের পুতুল যশ। এই সব খেলাই একদিন ভেঙ্গে যাবে।—ঐ চাঁদ উঠ্‌ছে। ঐ পুষ্করিণীর জলে চাঁদের হাট বসে' গিয়েছে। কোকিল ডাকছে। কি সুন্দর এই পৃথিবী! এ ত' কেউ কেড়ে নিতে পার্ব্বে না।

[ বেড়াইয়া বেড়াইয়া গাহিতে লাগিলেন ]

গীত

শুধু দু'দিনেরই খেলা।
ঘুম না ভাঙ্গিতে, আঁখি না মেলিতে,
দেখিতে দেখিতে ফুরায় খেলা।
আশার ছলনে কত উঠি পড়ি,
কত কাঁদি হাসি, কত ভাঙ্গি গড়ি,
না বাঁধিতে ঘর হাটের ভিতর
ভেঙ্গে যায় এই সাধের মেলা।
আমাদেরও এই দেহ, প্রাণ, মন
সুখ দুঃখ এই জীবন মরণ,
—এ-ও বিধাতার পুতুল খেলা,
শুধু গড়া আর ভাঙ্গিয়ে ফেলা।

—সুন্দর বাতাস বৈছে।

( ছদ্মবেশ মহিমের প্রবেশ )

মহিম। সরযূ!

সরযূ। [ চমকিয়া ] কে!—ও!—তুমি!—এখানে!—এ ভাবে!—এ বেশে!

মহিম। পুলিশ আমায় তাড়া করেছে। আমি তাই পাঁচিল টপকে এখানে এসেছি। আমায় আশ্রয় দেবে কি!

সরযূ। এতদিন কোথায় ছিলে?

মহিম। গহ্বরে, শ্মশানে, জঙ্গলে, রাস্তায় নানাস্থানে বেড়িয়েছি! কখন বৈরাগী, কখন ঝাঁকা-মুটে; কখন নাম ভাঁড়িয়ে ভদ্রলোক সেজে বেড়িয়েছি। শেষে তোমার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা কর্ত্তে এসেছি।—দেবে কি?

সরযূ। ওঃ! [ ঘর্ম্ম মুছিলেন ] না—তুমি যাই হও, তুমি আমার স্বামী। স্ত্রীর কর্ত্তব্য করে' যাবো। এসো, আমি তোমায় আশ্রয় দিব।

( বিশ্বেশ্বরের পুনঃপ্রবেশ )

বিশ্বেশ্বর। সরযূ! ভবানী ঐ [ চমকিয়া ] এ কে? [ সরযূ লজ্জায় দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন ]

বিশ্বেশ্বর। [ আশ্চর্য্যে ] মহিম না?

মহিম। হাঁ দাদামহাশয়—

বিশ্বেশ্বর। চোপ্, রও! আমি ঘাতকের দাদামহাশয় নই। এখানে এসেছো কেন?

মহিম। আশ্রয় ভিক্ষা কর্ত্তে।

বিশ্বেশ্বর। বটে!—স্পর্দ্ধা বটে!—বেরোও এখান থেকে।

সরযূ। দাদামহাশয়!

বিশ্বেশ্বর। চুপ সরযূ! [ মহিমের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ] যে ব্যক্তি নারীহত্যা করে, এখানে তার স্থান নাই।—বেরোও।

সরযূ। [ করযোড়ে জানু পাতিয়া ] দাদামহাশয়!

বিশ্বেশ্বর। সরযূ! বুঝি। সব বুঝি। কিন্তু এখানে লুকোচুরি হবে না। চিরদিন সোজা পথে চলে' এসেছি। এখন স্নেহের খাতিরে বাঁকা পথে যাবো না। আমার বাড়'টা হত্যাকারীর আড্ডা নয়।—বেরোও স্ত্রীঘাতক।—তোমার মুখ দেখ্‌লে প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হয়! বেরোও।

সরযূ। [ উঠিয়া ] তবে আমাকেও বিদায় দিন দাদামহাশয়।

বিশ্বেশ্বর। সে কি।

সরযূ। উনি যাই হৌন—উনি আমার স্বামী।

বিশ্বেশ্বর। ও।—বুঝেছি।—বেশ।—ভেবেছিস্ নাতিনী, যে তোকে আমার প্রাণের চেয়েও ভালবাসি বলে' তোর জন্য কর্ত্তব্য পথ ছাড়্‌বো। মনেও করিস্ না। কর্ত্তব্যের জন্য অনেক ছেড়েছি। তোকে ছাড়্‌তে হয়, ছাড়্‌বো। যদিও তোকে ছাড়তে আমার বুক ভেঙ্গে যাবে, সর্ব্বাঙ্গ অবশ হবে, হয় ত' পাগল হয়ে যাবো। কিন্তু—যতদিন বেঁচে থাকি, নিজের কর্ত্তব্য করে' যাবো। অপরাধীকে বিশেষতঃ হত্যাকারীকে বিচারের হাত থেকে রক্ষা কর্ব্ব না। বিচারের চক্ষে ধূলি দিব না।—যা নাতিনী! আমি তোকেও বিদায় দিচ্ছি।

মহিম। তার প্রয়োজন নাই। আমি নিজেই যাচ্ছি। নিজেই বিপদের তরঙ্গে ডুব্‌ছি, স্ত্রীকে সেই আবর্ত্তের মধ্যে টেনে আনি কেন।—আমি পুলিশকে ধরা দিব।

সরযূ। দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। যেখানে তোমার স্থান, সেইখানেই

আমার স্থান—সে গাছের তলায় হোক্, কারাগারে হোক্, বধ্যভূমিতে হোক্। তুমি যদি আজ ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত হয়ে আমায় গ্রহণ কর্ত্তে আস্‌তে, আমি সে আহ্বানে কর্ণপাত কর্ত্তাম না। কিন্তু তুমি আ'জ দীন ভিক্ষুক নিরাশ্রয়।—দাদামহাশয় তবে বিদায় দিন।

বিশ্বেশ্বর। বেশ। যা সরযূ। যদি যেতে পারিস্।—চক্ষু। উপড়ে ফেল্‌বো, যদি অশ্রুপাত করিস্। অন্ধ হয়ে ত' যাবোই—না হয় আগেই হ'লাম। যাও সরযূ।—গলায় ঠেলে উঠেছিস্ কি। নেমে যা—যাও সরযূ। আমায় ছেড়ে হত্যাকারীর সঙ্গে যাও।

সরযূ। দাদামহাশয়।—

বিশ্বেশ্বর। চেয়ে দেখ সরযূ। এই শুভ্র কেশ, যা'র উপর দিয়ে ষষ্টি বৎসরের ঝড়বৃষ্টি বয়ে গিয়েছে। চেয়ে দেখ এই লোল বক্ষ যা'র মধ্যে একটা স্নেহের সমুদ্র ঢেউ খেলে যাচ্ছে। চেয়ে দেখ এই বৃদ্ধ মুমূর্ষু—না যাও সরযূ—

সরযূ। একদিকে স্নেহ আর একদিকে কর্ত্তব্য—

[ অদৃশ্যভাবে মহিমের প্রস্থান।

বিশ্বেশ্বর। যা সরযূ। দাঁড়িয়ে রৈলে যে। আমাকে ছেড়ে যেতে পারিস্—যা। দেখ, আমি তাই খাড়া হয়ে দেখতে পারি কি না।—চক্ষু। আবার।—না উপড়ে ফেলবো।

[ চক্ষু উৎপাটন করিতে উদ্যত ]

সরযূ। ও কি। দাদামহাশয়। [ হাত ধরিলেন ] করেন কি। করেন কি। [ জানু পাতিয়া ] দাদামহাশয়।

বিশ্বেশ্বর। যাও সরযূ।

সরযূ। [ ফিরিয়া ] কৈ আমার স্বামী?—চ'লে গিয়েছেন।

বিশ্বেশ্বর। গিয়েছে?

সরযূ। [ কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া ] দাদামহাশয়। আমার স্বামীকে আশ্রয় দিলেন না।

বিশ্বেশ্বর। প্রত্যেক ব্যক্তিরই হত্যাকারীকে বিচারের হাতে ধরিয়ে দেওয়া উচিত। আমি শুদ্ধ তাড়িয়ে দিয়েছি। যখন আমি অধমের হাতে তোকে সঁপে দিয়েছিলাম, তখনই কি তাকে আমি আমার সর্ব্বস্ব দিই নি? আমার হৃৎপিণ্ড উপড়ে তা'র হাতে দিই নি?—কিন্তু আমার সরযূকে সে পদাঘাত করেছে—সে নারীহত্যা করেছে—না এখানে হত্যাকারীর স্থান নাই।

সরযূ। সে হত্যাকারী যদি আপনার পুত্র হোত?

বিশ্বেশ্বর। তাকেও এইরূপ ত্যাগ কর্ত্তাম।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—বিচারালয়। কাল—অপরাহ্ণ

যথাস্থানে জজ, জুরী, উকীল ব্যারিষ্টার। দূরে মহিম, দর্শকমণ্ডলী। উকীল বক্তৃতা করিতেছিলেন

উকীল। জুরর মহাশয়গণ। এখনও আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণ এই যে, আসামীর সহিত বেশ্যার বচসা হয়; তার পরই একটা পিস্তলের আওয়াজ শোনা যায়; পরে আসামীর ভৃত্য ও প্রতিবেশিগণ কক্ষে প্রবেশ ক'রে দেখে যে শান্তার রক্তাক্ত মৃতদেহ ভূমিতলে পড়ে' আসামীর স্ত্রী দূরে মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়ে,' আর আসামী পিস্তল হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে। লোকজন দেখেই আসামী পিস্তল ফেলে দৌড় দেয়। এ সমস্ত ব্যাপার আসামীর ভৃত্য ও প্রতিবেশিগণের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। পুলিশে খবর পাঠান হয়। তারা এসে দেখে যে লাশ নাই। ইত্যবসরে নিশ্চয়ই কেহ সে লাশ সরায়। কে সরায় তা প্রমাণ হয়নি বটে, কিন্তু প্রমাণ হয়েছে যে, একখানা ভাড়াগাড়ী ঐ সময়ে সেই বাড়ী থেকে শান্তার বাড়ীর দিকে যায়। ১০ দিন পরে সেই মৃতদেহ শান্তার বাড়ীর পুষ্করিণীতে অর্দ্ধগলিত অবস্থায় পাওয়া যায়। সে মৃতদেহ যে শান্তার, তা সেই মৃতদেহের একটি অঙ্গুলিস্থ শান্তার নামাঙ্কিত একটি অঙ্গুরী দ্বারা প্রমাণ হয়।

আসামীর স্ত্রী এ বিষয়ে আসামীর বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয় নাই বটে, কিন্তু কোন্ হিন্দু সতী স্বামীর বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে?

সেই অবধি আসামী ফেরার। এও তার বিপক্ষে প্রমাণস্বরূপ কথিত হয়েছে।

পিস্তলটি আসামীর বলে সনাক্ত করা হয়েছে।

এখন এর চেয়ে সন্তোষকর প্রমাণ কি হ'তে পারে—যে এই শান্তার হত্যার জন্য এই আসামী

দায়ী? যে কক্ষে হত্যা হয়, সে সময়ে সে কক্ষে আসামী, আসামীর স্ত্রী আর এই মৃতদেহ ভিন্ন আর কাহাকেও কেহ দেখে নাই। অতএব হত্যা—হয় আসামী করেছে, নয় ত' আসামীর স্ত্রী করেছে। কিন্তু আসামীর স্ত্রী হত্যা কর্ব্বে—এ কি সম্ভব? শান্তার বচসা আসামীর সঙ্গে হয়েছিল, তার স্ত্রীর সঙ্গে হয় নাই। আর হত্যা করে' কেহ কি স্বামীর হস্তে পিস্তল দিয়ে নিজে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। আর আসামীর স্ত্রী হত্যা কর্লে আসামী কি কখন ফেরার হয়ে ঘুরে বেড়ায়!

অতএব জুরর মহোদয়গণ! হত্যা সম্বন্ধে প্রমাণ যতদূর সম্ভব তা হয়েছে। এখন আপনারা বিচার করুন। যদি আসামীর দোষ সম্বন্ধে কোন সঙ্গত সন্দেহ থাকে, তা হ'লে আসামীকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত কর্ত্তে হবে। আর যদি সন্দেহ না থাকে ত' আসামীকে হত্যার অপরাধে অপরাধী বিবেচনা কর্ত্তেই হবে; উপায় নাই। হত্যার অপরাধের দণ্ড ফাঁসি পর্য্যন্ত হ'তে পারে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করে' আপনারা বিচার করুন।

[ বসিলেন।

জজ। আসামী মহিমারঞ্জন চক্রবর্ত্তী, তোমার কিছু বল্‌বার আছে?

মহিম। ধর্ম্মাবতার! আমি নিরপরাধ।

জজ। সে ত' পূর্ব্বেই বলেছ! আর কিছু?

মহিম। ধর্ম্মাবতার! যদি আমার অপরাধ হ'য়েই থাকে ত' আমায় মৃত্যুদণ্ড দিবেন না। আমি এখনও যুবা। পৃথিবী আমার কাছে এখনও নূতন। এখনও সংসারে আমার আশা আছে, দেহে শক্তি আছে, মনে বল আছে। আমি পাপী; পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বার অবকাশ দিউন। ম'র্ত্তে আমার বড় ভয় করে।

জজ। ঐরূপ অনুযোগ বিচারালয়ে নিষ্ফল। বিচার কুঠারের মত শাণিত, কঠিন, নির্ম্মম। তুমি যদি নির্দ্দোষ হও ত' সে তোমাকে স্পর্শ কর্ব্বে না, বরং সম্মান কর্ব্বে। কিন্তু যদি অপরাধী হও ত' সে নিয়তির মত কঠোর—দয়া করে না। প্রমাণ সম্বন্ধে তোমার কিছু বল্‌বার আছে?

মহিম। আমি হত্যা করি নাই।

জজ। তবে কে হত্যা করেছে?

মহিম। আমার স্ত্রী।—[ তিনি যেন শুনিলেন যে, অন্তরীক্ষে কে বলিতেছে 'সাবধান' ] ও কি। কার কণ্ঠস্বর।—মা মা।—রক্ষা কর, রক্ষা কর। [ পুনরায় 'সাবধান' ] না না নিরপরাধিনী সতীকে এ ব্যাপারে জড়াব না। না ধর্ম্মাবতার। আমার স্ত্রী হত্যা করেন নাই—কিন্তু—কিন্তু—মর্ত্তে আমার বড় ভয় করে, —মর্ত্তে আমার বড় ভয় করে—আমি হত্যা করি নাই।

জজ। কে হত্যা করেছে? সত্য বল, কে হত্যা করেছে?

মহিম। আমার স্ত্রী—

দর্শকমণ্ডলী ভেদ করিয়া সরযূ অগ্রসর হইয়া কহিলেন—"সত্য কথা ধর্ম্মাবতার।—হত্যা আমার স্বামী করেন নাই। হত্যা আমি করেছি।"

জজ। আপনি কে?

সরযূ। আমি আসামীর স্ত্রী—

সকলে। সে কি!

সরযূ। শান্তা আমার স্বামীর গণিকা ছিল। সেই আক্রোশবশে আমি তাকে হত্যা করেছি। হত্যা ক'রেই মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে' গিয়েছিলাম। আমার স্বামী বোধ হয় তখন পিস্তল লুকাইবার অভিপ্রায়ে কুড়িয়ে নিয়েছিল।

[ উকীল ঘাড় নাড়িলেন ]

সরযূ। উকীল মহাশয়! আমাকে অবিশ্বাস কর্ব্বার কারণ কি? আপনারই যুক্তি—যে, হত্যা হয় আসামী, না হয় আসামীর স্ত্রী করেছে। আমার স্বামী অস্বীকার কর্চ্ছেন। আমি স্বীকার কচ্ছি।

জজ। এতদিন তবে এ কথা প্রকাশ করেন নি কেন?

সরযূ। প্রাণভয়ে। কিন্তু যখন নির্দ্দোষের ফাঁসি হ'তে যাচ্চে, তখন আর নীরব থাকৃতে পারি না।

জজ। [ উকীলকে ] What do you say?

উকীল। I do think that the matter requirey further enquirs, specially as the prisoner denies his guilt and this lady corrob͏orates him.

জজ। Very well. Officer of the court, you may arrest this woman I mean lady.

কর্ম্মচারী। As your worship pleases.

[ সরযুকে ] আমি আপনার স্বীকার্য্য মতে আপনাকে গ্রেপ্তার করি।

সরযূ। "করুন"—এই বলিয়া—বাঁধিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিলেন। সেই সময়ে তাঁহার শির আরও উন্নত হইল। তাঁহার অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িল। সকলে সহসা উঠিয়া, তাঁহার পানে সহসা সভক্তিবিস্ময়ে দৃষ্টিপাত করিলেন।

——

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—বিশ্বেশ্বরের বাটী। কাল—প্রভাত

বিশ্বেশ্বর, পরেশ ও দয়াল

বিশ্বেশ্বর। টাকা চাই, টাকা চাই, যেমন করে' হোক।

পরেশ। তা ত' দেখছি, কিন্তু টাকা আসে কোথা থেকে!—তখন ত' যা ছিল, দু'হাতে বিলিয়ে দিলেন।

বিশ্বেশ্বর। তা দিয়েছি বটে। কিন্তু টাকা চাই।

পরেশ। যে ধার চেয়েছে, ধার দিয়েছেন; সে টাকা ফিরে দেয় নি। অমুকের পিতৃদায়, অমুকের কন্যাদায়, অমুকের দেনার দায়—যত রকম দায় আছে, সব নিজের ঘাড় পেতে নিয়েছেন—এখন!

বিশ্বেশ্বর। এখন আমার বিপদে তারা সাহায্য কর্ব্বে না?—আমার দায় তারা ঘাড় পেতে নেবে না?

দয়াল। মানুষ চেনো নি বিশ্বেশ্বর! তাই উপকারের প্রত্যুপকার আশা কর!

বিশ্বেশ্বর। যখন উপকার করেছিলাম, তখন ভেবে করি নি যে প্রত্যুপকার পাবো। আজ—প্রথম সে কথা মনে হ'ল।—তারা এ বিপদে আমায় কেউ দশ হাজার টাকা ধার দেবে না?

পরেশ। দেখুন না চেয়ে!

বিশ্বেশ্বর। বল কি পরেশ! জগতে প্রত্যুপকার নাই? উপকারের প্রতিদান—

দয়াল। গালাগালি—তাতেই যদি সে নিরস্ত থাকে ঢের।

বিশ্বেশ্বর। কেন?

দয়াল। অধম মানুষ!—যত দাও, তত চায়; যত তার উপকার কর, ততই যেন তার উপকার কর্ত্তে তুমি বাধ্য। যদি না পার—গালাগালি!

বিশ্বেশ্বর। মানুষ এত নীচ! না না। তা হ'তে পারে না। তা হ'তে পারে না।

পরেশ। এই যে তাদের মধ্যে একজন—ঐ ছাতি মাথায় দিয়ে যাচ্ছেন। ডাকবো?—একবার চেয়ে দেখুন না!—ও চারুবাবু!

চারু। [ নেপথ্যে ] কি?

পরেশ। একবার এদিকে আসুন ত'।

[ নেপথ্যে ] বিশেষ দরকারে যাচ্ছি।

পরেশ। দু'মিনিটের জন্য।

[ নেপথ্যে ] আঃ!

দয়াল। ঐ আস্‌ছে! কিন্তু মুখের ভাবটা দেখছো!

( চারু দত্তের প্রবেশ )

চারু। কি বল!—আমার সময় নাই।

পরেশ। সময় আছে মনে কর্লেই আছে; আর নেই মনে কর্লেই নেই। একদিন যে এখানে হত্যা দিয়ে পড়ে' থাক্‌তেন।

বিশ্বেশ্বর। সত্যই সময় নেই?

চারু। আজ্ঞে!

বিশ্বেশ্বর। সত্য?

চারু। সত্য।

বিশ্বেশ্বর। আচ্ছা—যাও।

( চারু যাইতে উদ্যত। )

পরেশ। দাঁড়ান। আপনার বেশী সময় অপব্যয় কর্ব্ব না। দাদামহাশয়ের কাছে আপনি হাজার পাঁচেক টাকা ধারেন, মনে আছে?

চারু। কৈ?—না।

পরেশ। কিন্তু ধারেন।

চারু। কোন দলিল আছে?

পরেশ। বোধ হয় নেই! মূর্খ দাদামহাশয় দলিল নেন নি। তবে ধারেন।

চারু। কোন পুরুষে নয়।

পরেশ। এই পুরুষেই ধারেন!

চারু। না।—আমার আর সময় নাই।

[ যাইতে উদ্যত ]

বিশ্বেশ্বর। তুমি আমার কিছু ধারো না ভায়া। আমি তোমার কাছে ধারি।

চারু। [ ফিরিয়া ] তা হবে। তা হবে;—কত?—ঠিক স্মরণ হচ্ছে না।—নানা কাজে ব্যস্ত, মনেও থাকে না।—কত?

বিশ্বেশ্বর। তা জানি না। তবে মানুষের ধার মানুষের কাছে আছেই ভাই। কেউ স্বীকার করে, কেউ করে না।—ভাই! তুমি আমার কিছু ধারো না! কিন্তু আমায় দান কর। আমি বড় বিপদে পড়েছি।

চারু। আমার আর সময় নেই। আমি যাই।

[ প্রস্থান।

দয়াল। কি বিশ্বেশ্বর! কি ভাবছো?

বিশ্বেশ্বর। ভবানীপ্রসাদ—ওহে ভবানীপ্রসাদ—

দয়াল। ভবানীপ্রসাদ কি কর্ব্বে।

পরেশ। ঐ শ্যামাদাস যাচ্ছে।

বিশ্বেশ্বর। কোন্ শ্যামাদাস?

পরেশ। যার কন্যাদায়ে আপনি পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন—শ্যামাদাসবাবু! ও শ্যামাদাসবাবু!—চলে' গেলে। উত্তরও দিলে না।—আপনার কাছে জানি ও কখনই আস্‌বে না।

বিশ্বেশ্বর। কেন! আমি কি ক্ষেপা কুকুর! লোকে আমার কাছে আস্‌তে এত ভয় করে কেন?—

দয়াল। হয় উপকারীকে চিন্তে পারে না, নয় দেখতে পারে না।

পরেশ। ঐ বিনোদবাবু! বিনোদবাবু! বিনোদবাবু!

[ নেপথ্যে ] কি—

পরেশ। একবার এদিকে আসুন ত'।

বিনোদ। [ নেপথ্যে ] যাচ্ছি।

বিশ্বেশ্বর। এই ত' ডাক্‌বামাত্রই এল। মানুষ এত খারাপ হ'তে পারে! দুটো একটা কি রকম বিগড়ে যায়।—ঐ ত' আস্‌ছে।

পরেশ। কিছু বুঝতে পার্চ্ছি না। ওকে আপনি যে পনের হাজার টাকা দিয়েছিলেন—ওর পরিবার আর ওকে ডিক্রীর দায় থেকে বাঁচাতে।

বিশ্বেশ্বর। ও যে আমার ভাগিনেয়-জামাই।

দয়াল। ও তাই।—

( বিনোদের প্রবেশ )

বিশ্বেশ্বর। এসো বাবাজী!

বিনোদ। বিশ্বেশ্বরবাবু! এ উত্তম।—বুড়োবয়সে এ কেলেঙ্কারী! আমি নিজেই আস্‌ছিলাম।—এই কেলেঙ্কারী! এক বেশ্যার পায়ে এই টাকাটা ঢেলে দিলেন। আর আমি কাল আমার মেয়ের বিয়েতে পাঁচ হাজার টাকা চাইলাম—বলে' পাঠালেন, টাকা হাতে নাই। আর আমি আপনার ভাগিনেয় জামাই।

দয়াল। মাথা কিনে রেখেছ বাপু, মাথায় চড়।

বিশ্বেশ্বর। না না। শোন বাবাজি, আমার নিজের এখন টাকার দরকার। দেই কোথা থেকে।

বিনোদ। অথচ বেশ্যার পায়ে টাকা ঢেলে দিতে পারেন। বেশ—

বিশ্বেশ্বর। বেশ্যার পায়ে!

বিনোদ। আর কাজ নাই—শঠ, মাতাল, লম্পট।

পরেশ। চোপরাও উল্লুক! [ গিয়া টুঁটি টিপিয়া ধরিলেন ]

বিশ্বেশ্বর। আহা, কর কি! কর কি!

পরেশ। বেরো এখান থেকে।

বিনোদ। বেশ!—এ বাড়ীতে কোন্ বেটা পদার্পণ করে।

[ প্রস্থান।

দয়াল। ও বাবা, এ যে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা!

বিশ্বেশ্বর। এ কি—তবে সত্যই কি মানুষ এত অকৃতজ্ঞ হয়! এ যে—এ যে আমি কখন কল্পনাও কর্ত্তে পারি নি।—ভবানীপ্রসাদ! একটা—না, কিছু বুঝতে পার্চ্ছি না। আমার মাথা ঘুর্চ্ছে। চক্ষে অন্ধকার দেখছি।—ঈশ্বর, টাকা না পাই, না খেয়ে মরি, সরযূ ফাঁসি যাক্—মানুষে যেন বিশ্বাস না হারাই, তোমাতে যেন বিশ্বাস না হারাই।

দয়াল। বিশ্বেশ্বর! আমি এ টাকার যোগাড় কচ্ছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

বিশ্বেশ্বর। ও কি! আকাশে নক্ষত্রগুলো টল্‌ছে—মাতাল হয়েছে না কি! পৃথিবী পায়ের নীচে থেকে নেমে যাচ্ছে! চন্দ্র অগ্নিবৃষ্টি কর্চ্ছে। বাতাস এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নিজের ঘাম মুছছে! দয়াল! আমায় ধর। পড়ে' যাচ্ছি।

দয়াল। অধীর হয়ো না। আমি এ টাকার যোগাড় কচ্ছি।—আমি এ টাকার যোগাড় করে' আন্‌ছি।

বিশ্বেশ্বর। আনুছো। আনুছো। হাঁ, নিয়ে এসো। ভিক্ষে করে' হোক্‌, চুরি করে' হোক্‌—এনে দাও। সরযূ বাঁচুক, তারপর প্রলয় হোক্‌। কিছু যায় আসে না।

দয়াল। বিশ্বেশ্বর, উন্মাদ হয়ো না।

বিশ্বেশ্বর। না না—উন্মাদ হব না। এখনও সরযূ জেলে পচছে। সেই সোনার প্রতিমা, সেই মুর্ত্তিমতী উষা, সেই ননীর দেহখানি জেলে পচছে; সেই সতী, সেই যোগিনী, সেই দুঃখিনী, সেই আনন্দময়ী, সেই সুন্দরী, সেই দেবী, দিদি আমার ম'র্ত্তে যাচ্ছে। আমার দেহের শক্তি, আমার নয়নের জ্যোতিঃ, আমার জীবনের সুখ, আমার পরকালের স্বর্গ—আমার ইহকালের সর্ব্বস্ব, আমার আমি—আমায় ছেড়ে চলে' যাচ্ছে। আমি যেতে দিব না—টাকা চাই, টাকা চাই। বুঝলে দয়াল? টাকা চাই।

দয়াল। আচ্ছা, আমি এই মুহূর্ত্তে যাচ্ছি, যেখান থেকে হোক্‌—টাকা নিয়ে আস্‌ছি। তুমি নিশ্চিন্ত হও।

[ প্রস্থান।

বিশ্বেশ্বর। নিশ্চিন্ত হব। হাঁ, ভয় কি। ১০,০০০৲ কেউ ধার দেবে না।—সংসারে সব কৃতঘ্ন।—ওরে, তোদের যে আমি সব দিয়ে আজ নিজে ফতুর হয়ে, রাস্তার ভিখারী হয়ে, দ্বারে দ্বারে কেঁদে বেড়াচ্ছি।—দয়া নাই? কৃতজ্ঞতাও নাই?—না, তা কি হ'তে পারে। —ঐ যে—নক্ষত্রগুলো আবার স্থির, শান্ত, জ্যোতির্ম্ময়। এই যে আবার স্নিগ্ধ বাতাস বৈছে। ঐ যে শুভ্র জ্যোৎস্না শ্যামা ধরিত্রীকে স্নেহে জড়িয়ে রয়েছে।—না না। তা কি হ'তে পারে। সৃষ্টি এত সুন্দর; সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি মানুষ এত কুৎসিত হতে পারে।—না, এ কথা বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না, কর্ব্ব না।

( পার্ব্বতীর প্রবেশ )

বিশ্বেশ্বর। এই যে পার্ব্বতী। পার্ব্বতী—আমায় দশ হাজার টাকা ধার দাও।

পার্ব্বতী। আমি ধার দেবো? আপনাকে? বলেন কি?

বিশ্বেশ্বর। কেন। কেন। তুমি আমার জমীদারী নীলাম করে' নিয়েছো। তুমি আমায় পথের ভিখারী করেছো—না না, তুমি কর নি। আমি হয়েছি—মানুষকে সর্ব্বস্ব দিয়ে—না, আমি কাউকে কিছু দিইনি। কেবল পরের নিইছি—লুট করেছি। কারো দোষ নয়। দোষ আমার। এত বিশ্বাস, স্নেহ, এত —না, কোথায়। আমি কাউকে ভালবাসি নি। কেবল শাঠ্য জোচ্চোরি করে' বেড়িইছি। আমায় দশ হাজার টাকা ধার দাও।

পার্ব্বতী। আমি টাকা দেবো আপনাকে। আপনি মস্ত জমীদার, আপনি দাতা, আপনি মহৎ লোক। আমরা সব ছোটলোক।

বিশ্বেশ্বর। না, কে বলেছে। ছোটলোক আমি, নীচ আমি, ঘৃণ্য আমি, পাপী আমি। তোমরা সব ধার্ম্মিক, তোমরা সব পুণ্যাত্মা, তোমরা সব দেবতা—টাকা ধার দাও। আমি এক মাসের মধ্যে শোধ দেবো।

পার্ব্বতী। তার জামিন কে?

বিশ্বেশ্বর। আমি আমার জমীদারী বাঁধা রাখছি।

পার্ব্বতী। সমস্ত সম্পত্তি?

বিশ্বেশ্বর। আমার যা কিছু আছে—আমার জমীদারী, আমার বাড়ী, আমার ইহকাল, আমার পরকাল—সব নাও, আমায় ১০,০০০৲ টাকা দাও। আমি নাতিনীকে বাঁচাতে চাই। আমার সব যাক্‌—সে বাঁচুক।

পার্ব্বতী। শ্রীশ—তমসুকখানা দাও ত'। দাদামহাশয় দস্তখত করুন।—দাদামহাশয়, আমি আপনার বিপদের কথা শুনেই এসেছি। আমাকেই এ ধার দিতে হবে, তাও জানি। তাই একেবারে দলিল তৈরি করে এনেছি। আপনি একদিন আমার বিপদে আমার বাড়ী বয়ে' টাকা এনেছিলেন। সে উপকার আমি ভুলি নি—দেখছেন।

বিশ্বেশ্বর। তোমার জয় হোক্‌।

পার্ব্বতী। শ্রীশ—

( শ্রীশ দলিল দিলেন )

পার্ব্বতী। তবে দস্তখত করুন।

বিশ্বেশ্বর। কোথায় দস্তখত কর্ব্ব?

পার্ব্বতী। এইখানে।

বিশ্বেশ্বর। দাও।

[ দস্তখত করিলেন ]

পার্ব্বতী। বেশ।

[ দলিল পকেটে রাখিলেন।

বিশ্বেশ্বর। টাকা?

পার্ব্বতী। গিয়ে পাঠিয়ে দেবো।—

বিশ্বেশ্বর। মা কালী তোমার মঙ্গল করুন। আমি বল্‌ছিলাম দয়ালকে যে, এ কি হ'তে পারে যে, মানুষ অকৃতজ্ঞ।—মানুষে বিশ্বাস ফিরে পেলাম। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। তোমার জয় হোক্ পার্ব্বতী।—আর সরযূ! আমি তোমায় বাঁচাবো; আমি প্রমাণ কর্ব্ব, সংসারকে দেখাবো যে, তুমি কত বড় সতী, তুমি কত বড় মিথ্যাবাদিনী। তুমি সংসারের চক্ষে ধূলি দিতে পার, আমার চক্ষে পার্ব্বে না। তুমি আমায় ছেড়ে যাবে। আমি যেতে দেবো না।

[ প্রস্থান।

পার্ব্বতী। বুঝেছো শ্রীশ।

শ্রীশ। আজ্ঞে বুঝেছি।

( চারু ও বিনোদের প্রবেশ )

পার্ব্বতী। এই যে এসেছো।—একটা দস্তখত কর্ত্তে হবে। এই নাও।

চারু। দস্তখত। কিসের।

পার্ব্বতী। দেখ না।—সাক্ষী হ'তে হবে।

চারু। [ পড়িয়া ] ও।—টাকা দিয়েছো?

পার্ব্বতী। না দিলে স্বচ্ছন্দমনে লিখে দেন।—দেখছ না!

চারু। ও। বুঝেছি।—চমৎকার।—দেও কলম? [ দস্তখত করিলেন ]

পার্ব্বতী। বিনোদ, দস্তখৎ কর।

বিনোদ। কি বল চারু?

চারু। কুছ পরোয়া নাই। দস্তখত কর।

[ বিনোদ দস্তখত করিলেন ]

বিনোদ। কিন্তু রেজেষ্টারির সময়?

পার্ব্বতী। তোমরা সাক্ষী আছ।

চারু। বেঁচে থাক। তুমি পাকা বদ-মায়েস্। কিন্তু এই লোকটা—একেবারে অজমূর্খ।

[ তিনজন উচ্চ হাস্য করিলেন। শ্রীশ যোগ দিল। ]

—

## পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—বধ্যভূমি। কাল—প্রত্যূষ

বদ্ধহস্ত সরযূ ও জেলারবাবু

সরযূ। আর কত দেরি জেলারবাবু?

জেলার। আধঘণ্টা খানিক। সিভিল সার্জ্জন আসেন নি—উপরে কি চাইছ মা?

সরযূ। একবার শেষবার পৃথিবীটা দেখে নিচ্ছি।—কি সুন্দর স্বচ্ছ আকাশ।—কি নীল। কি শুভ্র।—পাখীরা কৈ গাইছে না ত'। তারা এখনও উঠে নি। ঐ সূর্য্য উঠেছে না?

জেলার। হাঁ মা।

সরযূ। কি সুন্দর এই পৃথিবী। এত সুন্দর ত' তাকে কখন দেখি নাই। আজ ছেড়ে যাচ্ছি, তাই বুঝি তাকে এত সুন্দর দেখছি। এই সৌন্দর্য্য আমি নিত্য উপভোগ কর্ত্তে পার্ত্তাম। ভুবনেশ্বরী। আমি মোক্ষ চাই না। আমি আবার এই সুন্দর জগতে জন্মাতে চাই। আমি আবার এসে সূর্য্যোদয় দেখতে চাই, আবার বিহঙ্গের সঙ্গীত শুনতে চাই. আবার সুবাসিত বসন্তপবনহিল্লোলে স্নান কর্ত্তে চাই, আবার ভাল-বাসতে চাই। সেবার এসে জন্ম উপভোগ ক'রে নেবো—এবার বিফলে গেল—ভোগ করা হোল না।—জেলারবাবু। মরবার আগে একবার দাদামহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে ইচ্ছা ছিল। তিনি আসেন নি?

জেলার। না মা।

সরযূ। তবে আর তাঁকে বলা হোল না—যে, আমি তাঁকে কত ভালোবাসতাম। আমরা পরস্পরকে বড় ভালোবাসতাম জেলারবাবু। তেমন ভালো বুঝি জগতে আর কেউ কাউকে বাসে নি। মুখোমুখি বসে' তিনি কখন আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রৈতেন, আমি তাঁর দিকে চেয়ে রৈতাম, তিনি আমাকে বুকে চেপে ধর্ত্তেন, আর আমার চক্ষে জগৎ লুপ্ত হয়ে যেত। ওঃ তাঁকে ছেড়ে যেতে হবে।—জেলারবাবু।

জেলার। কি কর্ব্বে মা, উপায় নাই।

সরযূ। না, উপায় নাই বটে, আমি যে হত্যা করেছি।

জেলার। তুমি হত্যা কর নি। আমি শপথ ক'রে বলতে পারি মা।

সরযূ। ঐ যে আমার স্বামী আস্‌ছেন। আমার একবার হাত খুলে দেন না জেলারবাবু।

—আবার বেঁধে দেবেন এখনই। [ জেলার কথাবৎ কার্য্য করিয়া দূরে যাইয়া অবস্থান করিলেন। ]

( মহিমের প্রবেশ )

সরযূ। এসো, আমি একবার শেষ সাক্ষাতের জন্য তোমাকে ডেকেছিলাম।—পায়ের ধূলা দাও। [ পদধূলি গ্রহণ ] জন্মের মত যাচ্ছি। জন্মের মত বিদায় দাও।

মহিম। সরযূ তুমি একাজ কর্লে কেন?

সরযূ। [ হাসিয়া ] কি কাজ?

মহিম। মিথ্যা করে' এ দোষ নিজের ঘাড়ে করে' নিলে। কেন নিলে।

সরযূ। জানো না কেন?

মহিম। এই নরাধমকে বাঁচাতে? আমার এই জঘন্য কলুষিত জীবন জগতের কোন্ উপকারে লাগবে সরযূ?

সরযূ। জগতের উপকারের জন্য এ কাজ করি নি, নিজের উপকারের জন্য করেছি।

মহিম। কি উপকার?

সরযূ। সুখ। গলায় দড়ি দিতামই। তবে এ গলায় দড়ি দেওয়ার মত তাতে সুখ হোত না। এ একটা কর্ত্তব্য করে' ম'লাম।

মহিম। প্রাণ দিয়ে মনের সুখ।

সরযূ। বড় সুখ। মরে সবাই। কেউ ডুবে মরে, কেউ পুড়ে মরে, কেউ সাপে কামড়ে মরে, আর বেশীর ভাগ রোগে ভুগে মরে। মর্‌তেই ত' হবে। দুদিন আগে আর দুদিন পরে। পালিয়ে পালিয়ে মরার চেয়ে মৃত্যুকে হেসে এগিয়ে নেওয়া বেশী সুখের নয় কি।

মহিম। কিন্তু সংসার সম্ভোগ ছেড়ে চির-জন্মের মত যাওয়া—আমার বড় ভয় করে—বড় ভয় করে।

সরযূ। অত ভয় করে বলে'ই ত' মৃত্যুর জয়। আর যদি ভয় না করি।—তা হ'লেই'ত আমি মৃত্যুঞ্জয়ী। সে কি কম লাভের কথা?

মহিম। মর্ত্তে তোমার সত্যই ভয় কচ্ছে না?

সরযূ। না। [ বুক ফুলাইয়া ] আমি দাদা-মহাশয়ের কাছে শুনেছি যে, যখন যুদ্ধের বাদ্য বেজে উঠে, সৈন্য আর স্থির থাকতে পারে না; নাচতে নাচতে কামানের মুখে অগ্রসর হয়। আমি আজ কর্ত্তব্যের গভীর আহ্বান-ভেরী শুনেছি। সেই ডঙ্কা শুনে আমি উচ্চশিরে নিঃশব্দে বিজয়গর্ব্বে মর্ত্তে চলেছি।

মহিম। কি, কোথায় চলেছ?

সরযূ। জানি না। যদি সব এই জন্মেই শেষ—যদি পরকাল না থাকে, তা হ'লে ত' দুঃখ নাই। পরজন্মে আমিই যদি না থাকি, দুঃখ অনুভব কর্ব্বে কে?—

মহিম। আর যদি পরকাল থাকে।

সরযূ। তা ইহকালের চেয়ে খারাপ হ'তে পারে না। এরই মত সে সুখে- দুঃখে গড়া। বিশেষতঃ জ্ঞানমতে যদি নিজের কর্ত্তব্য করে' যাই, এটি ধ্রুব যে, পরিণাম বিশেষ মন্দ হ'তে পারে না। আমি বিশ্বাস করি যে, পরকাল আছে, সে এই পৃথিবীতেই হোক- কিম্বা অন্য পৃথিবীতেই হোক্। এ বুদ্ধি, এ বিবেক, এ অনুভূতি—এত বড় আয়োজনের কি এইখানেই —এই ষাট বৎসরেই শেষ? এই আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই রক্তমাংসে অস্থিমজ্জায় আবৃত হয়ে আবার মূর্ত্তিমতী হ'য়ে আস্‌বে। ঐ স্বর্ণাভ নীল আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, এই হাস্যময়ী ধরণীর দিকে চেয়ে দেখ, ঐ বিহঙ্গের ঝঙ্কার শুন, ঐ গভীর গভীর আহ্বান শুন,—ঐ মানুষের স্বর্গীয় কণ্ঠধ্বনি শুন,—এই অনুপমা সৃষ্টির অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা মনে ভেবে দেখ দেখি। এ কি কারো ছেলে-খেলা। এ কি উন্মাদের প্রলাপ। এ কি মদোন্মত্ত ব্রহ্মাণ্ডপতির অট্টহাস্য? এর একটা মহত্ত্বর পরিণাম আছেই আছে।—না প্রভু, মর্‌তে আমার কোন ভয় নাই।—আমায় বিদায় দাও।

মহিম। সরযূ। যাবার আগে আমায় ক্ষমা করে' যাও।

সরযূ। কিসের জন্য?

মহিম। তোমায় গালি দিয়েছি, মেরেছি, আর শেষে তোমায় ফাঁসি-কাষ্ঠে উঠিয়েছি।

সরযূ। [ সহাস্যে ] আচ্ছা, কিন্তু ভালো হ'তে চেষ্টা করো। তোমার মঙ্গলের জন্য বল্‌ছি। নহিলে তোমার ভবিষ্যৎ ভীষণ জেনো।—তবে বিদায় দাও।

মহিম। ঈশ্বর, আর একবার সুযোগ দাও, সরযূকে বাঁচাও, আমায় বাঁচাও। আবার সংসার করি। আমার মাকে ফিরিয়ে দাও, পূজা করি; স্ত্রীকে ফিরিয়ে দাও; ভালবাসি।

সরযূ। পুনর্জন্মে এসে দেখবো, তুমি কত ভালোবাসো।—তবে যাও। আমি প্রস্তুত হই।

( মহিম প্রস্থানোদ্যত )

সরযূ। দাঁড়াও, আর একবার পায়ের ধূলা নেই। [ চরণস্পর্শ ] যাও।

[ মহিমের প্রস্থান।

জেলার। আমি জানি মা। তুমি হত্যা কর নাই।

সরযূ। তা কি হয় জেলারবাবু। তা না হ'লে আমার ফাঁসি হবে কেন।

জেলার। তোমার আগেও অনেক নির্দ্দোষীর ফাঁসি হয়ে গিয়েছে। মানুষের বিচার, আর কি হবে মা। ঐ বুঝি তোমার দাদামহাশয় আস্‌ছেন।

( পরেশ, দয়াল ও বিশ্বেশ্বরের প্রবেশ )

বিশ্বেশ্বর। এই যে আমার স্নেহের পুত্তলী।

সরযূ। দাদামহাশয়। [ বক্ষে পড়িয়া ক্রন্দন ]

বিশ্বেশ্বর। রক্ষা কর্ত্তে পার্‌লাম না দিদি। স্বপ্নেও কখন ভাবি নি যে আমার বুড়োবয়সে শেষে এই দেখে মর্ত্তে হবে। এরই জন্য কি এতদিন বেঁচে রৈলাম। ভগবান্। যে আমার প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা—সেই নিরপরাধিনীর ফাঁসি দেখ্‌বার জন্য বেঁচে রৈলাম।

সরযূ। সে কি দাদামহাশয়। আমি যে হত্যা করেছি।

বিশ্বেশ্বর। না দিদি, তুমি হত্যা কর নি। তুমি এ কাজ কর্ত্তে পারো না। আমি জানি, আমার অন্তরাত্মা জানে, ঈশ্বর জানেন, তুমি হত্যা কর নি। তুমি হত্যা কর্ত্তে পারো না। সতীর গর্ভে তোমার জন্ম, সতীসাবিত্রীর দেশে তোমার বাস, আমার নাতিনী তুমি—তুমি হত্যা কর্ব্বে। আজ যদি সেদিন থাক্‌তো, বিচারের দিন না হয়ে যদি অগ্নিপরীক্ষার দিন হোত, ত'—আমি চেঁচিয়ে বল্‌তে পারি যে, তুমি সীতা দেবীর মত তোমার পুণ্যের জ্যোতিঃতে অগ্নির জ্বালাকে ম্লান ক'রে সেই অগ্নিপরীক্ষায় হাস্‌তে হাস্‌তে বেরিয়ে আস্‌তে। কিন্তু কি কর্ব্ব দিদি—আজ এ আইনের দিন, এজলাসের দিন, সাক্ষীর দিন, জেরার দিন।

সরযূ। আমি স্বীকার করেছি—তারা কি কর্ব্বে।

বিশ্বেশ্বর। কি কর্ব্বে? শুধু ঐ চাঁদমুখখানির পানে চেয়ে দেখবে আর কিছু কর্ত্তে হবে না। সাক্ষ্য দিলেই হোল যে চন্দ্র দাহ করে, অগ্নি স্নিগ্ধ করে, বাতাস স্থির, পর্ব্বত চঞ্চল, শিশু পিশাচ, মাতা রাক্ষসী। ঐ শান্ত-সজল দৃষ্টির সঙ্গে কি বিষ মিশানো থাক্‌তে পারে? ঐ মৃদু হাস্যের নীচে ছোরা লুকানো থাক্‌তে পারে? মূর্খ তা'রা, অন্ধ তা'রা।

সরযূ। যা হ'বার, তা হয়েছে দ দামহাশয়। এখন বিদায় দিন্।

বিশ্বেশ্বর। স্বামীকে মৃত্যু হ'তে রক্ষা কর্ব্বার জন্য তুমি আজ এই দড়ির হার গলায় পর্চ্ছ। পৃথিবী আজ তার শ্রেষ্ঠ রত্ন স্বর্গকে দিয়ে ধন্য হবে, শূন্য হবে। আর আমি—আমি—উঃ! জ্ব'লে যাচ্ছি, পুড়ে যাচ্ছি।

জেলার। ঐ ডাক্তার সাহেব আসছেন।

সরযূ। তবে আমার যাবার সময় হয়েছে। বিদায় দিন দাদামহাশয়। দুঃখ কর্ব্বেন না। এ বিচ্ছেদ একদিন হ'তই। আমায় যে স্নেহ দিয়েছিলেন, তা আজ ফিরিয়ে নিয়ে—বিশ্বময় ছড়িয়ে দেন—বসুন্ধরা ধনী হবে। আপনার অপার কর্ত্তব্যজ্ঞান ও স্নেহের সঙ্গে অতুল সহিষ্ণুতা মিশিয়ে দেন। জগৎকে বিস্মিত করুন। বিদায় দিন দাদামহাশয়। বিদায় দিন মামা। [ পরেশ ও দয়ালকে প্রণাম। ]

বিশ্বেশ্বর। বিদায় দেবো। বিদায় দেবো। না। আমি পার্ব্ব না। সরযূ। দিদি আমার। [ জড়াইয়া ধরিলেন ]

দয়াল। এসো বিশ্বেশ্বর। [ হস্ত ধরিলেন ]।

বিশ্বেশ্বর। যাও, আমি যাবো না।

সরযূ। যান দাদামহাশয়—লক্ষ্মীটি আমার [ কাঁদিয়া ফেলিলেন ] নিয়ে যান মামা।

বিশ্বেশ্বর। আমি যাবো না। আমিও তোর সঙ্গে ফাঁসি যাবো। আমি যাবো না।

সরযূ। টেনে নিয়ে যান মামা। [ দয়াল ও পরেশ তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গেলেন। বিশ্বেশ্বর "ছাড়, আমি যাব না" বলিয়া ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত। ]

সরযূ শির নত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন, ওঃ:—যাক্, আমি প্রস্তুত জেলারবাবু।"

রক্ষিগণ সরযূর মুখ ঢাকিয়া দিল; হস্তদ্বয় পশ্চাতে বাঁধিয়া দিল। জেলার সেদিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রক্ষিগণ সরযূকে ফাঁসিকাষ্ঠে উঠাইল।

( ডাক্তার সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রবেশ )

ম্যাজিষ্ট্রেট্ মৃত্যুর আজ্ঞা পাঠ করিলেন

"বন্দিনি। শান্তা বেশ্যার হত্যার জন্য তোমার ফাঁসির আজ্ঞা হয়েছে। আমি সেই আজ্ঞা পালন কচ্ছি। ঈশ্বর তোমায় মার্জ্জনা করুন।—জল্লাদ। তোমার কার্য্য কর।"

জল্লাদ সরযূর গলে ফাঁসির দড়ি লাগাইয়া দিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। তবে—[ মুখ ফিরাইয়া ] one, two—

( বেগে শান্তার প্রবেশ )

শান্তা। খবর্দ্দার। নিরপরাধিনীর ফাঁসি দিবেন না। নিরপরাধিনীর ফাঁসি দিবেন না। শান্তাকে কেহ হত্যা করে নি। শান্তা জীবিত আছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট। কে তুমি?

শান্তা। আমিই সেই শান্তা।

---

# পঞ্চম অঙ্ক

—*—

## প্রথম দৃশ্য

স্থান—কাশীর নদীতীরস্থ একটি কুটীর

কাল—মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি

বিশ্বেশ্বর ও দয়াল

বিশ্বেশ্বর। মেঘ। রক্তবৃষ্টি কর। বাতাস। ভীমবেগে গর্জ্জে' ওঠো। সমুদ্র। জলে' ওঠো। পৃথিবী। চৌচীর হয়ে স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করে' চারিদিকে ছড়িয়ে পড়। আর আমি মহাশূন্যে একা দাঁড়িয়ে তাই দেখি।—মানুষ এত অকৃতজ্ঞ হয়।

দয়াল। বাড়ী ফিরে চল।

বিশ্বেশ্বর। যাবো। দাঁড়াও। আগে দেখি প্রলয় পূর্ণ হোক্। আগে দেখি, চন্দ্র সূর্য্য নিভে যাক্, পৃথিবীর শ্যাম শোভা পুড়ে ছাই হয়ে যাক্, একটা ধূমকেতুর সংঘাতে মহাজ্বালাময় ধ্বংস হোক।

দয়াল। মাথা খারাপ হয়েছে।

বিশ্বেশ্বর। পৃথিবী যদি থাকে, তবে তার উপর থেকে মনুষ্যজাতি লুপ্ত হোক, আর তার পরিবর্ত্তে শুধু যত কালসর্প এই পৃথিবীর উপর নড়ে' বেড়াক্।—মানুষ এত অকৃতজ্ঞ।

দয়াল। চল বিশ্বেশ্বর—

বিশ্বেশ্বর। মানুষ যদি থাকে ত' যা'রা চোর, লম্পট, ধাপ্পাবাজ, তা'রাই শুধু বেঁচে থাকুক, আর সব মরে' পচে' গলে' খসে' পড়ে' যাক্। তা হ'লে এই ব্রহ্মাণ্ড খাসা চল্‌বে, বোঁ বোঁ করে' ঘুর্ব্বে।—ওঃ।

দয়াল। রাত্রি কত জানো?

বিশ্বেশ্বর। প্রেম, দয়া, স্নেহ, পাতিব্রত্য, বাৎসল্য সব মুছে নিয়ে যাও দয়াময়ি। প্রেমে শুধু কাম থাকুক; বন্ধুত্বের উপর ঈর্ষ্যা রাজত্ব করুক; উপকারের শিওরে কৃতঘ্নতা পাহারা দিউক্। আহারে বিষ থাকুক্, শরীরে ব্যাধি থাকুক্, ঐশ্বর্য্যে অহঙ্কার থাকুক্, দারিদ্র্যে ঘৃণা থাকুক্।—খাসা চল্‌বে।

দয়াল। না। তোমায় জোর করে' না শোয়ালে শোবে না। এসো। [ হাত ধরিলেন ]

বিশ্বেশ্বর। ছেড়ে দাও [ হাত ছাড়াইয়া ] ও। তুমি।—আর আছ কেন দয়াল। স্নেহময় বন্ধু,—ব্রহ্মাণ্ডের অনিয়ম, ভূত গরিমার ধ্বংসাবশেষ, তুমি একা কেন পিছে পড়ে' আছ? সব গিয়েছে। তুমিও যাও। যে পৃথিবীতে আজ দাক্ষিণ্য ভিক্ষুক, উপকার প্রপীড়িত, স্নেহ পদাহত, সেখানে তুমি কেন। সব চোর ধাপ্পাবাজ।—কি সৃষ্টিই করেছিলি মা। নে তোর সৃষ্টি ফিরিয়ে নে। দয়াল।

দয়াল। বিশ্বেশ্বর।

বিশ্বেশ্বর। আর মা বলে' ডেকো না। সে বেটী সন্তানকে বিষ খাওয়ায়, সন্তান মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে আর পাষাণী তাই দেখে করতালি দিয়ে অট্টহাস্য করে। এই ত' মা। তাকে আর ডেকো না।

দয়াল। তবে কাকে ডাক্‌বো?

বিশ্বেশ্বর। কেন—কেন। তাও ত' বটে। কা'কে ডাক্‌বো? মায়ের কাছে থেকে ছুটে যাবো কার কাছে? মায়ের অত্যাচারের নালিশ যে ঐ মায়েরই কাছে। আর আছে কে? আছে কে?

দয়াল। মায়ের বিচার মা বোঝেন। তুমি কে?

বিশ্বেশ্বর। ঠিক বলেছ দয়াল। মা বলে' ডাক্,

মা বলে' ডাক।—কিন্তু সব শব্দ, সব প্রার্থনা, সব সঙ্গীত ছাপিয়ে ঐ মানুষের কৃতঘ্নতার জয়ভেরী বেজে উঠেছে। সব দুঃখ যন্ত্রণা অন্তর্দ্দাহ এই মহাদুঃখে ডুবে যায়—যে মানুষ অকৃতজ্ঞ। আমার হৃদয়ের অধীশ্বরী, স্নেহের পুত্তলী সরযুর আত্মহত্যাও এই দুঃখের মহারণ্যে হারিয়ে যায়।

দয়াল। সরযুর আত্মহত্যা বোলো না বিশ্বেশ্বর।

বিশ্বেশ্বর। তবে কি বল্‌বো?

দয়াল। আত্মোৎসর্গ। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সাবিত্রীর পূজা হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরে ঘরেই সাবিত্রী। নিজের সামগ্রী কেউ ঠিক্ আদর কর্ত্তে জানে না।

বিশ্বেশ্বর। ঠিক্ বলেছ দয়াল। সরযু স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছে। সে গিয়েছে—আর জগতের জন্য রেখে গিয়েছে—এক অখণ্ড জ্যোতিঃ। তাতে দুঃখ নাই।—কিন্তু গলায় দড়ি দিল। গলায় দড়ি দিল। আমার উপর অভিমান করে' গলায় দড়ি দিল।—আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখলাম।

দয়াল। আপনি ত' দেখেন নি।

বিশ্বেশ্বর। দেখেছি। সেই সাদা সরু গলার চারিদিকে তা'রা দড়ি জড়িয়ে দিল—টেনে ফাঁস দিল।—আচ্ছা দয়াল। কি করে' দিল?

দয়াল। কি আশ্চর্য্য ভ্রম!—স্মৃতি ও কল্পনা তফাৎ কর্ত্তে পারে না।

বিশ্বেশ্বর। সেই দড়ি গলায় দিয়ে আমার নাতিনী ঝুলে পড়লো, পৃথিবী কেঁপে উঠ্‌লো, সংসার অন্ধকারে ঢেকে গেল।

দয়াল। আবার আরম্ভ হোল।

বিশ্বেশ্বর। সেই লম্বমান দেহখানি প্রভাতের বাতাসে একবার রূপের সাপট মার্ল। তারপর একেবারে সব স্থির। স্নেহসজলনীল চক্ষুদুটি শূন্যে চেয়ে রৈল। সাদা মুক্তার মত দাঁতের উপরে রাঙ্গা ঠোঁট দুখানির উপর ফেনা জেগে উঠল। আর সেই ননীর মত নরম দেহখানি শুক্‌নো জ্বালানি কাঠের মত শক্ত অসাড় হয়ে গেল। আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখলাম।—ও হো হো হো।

দয়াল। অধীর হয়ো না—ছিঃ।

বিশ্বেশ্বর। তার পর তার দেহমুক্ত জ্যোতির্ম্ময় আত্মা স্বর্গে উড়ে গেল।—কি সুন্দর।

দয়াল। এখন তা আর ভেবে কি হবে।

বিশ্বেশ্বর। না—না। মানুষের কৃতঘ্নতা এসে এ হত্যার দৃশ্য ছেয়ে ফেলুক; বজ্র কড়কড় শব্দে এসে এ ক্রন্দন থামিয়ে দিক্; রক্তপ্রপাত নেমে এসে এ সুন্দর ধ্বংস ডুবিয়ে দিক্।

দয়াল। একবার এ চিন্তা, আর একবার ও চিন্তা—এ রকম কর্লে মারা যাবে যে।

বিশ্বেশ্বর। ও। হ্যাঁ। বেঁচে থাক্‌তে হবে। পঙ্গু হই, শূল-বেদনা ধরুক, শিরঃপীড়ায় মাথায় আগুন ছুটুক—বেঁচে থাক্‌তে হবে। হাঁ—হাঁ, বেঁচে থাকতে হবে। যাও দয়াল, ঘুমোও গে। আমিও ঘুমোই গে যাই—কালসাপিনী বড় দংশন করেছিস্।—

দয়াল। হারে হতভাগা, এত ভালবাসা নিয়ে সংসারে এসেছিলে কেন।

[ প্রস্থান।

——

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বিশ্বেশ্বরের বাটীর বারান্দা

কাল—প্রভাত

পরেশ, কালীচরণ ও শান্তা দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন

শান্তা। মহিমবাবু আমায় গুলী করে-ছিলেন বটে। কিন্তু তাতে আমি সামান্য আহত হয়ে পড়ে' গিয়েছিলাম মাত্র। মূর্চ্ছা ভাঙ্গলে উঠে দেখলাম স্থান পরিত্যক্ত, আমার পিস্তল আমার পায়ের তলায় পড়ে'। পিস্তল হাতে করে' বাহিরে এলাম। দেখলাম প্রতিবেশীরা এসে জমা হয়েছে; গল্প কর্চ্ছে। আমি পিস্তল অঞ্চলে লুকিয়ে নিয়ে আমার গাড়ীতে উঠলাম। কেউ লক্ষ্য কর্ল না। বাসায় গিয়ে শুনি যে বাগানে এক হত্যা হয়ে গিয়েছে। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নি। শেষরাত্রে বাড়ী ছেড়ে পালাই।

কালী। তারপর?

শান্তা। পরে একখানা খবরের কাগজে পড়লাম যে, শান্তা বেশ্যার হত্যার অপরাধে সরযু নাম্নী ব্রাহ্মণ কন্যার ফাঁসির আজ্ঞা হয়েছে।

কালী। The hungry judges
soon the sentence sign
And wretches hang that
jurymen may dine.

পরেশ। তবে মহিম গুলী করেছিল?

শান্তা। হাঁ।

পরেশ। সে কথা তবে আদালতে প্রকাশ কর নি কেন?

শান্তা। কারণ—তিনি যাই হোন্, তিনি দিদির স্বামী।

পরেশ। তাই তুমি মিছা কৈলে যে, তুমি আত্মহত্যা কর্ত্তে গিয়েছিলে? আর এই মিথ্যা-কথা কয়ে জরিমানা দিলে।—আশ্চর্য্য।

কালী। Woman's at best a contradiction still.

[ প্রস্থান।

( উদ্‌ভ্রান্তভাবে আলুলায়িতকেশা সরযুর প্রবেশ, পশ্চাতে ভবানীর প্রবেশ )

সরযু। মামা, আপনি দাদামহাশয়কে ছেড়ে দিলেন?

পরেশ। আমি জান্তে পার্লে কি আর তাঁকে ছেড়ে দেই মা।—পরদিন সকালে উঠে শুনি, তিনি আর দয়ালবাবু নিরুদ্দেশ।

সরযু। আর ভবানীদাদা—তুমিও—

ভবানী। মায়ের ইচ্ছা।

[ চক্ষে বস্ত্র দিয়া দ্রুত প্রস্থান।

সরযু। তিনি আত্মহত্যা করেছেন নিশ্চয়, মামা।

পরেশ। না মা, কোন ভয় নাই। দয়ালবাবু সঙ্গে আছেন। এখন বাড়ীর ভিতরে তোমার মামীর কাছে যাও। কোন চিন্তা নাই।

সরযু। আমার দাদামহাশয়কে এনে দেন—আমার দাদামহাশয়কে এনে দেন।

পরেশ। এনে দেবো—তিনি যেখানে থাকেন টেনে আন্‌বো। এসো, বাড়ীর ভিতর এসো মা।

শান্তা। আমার জন্যই এত বিড়ম্বনা।

সরযু। সে কি বোন্! তুমিই আমার রক্ষাকর্ত্রী। যদি দাদামহাশয়কে আবার দেখতে পাই, সে তোমারই জন্য পাব।—আর যদি না পাই—আত্মহত্যা কর্ব্ব।

শান্তা। সাবধান দিদি। তার চেয়ে তোমার ফাঁসি ছিল ভালো। আত্মহত্যা কর্ব্বার অধিকার কারো নাই।—আমারও না।

( ব্যস্তভাবে ভবানীর পুনঃপ্রবেশ। )

ভবানী। দিদি। দাদামহাশয়ের সংবাদ পেয়েছি।

সরযু। [ সাগ্রহে ] কোথায় তিনি?—কোথায় তিনি।

ভবানী। কাশীতে।—এই নাও দয়ালের পত্র। এই পেলাম।

[ পরেশকে পত্র প্রদান।

সরযু। ভবানীদাদা। আজই কাশীযাত্রার আয়োজন কর।—এক্ষণেই—এই মুহূর্ত্তে।

পরেশ। এ কি মা। তুমি স্থির হয়ে দাঁড়াতে পার্চ্ছ না। এসো, বাড়ীর ভিতরে এসো।—ও কি সরযু।

[ তাঁহাকে ধরিলেন ]

সরযু। তবে—দাদামহাশয় তবে বেঁচে আছেন। মামা। মামা।

[ বক্ষে পড়িয়া ক্রন্দন ]

পরেশ। ও কি মা।—এসো, ভিতরে এসো।

সরযু। এই আসছি, আমি আস্‌ছি দাদামহাশয়—

[ পরেশ ও সরযুর প্রস্থান।

ভবানী। দয়াময়ি। আমার দিদিকে ফিরিয়ে দিয়েছিস্, দাদামহাশয়কে ফিরিয়ে দিলি। তবে এ বাড়ীখানা ফিরিয়ে দে মা। আর কিছু চাই না। ফিরে এসে দাদা আর দিদিকে নিয়ে এই বাড়ীখানায় যেন উঠতে পারি মা। যাক্ জমীদারী। পৈতৃক ভিটে কেড়ে নিস্‌নে।

শান্তা। কেন। এ বাড়ী এখন কার?

ভবানী। পার্ব্বতীবাবুর—এখন দলিল রেজেষ্টারী করে' দখল নিলেই হয়।

শান্তা। কি দলিল?

ভবানী। কোটকবালা—জোচ্চোর তার টাকাও দেয় নি—হাঁ মা, তোমার রাজ্যে এ রকম দিনে দু'পুরে ডাকাতি হয়।

শান্তা। দলিল রেজেষ্টারী হয় নি?

ভবানী। না।

শান্তা। তা হ'লে দলিলখানা যদি ফিরে পাওয়া যায়, তা হ'লে ত' আর কোন ভয় নাই।

ভবানী। তা বোধ হয় নাই।

শান্তা। তবে এই সপ্তাহের মধ্যে দলিল ফিরে পাবেন। নিশ্চিন্ত থাকুন।

ভবানী। সে কি!—কেমন করে'?

শান্তা। [সম্লানহাস্যে] বেশ্যার অসাধ্য কিছু নাই।

ভবানী। শান্তা, তুমি পূর্ব্বজন্মের কি পাপে বেশ্যার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছ জানি না।

শান্তা। বেশ্যাদের ঘৃণা কর্ব্বেন না। তারা বড় অভাগিনী। তাদের অনুকম্পা করুন। তাদের গৃহ নাই, পরিবার নাই, বন্ধু নাই। তারা যেন অন্ধকার রাত্রিকালে পরিত্যক্ত রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে, দুধারে দেখতে পাচ্ছে—দরিদ্রেরও কুটীরে আলো জলছে, দম্পতীর প্রেমের বিমল হাস্যের ফোয়ারা উঠছে। শিশুরা স্নেহের নীড়ে নিদ্রা যাচ্ছে। তারা তাই দেখছে, আর শীতের বাতাসের তীক্ষ্ণতর দংশন অনুভব কর্চ্ছে, অন্তরে গুমরে মরে' যাচ্ছে। কোটি জ্যোতিষ্কের মধ্য দিয়ে তারাই লক্ষ্যহীন ধূমকেতুর ন্যায় ছুটে চলেছে; চলেছে, কারণ চলা ভিন্ন উপায় নাই। তাদের হাস্য শ্মশানের চিতাবহ্নি—যত উজ্জ্বল, তত জালাময়। শেষে সে হাস্য যখন জ্বলে' জ্বলে' নেভে, তখন তার দীর্ঘ নিশ্বাস শ্মশানের উষ্ণ বাতাসে উঠে মিশে যায়। তারাই নিজেদের যথেষ্ট ঘৃণা করে। তার উপর আপনাদের ঘৃণা আর তাদের উপর চাপাবেন না। [মস্তক অবনত করিল]

ভবানী। ঘৃণা! তুমি যদি আমার কন্যা হ'তে—

শান্তা। [সাগ্রহে] তা হ'লে!

ভবানী। তা হ'লে, আমি নিঃসঙ্কোচে তোমায় ঘরে নিতাম।

শান্তা। [সাগ্রহে] নিতেন?

ভবানী। নিতাম। মা!—তোমায় দেখে অবধি আমার মনে একটা অসীম অনুকম্পার উদয় হয়েছে—জানি না কেন! মনে হয় যে তুমি বেশ্যা নও, যেন একদিন তুমি সত্যই আমার কন্যা ছিলে, যেন একদিন—

শান্তা। [কম্পিতস্বরে] আর আমি যদি সত্যই আপনার কন্যা হই?

ভবানী। সত্যই আমার কন্যা হও! সে কি! বেশ্যার ঘরে তোমার জন্ম!

শান্তা। বেশ্যার ঘরে আমার জন্ম নয়।

ভবানী। তবে!

শান্তা। আকাশ! মুখ ঢাকো। পৃথিবী কানে আঙ্গুল দাও! আজ সে কথা প্রকাশ কর্ব্ব।—"বাবা" বলিয়া অগ্রসর হইল।

[ভবানী চমকিয়া পিছাইলেন]

শান্তা। বাবা!—এ কথা জীবনে প্রকাশ কর্ত্তাম না। কিন্তু আপনিই আমায় সাহস দিয়েছেন। বাবা! আমি সত্যই আপনার কন্যা—

ভবানী। সে কি! আমার কন্যা তুমি! আমার কন্যা ত মরে' গিয়েছে।

শান্তা। [উঠিয়া] অভাগিনী মরে নি! [অগ্রসর হইয়া] বাবা। [পিছাইয়া] না। আপনি অধোমুখ! লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্রোধে আপনার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রক্তবর্ণ হয়ে গিয়েছে। না—না—না। আমায় ঘৃণা করুন, ত্যাগ করুন, পদতলে দলিত করে' চলে' যান।

ভবানী। কন্যা আমার! তোমার মরণই ভালো!—[করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখে] এ কি পরীক্ষায় ফেল্লি মা! হৃদয়ে শক্তি দে মা!

শান্তা। না বাবা! যা বলেছি ভুলে যান। আমি আপনার কন্যা নই। আমি আপনার কেহ নই। আমি কৃষ্ণ-সমুদ্রের উপর একটা ঢেউয়ের মত উঠেছিলাম—আবার তারই মত কৃষ্ণসাগরে নেমে যাই।

[ভবানী শান্তার দিকে অগ্রসর হইয়া কহিলেন] "শান্তা—"

শান্তা। আমি অস্পৃশ্য! আমায় স্পর্শ কর্ব্বেন না।—স্পর্শ কর্ব্বেন না।

[দ্রুত প্রস্থান।

ভবানী ঈষৎ ভাবিলেন; পরে গান ধরিলেন—

পেয়ে মাণিক হারালাম মা
আমি অতি লক্ষ্মীছাড়া।
আঁধারে পথ দেখতে পাই নে,
কোথা আছিস্ দে মা সাড়া।
আপন যারা ছিল পাড়ায়—
একে একে সরে' দাঁড়ায়—
তুইও শেষে যাস্ নে ভেসে—
ওমা এসে কাছে দাঁড়া।

(পরেশের পুনঃ প্রবেশ)

পরেশ। শান্তা চলে' গিয়েছে?

ভবানী। কে!—না—হাঁ, চলে' গিয়েছে।

[গান চলিল।

পরেশ। ভবানী! কাঁদ্‌ছ যে।

ভবানী। কৈ! না!

[ গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

পরেশ। এ কি—এরা কা'রা? পার্ব্বতী! কি মনে করে'—দেখা যাক্।

( পার্ব্বতী, কালীচরণ ও পশ্চাতে ক্রুদ্ধভাবে চারু ও বিনোদের প্রবেশ )

পার্ব্বতী। বিশ্বেশ্বরবাবুর কোন খবর পেয়েছেন?

পরেশ। আপনার সে খোঁজে দরকার কি।

পার্ব্বতী। দলিল রেজিষ্টারী কর্ত্তে হবে। তিনি নিরুদ্দেশ হন ত' আমায় নিজেই গিয়ে দলিল রেজিষ্টারী করে' আন্‌তে হবে। এরা সাক্ষী।

চারু। কোন পুরুষে নই।

পার্ব্বতী। সে কি!

বিনোদ। পথে বলেছি রফা কর।

পরেশ। রফা কিসের?

চারু। রফা কর।

পার্ব্বতী। [ দলিল বাহির করিয়া ] এই তোমাদের দস্তখত।

চারু। জাল।

পার্ব্বতী। তোমরা সাক্ষী নও?

চারু। এর সাক্ষী নই; সাক্ষী অন্য কিছুর বটে।—কি বল বিনোদ!

পার্ব্বতী। এ তোমার কাজ, কালীচরণ!

কালী। সম্ভব। পার্ব্বতী! এতদিন শুদ্ধ দর্শক হিসাবে নিরপেক্ষভাবে দুই পক্ষ দেখে আসছি। তুমি নারীহন্তা জেনেও উদাসীন ছিলাম। That only shows a philosophic mind; কিন্তু তুমি যখন জোচ্চোরী করে' এক সতীকে ফাঁসিকাষ্ঠে উঠিয়েছ, আর ঋষির মত দাদামহাশয়কে দেশান্তরে পাঠিয়েছ, তখন আমার philosophic mind-এও এক বিষম ধাক্কা লেগে গেল। আর না। সত্যকথা প্রকাশ করে' দাও চারু। তারপর যা হবার হবে। Do well and right and let the world sink.

পার্ব্বতী। [ শুষ্কমুখে ] সে কি।—আচ্ছা।—এ্যাঁ! তবে আমি আসি পরেশবাবু।—এস চারু। এস বিনোদ। কথা আছে।

ঠিক এই সময়ে ভবানীপ্রসাদ পুনঃপ্রবেশ করিয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে পার্ব্বতীর টুঁটি টিপিয়া ধরিলেন।

কালী ও পরেশ। কর কি! কর কি!

ভবানী। সরে' দাঁড়াও—পাষণ্ড। এখনও এ বাড়ী দাদামহাশয়ের। দূর হও [ পার্ব্বতীকে পদাঘাতে সোপান-নিম্নে ফেলিয়া দিলেন; পরে হাত ঝাড়িয়া পরেশের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ] "ঠিক করেছি?"

পরেশ। বেশ করেছো।

[প্রস্থান।

ভবানী। [ চারু ও বিনোদের পানে চাহিয়া ] বেশ করেছি?

উভয়ে। বেশ করেছো।

চারু। আর না। আজ প্রকাশ কর্ব্ব। ও পাজীর সঙ্গে আর না।

[ চারু ও বিনোদের প্রস্থান।

ভবানী। [ কালীকে ] কেমন মহাশয়! ঠিক করেছি?

কালী। চমৎকার!

Perhaps it was right to dissemble
your love,
But why did you kick him
downstairs.

ভবানী প্রশান্তভাবে গান গাহিতে গাহিতে
প্রস্থান করিলেম।

পেয়ে মাণিক হারালাম মা
আমি অতি লক্ষ্মীছাড়া।
আঁধারে পথ দেখ্‌তে পাই না,
ওমা এসে কাছে দাঁড়া।

——

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—শান্তার গৃহকক্ষ। কাল—সন্ধ্যা

শান্তা একাকিনী

শান্তার গীত

এ জগতে আমি বড়ই একা,
আমি বড়ই দীনা।
বিদেশিনী আমি হেথা,
তোমা বৈ কাউরে চিনি না।

দীর্ঘ দিবা অবসানে,
ক্লান্ত দেহে শ্রান্ত প্রাণে,
তোমার কাছে ধেয়ে আসি,
কে আছে আর তোমা বিনা।
লয়ে শত প্রাণের ক্ষত
তোমার কাছে ছুটে আসি,
তোমার বুকে রাখতে মাথা,
তোমার মুখে দেখতে হাসি ;
শুষ্ক ধরা, শূন্য ধরা,
অসীম তাচ্ছল্য ভরা ;
তুমিও মুখ ফিরাও না,
তুমিও কোরো না ঘৃণা।

গীত শেষ করিয়া শান্তা জানালার কাছে বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া কহিল, "উঃ! কি কালো মেঘ করেছে। ঝড় উঠবে।" এই বলিয়া শান্তা মেঘের দিকে চাহিয়া রহিল।

( পরিচারিকার প্রবেশ )

পরিচারিকা। দিদিঠাকরুণ!

শান্তা অত্যন্ত অধিক চমকিয়া পতনোন্মুখী হইয়া সামলাইয়া লইল ও পরে কঠোর স্বরে কহিল, "কি চাও?"

পরিচারিকা। পার্ব্বতীবাবু এসেছেন।

শান্তা। পার্ব্বতীবাবু! সে কে?

পরিচারিকা। তুমি না আস্‌তে বলেছিলে?

শান্তা। ও! পার্ব্বতীবাবু! বুঝেছি।—আজ কি বার। ও। হাঁ, বলেছিলাম, বটে। উপরে ডেকে নিয়ে আয়।

[ পরিচারিকার প্রস্থান।

শান্তা। কি বলে' ডেকেছি, আর কি কর্ত্তে হবে।—মা! এতে যদি কোন পাপ থাকে, ক্ষমা কোরো। এই আমার জীবনের শেষ পাপ। প্রস্তুত হয়ে নিই। [ আলমারি হইতে পিস্তল বাহির করিয়া, সমস্ত দেখিয়া ঠিক করিয়া লইল ; পরে পিস্তল বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া রাখিল ; পরে তাড়াতাড়ি বস্ত্র ঠিক করিয়া লইয়া কহিল ] "এখন আমি প্রস্তুত। এই যে।"

( দাসীর সহিত পার্ব্বতীর প্রবেশ )

শান্তা। আসুন—ঝি বাইরে থেকে দরোজা বন্ধ করে' দে।

[ দাসী বাহিরে গেল ]

শান্তা। বন্ধ করে' দে। শিকল দে।

পার্ব্বতী। বাইরে থেকে দরোজা বন্ধ! কেন?

শান্তা। ও! তাই ত'। ভুল হয়ে গিয়েছে। তা যাক্। [ সহাস্যে ] দরকার হ'লেই খুলে দেবে এখনি।

পার্ব্বতী। কি সুন্দর সেজেছো আজ। কি সুন্দর তোমায় দেখাচ্ছে।

শান্তা। দেখাচ্ছে না কি! আচ্ছা, এইবার দেখুন দেখি। [ বৈদ্যুতিক ঝাড় জ্বালিয়া দিল ]

পার্ব্বতী। উঃ! এত সুন্দরী তুমি! কি অদ্ভুত! কি সুন্দর! সুন্দরি! [ অগ্রসর হইলেন ]

শান্তা। দাঁড়ান।—এইবার দেখুন দেখি।—[ ঘর অন্ধকার করিল ] দেখতে পাচ্ছেন?

পার্ব্বতী। কৈ? না! কোথায় তুমি প্রাণেশ্বরী।

শান্তা। এই যে। [ একটি সবুজ আলো খুলিয়া দিল ]

পার্ব্বতী দেখিলেন আপাদলম্বিতকেশা জ্যোতির্ম্ময়ী শান্তা—গ্রীবাভঙ্গী সহকারে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার একহস্তে একখানি কাগজ অপর হস্তে পিস্তল।

পার্ব্বতী। এ আবার কি!

শান্তা। ( কাগজ দেখাইয়া ) দস্তখত করুন।

পার্ব্বতী। এ আবার কি?

শান্তা। আপনার পুত্রের নামে পত্র—বাহক হস্তে দলিল পাঠিয়ে দেবার জন্য। পড়ুন। পড়ে' দস্তখত করুন।

পার্ব্বতী। ( কাগজ কলম লইয়া, পড়িয়া ) ও! তা দস্তখত কর্ব্ব কেন?

শান্তা। দস্তখত করুন।

পার্ব্বতী। না। কখন না।

শান্তা। দস্তখত করুন—[ পিস্তল দেখাইল ]

পার্ব্বতী। কখন না।—কি কর্ব্বে!

শান্তা। দস্তখত করুন। [ পিস্তলের নল পার্ব্বতীর দিকে লক্ষ্য করিয়া ] এই মুহূর্ত্তে—নইলে—

পার্ব্বতী। আচ্ছা [ পত্র স্বাক্ষরিত করিলেন ]

শান্তা। বড় বাধ্য। [ পত্র খামে পূরিতে পূরিতে—ঝি। ঝি।

( দাসীর প্রবেশ )

শান্তা। এই নাও। তারপর যা যা বলে' দিয়েছি—যাও, দরোজা ফের বন্ধ কর।

[ দাসী প্রস্থান করিয়া দ্বার বন্ধ করিল।

( শান্তা আবার সমস্ত আলো জ্বালিয়া দিল )

শান্তা। ( সহাস্যে ) দেখছেন পার্ব্বতীবাবু, যে শয়তানীতে আপনার সমকক্ষ একজন আছে!

পার্ব্বতী। বটে! তুমি এত বড় শয়তান শান্তা?

শান্তা। বেশ্যার চেয়ে বড় শয়তান আর কেউ আছে?—যার স্বরে ছলনা, হাস্যে ছলনা, চুম্বনে ছলনা, আলিঙ্গনে ছলনা; যে তার শরীর বিক্রয় করে, আত্মা বিক্রয় করে, জীবনের সাররত্ন ভালোবাসা—তাও বিক্রয় করে; যে রাজার ভিটেয় ঘুঘু চরাতে পারে, ঋষির ঋষিত্ব ঘোচাতে পারে, একটা রাজ্য রসাতলে দিতে পারে; যার জীবনই একটা প্রকাণ্ড জীবন্ত মিথ্যাবাদ।—এত বড় শয়তান আর কে!—কিন্তু আমি বেশ্যার সন্তান নই। আমি বিবাহিত প্রেমের প্রসুন। [ স্বর কাঁপিতে লাগিল ] তা যদি জান্তাম, তা হ'লে কোন কৃষকের বধূ হয়ে পবিত্র আনন্দময় দারিদ্র্যের নির্ম্মল সুখ ভোগ কর্ত্তে পার্ত্তাম।—কিন্তু আপনি আমার সর্ব্বনাশ করেছেন।

পার্ব্বতী। ( সবিস্ময়ে ) আমি!

শান্তা। হাঁ, আপনি!—আমার পিতা কে জানেন।—ও, জানেন না! জান্‌বেন কেমন করে'! তখন তিনি প্রবাসে ছিলেন। কিন্তু এখন তাঁকে আপনি বেশ চেনেন। তবে শুনুন, আমার পিতার নাম শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—যাঁর ঘর আপনি শ্মশানে পরিণত করেছেন। আমার মাতার নাম হিরণ্ময়ী—যাঁকে ভ্রষ্টা করে,' যাঁর বৃদ্ধ পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্যকে হত্যা করে,' পরিশেষে—কি, একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন যে—পরিশেষে তাঁকে হত্যা করেছেন।

পার্ব্বতী। কে বল্ল?

শান্তা। প্রমাণ আছে।

পার্ব্বতী। সে কি!—আমায় ছেড়ে দাও শান্তা।

শান্তা। এই দিচ্ছি।

পার্ব্বতী। আমি হত্যা কর্ব্ব মনস্থ করে' হত্যা করি নাই।

শান্তা। কৈফিয়ৎ বিচারালয়ে দিবেন।—এই যে—

( দ্বার খুলিয়া পুলিশসহ ভবানী, চারু ও বিনোদের প্রবেশ )

শান্তা। এই যে! দারোগা সাহেব! আমি এই পার্ব্বতীচরণ ঘোষকে আমার মাতা হিরণ্ময়ীর হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করি। সাক্ষী—এঁরা—

দারোগা। বাঁধো—

[ কনষ্টেবলগণ তাঁহাকে বন্ধন করিল ]

শান্তা। আর বাবা! আপনার কন্যা আপনার সম্মুখেই তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্চ্ছে। তবে—[ নিজের চিবুকতলে পিস্তল লাগাইয়া ] বাবা, তবে বিদায় দেন।

ঠিক সেই সময়ে এক মহাবজ্রনাদ হইল। শান্তা কাঁপিয়া উঠিল। হস্ত হইতে পিস্তল পড়িয়া গেল। শান্তা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

ভবানী। মা কালী আমার কন্যাকে রক্ষা করেছেন। [ শান্তার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া ] অভাগিনী কন্যা আমার। আমি মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছি। তিনি তোমায় চরণে স্থান দিয়েছেন। ওঠো অভাগিনী।

শান্তা। ( ক্ষীণস্বরে ) বাবা!

ভবানী। মা!

---

## চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—বিশ্বেশ্বরের শয়ন-কক্ষ। কাল—রাত্রি

[ বিশ্বেশ্বর একখানি ছোরা হাতে করিয়া প্রবেশ করিলেন ]

বিশ্বেশ্বর। না, আমি এইখানেই শেষ কর্ব্ব। আর পারি না। কিন্তু আত্মহত্যা।—মা দুর্গা! আমার সর্ব্বাঙ্গে সূচ বিঁধিয়ে মার্ব্বে, আর যদি তা আমার অসহ্য হয়—ত অমনি পাপ। তা যদি হয়, তা' হ'লে মানুষকে দানবের শক্তি দাও নি কেন? এই ক্ষুদ্র শরীরটার মধ্যে একটা স্নেহের সমুদ্র দিয়েছিলি কেন রাক্ষসী। কিন্তু জীবনের শেষ অঙ্কে একটা মহাপাপ করে' মর্ব্ব। [ ছোরা টেবিলের উপর

রাখিলেন ; নিজে তাহার পাশে বসিলেন ] না, কাজ নাই। [ উঠিয়া কক্ষে পাদচারণ করিতে লাগিলেন ] ওঃ! আর পারি না। তিলে তিলে—এও ত' মচ্ছি। তার চেয়ে—কিসে পাপ! আমাকে এ জীবন দিয়েছো—এ আমার সম্পত্তি। আমি রাখি, ছুঁড়ে ফেলে দেই, তাতে তোমার কি! কর্ত্তা। [ টেবিলের কাছে যাইয়া ছোরা লইলেন, করতলে গড়াইতে লাগিলেন ] না, কাজ নাই। [ পুনরায় তাহা রাখিয়া টেবিলে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন ; পরে সহসা চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন ] ও কি! কে আমায় সেই পুরাতন পরিচিত স্বরে ডাকে! মৃত্যুর পরপার থেকে তুমি আমায় ডাক্‌ছো দিদি! ঐ যে আবার! দূরে না, নিকটে! আরও উচ্চে আরও প্রাণমাতানো সুরে ডাকছে।—এই যাই দিদি। [ ছোরা গ্রহণ । কৈ! আবার সব স্তব্ধ [ জানালায় কান দিয়া ] কৈ। স্তব্ধ রাত্রি। কেউ জেগে নাই। একা আমি জেগে। কেউ দেখছে না। দেখছে কেবল ঐ পূর্ণিমার চাঁদ, —স্থির হয়ে দেখছে। ঐ চাঁদের পাশে কে! সরযূ না? ঐ যে আমায় হাত বাড়িয়ে ডাক্‌ছে। না। কৈ! কেউ নাই ত';—কল্পনা! ( বসিলেন সহসা উঠিয়া ) ঐ যে আবার ডাক্‌ল। আবার! আরও কাছে। না। এ কল্পনা নয়। সরযূ আমায় ডাক্‌ছে। ঐ আবার! এ কি! তার স্বর কি রাত্রির বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে! ঐ যে আবার। এই যাই দিদি!—ক্ষমা কোরো দয়াময়ী! ( নিজের বক্ষে ছোরা মারিলেন )

ঠিক সেই সময়ে "দাদামহাশয় দাদামহাশয়" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে দ্বার খুলিয়া ভবানীপ্রসাদের সহিত সরযূ প্রবেশ করিয়া বিশ্বেশ্বরের গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন। বিশ্বেশ্বরের হস্ত হইতে ছোরা পড়িয়া গেল। প্রদীপ নিভিয়া গেল।

বিশ্বেশ্বর। কে তুই মায়াবিনী।

সরযূ। আমি আপনার দিদি সরযূ।

বিশ্বেশ্বর। তুই ত' মরে' গেছিস্—ওঃ! আমায় এগিয়ে নিতে এসেছিস্?

সরযূ। না. আমি মরিনি। আপনাকে ছেড়ে কি আমি যেতে পারি দাদামহাশয়।

বিশ্বেশ্বর। মরিস্ নি! গলায় দড়ি দিয়েছিলি যে—

সরযূ। না দাদামহাশয়।

বিশ্বেশ্বর। সে কি, তবে সব ভ্রম! তবে এতদিন ছিলি কোথা রাক্ষসী!

সরযূ। কিন্তু এ যে রক্ত দাদামহাশয়। এ কি!

বিশ্বেশ্বর। আমি চলেছি দিদি—

সরযূ। কোথায় দাদামহাশয়?

বিশ্বেশ্বর। পরপারে। তবে যাই-দিদি! ( সরযূর গলদেশ জড়াইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন )

—

## পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—পরিত্যক্ত প্রান্তর। কাল—অপরাহ্ণ

মহিম ও শান্তা

মহিম। সরে, দাঁড়াও। তোমার নিশ্বাসে অগ্নিকুণ্ডের দুর্গন্ধ ; তোমার অধরে কেউটে সাপের বিষ ; তোমার স্পর্শে তুষানলের জ্বালা।—কাছে এসো না। সরে' দাঁড়াও।

শান্তা। কেন, আমি তোমার কি করেছি?

মহিম। ন', কিছু কর নি। আলেয়ার রূপ ধরে' এসে আমায় ভাগাড়ে টেনে এনে ফেলেছ! ঝড়ে মাঝগঙ্গায় ফেলে হাল ছেড়ে ডুবিয়ে মেরেছ ; আমাকে বিশ্বের বর্জ্জিত, সংসারের ঘৃণিত হন্তে কুকুর করে' ছেড়ে দিয়েছ, আমায় কাপুরুষ, মিথ্যাবাদী, ধাপ্পাবাজ, জোচ্চোর, পাষণ্ড, পশুর অধম করেছ। আর কি কর্ব্বে!

শান্তা। সব দোষ আমাদেরই।—আমরা পাপ, মড়ক, সর্ব্বনাশ—স্বীকার করি। আমরা ত' আছিই, আর যতদিন মানুষ আছে, পৃথিবী আছে, সৃষ্টি আছে, ততদিন আমরা আছি, থাক্‌বো। ব্যাধির কীটাণুর মত, স্রোতের আবর্ত্তের মত, তীরের চোরাবালির মত, আমরা আছি, থাক্‌বো। কিন্তু তোমরা এ দূষিত বায়ুর মধ্যে সেঁধোও কেন? এ আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে এসে পড় কেন? এ চোরাবালিতে পা বাড়িয়ে দাও কেন?—দোষ আমাদেরই।

মহিম। এই কথা শোনাবার জন্যই কি তুমি এখানে এসেছো?

শান্তা। না, আমি তোমায় তোমার সহধর্ম্মিণীর কাছে নিয়ে যেতে এসেছি।

মহিম। তার ত' ফাঁসি হয়েছে। আমার জন্য—

শান্তা। ফাঁসি হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর নয়—

মহিম। তবে কার?

শান্তা। পার্ব্বতীর। [ দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া ] সেই—না, মাকে ফিরে পেয়েছি, আর কেন।—সে সতীর ফাঁসি হয় নাই, মৃত্যু হয়েছে বটে!

মহিম। সে কি?

শান্তা। দাদামহাশয়ের মৃত্যুর পরদিনই সেই সতীর মৃত্যু হয়।

মহিম। কিসে?

শান্তা। জানি না কিসে। কোন চিকিৎসক সে রোগ ধর্ত্তে পারে নাই। আমি তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে ছিলাম। তাঁকে তৈলাভাবে প্রদীপটির মত ধীরে ধীরে নিভে যেতে দেখেছি। সে দৃশ্য আমি কখনও ভুল্‌বো না। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম "কোথায় যাচ্ছ জানো, বোন্?" সতী উর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে' বল্লেন "পরপারে—দাদামহাশয়ের কাছে।" আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম "তোমার এই বিষয় কি হবে?" দেবী সহাস্যে তাঁর মাতুলের মুখের পানে চেয়ে বল্লেন "গরীবদের বিলিয়ে দিও মামা, দাদামহাশয় যা কর্ত্তেন।" তার পর আমার পানে চেয়ে বল্লেন "বোন্—তাঁর সঙ্গে যদি দেখা হয়ত, ব'লো যে আমি শেষ নিশ্বাসে তাঁর কল্যাণকামনা করে' মরেছি।" এই বলে', তাঁর স্থির চক্ষু স্বর্গের পানে চেয়ে রৈল।

মহিম। তবে যে বল্লে তুমি আমায় আমার স্ত্রীর কাছে নিয়ে যেতে এসেছ। আমার স্ত্রী ত' স্বর্গে!

শান্তা। আমি তোমায় সেই স্বর্গের পথে নিয়ে যেতে চাই।

মহিম। তুমি! তুমি আমায় স্বর্গের পথে নিয়ে যাবে! তুমি বেশ্যা—

শান্তা। তুমি যে তার অধম। সতীর গর্ভে তোমার জন্ম, সৎসঙ্গে তোমার বাস, তুমি কি করেছো বল দেখি? তোমার নরকেও স্থান নাই। বেশ্যার ঘরে লালিত, বেশ্যার কুলধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েও, সেই অন্ধকার গহ্বর থেকে, আমি নিজ শক্তিবলে এক পর্ব্বতভার ঠেলে উঠেছি। আর তুমি—যাক্। আমি তোমায় স্বর্গের পথ থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিলাম, আজ আমি তোমাকে সেই স্বর্গের পথে নিয়ে যাবো। আজ সে সাধ্য আমার আছে—যদিও আমি বেশ্যা। [ সগর্ব্বে শির উঁচু করিয়া দাঁড়াইল ]

মহিম। [ চাহিয়া স্তম্ভিত ভাবে ] এ কি! —না, না—তুমি ত' বেশ্যা নও! বেশ্যা ত' ও রকম গ্রীবা বক্র করে' মাথা উঁচু করে' দাঁড়ায় না। বেশ্যা ত' ও রকম উজ্জ্বল স্নেহকরুণ মৃদুহাস্য হাসে না। বেশ্যা ত' ও রকম সজল আনত নেত্রে অসীম অনুকম্পাভরে চায় না। তুমি ত' বেশ্যা নও!—কে তুমি! কে তুমি!

শান্তা। আমি নারী!—মায়ের প্রসাদে আমার কলঙ্ক ধৌত হয়ে গিয়েছে। আমি আজ মাকে পেয়েছি।

মহিম। [ সাগ্রহে ] কোথায় পেলে!—কোথায় পেলে! আমি যে পৃথিবীময় মাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। একদিন উদ্‌ভ্রান্তবৎ এক সন্ন্যাসীর পদতলে পড়ে' বল্লাম "আমার মা কোথায়?" তিনি বল্লেন "খোঁজ, দেখতে পাবে।" তুমি পেয়েছ? কোথায় মা! কোথায় মা!

শান্তা। দেখবে এসো। [ হাত ধরিয়া মহিমকে লইয়া গেলেন ]

——

## ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—শ্মশান। কাল—সন্ধ্যা

মহিম ও শান্তা

মহিম। কৈ! মা কৈ!

শান্তা। এইখানেই মা।

মহিম। [ সাতিবিস্ময়ে ] এখানে!—এ ত' শ্মশান।

শান্তা। এর মত জায়গা আর আছে! চেয়ে দেখ, ঐ পতিতপাবনী মা সুরধুনী তার উদ্দাম উচ্ছ্বাসে দুই কূল প্লাবিত করে' খরস্রোতে চলেছে। ঐ দেখ, নদীর পরপারে রক্তিম সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। ঐ দেখ, লোলজিহ্বা চিতা জলছে। ঐ দেখ, কত লোক শব কাঁধে করে' আসছে, নামাচ্ছে, পোড়াচ্ছে; মাটীর দেহ ধূ ধূ করে' পুড়ে যাচ্ছে, আর তারা নির্নিমেষ নয়নে তাই চেয়ে দেখছে; তারপরে চিরজন্মের মত পার্থিব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে' শূন্য ঘরে ফিরে যাচ্ছে!—কি সুন্দর!

মহিম। [ সবিস্ময়ে ] সুন্দর!

শান্তা। অতি সুন্দর! জীবনের দীপ নিভে গিয়েছে; বেদনার স্পন্দন থেমে গিয়েছে; স্নেহের মোহ পুড়ে গিয়েছে; কৃষ্ণ মেঘের উপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে; জন্মের উপর মৃত্যু গর্জ্জে উঠছে! তাই মা আমার শ্মশানচারিণী।

মহিম। কৈ মা!

শান্তা। একবার পরপারে চাও দেখি!—চাও!—কি দেখছো?

মহিম। রক্তিম সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে।

শান্তা। ওখানে নয়। জীবনের পরপারে চাও—কিছু দেখতে পাচ্ছ?

মহিম। না—

শান্তা। মাকে?

মহিম। কৈ মা!—

শান্তা। একবার প্রাণভরে' মা বলে' ডাক দেখি। দেখ, দেখতে পাও কি না! ডাক।

মহিম। মা! মা!

শান্তা। দেখতে পাচ্ছ না?—আমি ত' পাচ্ছি। [ জানু পাতিয়া করযোড়ে ] বিশ্ব-ব্যাপিনী বিবসনা উন্মাদিনী কালী করালী মা আমার! ও কি মূর্ত্তি! ঊর্দ্ধবাহু দুটি গগন ভেদ করে' উঠছে; মাথার চারিদিকে কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা নৃত্য কর্‌ছে, কটিদেশে জড়িয়ে ধরে' ধরণী স্তন্য পান কর্চ্ছে; পদতলে রসাতল মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে' আছে!—ঐ দেখ, মা তাঁর মুষ্টি দিয়ে সংহার ও সৃষ্টি ছড়ি[illegible]ন; তাঁর রসনায় হুঙ্কার ও অভয়বাণীর সঙ্গীত[illegible]নত হচ্ছে; তাঁর বক্ষে জন্ম ও মৃত্যু স্পন্দিত হচ্ছে; তাঁর সম্মুখে স্বর্গ, পশ্চাতে নরক—দুই মহাসমুদ্রের মত পড়ে' রয়েছে। তাঁর বক্ষের উপর জগতের যত পুণ্যাত্মা ঘুমিয়ে আছে। ঐ দেখ, তোমার দাদামহাশয়, ঐ দেখ, তোমার স্ত্রী; ঐ দেখ, তোমার মা—জগন্মাতার বক্ষের উপর—ঐ পরপারে।

---

**যবনিকা পতন**

**সমাপ্ত**